INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRTTORIES

ACT : 1963.

29th. March, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 29th March, 1967.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Deputy Minister, Deputy Speaker and 21 Members.

QUESTIONS.

MR. SPEAKER :— Today in the list of business are the following questions to be answered by the ministers concerned. Shri Abhiram Deb Barma.

SRI ABHIRAM DEB BARMA :— Question No. 9.

SHRI S. L. SINGH :— Hon'ble Speaker Sir, starred question No. 9.

QUESTION	ANSWER
(ক) ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে কোন সাবডিভিসনে টেষ্ট রিলিফের কাজের জন্য কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে ?	(ক) এতদসঙ্গীয় তালিকা দ্রষ্টব্য।
(খ) ঐ টাকায় কি কি কাজ হইয়াছে ?	(খ) এতদসঙ্গীয় তালিকা দ্রষ্টব্য।
(গ) টেষ্ট রিলিফের কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই টাকা কবে মঞ্জুর করিয়াছিলেন ?	(গ) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে।
(ঘ) এই টাকা ব্যয় হইতে যদি বিলম্ব ঘটিয়া থাকে তবে তাহার কারণ কি ?	(ঘ) বিলম্ব ঘটে নাই।

The expenditure on Test Relief works in the months of January and February, 1967.

Name of Sub-Division	January, 1967	February, 1967.
1. Dharmanagar	Rs. 7,002·00	Rs. 25,092·00
2. Kailashahar	Rs. 24,263·00	Rs. 6,350·00
3. Khowai	Rs. 9,972·56	Rs. 14,211·41
4. Sadar	Rs. 17,000·00	Rs. 52,000·00
5. Udaipur	Rs. 2,195·00	Rs. 13,000·00
6. Belonia	Rs. 8,080·30	Rs. 1,107·38
Total :	Rs. 68,512·86	Rs. 1,11,760·79

STATEMENT SHOWING THE WORKS TAKEN UP UNDER TEST RELIEF DURING THE MONTHS OF JANUARY AND FEBRUARY, 1967—AS REQUIRED VIDE ITEM (খ) OF THE QUESTION.

Sl. No.	Name of Sub-Division	Name of projects under taken
1	2	3
1.	Dharmanagar	1) Reclamation work at ·Panisagar, Lalchhera, Beithangbari, Rajnagar, Agnipara, Krishnapur, Balichhera, Digalbag, Ragna.
		2) Construction of Bund at Rajbari, Dalukandi, Chandrapur.
		3) Improvement of Road at Ragna, Chandrapur, Radhanagar and Natunbazar.
2.	Kailashahar	1) Maintenance of Road from Rangutia to Tatiapara and Rangutia to Gopinathpur.
		2) Construction of Bund at Chantai over Kalachhera.
		3) Construction of Embankment at Bagmachhera.
		4) Construction of 4 (four) temporary bunds at Balichhera and 4 (four) temporary bund over Balichhera Branch.
		5) Construction of temporary bunds at Dhanbilashchhera, Mohanpurchhera, Jaruiltali, Chouchhera, Bagmachhera.
		6) Construction of Embankment at Saidabari and Kumarghat.
		7) Maintenance of Embankment at Ratiabari and Noadrone.
		8) Construction of bund over Dewrachhera at Pakhirbada.
		9) Maintenance of Road from Ranguti to Latiapara, Rangutia to Gopinathpur, K. K. Road to Ramkamal School.
		10) Jungle cutting along the side of Road from Chinibagan to Debasthal.

Sl. No.	Name of Sub-Division	Name of projects under taken
1	2	3
		11) Construction of bund over Kalachhera.
		12) Repair of bund from the boundary of Paresh Bhowmik up to Jogendra Ghosh.
		13) Construction of bund at Srirampur from house of Satish Bhattacharjee to Kalibari tilla, Bhagya-chhera.
		14) Construction of road at Halambasti.
		15) Construction of bund at East side of Jagannathpur.
3.	Khowai	1) Repair of Road from Asharambari to Banbazar landless colony.
		2) Repair of bund at Lengtibari.
		3) Repair of road from Chhebri to Bidyamohan Thakurpur, Bahadurbari to Gopalnagar, Bhulabari to Lengtibari, Bachhaibari B. O. P to Gumsingh-bari, Nonachhera, Galichhera, Akrabari landless colony, Santinagar landless colony.
		4) Repair of road from Hatimara Ganki landless colony, Karangichhera, Asharambari to Banbazar landless colony, Hatkhatabazar to Madibari, Gour-nagar Primary School to Dowlia tilla, from Chhebri to Bidyamohan Thakurpara, Behalabari to Gopalnagar, Behalabari to Lengtibari, Durga-nagar, Singichhera to Lathabari, Nonachhera, Galichhera, Akrabari, Santinagar.
		5) Construction of road at Teliamura.
4.	Udaipur	1) Excavation of Hadrachhera, Excavation of chennel at Hurijala, Dakmajala, Silghati.
		2) Improvement of road from Chandrapur to Elang-bari, Matarbari to Bhuradhighi via Block Office,

Sl. No.	Name of Sub-Division	Name of projects under taken
1	2	3
		Rangachhera to Sunthung, Kalaban to Gangachhera, Mog Puskarini to Aralia, Kholakhot to Pouramura, Kholakhot to Gangachhera. Duptali to Kupilong via Gakulpur, Gakulpur to Raiabari, Dhwajnagar to Kupilong, Radhanagar to Murapara.
5.	Belonia	1) Foottrack construction, Bund construction and Reclamation works at different areas.
		2) Foottrack construction. Bund construction. Reclamation works and improvement of Bazar at different area.
6	Sadar	1) Road from West Gajaria to Mogra Road.
		2) Road from Kanchannagar to Arundhutinagar Camp School.
		3) Road from Arundhutinagar Bazar to Gunjaria Bill.
		4) No. 15 Road (Mogra Road) to Mullabari Tomari.
		5) Road from Belabar to North Chandpur.
		6) Arundhutinagar Camp to Belabar Road.
		7) Road from Beltali to Charipara.
		8) Road from Charipara H. S. School to Hapania.
		9) Road from Arundhutinagar Road No. 7 to Surjahar.
		10. Road from Charipara to West Charipara, Arundhutinagar to Swissgate, Bishalgarh to Atur Asram, Tribal Rest House to West Pratapgarh, Bishalgarh to West Pratapgarh, Rampur to Kalikapur, construction of Simnachara Colony Road.
		11) Gajaria bund (from Mogra Road to Howrah bund).
		12) —do— (from Howrah bund to Gajaria Das Para.
		13. Construction of bund at Matai.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই কাজগুলি হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ওয়ান্ট নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে টেষ্ট রিলিফ বাবদ কি কারণে খরচ করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ধর্ম্মনগরে রিক্লেমেশন ওয়ার্কের জন্য খরচ হয়েছে, কন্সট্রাকশন অব বান্ধের জন্য খরচ হয়েছে, ইম্প্রুভমেন্ট অব রোডের জন্য খরচ হয়েছে। কৈলাসহরে মেন্টেনেন্স অব রোড, কন্সট্রাকশন অব বাণ্ড, কন্সট্রাকশন অব এম্বাঙ্কমেন্ট, কন্সট্রাকশন অব টেম্পোরারী বাণ্ড প্রভৃতি কাজে ব্যয়িত হয়েছে। খোয়াইতে রিপেয়ার অব রোড, রিপেয়ার অব বাণ্ড, কন্সট্রাকশন অব রোড। আর উদয়পুরে এস্কাভেশন, ইম্প্রুভমেন্ট অব রোড, আর বিলোনীয়াতে ফুট ট্র্যাক কন্সট্রাকশন, রিক্লেমেশন ওয়ার্ক। সদরে রোড প্রভৃতির কাজে ব্যয়িত হয়েছে এবং বাঁধের কাজে ব্যয়িত হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কারণটা জানতে চেয়েছিলাম। টেষ্ট রিলিফ কাজ করানোর মত কি কারণ ঘটেছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যেরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে ড্রাউট অ্যাণ্ড ফ্লাড ত্রিপুরায় বিরাটভাবে আসে যার ফলে লোকের হাতে অর্থ ছিলনা পারচেজিং পাওয়ার ছিল না। অতএব সেই পারচেজিং পাওয়ারটাকে বাড়াবার জন্যই এবং যে কাজের ফলে কৃষি এবং রাস্তার উন্নতি হতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই কাজ করানো হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে সাধারণতঃ আমন ফসল উঠানো হয় ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে যখন ড্রাউট হয় এবং ফ্লাড হয় এবং তার ফলে কেবল নিজেদের ক্ষেতের ফসলই নয়, ঘরের যে জমানো অর্থ বা বিত্ত আছে তাও নষ্ট হয়, গরু-বাছুর নষ্ট হয়, তাদের পারচেজিং পাওয়ার থাকে না. আমন ধান উঠলেই তাদের পারচেজিং পাওয়ার বৃদ্ধি হয়ে যায় না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, অন্যান্য বৎসর এই সময় টেষ্ট রিলিফের কাজ দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যখনই ফ্লাড এবং ড্রাউট আসে, তখনই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে রিপ্লাই দিয়েছেন তার মধ্যে একটা প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই নাই। প্রশ্নে আছে টেষ্ট রিলিফের এই যে মজুরী সেটা

কবে স্যাংশন হয়েছিল অর্থাৎ এই টাকাটা কবে স্যাংশান হয়েছিল, এই সম্পর্কে তিনি কোন উত্তর দেন নাই।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে টাকা মঞ্জুর হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এখানে পরিষ্কার আছে যে ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাসে যে টাকাটা খরচ করা হল সেটা এই কারেণ্ট ইয়ারে মঞ্জুর হওয়ার কথা নয়, কাজেই এটা কবে মঞ্জুর করা হয়েছে সেই তারিখটা আমরা জানতে চাইছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে ১৯৬৬-৬৭'এর বাজেট ইয়ারে এই টাকা মঞ্জুর হয়েছে, অতএব উনি যে বলেছেন যে বলা হয় নাই, ইহা সত্য নহে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে যেভাবে টেষ্ট রিলিফের কাজ করান হয়েছে সেটা কংগ্রেসের নির্বাচনে জনসাধারণকে ঘুষ দেওয়ার জন্য এই কাজটা করান হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কংগ্রেসের বিজয় লাভ তাদের মনে আতংক সৃষ্টি করেছে, তারই বহি প্রকাশ এখানে এবং বাইরে হচ্ছে। তবে একটি কথা আছে যে মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি অর্থাৎ মক্ষিকা সবসময় নর্দমা খোঁজে, নর্দমায় মক্ষিকা বাস করে—

মিঃ স্পীকার :— Hon'ble Chief Minister is requested to give reply only to the Supplementary question and not to explain.

(* * * * * * * * * * *)

শ্রী এস. এল. সিংহ :— বিরোধী দলের থেকে মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেছিলেন যে এই টাকাটা নির্ব্বাচনের পার্পাসে ব্যয় করা হয়েছে কিনা ? তিনি বলেছেন যে এই টাকা কংগ্রেস জনসাধারণকে নির্ব্বাচন পার্পাসে ঘুষ দিয়েছেন কিনা ? এই যে কথাটা, এটা প্রশ্নের সাথে আসে কিনা ? ইলেকশানের প্রশ্ন যদি এখানে আসে তাহলে তার উত্তর আমাকে দিতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার যখন এই প্রশ্ন এ্যালাউ করেছেন তখন তার উত্তর আমাকে দিতে হবে। এই যে অবৈধ উক্তি তারা করেছেন সেটা যাতে প্রসীডিংসে স্থান না দেওয়া হয়, এই রুলিং আমরা মিঃ স্পীকার মহাশয় থেকে চাইছি।

শ্রী ইউ. কে. রায় :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় সদস্য যিনি প্রশ্ন করেছেন তার প্রশ্ন যদি অযৌক্তিক হয়, আনপার্লামেন্টারী বা আপত্তি জনক হয় তাহলে যদি কোন

(* * *) Expunged as ordered by the Chair on 29. 3. 67.

মেম্বার আপত্তি করতে চান, তিনি সেটা চেয়ারের নোটিশে আনবেন, চেয়ার সেটা মেম্বার কনসাণ্ড´কে উইড্র করতে বলবেন অথবা চেয়ার যদি বুঝেন যে প্রশ্ন কর্তা কোন অবৈধ শব্দ ব্যবহার করেছেন তাহলে তিনি তাঁর ওন্ ইনিশিয়েটিভে সেটা উইড্র করার জন্য বলতে পারেন। অথবা যদি অন্য মেম্বারের ষ্ট্রাইক করে, স্পীকারের ষ্ট্রাইক না করে তাহলে সেই মেম্বার স্পীকারের এ্যাটেনশান ড্র করবেন। স্পীকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করার করবেন, এটাই রীতি কিনা ?

মিঃ স্পীকার : — এটাই রীতি হওয়া উচিত। মাননীয় সদস্যকে আমি বলছি, আপনি কি এই জাতীয় কোন শব্দ ব্যবহার করেছিলেন ? আপনার প্রশ্নটা কি ছিল ?

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :— আমার প্রশ্ন ছিল জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাসে যথন ধান উঠে, তথন ধান কাটবার ভীড় থাকে সাধারণতঃ সেই সময়ে টেষ্ট রিলিফের কাজ দেওয়ার কথা নয়। কাজেই আমি একথা বলেছি যে আমার যতদুর জানা আছে, এই সময়ে টেষ্ট রিলিফের কাজ সাধারণতঃ দেওয়া হয় না। এবার যেভাবে বিরাট এ্যামাউন্ট খরচ করা হয়েছে এটা কংগ্রেস নির্ব্বাচনে জনসাধারণকে ঘুষ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছেন কিনা ? আমি ঘুষ কথাটা উইড্র করছি। সেখানে আমি বলছি প্রভাবিত করার জন্য এই টাকাটা ব্যয় করা হয়েছে কিনা ? আমার আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, টেষ্ট রিলিফ'এর অর্থটা কি ?

SHRI S, L. SINGH :—Hon'ble Speaker, Sir, I draw the attention of the chair on a point of clarification. উনি যেটা বলেছেন তার দুটো প্রশ্ন হচ্ছে। একটা প্রশ্ন উনি করেছিলেন যে জানুয়ারী ফেব্রুয়ারীতে রেইনী সিজন নয়। অতএব সেই সিজনে ব্যয় করা হয়েছিল কিনা আমি তার উত্তর দিয়েছি যে ডাউট এণ্ড ফ্লাড হলে পরে লোকের পারচেজিং পাওয়ার থাকে না। তাই সেই সময়েতে পারচেজিং পাওয়ার ইনক্রিজ করার জন্য ব্যয় করা হয়েছে। তারপর তিনি এ্যানাদার কোয়েশ্চান করেছেন। সেপারেট আর একটা কোয়েশ্চান করেছেন। সেই কোয়েশ্চানটা, উনি এই জায়গায় বলেছেন 'ঘুষ'। সেই কোয়েশ্চানটা, উনি করতে পারেন কিনা. আঈ ড্র ইওর এ্যাটেনশান।

MR. SPEAKER :—You please withdraw the word 'Ghoosh',

শ্রীঅঘোর দেববর্ম :—আমি তো উইড্রই করছি। আমি বলেছি প্রভাবিত।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ড্র দি এ্যাটানশান অব দি চেয়ার যে এই কোয়েশ্চানটা এর সাথে সংযুক্ত আছে কিনা ?

SHRI U. K. ROY :—The word itself ls unparliamentary, It has been uttered by a member without entering into any argument. So he should be asked to withdraw it.

MR. SPEAKER :—Yes, he has alredy withdrawn it. The Hon'ble Member has already withdrawn it and this discussion should also be expunged from the record.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে প্রশ্নটা করেছিলাম সেটার উত্তর তিনি দেননি। টেষ্ট রিলিফের অর্থটা কি বললেন ?

মিঃ স্পীকার :—আপনি তো সেই প্রশ্নটা করেন নি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমি বলেছি টেষ্ট রিলিফের অর্থ কি সেটা তিনি এক্সপ্লেন করুন। কেন টেষ্ট রিলিফ দেওয়া হয় ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—টেষ্ট রিলিফ হল দুর্গতদের, যাদের পারচেজিং পাওয়ার নাই তাদের পারচেজিং পাওয়ারকে ইনক্রিজ করার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাকেই সচরাচর টেষ্ট রিলিফ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—গত জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে এমন ঘটনা ত্রিপুরাতে হয়েছিল কিনা ? অর্থাৎ খাদ্য আছে অথচ কিনবার ক্ষমতা নাই, মানুষ দুর্ভিক্ষের কাছাকাছি গিয়েছে, এমন কোন ঘটনা ঘটেছিল কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে ড্রাউট এবং ফ্লাডে পারচেজিং পাওয়ার অব দি পিপল্ নষ্ট হয়ে গেছে, তার ফলে টেষ্ট রিলিফের কাজ দেওয়া হয়েছে।

MR. SPEAKER :—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

SHRI BIDYA CH. DEB BARMA :—Question No. 10.

SHRI S, L. SINGH :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 10.

Question	Reply
ক) সীমনাছড়া তহশীলের আকালিয়াছড়ার উপর এবং বালুরবন্দে কালাছড়া ওয়ারাই ছড়ার উপর বাঁধ তৈরীর জন্য সরকার কি কোন আবেদমপত্র পাইয়াছেন ?	বালুরবন্দে কালাছড়া ও ওয়ারাই ছড়ার উপর কোন বাঁধ তৈরীর আবেদনপত্র পাওয়া যায় নাই। ঈশানপুরের নিকট আকালিয়া ছড়ার উপর বাঁধ তৈরীর আবেদনপত্র পাওয়া গিয়াছে।

খ) যদি পাইয়া থাকেন তবে ঐ দুইটি বাঁধ তৈরীর ব্যাপারে তাহারা কি চিন্তা করিতেছেন ?

কালাছড়া ও ওয়ারাই ছড়া সম্বন্ধে এই প্রশ্ন উঠে না। আকালিয়া ছড়া বাঁধের তদন্ত শেষ হইয়াছে। মাইনর ইরিগেশন ডিভিশন হইতে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রস্তাব রচিত হইতেছে।

গ) ঈশানপুর কলোনীর জমিতে জল সেচের জন্য আকালিয়াছড়া বাঁধটি এবং উপজাতীয় কৃষকদের জন্য বালুরবন্দ বাঁধটি যে জরুরী প্রয়োজন সরকার তাহা স্বীকার করেন কি ?

আকালিয়াছড়ার বাঁধটি প্রয়োজন। বালুরবন্দ বাঁধ সম্বন্ধে এই প্রশ্ন উঠে না।

MR. SPEAKER :— Shri Aghore Deb Barma.
SHRI AGHORE DEB BARMA :— Question No. 48.
SHRI S. L. SINGH :— Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 48.

Question.

1) Total number of landless peasants rehabilitated in each of the colonies viz. Laljuri, Betchhera, Kanchancherra and Machlicherra under Kailashahar Sub-Division.

2) whether they have been granted rehabilitation benefit.

3) if not, the reasons thereof ?

Answer.

কৈলাসহর সাব-ডিভিশনের লালজুরি, বেতাছড়া, কাঞ্চনছেড়া এবং মাছলিছেড়াতে ল্যাণ্ডলেসকে বসানো হয়েছে। তবে তার সঠিক সংখ্যা এখানে বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহাদিগকে রিহেবিলিটেশান বেনিফিট দেওয়ার কাজ চলেছে। কাউকে ল্যাণ্ড অ্যালট করে দেওয়া হয়েছে, কাউকে সমস্তটা দেওয়া হয় নাই, কিছু কিছু দেওয়া হয়েছে। অতএব whenever our fund will be available we will be able to give the rehabilitation benefit to them.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সমস্ত এলাকার কথা এখানে বলা হয়েছে সেখানকার ল্যাণ্ডলেস পিজেন্টির জন্য এই বাবদে মোট কত অ্যামাউন্ট খরচ করা হয়েছে।

SHRI S. L. SINGH :—Materials are under collection.

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—যাহাদিগকে টাকা দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত ল্যাণ্ডলেস পিজেন্ট্রিকে জায়গা দেওয়া হয়েছে কিনা ?

MR. SPEAKER :—Materials are under collection তিনি বলেছেন। কাজেই এই সম্পর্কে আপনি আর কোন কোয়েশ্চান করতে পারেন না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

SHRI BIDYA CH. DEB BARMA :—Question No. 40.

SHRI S. L. SINGH :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 40.

Question	Reply
ক) সরকার কি অবগত আছেন যে সীমনা তহশীলের শ্রীশুকরা সাঁওতাল এবং আরো ১০ জন গরীব কৃষক যে জমির রাজস্ব বাবদ সরকারের বছরে ১৪৩.৬ টাকা দিয়া আসিতেছেন সেই জমি সেটেলমেন্ট কর্ত্তৃপক্ষ সীমনা চা বাগানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ?	ক) না।
খ) যদি অবগত থাকেন তবে এই জমি হইতে গরীব এই উপজাতীয় কৃষকরা যাহাতে উচ্ছেদ না হন তাহার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?	খ) প্রশ্ন উঠে না।

MR. SPEAKER :—Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE CH. DEB BARMA :—Question No. 49.

SHRI S. L. SINGH :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 49.

Question	Answer
(1) Whether any amount has been sanctioned for the	(1) & (2). A sum of Rs. 659/- was sanctioned for construction of a bridge over

construction of Charilam bridge over Rangari Cherra during the election time ?	Rangapari cherra during early part of February, 1967. It is not a fact that the amount was sanctionad during Election time.
(2) If it is fact, what amount has been sanctioned ?	
(3) If the amount has been sanctioned when the work will be taken over ?	(3) The work has not yet been taken np as no Village Development Committee come forward to take up the constructional work during the current financial year.

শ্রীঅঘোরদেববর্ম্মা :— এই কাজটা করার জন্য কাউকে দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বলা হয়েছে the work has not yet been taken up.

শ্রী অঘোর দেব বর্ম্মা :— এই কাজটা কখন করা হবে।

SHRI S. L. SINGH :— As soon as the Village Development Committee come forward, we will think of it.

শ্রী অঘোর দেব বর্ম্মা :— ভিলেজ ডেভালাপমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ :— নিশ্চয়ই গঠন্ করা হয়েছে।

শ্রী অঘোর দেব বর্ম্মা :— যদি ভিলেজ ডেভালাপমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে তাহলে এই কাজটার বিলম্ব হচ্ছে কেন ?

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ :— তারা আসছে না, আগেই বলা হয়েছে।

MR. SPEAKER :— Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A.

SHRI BIDYA CHANDRA DEB BARMA :— Starred Question No. 69.

SHRI S. L. SINGH :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 69.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সদর মোহনপুর তহশীলের মহিষগাঁথা গ্রামের ২৮ জন গ্রামবাসী এ' অঞ্চলের একটি নূতন বাঁধ ও নালা খননের ব্যাপারে কি কোন প্রতিবাদ পত্র পাঠাইয়াছেন,	হাঁ।
খ) যদি পাঠাইয়া থাকেন, তবে তাহার বয়ান কি ?	প্রতিবাদ পত্রে বলা হইয়াছে যে এই

	বাঁধের দ্বারা তাহাদের জমি ক্ষতিগ্রস্থ হইবে এবং তাহার বিষয়টি তদন্ত করিতে ও তাহাদের জমি সংরক্ষণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।
গ) ইহা কি সত্য যে এ' নূতন সেচ ব্যবস্থায় গ্রামবাসীদের বহু জমির ফসল জলমগ্ন হইবে,	না।
ঘ) যদি তাহা হয়, তবে উহার জন্য সরকার ক্ষতি-পূরণের কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?	প্রশ্নের (গ) অংশের উত্তরের পরি-প্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী অঘোর দেব বর্ম্মা, এম, এল, এ,

শ্রী অঘোর দেব বর্ম্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১।

SHRI S. L. SINGH :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 51

Question	Answer
1) Whether the construction of the Fatikroy-Dumchhera road has been started ;	No
2) If not, the reasons thereof ?	There is an existing road. The improvement of this road will be considered after detail survey is completed.

শ্রী অঘোর দেব বর্ম্মা :— এই রাস্তাটা বর্তমানে চালু আছে কিনা ?

শ্রী এস এল সিংহ :— রাস্তা চালু বলতে বুঝি এই , রাস্তা যেখানে আছে রাস্তা চালু অবস্থায়ই আছে।

শ্রী অঘোর দেব বর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চালু অর্থে কি বুঝেন ? সেখানে মোটর বা জীপ চলাচল করতে পারে কিনা ?

শ্রী এস এল সিংহ :— মানুষ হাটাহাটি করতে পারলেই সেটাকে রাস্তা বলা হয়। সেটা উন্নত ধরণের রোড, অতএব সেখানে রাস্তা আছে এবং সেটা দিয়ে লোক চলাচল করে।

শ্রী অঘোর দেব বর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয, আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেটা জীপএবল বা মোটরএবল কিনা ? জংগলের ভিতর দিয়েও মানুষ চলাচল করে, এমন রাস্তা বহু আছে ত্রিপুরা রাজ্যে।

শ্রী এস এল সিংহ :— বর্ষা ব্যতিরেকে, অর্থাৎ বর্ষায় যদি মাটি নষ্ট হয়ে না যায়, তাহলে সে রাস্তায় জীপ চলে, ট্রাক চলে, এটা ফেয়ার ওয়েদার রোড, নট অল ওয়েদার রোড।

MR. SPEAKER :—There are five Unstarred Question Nos. 3 61, 67, 68 & 31.

The Minister may lay on the Table of the House the reply to the Uustarred Questions.

CALLING ATTENTION

MR. SPEAKER :—There is one Calling Attention given notice of by Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. on the 23rd March, 1967, to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day the 29th March, 1967.

SHRI U. K. ROY :—Hon'ble Speaker Sir, on point of clarification. A short notice question has been given to call the attention of the Minister concerned to a matter of urgent and public importance. Now the fire broke out on 15th in the premises of G. B. Hospital, and notice was given on 21st instant. When the incident took place on 15th, was it urgent on the 21st March ? I want clarification of this from the Hon'ble Speaker.

MR. SPEAKER :—Fire incident is no doubt an urgent matter.

SHRI U. K. ROY :—I draw the attention of the Chair that in Parliamentary Practice the urgent matter is that matter which must be raised within 24 hrs., or it is shortened or at least the earliest day available. But the incident took place on 15th. The meeting was going on. It was not raised before 21st. According to parliamentary practice the matter is not urgent as the urgency has been discussed elaborately by Mr. Moor in his book—Chapter on ADJOURNMENT MOTION.

SHRI S. L. SINGH :—Hon'ble Speaker Sir, urgency depends upon the psychology and depends upon the circumstances of the facts. It solely depends on the direction of the Speaker. He is to decide whether it is urgent or not.

SHRI U. K. ROY :—Hon'ble Speaker Sir, the question was put to the Speaker. Can any other member intercourse come forward with any explanation or any suggestion on behalf of the Speaker, if he is not called by the Speaker himself ?

MR. SPEAKER :—Yes, the question was put to me no doubt. But on point of clarification the Hon'ble Chief Minister can speak.

SHRI U. K. ROY :—My question was put to the Speaker. Hon'ble Speaker can give answer or disallow the question altogether. Whether any other Member of the House can come forward with any suggestion or explanation on behalf of the Speaker, that is my question.

MR. SPEAKER :—On point of clarification the Chief Minister can say. I have already admitted this Calling Attention Notice.

SHRI U. K. ROY :—Hon'ble Speaker, Sir, I have asked it only for clarification.

MR. SPEAKER :—I think this matter has been clarified. Now I would call on the Hon'ble Minister in-charge of Medical and Public Health Department to make a statement on—

'Fire broken out on 15-3-67 in the premise of G. B. Hospital and the nature of damage.'

SHRI TARIT MOHAN DASGUPTA :—Hon'ble Speaker Sir, an incident of fire was noticed at about 2-30 A. M. on 16-3-67 in some of the 200 boxes of medicines etc. lying on the veranda of G. B. Hospital near kitchen. Emergency Medical Officer on duty failed to contact the Fire Brigade and Kotwali P. S. as the hospital phone was out of order. The fire was, however, brought under control with the help of hospital staff. Police has been informed ahout the incident. It transpires that six boxes of medicines etc. have been damaged. To assess the amount of actual damage a committee has been formed with three medical officers. According to rough estimate medicines etc. amounting about rupees thousand are suspected to be damaged. The cause of the incident is under investigation. Police reports and departmental reports are awaited.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে, যে সময় আগুনটা লেগেছিল সে সময় সেখানে

নাইট গার্ড ছিল কিনা ? থাকিলে সেই নাইট গার্ডের নাম কি এবং ঔষধগুলি যে বারান্দায় রাখা হয়েছিল তার কারণ কি ? অন্যত্র রাখবার কি কোন ব্যবস্থা ছিল না ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—৩১শে মার্চ্চের পূর্ব্ব মূহুর্ত্তে একসঙ্গে অনেক ঔষধ আসে। প্রথম অবস্থায় সাধারণতঃ নিয়ম হচ্ছে সেগুলিকে বারান্দায় রাখা হয়। তারপর মেডিসিনের ইনভয়েসের সঙ্গে মিলিয়ে কাউন্ট করে সেগুলিকে অন্যত্র সরানো হয়। আর কোন দারোয়ান ছিল কিনা সেটা পরে জানানো যাবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমার পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান ছিল যে সেখানে পাহারার কোন ব্যবস্থা ছিল কিনা ? অর্থাৎ কোন দারোয়ান ছিল কিনা ?

MR. SPEAKER :—This is a matter under investigation.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আচ্ছা এইগুলি যে বারান্দায় রাখা হয়, এইগুলি কি সব সময়েই বারান্দায় রাখা হয় না কি ঐ সময়ের জন্য রাখা হয়েছিল ?

মিঃ স্পীকার :—তিনি তো বলেছেন যে ৩১শে মার্চে অনেক ঔষধ একসঙ্গে আসে বলেই কিছু ঔষধ বারান্দায় রাখা হয়েছিল।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এটা কি রেগুলার ফিচার না অ্যাক্সিডেন্টালি রাখা হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার :—এটা রেগুলার ফিচার নয়। তিনি বলেছেন বছরের শেষে ভীড়ের জন্য এটা করা হয়েছে।

SHRI ERSHAD ALI CHOUDHURY :—On a point of clarification Sir. What kinds of of medicines are gutted by fire ?

SHRI S. L. SINGH :—The kinds and value of the medicines will be known after the investigation. It is now under investigation. So it is not possible to say now.

MR. SPEAKER :—The whole matter is under investigation.

(after a pause)

I have received a Calling Attention Notice from the following Member, Shri Aghore Deb Barma on the subject 'Acute shortage of flour resulting non-availability of loaf etc. and the steps taken by the Government to meet the need of the bakeries.' I have given consent to the motion of Shri Aghore eb Barma. I would now request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a

position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

SHRI S. L. SINGH :—Hon'le Speaker, Sir, I shall make the statement on 3rd April.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

Voting on Demands for Grants for 1067-68.

MR. SPEAKER :—Next-item in the List of Business is Voting on Demands for Grants for 1967-68. To-day 10 Demands viz. Demand Nos. 12—Police, 15—Medical, 16—Public Health, 37—Capital Outlay on Improvement of Public Health, 1—Taxes on Income other than Corporation Tax-Agricultural Income Tax, 3—State Excise Duties, 4—Taxes on Vehicles, 5—Other Taxes and Duties, 6—Stamps and 7—Registration Fees, are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the APPENDIX showing Demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move the demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when the Debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos. 15, 16 & 37 together, Demand Nos.—1, 3, 4 & 5 together and Demand Nos.—6 & 7 together respectively and I shall have one general debate on these Demands as they are of allied nature ; of course I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No.—12—Police.

SHRI ERSHAD ALI CHOUDHURY :—Mr. Speaker, Sir, whether the Demand No. 22—Labour and Employment will be discussed to-day ?

MR. SPEAKER :—Yes, Demand No. 22—Labour & Employment.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHERJEE :—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,26,28,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote Account) Biil, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 12—Police.

MR. SPEAKER :— Now there are three cut motions on this demand. The cut motions moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- (i) to ventilate the grievance in anomalies of pay scale, (ii) to ventilate the grievance of mismanagement of the Police Department. Another Cut Motion of Shri Aghore Deb Barma is that the Demand be reduced to Re. 1/-, (iii) to represent disapproval of Policy to withdraw Out-post from the interior. Also there is anoter cut motion of Shri Bidyachandra Deb Barma to discuss on পুলিশ দপ্তরের দুর্নীতি দমনে ব্যর্থতা। Now I ask Shri Aghore Deb Barma to discuss his cut motions.

শ্রী অঘোর দেব বর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে পুলিশ বাজেটের মধ্যে ১, ২৬ ২৮,০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এখানে আমার কিছু বক্তব্য আছে। যদি গত বছরের বাজেটের সংগে এই বছরের বাজেট তুলনা করি, তাহলে দেখা যায় এবার টাকার অংক কিছু কম করে রাখা হয়েছে। যদিও বাজেটে টাকার অংক কম রাখা হয়েছে, বাস্তবিক পক্ষে পুলিশের বিভিন্ন রকমের দুর্নীতি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। আজকে পুলিশ ষ্টাফ তাদের দায়িত্ব পালনের দিক থেকে কতটুকু সক্ষম হয়েছে সেটাই হচ্ছে আমাদের বিচার বিবেচনার বিষয় বস্তু। সেই জন্যই আমি এখানে কাট মোশান রেখেছি—

(1) 'To ventilate the grievance in anamolies of pay scales.'

(2) To ventilate the grievance of mismanagement of the Police Deptt.

(3) To represent disapproval of Policy to withdraw out-post from the interior.

যে সকল সম্পর্কে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের উপর যে বক্তব্য আমি রাখতে চাই সেটা হচ্ছে— সাধারণতঃ রিভিশান অব পে—স্কেল সম্পর্কে আমরা বলে থাকি যে ওয়েষ্ট বেংগলকে

আমরা ফলো করি কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ওয়েষ্ট বেংগলের এম্প্লয়ীরা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পায়, বিভিন্ন এ্যালাউয়েন্স পায়, আমাদের এখানে বিভিন্ন এম্প্লয়ী তা পায় না। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের মধ্যে বেতনের যে এ্যানামলীজ আছে, যে সমস্ত এ্যালাউয়েন্স পাওয়ার কথা ওয়েষ্ট বেংগলের পে—স্কেলের মতে, আমাদের এখানে তা দেওয়া হয় না। যেমন ইন্সপেক্টার—ওয়েষ্ট বেংগলের তারা ইউজুয়্যাল বেতন পাচ্ছে তদুপরি টেকনিক্যাল পে হিসাবে আলাদা ১৫ টাকা করে তারা পায় আর তাছাড়া স্পেশ্যাল এ্যালাউয়েন্স হিসাবে তারা ৫০ টাকা করে পায়। কিন্তু আমাদের যারা এখানে ইন্সপেক্টার হিসাবে কাজ করছেন, সে রকম সুযোগ সুবিধা তারা পায় না, তাদের টেকনিক্যাল পে বা সুপারভিশান এ্যালাউয়েন্স দেওয়া হয় না। তারপর এস. আই. অব পুলিশ—ওয়েষ্ট বেংগলের পে—স্কেল অনুযায়ী তাদের যা পাওয়ার কথা—অর্থাৎ বেতনের একটা পারসেন্টেজ, কেউ হয়ত শতকরা ২০ টাকা একটা পায় এ্যালাউয়েন্স, কিন্তু আমাদের এখানে যারা এস. আই বা এ. এস. আই র‍্যাঙ্কে কাজ করেন তারা সেরকম কোন ভাতা পান না। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে রেডিও অপারেটার বা এ. এস. আই যারা আছেন, তারা ওয়েষ্ট বেংগলে শতকরা ১৫ টাকা বা এ'রকম একটা ভাতা পায়, কিন্তু আমাদের এখানকার যারা এ' ক্যাটাগরীর ষ্টাফ, তাদেরকে সেইসব দেওয়া হয় না। আর বেতনের দিক দিয়ে, আমি একথা পূর্ব্বেও বলেছি যে পে—স্কেল রিভিশান যখন আমাদের এখানে করা হয়, তখন বলা হয়েছিল যে আমরা ওয়েষ্ট বেংগলকে ফলো করি। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল সেখানে অর্থাৎ ওয়েষ্ট বেংগলে যারা এ. এস. আই তাদের বেতন হল ১২৫ টাকা থেকে ২২৫ টাকা। আমাদের এখানে তাদের বেতন দেখা যায় ৮০ টাকা থেকে ২২০ টাকা এই হচ্ছে এ্যানামলীজ। তাছাড়া আরেকটি কথা হচ্ছে ওয়েষ্ট বেঙ্গলে পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন কর্মচারী যেভাবে হাউস রেন্ট ইত্যাদি পায়, আমাদের এখানে সেইগুলি তারা অনেকেই পায় না, কেউ পায়, কেউ পায় না, এই হচ্ছে অবস্থা। একই ডিপার্টমেন্টে চাকুরী করে, সুযোগ সুবিধার বেলায় কেউ পায় কেউ পায় না এটা যে কি করে হয় আমি বুঝি না। পুলিশ ইন্সপেক্টারের র‍্যাংকে যারা আছেন তারা যদি নিজের বাড়ীতে থাকেন বা আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকেন, তাদেরকে সাধারণতঃ হাউস রেন্ট দেওয়া হয় না, কিন্তু অন্যান্যদের বা ওয়েষ্ট বেংগলের সর্বত্র যারা আছেন তারা সকলেই পায়, এই ব্যাপারে কোন রকম তারতম্য করা হয় না। আমাদের এখানে প্রায় ২২ জন এস. আই. র‍্যাংকের বা তার চেয়ে নীচের র‍্যাংকে আছেন, তারা হাউস রেন্ট পাচ্ছেন না। এখানে আমি কয়েকটি নামও উল্লেখ করতে পারি যারা হাউস রেন্ট পাচ্ছেন না, তারা হচ্ছে—

১) ডি. আই. ও. নন্দ গাঙ্গুলী, সুনীল ভৌমিক, এ. এস. আই. নারায়ণ দেব বর্মা, ওয়ারলেস সুপারভাইজার—যেমন বাসুদেব চক্রবর্তী, সমীরণ চৌধুরী, এস. আই. তারা হাউস রেন্ট পাচ্ছেন না এই রকম অনেক ঘটনা আছে। অতএব আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে একই ডিপার্টমেন্টে চাকুরী করছে অথচ কেউ হাউস রেন্ট পায়, কেউ পায় না এই হচ্ছে অবস্থা। ঠিক তদ্রুপ আমাদের যারা ফাষ্ট বেটেলিয়ান, সেকেণ্ড বেটেলিয়ানএ আছে, একই কাজ তারা করছেন, অবশ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একথা বলেছিলেন যে যারা প্রধানতঃ সীমান্ত রক্ষার দায় দায়ীত্ব নিয়েছেন তাদের ফ্রী রেশান দেওয়া হয়, অন্যদের দেওয়া হয় না, কিন্তু আমরা আজকে বিভিন্ন সময়ে দেখি যারা পূর্বে বর্ডারগুলি পাহারা দিয়েছিল ফাষ্ট বেটেলিয়ান, তাদের তখন ফ্রী রেশান দেওয়া হয় নাই, কাজেই একই ডিপার্টমেন্টে চাকুরী করার পর এই যে তারতম্য করা হচ্ছে, কেউ সুযোগ সুবিধা পায়, কেউ পায় না, এই যে অবস্থা চলছে সেটা দূর করে অন্ততঃ তাদের সকলকে যাতে ফ্রী রেশান দেওয়া হয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত এবং আমার কাট মোশানের মারফত এ কথাই বলতে চাই যে এই যে এ্যানামলীজদের, সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে যে তারতম্য করা হচ্ছে এটা খুবই অন্যায়, এটা যাতে না করা হয়, সেগুলি ব্যবস্থা করা দরকার। এই গেল ডিপার্টমেন্টের এ্যানামলীজের কথা। তারপর ২ নং আছে—'To ventilate the grievance of mismanagement of the Police Department.' এটার অনেকগুলি আইটেম পূর্ব আলোচনার দ্বারাই কভার করে গেছে, অর্থাৎ প্রধানতঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করাই হচ্ছে পুলিশদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। আজকে পুলিশ বিভাগের দায় দায়িত্ব হচ্ছে সীমান্ত রক্ষা করা, সীমান্তের মধ্যে যারা আছেন তাদের ধন সম্পত্তি রক্ষা করা। আমরা দেখতে পাচ্ছি বাইরে থেকে অনেক পুলিশ আনা হচ্ছে অন্ধ্র পুলিশ, বি. এম. পি., পি. এ. সি. পুলিশ বাহিনী আনা হচ্ছে, এই সম্পর্কে সাপলিমেন্টারী ডিম্যাণ্ডেও আমি আমার বক্তব্য রেখেছি। অর্থাৎ যে হারে আমরা পুলিশ বাহিনী বাড়াচ্ছি তাতে যদি আমাদের মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে জনসাধারণের ধন-সম্পত্তি রক্ষা করা তাহলে আমি বলব এই পুলিশ বাহিনী বাড়িয়ে সেই উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। আমি এই কথা সাপ্লিমেন্টারী বাজেটেও আলোচনা করেছি যে ত্রিপুরার তিনদিকে সীমান্ত। তার একপ্রান্ত থেকে যদি আমরা শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দেখি তাহলে দেখব যে যতই পুলিশ বাহিনী বাড়ানো হচ্ছে ততই চুরি, ডাকাতি, গরুবাছুর পাচার এইগুলি দিনের পর দিন বাড়ছে। আর একটা দিক হচ্ছে পুলিশকে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। এই কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যে সদরে টাকারজলায় সুবল দেববর্মার বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে। জিরানিয়ার কাছে কল্যাণ ঠাকুর বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছিল। এইভাবে দিনের পর দিন ডাকাতির সংখ্যা বেড়েই চলছে।

এখন পর্য্যন্ত ডাকাতদের দমন করা হচ্ছে না। এটা যেন আরও এনকারেজ করা হচ্ছে। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমরা যদি পুলিশ বাহিনীকে এই কাজের জন্যই এনে থাকি তাহলে এইগুলি দূর হওয়া দরকার। কিন্তু যতই পুলিশ বাহিনী আনা হচ্ছে ততই ডাকাতির সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে। আর একটা ঘটনা হচ্ছে শহরের মধ্যে কতগুলি ঘটনা সম্পর্কে আমি অ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোশন এনেছিলাম আলোচনার জন্য, যে ঘটনা গত ২৩শে মার্চ্চ রাত্রে যখন হকাস কর্ণার থেকে একটা মেয়ে ১৫ বৎসরের, সে শিশু পার্কের কাছ দিয়ে যেতে ছিল তখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে দুর্বৃত্তদল তাকে জোর করে ধরে নিয়ে একের পর এক করে ১১ জন তার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। তারপর সেই রক্তাপ্লুত এবং অজ্ঞান অবস্থায় সেই মেয়েটাকে রিক্সায় তুলে থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই হচ্ছে পত্রিকার কথা। এর বেশ কিছুদিন আগে সিনেমা দেখার পর মেয়েরা যখন বাসায় ফিরছিল রাজবাড়ীর উত্তরের রাস্তার দিক দিয়ে তখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে ৬।৭ জন গুণ্ডা একটা মেয়েকে রিক্সার উপর তুলে জোর-জবরদস্তি করে কুঞ্জবন পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তখন নাকি ট্রাফিক পুলিশ সেখানে কোনরকম বাধা দিয়ে তাকে রক্ষা করে। তারপর কুঞ্জবনের মধ্যে একটা ঘটনা হয়ে গেল তা সকলেই জানেন। এইভাবে দিনের পর দিন ঘটে যাচ্ছে। অর্থাৎ একটা জিনিষ লক্ষ্য করতে হবে যে আজকে আগরতলা শহরের মধ্যে লোকসংখ্যা কম নয়। বিভিন্নভাবে আমাদের মা-বোনেরা কেউ হাসপাতালে, কেউ অফিসে চাকরী করে। সারাদিন খাটুনীর পর সন্ধ্যার সময় অনেকে হয়ত সিনেমা দেখতে যান, সিনেমা দেখে ফিরেন বা বাজারে কেনাকাটার জন্য যেতে হয়। কিন্তু এই যে অবস্থা চলছে তাতে আজকে স্বভাবতঃই আগরতলার নাগরিক জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু একটা দুইটা ঘটনা নয়। আগরতলার বুকের উপর এতবড় একটা ঘটনা হয়ে গেল কিন্তু পুলিশ আছে কি নেই, অর্থাৎ যাদের জন্য আমরা ব্যয় বরাদ্দ করছি, জনসাধারণের শান্তির জন্য, জনসাধারণের ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য, তাদের ইজ্জত রক্ষার জন্য, আজকে এই দিনের পর দিন এই অবস্থা চলছে দেখে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে। এই কথা যে আমার কংগ্রেসী বন্ধুরা জানেন না তা নয়। প্ল্যানের টাকা খরচ করে কমিউনিটি হল করা হয়েছে। কিন্তু আজকে খবর নিলে দেখা যাবে যে এই কমিউনিটি হলে কি হচ্ছে। আজকে এটা একটা প্রষ্টিটিউট কোয়াটার পরিণত হয়েছে। সেখানকার দারোয়ানকে বক্‌সিস দিয়ে, ভয় দেখিয়ে রাত্র একটা দেড়টার পর প্রত্যেক দিন এইসব কুকীর্তি হচ্ছে। একটা রাতও বাদ যায় না। সেখানে মদ খেয়ে দলে দলে বা মিউচ্যুয়াল আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং তো আছেই, জোর-জবরদস্তিও সেখানে চলে। পত্রিকার মধ্যেও এই সমস্ত কথা উঠেছে। কিন্তু আমাদের কংগ্রেসী বন্ধুরা এইগুলি জেনেশুনেও চুপ করে বসে আছেন কেন জানি না। আমরা

পুলিশকে গালাগালি দিই যে পুলিশ তার দায়িত্ব পালন করে না। কিন্তু কার্য্যতঃ তাদের কর্ত্তার ইচ্ছায় কীর্ত্তন করতে হয়। তাদের যেভাবে চলতে বলা হয় তারা ঠিক সেইভাবেই চলে। গতবছর প্রগতি স্কুলের কাছে একটা পুলের কাছে এমন একটা ঘটনা হয়েছিল। ভাইবোন পূজা দেখে ফিরছিল। ঠিক সেই সময়ে একদল দুর্বৃত্ত ভাইকে বেঁধে বোনের উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে। পুলিশ যখন অ্যারেষ্ট করল তখন আমাদের এখনকার অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় দুস্কৃতকারীদিগকে জামিনে বের করার ব্যবস্থা করেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি এটার প্রটেষ্ট করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—ইউ সিট ডাউন প্লিজ। আপনার রাইট অব রিপ্লাই আছে। পরে বলবেন। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে আজকে রুলিং পার্টি গুণ্ডাদের শাস্তি তো দিলই না তদুপরি চীফ মিনিষ্টার তাদের ডেকে নিয়ে মীমাংসা করে দিলেন। অর্থাৎ যারা এই সমস্ত অত্যাচার-উৎপীড়ন করে তাদের শাস্তির কোন ব্যবস্থা নাই; তাদের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। যারা নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে তাদের এনকারেজ করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শহরের লোক এটা জানে যে নির্ব্বাচনের সময় যে সমস্ত লোক কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সাহায্য করেছিল তারাই নাকি এই কাজগুলি করে। ফলে নির্ব্বাচনের এই চেলাদের পুলিশরা কিছুই করতে পারে না। কেননা আমি এই কথা আগেই বলেছি যে কর্ত্তার ইচ্ছাতেই কীর্ত্তন হয়। দায়িত্ব তাদের আছে এই কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু আজকে চাকরী তাদের করতে হবে। আজকে যারা বড় বড় অফিসার, যদি আমরা বড় বড় ডিপার্টমেণ্টে যাই তাহলে আমরা দেখি যে তারা সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করেন। কাজেই চাকরীর মায়ায় তারা গুণ্ডা দমন করতে পারে না। আমি এই কথা বিশ্বাস করতে পারি না যে ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশরা অথর্ব্ব, তারা গুণ্ডা দমন করতে পারে না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে—শুনা যায় যে এখানকার যে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তিনি সাংস্কৃতিক চর্চ্চায় মগ্ন থাকেন। তিনি যে কেন তার দায়-দায়িত্ব পালন না করে সঙ্গীত চর্চ্চায় মগ্ন আছেন আমি তা বলতে পারি না। চাকরীর খাতিরে তিনি যদি তা করে থাকেন তাহলে এই কথা বলতে বাধ্য যে যারা কর্ম্মচারী তারা রুলিং পার্টির কথায় চলতে বাধ্য। কাজেই আমার মূল বক্তব্য হল ত্রিপুরা রাজ্যে পুলিশ গুণ্ডা দমন করতে পারে না বা তাদের সেই ক্ষমতা নাই এই কথা মনে করার মত কারণ আমি দেখছি না। কাজেই আমার কথা হচ্ছে এই গুণ্ডারা হচ্ছে রুলিং পার্টি কংগ্রেসের পোষা কুকুর। যারা বড় বড় কর্ম্মচারী তারা তাদের বিরুদ্ধে কাজ করতে সাহস পায় না। অর্থাৎ কর্ত্তারা যেভাবে চালান ঠিক সেইভাবেই চলছে।

কাজেই যে সব ঘটনা দিনের পর দিন ঘটছে, শুধু কমিউনিটি হলে নয়, একটি পত্রিকায় সেদিন দেখেছিলাম যে মটরষ্টেণ্ডের নাগরিকরা সেখানে আপত্তি করেছিল, অর্থাৎ রাত্রি হলে সেখানে যে কুকীর্তি হয়, সাধারণ মানুষের জীবনকে কি ভাবে বিষাক্ত করে তুলেছে, এই সমস্ত ঘটনার নজির পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায়, কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে নীরব, নিস্তব্ধ, তারা এই সম্পর্কে কি করবেন না করবেন, সেই সম্পর্কে কিছুই বলছেন না। কাজেই এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি বিচার বিবেচনা করতে হয়, তাহলে আজকে রুলিং পার্টিকেই এই সমস্ত ঘটনার জন্য দায়ী করতে হবে, তাদের জন্যই আজকে এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে। আমি এ কথা জোর গলায় বলতে পারি উনারা যদি গুণ্ডা দমন করতে না পারেন, তাহলে তারা গদী ছেড়ে দিন, আমরা দেখিয়ে দেব গুণ্ডা কি করে দমন করতে হয়। কয়েকদিনের মধ্যে আমরা স্তব্ধ করে দিতে পারি, এই ক্ষমতা আমরা নিশ্চয়ই রাখি। আজকে আমাদের মা বোনদের মান, ইজ্জত যদি রক্ষা করতে না পারি তাহলে নাগরিক জীবন বিপন্ন হবে, এইগুলি কোন কাজের কথা হচ্ছে না। এই হাউসে আসার সময় একটা ঘটনার কথা শুনেছি যে গতকাল নাকি কলেজ টিলা, ওয়াটার সাপ্লায়ের কাছে সেখানকার যে নাইট গার্ড তাকে ষ্টেব করা হয়েছে, জানি না ঘটনা সত্য কিনা, সঠিক সংবাদ আমি নিতে পারি নাই। তদুপরি আরেকটা ঘটনার কথা শুনেছি যে আই. টি. আই যাওয়ার পথে, রাস্তার মধ্যে ১৯ বছরের একটি ছেলেকে ষ্টেব করে মারা হয়েছে। এই রকম ঘটনা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, অথচ এই সমস্ত গুণ্ডাদের দমন করার কোন চেষ্টা হচ্ছে না। ক্ষুদ্র একটা আগরতলা শহর, এখানে যে একটা গুণ্ডার রাজত্ব চলতে পারে সেটা কল্পনা করা কষ্টকর। আজকে রুলিং পার্টি যদি তাদের প্রশ্রয় দিয়ে এনকারেজ না করতেন, তাহলে এই গুণ্ডা দমন, আমাদের পুলিশ যারা আছেন তারা দু একদিনের মধ্যে করে দিতে পারেন, এই বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু আমি মনে করি এই সমস্ত ঘটনার জন্য কংগ্রেস পার্টি দায়ী। তদুপরি আরও অনেক ঘটনা আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে কিছুদিন আগে আমি কল্যাণপুরে গিয়েছিলাম। পূর্ব্ব কল্যাণপুরের মধ্যে জুমিয়াদের দখলিকৃত জোতের জায়গার মধ্যে ভূমিহীনরা 'বন্দেমাতরম' শ্লোগান দিয়ে সেখানে সেই জমি দখল করে নিয়ে যায়। তখন জুমিয়ারা পুলিশের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। পুলিশ যখন গেল, দারোগার সামনে জোর জবরদস্তি করে তারা ঘর তুলতে যায়, এই হচ্ছে অবস্থা। পুলিশ, তখন যারা জোর করে জায়গায় ঘর তুলতে গিয়েছিল তাদের জিজ্ঞাসা করে যে তোমাদের নথি পত্র আছে কিনা, কোন ডকুমেন্ট আছে কিনা? কিন্তু কোন নথিপত্র বা ডকুমেন্ট তারা দেখাতে পারে নাই, শুধু বলেছেন আমাদের মন্ত্রীরা বলেছেন এবং মন্ত্রীর নাম করেও বলেছেন, আমি সেই নাম যদি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী রাজী থাকেন, তাহলে এখানে

পরিবেশন করতে পারি। পুলিশের জামা থাকা সত্ত্বেও জোরজবরদস্তি করে দখল করা সত্ত্বেও তারা তাদের জমি ফিরিয়ে আনতে পারে নাই বা জমি রক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু অন্য পক্ষ যদি উল্টা কাজটা করত, সেখানে হাজার গ্রামের মানুষকে পাকড়াও করে হাজতে পাঠিয়ে দিত এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই আমি যে বলেছিলাম যে কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন, কর্তারা যেভাবে চালান, সেইভাবেই চলে এই যে অবস্থা, এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, তাহলে আমি জানি না কি ভাবে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা হবে, পুলিশ কিভাবে তার দায়িত্ব পালন করবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— অনারএবল মেম্বার, you have got another Cut Motion that the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of Policy to withdraw Out-post from the interior.

শ্রী অঘোর দেববর্মা ঃ— আমি সেটাতে আসছি। আমার আরএকটা কাট মোশান হচ্ছে— the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of Policy to withdraw Out-post from the interior. এই সম্পর্কে এই এ্যাসেম্বলীর মধ্যে বহুবার আমরা বলেছি, বহু প্রশ্ন এবং বহু ঘটনা তথ্য দিয়ে আমরা বলেছি যে ইনটিরিয়ারে পুলিশ আউট পোষ্ট রাখার মানে হল জনসাধারণের শান্তি বিঘ্ন করা। কারণ সকলেই জানেন পুলিশরা সাধারণতঃ মদ খায় এবং পুলিশ জনতার নিকট একটা ভীতির কারণ, জনসাধারণ অনেকটা অস্বস্তি বোধ করেন। ব্রিটিশ শাসনে যে রকম পুলিশ ছিল, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার পরও সে অবস্থা বদলে গেছে মনে করার কোন কারণ নাই। কাজেই আজকে পুলিশ পোষ্ট গ্রামের ভিতর দিনের পর দিন বসিয়ে রাখার কোন কারণ দেখিনা ; তার একমাত্র কারণ জনসাধারণকে উৎপীড়ন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ তারা মদ খেয়ে মাতলামি করে, মানুষের বাড়ী থেকে হাঁস, মুরগী ইত্যাদি ধরে নিয়ে যায়, মানুষকে ধরে মারপিট করে, হামেশা সেটা হচ্ছে। কিছুদিন আগে গোলাঘাটি গ্রামে, গ্রামের আউট পোষ্টের যে পুলিশ রাস্তার লোককে ধরে মারপিট করছে, এই ঘটনাগুলি বহুবার কর্তৃপক্ষের কানে তোলা হয়েছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তার কোন তদন্ত করেছেন কিনা আমি জানি না, তার কোন প্রতিকার হয় নাই। এইভাবে খোয়াইএ বিভিন্ন এলাকার মধ্যে আউট পোষ্ট রাখা হয়েছে, এইগুলি রাখার কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করি না, এইসব জায়গার মধ্যে শান্তি ভংগ হওয়ার কোন কারণ ঘটেছে বলে আমি জানি না, এক কথায় সেখানে অবস্থা পীসফুল বলতে হবে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে যে কতকগুলি আউট পোষ্ট ইনটিরিয়ারে রাখা হয়েছে আমি বলব সেগুলি সেখান থেকে সরানো হউক এবং সরিয়ে এনে সেগুলি আমাদের বর্ডার এলাকাতে ট্রেন্সফার করে দেওয়া হউক। সেখানে এই সমস্ত আউটপোষ্ট রাখলে

পরে বর্ডারে আমাদের যে গরু বাছুর এবং আমাদের মূল্যবান জিনিষ পত্র চুরি হচ্ছে, সেই সমস্ত রক্ষার দিক দিয়ে অনেকটা সহায়ক হবে, মিছামিছি এইসব আউট পোষ্ট গ্রামের ভিতর ইনটিরিয়ারে রাখার কোন সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না। যদি এই দৃষ্টিভংগী কংগ্রেস সরকারের থেকে থাকে যে যারা ইনটিরিয়ারে আছে, তাদের আমরা ভয় ভীতি দেখাব, এই যদি তাদের একান্ত ইচ্ছা হয়ে থাকে, তাহলে তারা তা রাখতে পারেন, কিন্তু শান্তি রক্ষার প্রশ্ন যদি হয়ে থাকে তাহলে আমি বলব যে এই সমস্ত আউট পোষ্ট গ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে উঠিয়ে নিয়ে বর্ডারে বসান হউক এবং জনসাধারণের ধন-সম্পত্তিও রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই শহরে যে অবস্থা চলছে, এই অবস্থা সম্পর্কে অন্ততঃ রুলিং পার্টির খুব সচেতন হওয়া দরকার যাতে গুণ্ডামী বদমাইশি বন্ধ হয়। আজকে কমিউনিটি হলে যে ঘটনা ঘটেছে, প্রতি রাত্রে যে সমস্ত ঘটনাগুলি হচ্ছে, তার একটা প্রতিবিধান করা দরকার বলে আমি মনে করি এবং এই সম্পর্কে আমি পরিষ্কার বক্তব্য এখানে রেখেছি। আজকে কংগ্রেসের যারা মন্ত্রী বা নেতা, তারা ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে সেটা বন্ধ করে দিতে পারেন। আমি একথাও বলছি যে জনসাধারণের মধ্যে অনেকে সন্দেহ করেছেন যে গত নির্ব্বাচনে যারা কংগ্রেসের পক্ষে খেটেছিলেন, তারাই নাকি মদ খেয়ে রাত দুপুরে এই সমস্ত কাণ্ড-কারখানা করে থাকেন। পুলিশও তাদের ভয় পায়। কাজেই এই ঘটনাগুলি দিনের পর দিন ঘটেই চলেছে, শহরের জনসাধারণের জীবন, মা-বোনেদের মান, ইজ্জত বিপন্ন হয়ে উঠেছে। আজকে রুলিং পার্টি যাতে এই সমস্ত ঘটনার অবসান ঘটান ইহাই আগরতলার জনসাধারণের কাম্য। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেব বর্ম্মা, আপনি আপনার কাট মোশান মুভ করুন— 'পুলিশ দপ্তরের দুর্নীতি দমনে ব্যর্থতা'।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার কাট মোশান হচ্ছে 'পুলিশ দপ্তরের দুর্নীতি দমনে ব্যর্থতা।' বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতি সম্পর্কে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা অনেক কিছু বলেছেন। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতি পুলিশ দমন করতে পারে নাই এমন ঘটনার উল্লেখ আমি এখানে করব। সাধারণতঃ আমরা যদি বর্ডার এলাকাগুলি দেখি, আমার নিজের বাড়ীও বর্ডারে, সেখানে পাকিস্তানের লোক এসে ডাকাতি করে, সেই ডাকাতি কেস একটিও আজ পর্য্যন্ত পুলিশ ধরতে পারে নাই। তদুপরি হামেশাই বর্ডার থেকে গরুবাছুর চুরি হচ্ছে, দিনের বেলায়ও পাহারা দিয়ে রাখতে হয়, আর রাত্রি বেলায় ত কথাই নাই। সারা রাত্রি পাহারা দিতে হয় এই হচ্ছে অবস্থা। শুধু বর্ডার এলাকাই নয়, বর্ডার থেকে পাঁচ-ছয় মাইল ভিতরেও সেই চুরি হচ্ছে, সেই চুরিগুলি পর্য্যন্ত সেখানকার আউট পোষ্ট বা বর্ডারের পুলিশরা

আজ পর্য্যন্ত ধরতে পারে নাই। কোন কোন সময় যদি চুরি ধরা পড়ে, সেটা ।ন্ত্রিক ধরে এবং সেখানকার পুলিশের কাছে দিয়ে দেয়। কিন্তু পুলিশ আজ পর্য্যন্ত কোন কেস ধরতে পারে নাই।

এই সমস্ত ঘটনা বহু আছে এবং শুধু এর জন্য আমি বলছি যে অন্যান্য প্রদেশের পুলিশ-গুলিকে বর্ডারে না রেখে যদি আমাদের নিজেদের লোক পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ করা হয় তাহলে সমস্যার সমাধান হতে পারে। কাজেই এখানে রক্ষীবাহিনী যদি আমরা এদের দিয়ে গঠন করি তাহলে এই রক্ষীবাহিনীর সাহায্যে আমরা ডাকাতি, চুরি প্রভৃতি বন্ধ করতে পারব। গ্রামের লোকেরা দিনেরবেলায় এবং রাত্রিবেলায়ও তাদের বাড়ী পাহারা দেয়। কিন্তু তারা ত্তো বর্ডার অঞ্চলে পাহারার কোনরকম ব্যবস্থা করতে পারে না। এটা তাদের পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া যে টাকা পুলিশ খাতে ধরা হয়েছে দেখছি, সেটা যদি বর্ডার পুলিশের জন্য ব্যয় করা হয় তাহলে ভালই। অবশ্য যদি পুলিশকে দিয়ে তাদের কাজ ঠিকমত করানো হয়। আর তা না হলে এই টাকা যদি আমরা অন্য কোন গঠনমূলক কাজে ব্যয় করতাম তাহলেই ভাল হত। কিন্তু তা না করে আমরা আমাদের দেশের ক্ষতিই করছি। কাজেই সেইদিক থেকেই বলতে চাই যে এত টাকা পুলিশের জন্য ব্যয়-বরাদ্দ না করে যদি খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য ব্যয় করা হত তাহলে অনেকটা সাহায্য হত।

আর দুর্নীতি দমন করা তো হচ্ছেই না। আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকেই লোকে এই ব্যাপারে কোন সাহায্য সহায়তা পাচ্ছে না। গতবার খোয়াইয়ে যখন মজুতদাররা গাড়ীতে করে রেশন নিয়ে আসছে তখন সেখানকার জনসাধারণ তাদেরকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়। কিন্তু তাতে ফল হল উল্টা। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ডাকাতির কেস দিয়ে দেয়। এইরকম ঘটনা দুইটা হয়েছিল। একটা হাওয়াইবাড়ীতে এবং একটা খোয়াইয়ে। কাজেই যারা দুর্নীতি দমন করতে চেষ্টা করে তাদের বরঞ্চ নানাভাবে অত্যাচার করা হয়। তাদের উপর অনেক চাপ সৃষ্টি হয়। কাজেই এতে দুর্নীতি দমন সম্ভব নয়। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা বলেছেন যে কর্ত্তার ইচ্ছায় কীর্ত্তন হয়। কাজেই কর্ত্তার যদি এইরকম ইচ্ছা না থাকে তাহলে কীর্ত্তন কি করে হওয়া সম্ভব? আমাদের ত্রিপুরায় ডি, আই, আর, আছে। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে ডি, আই, আর, তুলে নেওয়া হয়েছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ যেটা নাকি ত্রিপুরার মতই একটা বর্ডার ষ্টেট, সেখানেও ডি, আই, আর, উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। কাজেই আমরা জানি যে ত্রিপুরায় সীমান্ত অশান্তি ছাড়া আর কোন অশান্তি ঘটতে পারে না। সেজন্য ত্রিপুরার যুবকদের সীমান্তে চাকরী দেওয়া হোক এবং সেটা যদি করতে হয় তাহলে এই সমস্ত দুর্নীতি দমন হবে। এখানে বাইরের লোক নেওয়াটা উচিত নয়। তাতে ভাল হবে বলে আমি মনে করি না।

দুর্নীতি দমনের জন্য সরকারের একটা ভিজিলেন্স কমিটি আছে। কিন্তু এখানে কোন কমিশনার নাকি নিয়োগ করা হয় নাই। কমিশনার নিয়োগ করলে আমার মনে হয় এই কাজটা আরও ভাল হত। যারা দুর্নীতি করে তাদের শাস্তি হয় না। কাজেই অবিলম্বেই এই দুর্নীতি দমনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। যে কোন লোক দুর্নীতি করুক তাকে দমন করা উচিত এবং জনসাধারণও এ ব্যাপারে পুলিশের সাহায্য পেলে দুর্নীতি দমনে সরকারকে সাহায্য করতে পারে। সেজন্য আমি মনে করি যে একজন কমিশনার থাকা উচিত। এই বক্তব্য রেখেই আমি শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—Any member from the Ruling Party to take part in the debate ?

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট নাম্বার ১২-এর সমর্থনে এবং মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা যে তিনটি কাট মোশন উত্থাপন করেছেন এবং বক্তব্য রেখেছেন হাউসের সামনে এবং মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা যে কাট মোশন রেখেছেন তার বিরুদ্ধে আমি বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা তাঁর কাট মোশনে বলেছেন যে পুলিশ বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা যদিও অন্য বৎসরের তুলনায় কম তবুও পুলিশের খরচ বেড়েছে। এই যে উক্তি, এই উক্তির অর্থ কি তা আমি অনুধাবন করতে পারলাম না। তিনি বলেছেন বাজেটে অর্থ কম কিন্তু পুলিশের খরচ বেড়ে গেছে। বাজেট যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে ১৯৬৫-৬৬ সালে পুলিশ হেডে যে বরাদ্দ ছিল তার পরিমাণ ছিল ১.৬৯ লক্ষ টাকা, ১৯৬৬-৬৭তে বরাদ্দ ছিল ১.৪৪ লক্ষ টাকা, পরবর্তী রিভাইজড্ এষ্টিমেটে হয় ১.৭৭ লক্ষ টাকা। আর চলতি বৎসরের জন্য আমাদের অর্থমন্ত্রী চেয়েছেন ১,২৬,২৮,০০০ টাকা।

কাজেই যে ক্ষেত্রে খরচ কমান হয়েছে, সেখানে পুলিশ বিভাগের খরচ কিভাবে বাড়ল, এই যে উক্তি মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেব বর্মা মহাশয় করেছেন, তার অর্থ আমি অনুধাবন করতে পারলাম না। পুলিশ কর্মচারীদের বেতনে এ্যানমলীজ রয়েছে একথা তিনি বলেছেন। ওয়েষ্ট বেংগলের বেতনের যে হার আছে, সেইমতে ত্রিপুরায়ও করা হয়েছে, কিছুটা এ্যানমলীজ তাতে রয়ে গেছে, তবে এই সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ অবহিত আছেন। পে—স্কেল রিভিশান করা হয়েছে কর্মচারীদের স্বার্থের জন্য, তারা যাতে ওয়েষ্ট বেংগলের হারে বেতন, ভাতা পান, সেই দিকে দৃষ্টি দিয়ে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই বেতনের হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। কাজ করতে গিয়ে ওমিশান, কমিশান হয়, সেই সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে এইগুলি যাতে দূরীভূত হয়, কর্মচারীদের দাবী যাতে সরকার রক্ষা করতে পারেন তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন। সরকার এই নীতি গ্রহণ

করেছিলেন যে ওয়েষ্ট বেঙ্গলের যে সমস্ত কর্ম্মচারী, যে যে র‍্যাংকে কাজ করছেন, যে ধরণের কাজ করছেন এবং যে যোগ্যতা থাকলে পরে সেই সমস্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন এবং ভাতা ইত্যাদি পেতে পারেন, ঠিক সেসব যোগ্যতাসম্পন্ন যে সব লোক আমাদের এখানে ঐসব পদে বহাল আছেন, ঠিক ওয়েষ্ট বেংগলের মত ত্রিপুরাতে আমাদের যে সমস্ত কর্ম্মচারী সেইসব কাজ করছেন, তারা সেইরকম বেতন যাতে পান. সেই নীতি সরকার গ্রহণ করেছিল। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা মহাশয় কতকগুলি অযৌক্তিক উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন পি, এ, সি, বি, এম, পি, এবং অন্ধ্র পুলিশ বাড়ানো হয়েছে, এ'গুলির দরকার ছিল না। আবার মাননীয় সদস্য স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরার যে বর্ডার সেই বর্ডার পাকিস্তানের সংলগ্ন অতএব সেই বর্ডারকে রক্ষা করতে হবে। বর্ডার রক্ষা করতে হলে পরে যে পরিমাণ পুলিশ ফোর্সের দরকার, আউট পোষ্টের দরকার ত্রিপুরা সরকার ঠিক সেই পরিমাণ পুলিশ ফোর্স নিয়োগ করেছেন। তা সত্বেও মাননীয় সদস্য অভিযোগ করেছেন যে বিভিন্ন ধরণের অপরাধ সংগঠিত হয়, ত্রিপুরা থেকে বাইরে জিনিষ পত্র পাকিস্তানে পাচার হয়ে যায় এবং সেইগুলি রোধ করতে পুলিশ অক্ষম। কিন্তু এই কথাটা সত্য নয়। অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে, জিনিষ পত্র পাচার হচ্ছে একথা ঠিক কিন্তু পুলিশের তৎপরতায় তা রোধ করা হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই সব বি. এম, পি, বা পি, এ, সি পার্সন্যাল যারা আছেন তারা সেইগুলি নিরোধ করেন। সেইরকম বহু নজীর আছে, মাননীয় সদস্য যদি জানতে না চান, সেটা আলাদা কথা। আগরতলা সহরে সাম্প্রতিক গুণ্ডামী সম্পর্কে যে বলেছেন এবং কংগ্রেস সদস্যদের সম্পর্কে যে উক্তি তিনি করেছেন সেটা অত্যন্ত আপত্তিজনক বলে আমি মনে করি। বিশেষতঃ কংগ্রেস কর্মী যারা উপস্থিত নন, তাদের নাম ধরে যে অভিযোগ করেছেন তা আমার মনে হয় আমাদের যে নিয়ম কানুন আছে, সেই নিয়ম কানুনের আওতায় পড়ে না, তা নিয়ম কানুনের বহির্ভূত। মাননীয় সদস্য কংগ্রেসের একজন কর্মীর নাম করে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, সেটা অভিযোগ আকারে এখানে উত্থাপিত হতে পারে না। মাননীয় মন্ত্রীর নামে যে কথা বলেছেন, তার সমুচিত জবাব নিশ্চয়ই মন্ত্রী মহোদয় দেবেন। আমি একথা বলতে পারি যে কংগ্রেস কর্মী এইসব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট নন। কোন অপরাধ যদি রাত্রি ১২টা থেকে দুইটার মধ্যে ঘটে, তার জন্য তারা নিজেরা ও কিছুটা দায়ী, কারণ এইভাবে রাত্রে মেয়েদের চলাফেরা করা উচিত নয় বিশেষতঃ সংগী সাথী না নিয়ে। যে ধরণের অভিযোগ তিনি এখানে উত্থাপন করেছেন সেটা অত্যান্ত আপত্তিজনক। যদি এই জাতীয় কোন নোংরা ঘটনা ঘটে থাকে, সেই সম্পর্কে যে কোন সদস্য যথাস্থানে নালিশ জানাতে পারেন, কিন্তু এই বিধান সভার মধ্যে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা এবং বিধান সভা এইসব নোংরা

আলাপ আলোচনা করার স্থান বলে আমি মনে করি না। মাননীয় সদস্য পুলিশের অপদার্থতার কথা বলতে যেয়ে উল্লেখ করেছেন যে ডাকাতি বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তিনি যদি অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা দেখতেন তাহলে তিনি দেখতে পেতেন যে সেখানে ১৯৬৫. ১৯৬৬ সালের যে ফিগার দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে ১৯৬৫ সালে ডাকাতির কেস হয়েছিল ৩৩টি, আর ১৯৬৬ সালে হয়েছিল ২৩টি, এবং দস্যুতা হয়েছিল ১৯৬৫ সালে ২১টি, আর ১৯৬৬ সালে হয়েছিল ১৬টি, কাজেই ডাকাতি এবং দস্যুতার হার কমছে, যেখানে অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে কম, সেখানে তিনি বলছেন বেশী। কাজেই বাজেটের দিকে নজর না রেখে, অর্থমন্ত্রী কি বলেছেন তার দিকে নজর না দিয়ে, অনেকটা গায়ের ঝাল মেটানোর জন্য অহেতুক নির্বাচনকে এখানে টেনে এনেছেন। নির্বাচনে হেরে গিয়ে বিরোধী দলের অনেক সদস্যই আবোল তাবোল অনেক কিছু বাইরে এবং এই হাউসের মধ্যে বলবেন—

MR. SPEAKER :— Hon'ble Member, 'Abol Tabol' is unparliamentary. I would request you to withdraw it,

SHRI SUNIL CH. DUTTA :—Yes, I withdraw it.

মাননীয় সদস্য বলেছেন পুলিশ সুপার তার সঙ্গীত চর্চ্চায় মত্ত। কোন সরকারী কর্ম্মচারী, সে যেই হউক না কেন, উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীই হউক বা সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর বা চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীই হউক, কোন লোকের যদি সঙ্গীত বা সাংস্কৃতিক চর্চ্চায় উৎসাহ থাকে এবং তিনি তার কার্য সম্পাদনের পর যদি তা করে থাকেন, তাহলে বিধান সভার কোন সদস্যের আপত্তির কারণ থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। মাননীয় সদস্য শ্রী অঘোর চন্দ্র দেববর্মা এই উক্তি করেছেন যে কংগ্রেস গুণ্ডা পুষছেন। কিন্তু আমি বলছি ১৯৫০, ১৯৫১ এবং ১০৫২ সালের কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাস যারা জানেন, তারা বলতে পারবেন সমগ্র ত্রিপুরাতে সেই কম্যুনিষ্ট পার্টি কি করেছিল এবং কি ঘটনা ঘটেছিল। সমগ্র ত্রিপুরাতে তারা পাল্টা সরকার গঠন করার জন্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেই পাল্টা সরকার ব্যহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এই কংগ্রেস সরকার পুলিশ পোষ্ট বিভিন্ন জায়গায় বসিয়ে। মাননীয় সদস্য বলেছেন পূর্ব্ব কল্যানপুরে জুমিয়াদের দখলিরত জমি, ভূমিহীনরা বন্দেমাতরম শ্লোগান দিয়ে জবর দখল করেছেন, এই উক্তির অর্থ কি? জুমিয়াদের যখন জমি দেওয়া হয় তখন তারা আর জুমিয়া থাকে না। জুমিয়া এবং ভূমিহীন তারা একই ক্যাটাগরীতে আছেন। প্রতিটি ভূমিহীন লোককে সরকার পুনর্ব্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। জুমিয়া ভূমিহীন বলতে তিনি কি বলতে চান আমি বুঝতে পারলাম না, জমি নাই বলেই তারা জুমিয়া। খোয়াই ডিভিশানে কয়েকটি আউট পোষ্টের কথা তিনি বলেছেন যে সেইসব আউট পোষ্টের দরকার যেখানে নাই,

কিন্তু সম্প্রতি যে দুই একটা ঘটনা সেখানে ঘটেছে তার আমি এখানে উল্লেখ করব। গত নির্বাচনে দুইজন ভূমিহীনদের জন্য জায়গা এ্যালটমেন্ট করা হয়েছিল, কিন্তু, দুস্কৃতকারীরা সেই দুইজনকে ধরে নিয়ে গেছে, তারা নিখোঁজ। তাদে আত্মীয় পরিজনদের দৃঢ় বিশ্বাস এবং সরকারের ধারণা এই লোকগুলিকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বহু উদ্বাস্তু যারা পাহাড় অঞ্চলে আছে তাদের সম্পত্তি লুট করা হয়েছে, এই সমস্ত আউট পোষ্ট সেখানে আছে বলেই আইন ও শৃঙ্খলা বজায় আছে। খোয়াই সাবডিবিশানে এবং আরও বিভিন্ন জায়গায় যেখানে কম্যুনিকেশানের অভাব আছে, সেইসব অঞ্চলে আরও আউট পোষ্ট বাড়ান দরকার। কাজেই যেখানে অপরাধ সর্ব্বদা সংঘটিত হচ্ছে, সেখানে পুলিশ আউট পোষ্ট বসিয়ে যদি সরকার কিছুটা বাধার সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে মাননীয় সদস্যের সরকারকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি। মাননীয় সদস্য বিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা তার যে কাট মোশান 'পুলিশ দপ্তরের দুর্নীতি দমনে ব্যর্থতা,' তাতে তিনি বলেছেন যে বর্ডার এলাকা থেকে গরু বাছুর চুরি হয়ে যাচ্ছে। পুলিশ বাজেটের অর্থ কমিয়ে গঠন মূলক কাজ করলে ভাল হত। মাননীয় সদস্যের যে উক্তি তার সঙ্গে আমি একমত নই। কারণ ত্রিপুরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, বর্ডার রক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা পুলিশ বিভাগের জন্য ভারত সরকার করেছেন তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং এই পুলিশ ফোর্স রাখা সত্ত্বেও যেসব অপরাধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আমাদের দেশের যেসব অমূল্য সম্পদ, বনজ সম্পদ, গো সম্পদ পাকিস্তানে চলে যায় তাকে রক্ষা করতে হলে বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে পুলিশ খাতে সেটা অত্যন্ত সংগত, তাকে কমান চলে না। প্রয়োজন বোধে হয়ত সাপলিমেন্টারী বাজেট যখন আমরা করব সেই বরাদ্দ তখন আমাদের আরও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হতে পারে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, আমার মনে হয় মোটামুটি তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা আমি করেছি। আমি এই সমস্ত কাট মোশানের বিরোধীতা করে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে দাবী পেশ করেছেন তার সমর্থন করছি।

MR SPEAKER :— I would now call on Hon'ble Chief Minister to participate in the discussion.

SHRI S. L. SINGH :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ বাজেট পড়ে তাদের মনে একটা বিরাট আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ খাতে বাজেট বরাদ্দ তাদের মনে একটা আতংক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ হল, আমি শুনেছি এবং দেখেছি যে লাল কাপড় দেখলে মহিষ দৌড়ে। তাদেরও ঠিক এই অবস্থা হয়েছে। কারণ অপরাধ প্রবনতা

যাদের মধ্যে যত বেশী সেই জায়গাতে অপরাধকে দমন করার জন্য যারা উপস্থিত হন তাদের দেখে তাদের মনে আতঙ্ক হয়। কারণ তারা বিশেষভাবে বলেছেন তাদের মস্কো, লেনিনগ্রাড, ষ্টেলিনগ্রাডের কথা। তাদের মস্কো ছিল খোয়াই, লেলিনগ্রাড ছিল কল্যাণপুর, আর ষ্ট্যালিনগ্রাড ছিল মোহনপুর এবং জিরানিয়া প্রভৃতি অঞ্চল। এই অঞ্চলে তারা অবাধে মানুষের কাছ থেকে জোর জবরদস্তি করে টাকা পয়সা আদায় করা এবং না দিলে তাকে জীবন্ত গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তে ফেলে দেওয়া এবং নির্মমভাবে হত্যা কার্য অনুষ্ঠিত হত এবং তারা সেই লেলিনগ্রাড, ষ্ট্যালিনগ্রাড, মস্কোতে তা করেছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করতে চেয়েছিল। কারণ তাদের অর্গানাইজেশনটা ছিল টু ক্রিয়েট টেরোরিজম ইন দি মাইণ্ডস্ অব দি পিপল অব ত্রিপুরা। তার ফলে যখন দেখল যে স্বাধীন ভারতবর্ষে, গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে তাদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব. কারন এটা ১৯৫০ নয়; এটা ১৯৬৭ সাল, অতএব এই ত্রিপুরাতে আইন নিজের হাতে নেব, যা খুশী তা করব। তা কখনো হতে পারে না। তারি জন্য যতক্ষণ ল' এ্যাণ্ড অর্ডার আছে ততক্ষন এই সমস্ত অঞ্চলে অবাধে হত্যা ও লুণ্ঠন, জোর জবরদস্তি করে মানুষের কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায় করা, তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করা, এই সমস্ত কাজ ত্রিপুরার কোন জায়গায় কোন লোক করতে পারবে না। অতএব কোন মানুষ নিজের হাতে আইন নিতে পারবে না। সেজন্য এ' সমস্ত অঞ্চলে যেখানে অপরাধ প্রধানতঃ সব চেয়ে অধিক থাকবে সেই জায়গাতে পুলিশ আউট পোষ্ট এবং ক্যাম্পাস থাকবে এবং এটা যদি বাড়ে তাহলে আরও আউটপোষ্ট বৃদ্ধি পাবে। কারণ তারা চেষ্টা করেছিল ১৯৬৭ সালে এবং ১৯৬৬ সালে জনসাধারণের মধ্যে পলিটিক্যাল অ্যাজিটেশন ছড়িয়ে দিয়ে, আতংক সৃষ্টি করে জনসাধারণের মধ্যে অপরাধ প্রবণতাকে বাড়িয়ে তুলতে। তারি ফলে পুলিশকে দৃঢ় ও শান্তভাবে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে এবং তা আমরা অনুষ্ঠিত হতে দিই নি এবং তারি ফলে তাদের মনে পুলিশ সম্বন্ধে আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে। কারণ বর্ডার যেটা আছে, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স তা দেখেন। আমাদের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ তিনি ডেপুটি ইনস্পেক্টার অব পুলিস্ অব দি বর্ডার ফোর্স। সেই অনুসারে তাদের রাখা হয় ইন্টারিয়রে, আমাদের আমর্স অ্যাণ্ড সিভিল সেকশনকে সেই জায়গাতে রাখা হয় টু কিপ পিস অ্যাণ্ড মেন্টেইন্‌ল অ্যাণ্ড অর্ডার। অতএব যারা শান্তিপ্রিয় এবং নিরীহ তাদের আতঙ্কের কোন কারণ নেই। তাদেরি আতঙ্কের কারণ যারা জনসাধারণের উপর অত্যাচার করবে। সেজন্যই তাদের আতঙ্ক হয়েছে। অতএব আমরা চাই যে অপরাধ প্রবণতা যাদের মধ্যে বেশী তাদের মধ্যে যেন পুলিশ আতঙ্ক স্বরূপ হয়। অতএব সেটা যদি হয় তাদের মধ্যে তাহলে আমরা নাচার. সেই জায়গাতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। এই বে-আইনী

কাজকে বন্ধ করতে হবে এবং তারি জন্য সেখানে পুলিশ আছে।

তারপর বলা হয়েছে যে পুলিশরা মদ খায়। মদ খাওয়াটা ত্রিপুরা রাজ্যে বে-আইনী নয়। মদ মানুষ খায়। মাননীয় সদস্যরাও জানেন যে যে সব অঞ্চলে তারা আছেন সেই অঞ্চলের লোকেরাও মদ খায়। সেইজন্য বলব না যে সবাই মদ খায় পুলিশের মধ্যে এমন লোক আছে যারা মদ স্পর্শও করে না। অতএব মদ খায় সব পুলিশরা এটা তাদের পক্ষেই বলা সম্ভব যারা মদের মাতাল। তারাই এই কথা বলে। আমি চিন্তা করতে পারি না কি করে এই কথা বলে যে সমস্ত পুলিশ মদ খায়। মদ খাওয়াটাই একটা অপরাধ নয়। মদ খেয়ে যদি পাগলামী করে তাহলে সে পুলিশই হোক বা অন্য কেউই হোক তাকে জেলে আবদ্ধ করা হয়, থানাতে নেওয়া হয়। অতএব মদ খেয়ে উচ্ছৃংখল হতে পারবে না। অতএব পুলিশেরও যদি ওমিশন কমিশন হয়, ল্যাপ্স অব ডিউটিস হয় তার জন্য শাস্তি হয়। অতএব সেই সমস্ত জায়গায় যদি কোনরকম ওমিশন কমিশন হয়ে থাকে পুলিশের তাহলে বলব যে মাননীয় সদস্যরা সেই সম্বন্ধে জানালে পরে আমরা তদন্ত করব। দোষী সাব্যস্ত হলে তার বিচার করব। সেই জন্য আইন শৃঙ্খলা আছে। আমি শুনেছি যে গৌরাঙ্গ টিলাতে যাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বেশী তারা নিজের হাতে গিয়ে আগুন দিয়েছে। অতএব সেই জায়গাতে তাদের অ্যারেষ্ট করে নিয়ে জেলে রাখা হয়েছে। অতএব যেখানেই এই সমস্ত কার্য চলবে সেই সমস্ত জায়গাতে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না, তবে পুলিশ আছে কিসের জন্য? বে-আইনীভাবে যদি কেউ কোন কাজ করে এবং পুলিশ থাকে তাহলে পুলিশ সেখানে হস্তক্ষেপ করবে। কিন্তু পুলিশের আওতার বাইরে পুলিশ কখনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। মারামারি দাঙ্গা-হাঙ্গামা হলে পরে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে। কিন্তু শ্যাম অপরাধ করল আর সমস্ত গ্রামবাসীকে অ্যারেষ্ট করে নিয়ে আসবে এই ক্ষমতা পুলিশের নাই। অতএব দেখতে হবে যে সেই জায়গায় ট্রেসপাস করেছে কিনা এবং ইল্লিগেল ট্রেসপাস করেছে কিনা। পুলিশ ট্রেসপাস করে সমস্ত লোক ধরে নিয়ে আসবে এটা হতে পারে না। আইনানুগ কাজ করবার জন্যই পুলিশ আছে। পূর্ব্ব কল্যাণপুর ইন্টারিয়রে। অতএব সেখানে যদি কোন কাজ হয়ে থাকে সেই জায়গাতে পুলিশ ছিল বলেই অতি দ্রুত সেই জায়গায় যেতে পেরেছে এবং সেখানে দাঙ্গা হাঙ্গামা বন্ধ হয়েছে। অতএব এই যে কথাগুলি বলা হয়েছে এটা বলার কোন কারণ নাই। কারণ হল এই যে, ইলেকশানে ফেল। অতএব সেটাকে বলে এখানে কোনরকমে জাইয়ে রাখা যে আমরা ফেল করেছি কেন, কারণ পুলিশ জুলুম করেছে সেইজন্য আমরা ফেল করেছি। অতএব ইলেকশানের সাথে এর যে কি যোগ আছে সেটা আমরা বুঝি না। তারপর আর একটা কথা বলা হয়েছে যে পুলিশ না রেখে যাতে আমরা

ডেভালেপমেন্ট ওয়ার্কে হাত দিই। ডেভালেপমেন্ট ওয়ার্ক ও চলবে, পুলিশও থাকবে। কারণ আমরা নিহিলিষ্টিক ষ্টেটে বাস করছি না। অতএব তারা যদি নিহিলিষ্টিক ষ্টেটের চিন্তাধারা নিয়ে বাস করতে চান, তারা তা করতে পারেন। আমরা পারি না। অতএব তাদের নৈরাজ্যবাদের পরিকল্পনা, তার কারণ হল নৈরাশ্য থেকেই নৈরাজ্যবাদের স্বপ্ন তারা দেখছেন। নৈরাজ্যবাদের পরিকল্পনা কোন সভ্য। দেশে থাকতে পারে না এবং সেখানে টেরোরিজম জয়লাভ করে না এবং করতে পারে না। অতএব আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষেরা টেরোরিজমকে সহ্য করবে না, করতে পারে না। নৈরাজ্যবাদের পরিকল্পনাকে কোন মানুষ সাপোর্ট করতে পারে না।

অতএব তাদের যে নৈরাজ্যবাদ, নৈরাশ্যতা থেকেই এই বিরোধীতা। এই নৈরাশ্যতাকে পরিত্যাগ করে, যদি কোন ওমিশান বা কমিশান পুলিশের তরফ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে পরে সেটাকে কারেক্ট করার জন্য আইন আছে, ধারা আছে, সেই অনুসারে হস্ত প্রসারিত যদি করেন, কো-অপারেশান যদি করা হয়, তাহলে আমরা বিশ্বাস করি যে আইন ও শৃঙ্খলাকে ঠিক ঠিক বজায় রেখে শান্তি ও শৃঙ্খলাকে বজায় রাখতে পারব। তারপর বলা হয়েছে যে কোন মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে। তার যে পুলিশ রিপোর্ট এবং তার কেমিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, সেটা শেষ হলে পরে বুঝা যাবে সত্য কি হয়েছিল না হয়েছিল। অতএব এক্ষণে এই জায়গাতে এই সম্পর্কে কোন কিছু বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাদের পক্ষে সেটা বলা সম্ভব কারণ ঘটনার বৈপরিত্য বলা বা প্রকাশ করাই তাদের ধর্ম। আমরা ঘটনাকে না জেনে শুনে এমন কোন কথা বলতে পারব না, তখন কি অবস্থা হয়েছে না হয়েছে। অপরাধপ্রবণতা যাদের যত বেশী, তাদের পক্ষে এটা বলা অস্বাভাবিক নয়, তাদের পক্ষে এটা স্বাভাবিক ধর্ম হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে। তারপর বলা হয়েছে যে আমাদের যে ষ্টাফ তাদের বেতনের মধ্যে বৈষম্য আছে। আমরা ওয়েষ্ট বেঙ্গলকে ফলো করছি এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল অনুসারে আমাদের এখানকার বেতনের মান ধার্য্য করা হয়েছে। অপারেটার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তার উত্তর আমি আগেও দিয়েছি, এখনও বলছি। অপারেটারদের মধ্যে এ, এস, আই ও এস, আই ক্যাটাগরী আছে, সেই অনুসারে তাদের স্কেল এবং বেতনের বৈষম্য হয়ে থাকে। ওয়েষ্ট বেঙ্গলে যখন অদল-বদল হয়, তখন সেই অনুসারে আমরা সেটা গ্রহণ করি। সেটা অনবরত সেখানে করা হচ্ছে এবং সেই অনুসারে আমরা সেটাকে পরিবর্দ্ধিত করি এবং সেটা আগেও বলা হয়েছে। তবে নয়টি পোষ্টের ব্যাপারে এখানে একটা পে-স্কেল রিভিশানের সময় ওমিশান হয়েছিল এবং তারজন্য ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টকে রেফার করা হয়েছে সেটা সংশোধন করার জন্য। আমরা আশা করছি এইগুলি সংশোধিত হয়ে আসলে পরে আমরা তাদের দিতে সক্ষম হব। অতএব আমি এই পুলিশ ডিম্যাণ্ডকে সাপোর্ট করে, কাট মোশানের

বিরোধিতা করে, আমার ভাষণ এখানেই শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—Now I call on Hon'ble Finance Minister to give his reply.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে ডিম্যাণ্ড পেশ করেছি এই হাউসের সামনে তার সমর্থনে এবং এই যে কাট মোশান আনা হয়েছে, তার বিরোধীতা করে দুই একটি বক্তব্য রাখছি। প্রথমতঃ পুলিশের উপর যে আক্রোশ, পুলিশ এবং আউট পোষ্টের উপর যে বিরূপতা, সেইগুলির কারণ আর কিছুই নয়, তার কারণ হচ্ছে পুলিশ আজকে বিরোধীদের যে কার্য্যকলাপ সেটা সংযত করতে সক্ষম হয়েছে, দিন দিন তাদের কার্য্যকলাপ, সমাজদ্রোহী কার্য্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আরেকটা প্রধান কারণ হচ্ছে এইবার যে নির্ব্বাচন হয়ে গেল, তারা তাদের সেই যে গতানুগতিক রীতি, ভয় দেখিয়ে ভোট আদায় করা, সেটা এবার তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ তারা পূর্ব্বে যে সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনীতে গিয়ে ভয় দেখিয়ে তাদের ভোট আদায় করত, সেই সমস্ত উদ্বাস্তু বা ট্রাইবেলরা তাদের স্বাধীন মত ব্যক্ত করতে পারত না ভোটের মাধ্যমে, তারা আজকে স্বাধীন মত ব্যক্ত করতে পেরেছে। তারা যাতে উৎপীড়িত না হয়, নির্য্যাতিত না হয় সেইদিকে পুলিশ সজাগ দৃষ্টি রেখেছে, সেইজন্যই তাদের উপর তাদের এই জাতীয় আক্রোশ। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কার্য্যকলাপ বিশেষ করে প্রশংসনীয় এইজন্য যে সারা ত্রিপুরায় এইবার একদিনে নির্ব্বাচন পর্ব্ব শেষ হয়েছে এবং সমস্ত ত্রিপুরায় এই নির্ব্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সমাধা হয়েছে এবং পুলিশ এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সক্রিয় সহযোগিতা করেছে এবং তারা শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিরোধীদের উস্কানী সত্বেও তারা কোথাও কোন গোলমাল হতে দেয়নি, তারজন্যই তাদের কার্য্যকলাপ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। অবশ্য বিরোধীরা সেটা সমর্থন করবেন না। কারণ তাদের পক্ষে পুলিশ একটা ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইজন্যই পুলিশের উপর তাদের আক্রোশ। শহরের উপর একটা ঘটনার কথা বলতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আক্রমণ করা হয়েছে যে আমি নাকি কোন এক ঘটনাতে—

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই হাউস কি ঘুমানোর জায়গা? মাননীয় সদস্য শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী ঘুমাচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—না, তিনি জেগেই আছেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—আমি নাকি উচ্ছৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দিয়েছি এই রকম অভিযোগ এখানে করা হয়েছে। কিন্তু সেইরকম কোন প্রশ্রয় আমি অন্ততঃ আমার দিক থেকে আমি দেইনি এবং দেইনা। সেই বিষয়ে তারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন বরং তার উল্টোটা হয়েছিল। যে ঘটনাটার তিনি উল্লেখ করেছেন সেই সম্বন্ধে প্রগতি স্কুলের প্রাঙ্গনে সেখানকার অভিবাকগণের সভা করে এই জাতীয় যে উচ্ছৃঙ্খলতা তার বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ আমিই করেছিলাম, সেই মিটিংএ তাদের টিকিটিও দেখা যায়নি। অথচ অভিযোগ করছেন আমি নাকি তাকে প্রশ্রয় দিয়েছি, এটা একটা অদ্ভুত কথা। যাই হউক, যারা নাকি শহরে গুণ্ডামীকে প্রশ্রয় দেন এবং এবার নির্ব্বাচনে যারা নাকি একটা গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করেছিলেন, কতিপয় গুণ্ডা দ্বারা তারা গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করেছিলেন 'তাদের মুখেই আজকে এই জাতীয় গুণ্ডা দমনের কথা শুনতে পাচ্ছি। এক দিকে ভালই, তারা যদি সহযোগিতা করেন, ভাল কথা। শহরে আজকে যে জাতীয় ঘটনা ঘটছে, সেটা যদি বন্ধ করতে হয়, যে দুই একটি ঘটনার কথা আমাদের নজরে আসছে, তা যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে একা কোন মেম্বার বা কোন পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়। সেটা করতে হলে পরে, জনমত সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় তারা একত্রিত হয়ে যদি এগিয়ে আসেন এই জাতীয় দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য, তাহলে সেটা সম্ভব এবং তাহলে সেটা সুন্দর ভাবে বন্ধ করা যাবে। কারণ আমরা একটা সোশ্যাল রিভলিউশানের মধ্য দিয়ে আসছি। পূর্ব্বে আমাদের সামাজিক পদ্ধতি যা ছিল সেটা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে, খুব দ্রুত পরিবর্ত্তন হচ্ছে। আগে আমাদের মেয়েরা ঘর থেকে বেরুতনা, আজকে নানারকম কারণে তাদের ঘর থেকে বেরুতে হচ্ছে, স্ত্রীলি মেলামেশা করতে হচ্ছে, চাকুরী বাকুরী করতে হচ্ছে, এটা আমাদের সমাজের ধাতস্থ ছিল না। আজকে এই পরিবর্ত্তন যে আসছে, তার মধ্যে নানা রকম উৎপাতের সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে, যার জন্য উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এই যে সোশ্যাল রিভলিউশান, এটাকে রোধ করা যাবে না, এটাকে কিভাবে মেনে নেওয়া যায় সেই সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করতে হবে এবং সমাজকে এই রিভলিউশানের ভিতর দিয়ে সুন্দরভাবে নিয়ে যেতে হবে, তার জন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা, জনসাধারণের সহযোগিতা, শুধু পুলিশ দিয়ে এটা দমন করা সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না। কাজেই আজকে সকলের সহযোগিতা আমি প্রার্থনা করি। এই বলেই আমার বাজেটের উপর বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :— The House stands adjourned till 2 P. M. to-day.

MR. SPEAKER :—The debate on Demand No. 12 is over. Now I am putting the demand to vote separately. Of course I shall first put to vote the cut motion, if any, relating to the aforesaid demand.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the grievance in the anamoly of the pay-scales.

As many as are of that opinion will please say "Ayes"—
Voice—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes"—
Voice—"Noes".

I think "Noes" have it.

"Noes" have it, "Noes" have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma to ventilate the grievance of mismanagement of the Police Deptt.

As many as are of that opinion will please say "Ayes"—
Voice—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes"—
Voice—"Noes".

I think "Noes" have it.

"Noes" have it, "Noes" have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma to represent the disapproval of the policy to withdraw out-posts from the interior.

As many as are of that opinion will please say "Ayes"—
Voice—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes"—

Voice—"Noes".

I think "Noes" have it.

"Noes" have it, "Noes" have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—"পুলিশ দপ্তরের দুর্নীতি দমনে ব্যর্থতা।"

As many as are of that opinion will please say "Ayes"—Voice—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes"—Voice—"Noes".

I think "Noes" have it.

"Noes" have it, "Noes" have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the Demand for Grant No. 12 moved by Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs 1,26,28,000/- [inclusive of the sums specified in Col.—3 of the Schedule to the Appropriation (vote on a/c) Bill, 1967] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 12—Police.

As many as are of that opinion will please say "Ayes"—Voice—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes"—(No Voice).

I think' "Ayes" have it.

' Ayes" have it, "Ayes" have it.

The motion is carried.

Now I call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demands for Grant Nos. 15, 16 and 37 together.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHERJEE :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, (i) On the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not

exceeding Rs. 61,23,000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (vote on a/c) Bill, 1967] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 15—Medical.

(ii) On the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 23,86.000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (vote on a/c) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 16—Public Health.

(iii) On the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,50,000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (vote on a/c) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 37—Capital Outlay on Improvement of Public Health.

MR. SPEAKER :—There are 6 cut motions on the Demand No 15. I call on Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma to move his cut motions.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড No. 15, Major Head—29—Medical বাজেটে ৬১,২৩,০০০/- টাকা ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এখন এই সম্পর্কে ডিমাণ্ডটির উপর আমার কয়েকটি cut motion আছে। প্রথমতঃ আমি cut motionগুলির উপর আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করব। Mismanagement in the Medical Deptt. Mismanagement সম্পর্কে যদি বলতে যাই প্রথমে আমাকে বলতে হয় Director of Medical & Public Health-এর সম্পর্কে। ডিপার্টমেন্টের যে অধিকর্ত্তা ওনার সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল—ওনার যে বয়স তা India Govt.-এর Service Rule-অনুযায়ী, বর্ত্তমানে ওনার যে বয়স, তা অতিক্রম করে গেছে। অর্থাৎ pension-এর উপযোগী হয়ে গেছে। এটা সকলেই জানেন এবং Central Govt. থেকে চিঠি লেখা হয়েছে, objection দেওয়া হয়েছে, এভাবে অনেকগুলি ঘটনা একটার পর একটা আসছে। কিন্তু আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সাথে যেহেতু ওনার প্যায়ার-পিরীত, অতএব বৃদ্ধ বা বার্দ্ধক্য যা হউক না কেন

খাতিরের লোকটিকে রাখতেই হবে। কাজেই ঐ নীতিতে তিনি আজও বহাল তবিয়তে আছেন। এই সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মধ্যে সমালোচনা উঠেছে এই বয়স সম্পর্কিত ব্যাপারে। Director হিসাবে তার যে সমস্ত mismanagement বা তার স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক ঘটনার কথা উঠেছে। কিন্তু আজ পর্যান্ত এই সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ বা প্রতিকার হয়নি। এখন মূল কথা হচ্ছে Calcutta Gazette, Dated 8th June, 1921 (Page No. 494)তে তাঁর বয়স সম্পর্কে—দামচড় যুগলচন্দ্র Institution, এখানে অমূল্য চন্দ্র ভট্টাচার্য্য অর্থাৎ আমাদের D. H. S. 1921 সনে মেট্রিক পাশ করেন, তখন তার বয়স ছিল ১৬ বছর ৬ মাস। Roll No. হচ্ছে 489—আর এখন চলছে 1967। যদি আমরা এটা যোগ-বিয়োগ করে দেখি, তাহলে তার বয়স এখন ৬০ বছরের বেশী হয়েছে। কিন্তু তিনি এখনও চাকুরী করে চলছেন। ভারত সরকারের যে রুলস্ ও রেগুলেশন এই সম্পর্কে আছে, কত বছর হ'লে পরে পেন্সন পাবে—বয়স অতিক্রম করে যাওয়ার পরেও তিনি এখনও বহাল তবিয়তে আছেন। তারপর এই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে—গতকল্য প্রশ্নের মাধ্যমেও তার কিছু প্রকাশ পেয়েছে। যেমন কবিরাজী Dispensary-র মধ্যে যে instruction তিনি দিয়েছেন যে কবিরাজ, সেই dispensary-র charge-এ আছেন ওনার সম্পর্কে, কতগুলি medicine তিনি prescribe করতে পারবেন না, তা শুধু specialist দিয়ে করতে হবে। কিভাবে যে তিনি এই instruction দিলেন, তার Rules & Regulation-এর মধ্যে কোন্ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে এই সমস্ত instructionগুলি দেন আমরা বুঝে উঠতে পারি না। ...(point of order) all there arguments were put forth yesterday, it is being repeated to-day. Is it allowed ?

MR. SPEAKER :—These are all repeatition you are making.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, repeatition আমি করছি না। আমি শুধু referenceটা এখানে উল্লেখ করছি আমার argum nt-এর স্বার্থে। ....এইভাবে তিনি আইন বহির্ভূত কাজকর্ম করছেন। কিন্তু Chief Minister-এর সাথে যেহেতু তাঁর খুব খাতির, কোন দোষত্রুটি ধরতে নেই। যে বয়সের কথা আমি এখানে উল্লেখ করলাম, এই বয়সে এটা স্বাভাবিক। বার্দ্ধক্যবশতঃ মানুষের energy কমে যায়। যেভাবে Hospital-এর মধ্যে নতুন নতুন লোক আসছেন, অনেক qualified, তাদের মধ্য থেকে এই পোষ্টটা যদি fill up করা হয় তাহলে আমার বিশ্বাস যে এই ডিপার্টমেন্টটা অত্যন্ত ভালভাবে চলত। কিন্তু যেহেতু খাতিরের লোককে রাখতে হবে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই তাকে রাখা হয়েছে। কাজেই এ সমস্ত সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং কাজগুলো এলোমেলোভাবে চলছে। অর্থাৎ Depart-

ment-এর জন্য দুই বাবদে যে সব টাকা পয়সা আমরা খরচ করছি তা যথাযথভাবে খরচ হচ্ছে না—এই হ'ল অবস্থা।

আর একটা ঘটনা এই mismanagement সম্পর্কে বলতে হয় যে. without administrative sanction conveyance allowance has been paid অর্থাৎ কবিরাজী ডিসপেন্সারীতে specialistকে যে টাকা দেওয়া হয় সেটার জন্য proper কোন sanction নাই অথচ টাকা দিয়েই চলছে।

তারপর আর একটা বিষয় এই যে, সারিবাদ্য সালসা করা হয়েছিল specialist-এর নির্দ্দেশ মত কিন্তু সেগুলো মাটির পাত্রে রাখাতে সেই মাটির পাত্র ভেঙ্গে সব ঔষধগুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং ফলে হাজার হাজার টাকা নষ্ট হয়ে যায়। সে সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্তও কোন তদন্ত করা হয় নাই। সরকার এইভাবে জনসাধারণের অর্থের অপচয় করছেন। এসব অপচয় রোধের জন্য D. H. S. কি করেছেন না করেছেন এটা উল্লেখ করা হয়নি। এভাবে একটার পর একটা ঘটনা হামেশাই ঘটছে এবং অনেকগুলো আলোচিতও হয়েছে।

আর যে permanent advance @ Rs. 20/- দিয়ে দেওয়ার কথা specialistকে সেই টাকাটার কোন sanction বিগত ৩ বৎসরের মধ্যে হয়েছে কিনা বা টাকাটা কিভাবে দেওয়া হয় সে সম্বন্ধেও Audit-এর সময় কথা উঠেছিল। এখানে আছে No adjustment of accounts of the Ayurvedic Dispensary and manufacturing sector. অর্থাৎ এই যে manufacture বাবদ টাকাটা খরচ হচ্ছে তার কোন হিসাব রাখা হয়নি, এলোপাথারী টাকাগুলো খরচ করা হয়েছে। তদুপরি ঔষধপত্র অনেক কিনতে হয়। ঔষধের parcelগুলো আসলে পরে তার entry করতে হয়। কিন্তু ledger-এ তার কোন হিসাব নাই। Entry করা হয় না। এইভাবে চলছে।

আর এক নম্বর কথা — যেটা G. B. Hospital সম্বন্ধে — সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলব। G. B. Hospital এ গতকাল যে Seminar হয়ে গেল তা ভালই বলতে হবে। আমি নিজেও এতে উৎসাহিত বোধ করেছি। কারণ এ সব Seminar করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারন এতে নানা অসুবিধা গুলি ধরা পড়ে এবং পারস্পরিক আলোচনায় তার সংশোধন করা চলে। কিন্তু এ সম্পর্কে একটি জিনিষ আমাদিগকে স্বীকার করতে হবে যে, সরকারের তরফ থেকে একথা বলা হয় যে পূর্ব্বে যখন রাজার আমল ছিল তখন একমাত্র V. M. Hospital ই ছিল এবং বর্ত্তমানে তার চাইতে অনেক বেশী চিকিৎসার সুযোগ হয়েছে একথা সত্যিকথা এবং তা আমি স্বীকার করি। কারণ তখন লোকসংখ্যাও কমছিল এবং হাসপাতাল তখন নামেই মাত্র হাসপাতাল ছিল একথা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। কিন্তু একথা বলে আত্মসন্তুষ্টির কি কারণ থাকতে পারে তা আমি বুঝতে পারি না। কারন তখনকার লোক

হাসপাতালে প্রায় আসত না বললেই চলে। তখন ছিল মাত্র ৫ লক্ষ Population, এখন তা বেড়ে ১৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। কাজেই বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, লোকসংখ্যার অনুপাতে বর্ত্তমানে যে Hospital টি আছে তা যথেষ্ট কিনা সেটা হল আমার বিচার্য্য বিষয়। কাজেই সেই তুলনায় হসপিটাল আমাদের আরও দরকার। আগের তুলনায় রোগও বেড়ে গেছে এবং সে গুলোর আধুনিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা হওয়া দরকার কিন্তু জি. বি. হাসপাতালে মাত্র ২৪০টি বেড। আর V. M. Hospital সহ মোট শ চারেকের মত হতে পারে। কিন্তু এই যে শয্যাসংখ্যা আছে তা ত্রিপুরায় লোকসংখ্যা ও রোগীর অনুপাতে অত্যন্ত কম একথাটাই আমি বলতে চাই। আরও শয্যাসংখ্যা আমাদের বাড়ানো দরকার। এই একটি দিক।

আর একটি বিষয় বস্তু সম্বন্ধে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষন করব, যদিও বহুদিন যাবত বলেই যাচ্ছি, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তার প্রতিকার না হয় ততদিন পর্য্যন্ত আমাকে তা বলে যেতেই হবে। সেটা হল Shortage of Nurses, অর্থাৎ আমি শুনেছি যে একজন ডাক্তার বলেছেন যে প্রতি ৫ জন রোগীতে ১ জন করে Nurse থাকার কথা। কিন্তু যদিও জি. বিতে ২৪০টি বেড, প্রকৃতপক্ষে সেখানে ৫ শতাধিক রোগী থাকে; মাটিতে, বারান্দায় তারা পড়ে থাকে; কারণ সে সব অতিরিক্ত রোগীদের ফিরিয়ে দেওয়ার মত অবস্থা থাকেনা। কাজেই এসব রোগীদের সময় মত ঔষধ, খাদ্য খাওয়ানো এবং তাদের সেবা শুশ্রূষা করা এই অল্প সংখ্যক Nurse দের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনা। অবশ্য মন্ত্রীমহোদয় যারা প্রায়ই বড় গলায় নিজের কৃতিত্বের কথা ঘোষণা করে থাকেন আসলে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ও তাঁরা হাসপাতালকে রোগীদের চিকিৎসার ব্যপারে ঠিক ঠিক মত equip করাতে পারেন নি। এই কথাটা গতকালও তারা স্বীকার করেছেন। কাজেই Nurse এর সংখ্যা কম এবং আরও বাড়ানো দরকার।

আর একটা কথা হচ্ছে, যদি আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য হাসপাতালের সাথে G. B. Hospital এর তুলনা করে দেখি, তা হলে দেখতে পাব যে, কোন অংশেই আমাদের হাসপাতাল ছোট নয়। কিন্তু একটি জিনিস, যা ভারতের অন্যান্য হাসপাতালে আছে তা এখানে নেই। সেটা হল Word Master. এখানে একজন বৃদ্ধকে রাখা হয়েছে এই ডিপার্টমেন্টে বসিয়ে। এই জরা দগ্রের কোন energy থাকার কথা নয়। সে কোন মতে জীবনের বাকী কয়দিন মাসে মাসে টাকাগুলো বেতন হিসাবে গুনে নেয়। কোন রকমে formalities মেনে বাকী দিনগুলো পার করতে পারলেই সে বাঁচে। অথচ এই হাসপাতালেও ৮টি Word Master এর Post খালি পড়ে আছে আজও তা fill up করা হয়নি।

MR. SPEAKER :— Hon'ble Member, আপনাকে তো অনেকগুলো Cut Motcin এর উপর বলতে হবে। কাজেই একটাতে এত সময় নিলে তো......................

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— এই মহাভারতের কথা বলতে গেলেতো কিছু সময় নেবেই—

MR. SPEAKER :— মহাভারত বলতে গিয়ে তো অনেক সময় লাগাচ্ছেন আপনি।

SHRI AGHORE DEB BARMA :—আচ্ছা, cut motion-এর কথাই বলছি আমি। এখানে Nurse Sister-এর ৮টা post vacant আছে। ১টাতে appointment দেওয়া হল, আর বাকী ৭টাতে দেওয়াই হল না। বর্ত্তমানে কিভাবে চলছে এটা প্রশ্ন উঠতে পারে। যারা staff nurse তাদের category আলাদা আর ward sister-এর category আলাদা। বর্ত্তমানে যারা staff nurse আছে তাদের দিয়ে ঐ দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি করানো হচ্ছে। যদিও ঐ কাজগুলি তারা করছে তবুও তাদের ঐ post-এ appointment দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই যাতে কাজের দায়িত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক staff nurseদের ঐ পোষ্টে appointment দেওয়া হয় সেই ব্যাপারে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আরেকটা কথা হচ্ছে V. M. এবং G. B. Hospitalকে কেন্দ্র করে প্রায় ৫০।৬০ জন nurse বা auxiliary nurse training নিচ্ছে। এর আগে আপনারা সকলেই জানেন—Ruling Party-র সকলেই জানেন যে বৃটিশ আমল হতেই আমরা দেখছি যারা এখানে sister tutor ছিলেন তাঁরা যারা ছিলেন বর্ত্তমানে training নিচ্ছেন তাদেরকে কাজ শেখানোর জন্যে। এখানে যিনি sister tutor ছিলেন তিনি চলে যাওয়ার পর এই post vacant আছে। Vacant থাকা সত্বেও অন্য কাহাকেও ঐ post-এ appointment দেওয়া হল না। কাজেই আজকে যে হারে trainee বাড়ছে সেই অনুসারে এখানে অন্ততঃ ২ জন sister tutor দরকার। কিন্তু সেটা আজ পর্য্যন্তও করা হচ্ছে না। তারজন্য আমি D. H. Sকে দায়ী করব। কারণ তিনি Head of the Department. তারপর আমরা কিছুক্ষণ আগে পুলিশ খাতে আলোচনার সময় বলেছি যে আমরা West Bengal-এর pay scale অনুসরণ করি। কিন্তু এখানে দেখা যায় বিভিন্ন categoryর যারা nurse তাদের বেলায় pay scale যেভাবে revision করা হয়েছে তাতে West Bengal-এর ঐ categoryর nurseরা যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পায় তা এখানের nurseরা পাচ্ছে না। যেমন বিভিন্ন Hospital-এ—West Bengal-এর কথা বলছি, তারা pay scale revision হওয়ার পর washing allowance, messing allowance, uniform allowance ইত্যাদি পায় কিন্তু ত্রিপুরাতে pay scale revision হওয়ার পরও ঐ সমস্ত allowance পাচ্ছে না। পুরাণো scale-এ যারা আছে তারা পাচ্ছে. আবার কেউ পাচ্ছে, কেউ পাচ্ছে না। কাজেই এখানে প্রশ্ন হচ্ছে আমরা একটা follow করি আরেকটা follow করি না। যদি West Bengalকে follow করতে হয় তবে সবটাই follow করা উচিত।

নতুবা ত্রিপুরাতে আলাদা একটা pay scale করা উচিত। যদি আমরা West Bengalকে follow করি তবে West Bengal-এ যে সুযোগ-সুবিধা আছে সবটাই আমাদের এখানে কার্য্যকরী করা দরকার। একটা দিলাম আরেকটা দিলাম না এই অবস্থা যদি চলে তাহলে নিশ্চয়ই West Bengal-এর pay scale follow করার নামে এখানকার কর্মচারীদের deprive করছি। কারণ washing allowance, messing allowance এবং uniform allowance ইত্যাদি তাদের পাওয়ার কথা কিন্তু আমরা তা দিচ্ছি না। তদুপরি আরও দেখা যায় pay scale চালু হওয়ার পর আমাদের এখানকার বিভিন্ন categoryর কিছু কিছু nurse ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অর্থাৎ আগে যে বেতন পেত এই pay scale চালু হওয়ার পর তারা আরও অনেক কম বেতন পাচ্ছে। আমাদের কর্ম্মচারীরা যারা রোগীদের সেবা করছে তাদের আর্থিক অবস্থার যাতে ক্ষতি না হয় সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আরেকটা কথা এই প্রসঙ্গে বলতে হচ্ছে। সেটা হচ্ছে বিরাট একটি Hospital, সেখানে seat-এর সংখ্যা যদিও ২৪০ তবুও বলতে হবে বিরাট হাসপাতাল। কাজেই বড় হাসপাতালকে যদি চালাতে হয় তাহলে অন্তত: ২ জন মেট্রনের দরকার। এখানে যে একজন মেট্রন আছেন তিনি হয়ত বর্ত্তমানে training-এ চলে গেছেন। আরেকজন হয়ত additional Matron আছেন। কিন্তু একজন যদি training-এ যায় বা ছুটিতে যায়—ছুটিতে যাওয়াও স্বাভাবিক, কারণ অসুখ-বিসুখ হলে ছুটিতে যেতে পারে, তাহলে আরেকজন যে তার জায়গায় কাজ করবে বা by rotation কাজ করবে এমন কোন ব্যবস্থা নেই। প্রত্যেক দিন machine-এর মত খেটে যাচ্ছে। কাজেই এইদিক দিয়ে বিচার-বিবেচনা করে আমাদের যে বড় হাসপাতালটা তার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অন্তত: ২ জন Matron এবং additional Matron-এর provision করা হয় তারজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

আর বর্ত্তমানে G. B. Hospital-এ যে Nurse Hostel আছে, তারা বর্ত্তমানে যে সব ঘটনা ঘটেছে তারজন্য অত্যন্ত চিন্তিত। কারণ এই Hostel-এর পিছনে একটি Military Camp আছে এবং সেখানেও মাঝে মাঝে উৎপাত হচ্ছে। অতএব সেখান থেকে Military Camp অন্যত্র সরাতে হবে নতুবা Nurse Hostel অন্যত্র নিতে হবে। Nurseদের যাতে কোনপ্রকার বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য বলে আমি মনে করি। তাছাড়া Nurse Hostel-এ seat সংখ্যা খুব কম হওয়ায় অনেককে বাহির হইতে যেমন অরুন্ধুতিনগর এবং অন্যান্য জায়গা থেকে গিয়ে ঐখানে কাজ করতে হয়। তারপর বাসও রীতিমত পাওয়া যায় না। এইজন্য তারা যথাসময়ে কাজে হাজির হতে পারে না। সেজন্য nurse hostel-এ seat সংখ্যা বাড়ানো দরকার। তারপর হচ্ছে, আমরা এমন অনেক অভিযোগ পেয়ে থাকি যে nurseরা নাকি রোগীদের diet খেয়ে ফেলে। তারা

সারাদিন কাজ করবে অথচ এ রকম অভিযোগ তাদের শুনতে হয়। এই অবস্থা কি বন্ধ করা যায় না? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন যে বিভিন্ন Hospital-এ dietman অর্থাৎ diet supervision-এর জন্য আলাদা লোক থাকে। কিন্তু ত্রিপুরাতে এই G. B. ও V. M. Hospital-এ তার কোন provision নেই। অতএব এই সমস্ত posts create করে লোক নিয়োগ করে সুব্যবস্থা করা উচিত। আমরা জানি যে nurseদের জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সব কাজই করতে হয়। অর্থাৎ যে সমস্ত কাজ তাদের duty-র মধ্যে পড়ে না সেগুলিও তাদের করতে হয়। যেমন রক্ত দেওয়া, saline দেওয়া ইত্যাদি কাজগুলি ডাক্তারদের করার কথা অথচ এই সমস্ত কাজ nurseদের দিয়ে করানো হয় বা করতে তারা বাধ্য হয়। যেহেতু তারা sub-ordinate সেহেতু তাদের এইগুলি করতে বাধ্য করা হয়।

ফলে এই Nurse দের অনেক অভিযোগ কারণে অকারণে আমরা শুনতে পাই। যাতে এগুলির সমাধান করা যায় তার ব্যবস্থা আমাদের করা দরকার। তবে আমি জানি Nurse দের জুতা সেলাই থেকে চণ্ডি পাঠ পর্য্যন্ত করতে হয়। যে সমস্ত কাজগুলি তাদের Duty এর মধ্যে পড়ে না যেমন রক্ত বা সেলাইন দেওয়ানো। সাধারনতঃ সেটা ডাক্তারদের দেওয়ার কথা। ডাক্তাররা অনেক সময় হুকুম দিয়েই খালাস, Nurse দের দেওয়াতে বাধ্য করে। যেহেতু তারা Subordinate কাজেই সেটা তারা করতে বাধ্য হয়। আর যে diet supervision এর কথা আমি বলছি, সেটা তাদের করার কথা নয়। কিন্তু তাদেরই এক কোঠা থেকে আর এক কোঠায় distribution করতে হয়। কাজেই আজকে যদি Hospital-এর উন্নতি আমরা করতে চাই তবে diet distribution এর জন্য আলাদা একটা post create করা দরকার। তদুপরি আর একটি ঘটনা হচ্ছে। যারা Operation Theatre-এ কাজ করে, তাদের Class IV Employee ধরা হয়। যারা অনেক পুরানো, Senior, তাদের কোন Promotion দেওয়া হয় না, chance দেওয়া হয় না। যারা নূতন, খাতিরের লোক untrained, তাদের সেখানে appointment দেওয়া হয়, সেইজন্য অনেক সময় operation এর ব্যাঘাত ঘটে। কারণ, সেখানে কোন সময় কোন জিনিষ দিতে হয় তারা জানে না। এবং সেইক্ষেত্রে যারা ১০।১২ বৎসর কাজ করছে তাদের appointment না দিয়ে নূতন লোককে appointment দেওয়া হয়। কাজেই এই সমস্ত ভুলভ্রান্তি যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। Nurse দের যে training class আছে, যেখানে তাদের training দেওয়া হয়, কাজ করানো হয়, সেখানে কোন class room, refreshment room নাই। সেদিকে অন্ততঃ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আর Lady Health Visitor সম্পর্কে হলো, জনস্বাস্থ্যের জন্য যে schemeটা আনা হলো, কিন্তু সেই হিসাবে Public Health এ যারা Lady Health Visitor,

তারা যে একত্র এসে মিলিত হবে তজ্জন্য একটা আলাদা কোঠা দরকার। তারা যে ঘুরে ফিরে এসে এক জায়গায় মিলিত হবে তার জন্য একটা রুম পর্য্যন্ত নাই। তাদের নাকি আবার day to day report দিতে হয়, কিন্তু তারা এসে এক জায়গায় বসে যে একটা report তৈরী করবে তজ্জন্য তাদের বসে report লেখার জন্য একটা জায়গা পর্য্যন্ত নেই, কাজেই যারা কাজকর্ম করছে তাদের যাতে কোন রকম সুযোগ সুবিধার অভাব না হয় সেইদিকে নজর রাখা দরকার। আর একটা কথা হচ্ছে Plan এর মধ্যে যে provision আছে, অর্থাৎ Health Visitor যারা সেখানে কাজ করতে যাবে, সেখানে তাদের গাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া এবং দু একটা বাড়ীতে যাওয়া এবং আবার Pick up করে নিয়ে আসার কথা। কিন্তু সে রকম বিধান থাকা সত্বেও আজ পর্য্যন্ত তাদের কোনরকম গাড়ী দেওয়ার ব্যবস্থা হয় নি।

তাদের সকাল ৮টা থেকে ১২টা, ১টা পর্য্যন্ত সারা সহর পায়ে হেঁটে হেঁটে কাজ করতে হয়। তাদের গাড়ী যাওয়ার কথা কিন্তু যাচ্ছে না। Ambulauce এর কাজটা হলো emergency ব্যাপারে রোগীদের বাড়ী থেকে Hospital এ carry করা। কিন্তু আজকাল দেখা যায় Ambulauceগুলোকে V. M. to G. B. and G. B. to V. M. Hospital এ staff carry করার ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়। আমার কথা হচ্ছে Staff carry করার যদি প্রয়োজন থাকে, তবে ambulanceগুলো ব্যবহার না করে অন্য একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করলেই ভাল হয়। তারা হেঁটে যাক্ সে কথা আমি বলতে চাই না। অনেক সময় দেখা যায় emergency case এ যখন ambulance দরকার হয় তখন ambulance পাওয়া যায় না। তাতে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয়, কাজেই এগুলির ব্যপারে অন্ততঃ নজর দেওয়া দরকার। এর মধ্যে আর একটা ঘটনা হচ্ছে, আমরা V. M. Hospital এর দিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখা যায় অনেকগুলো গাড়ী রৌদ্রে বৃষ্টিতে সারা দিন সারা রাত্রি এমন কি সারা বৎসর ধরে পড়ে আছে। যেখানে এতগুলো গাড়ী আছে, সেখানে একটা Garrage পর্য্যন্ত নাই। রৌদ্র-বৃষ্টিতে পড়ে থেকে গাড়ীগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যেখানে গাড়ীগুলো বেশী দিন চলার কথা, ফলে সেগুলো কয়দিন চলবে? এভাবে সরকারের টাকার অপব্যয় হচ্ছে, কাজেই যাতে এই সরকারী গাড়ীগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা করা যায় সেই দিকে নজর দেওয়া দরকার। হয়ত ministerরা মনে করতে পারেন কেন্দ্রীয় সরকার ত বৎসর বৎসর টাকা দিচ্ছেনই সুতরাং নষ্ট হলে আমাদের কি? দু বৎসর পরে condemn করে দিয়ে আবার নূতন গাড়ী আনার ব্যবস্থা করা যাবে। কাজেই আমাদের Hospitalএর ambulanceগুলো, গাড়ীগুলোর যাতে যথাযথ ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়, তজ্জন্য একটা Garrage অন্ততঃ করা দরকার। যাতে রৌদ্র বৃষ্টীতে পড়ে থেকে গাড়ীগুলো নষ্ট না হয়।

আর Resident Physician সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে, যে বিভিন্ন ধরণের রোগী সহর এবং মফঃস্বল থেকে এনে Hospitalএ ভর্ত্তি করে দিতে হয়। অনেক সময় দেখতে পেয়েছি Hospital এ সঙ্কটাপন্ন রোগী এনে emergency ward এ ডাক্তার পাওয়া যায় না। Hospital এর বিভিন্ন ward এ duty তে যে ডাক্তার থাকে তাদের কাউকে যদিও কোন কোন সময় পাওয়া যায়, তখনি হয়ত সেই ডাক্তার emergent caseটি ঠিক ঠিক ধরতে পারে না, তখন অন্য বড় ডাক্তারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই emergent ব্যাপারে ডাক্তারকে তাঁর residence থেকে তখনই নিয়ে আসার জন্য সময়মত গাড়ী পাওয়া যায় না। অথচ সেই ডাক্তারকে আনতেই হবে, কিন্তু সেখানে duty রত ডাক্তার তিনি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে বা করতে নারাজ। কাজেই এই যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেটা বড়ই মারাত্মক। গতকাল Seminer এর মধ্যে পরামর্শ বা Suggestion যে একটি এসেছে সেটা খুব ভাল কথা। যারা resident doctor তাদের কোয়ার্টার অন্ততঃ Hospital compound এর মধ্যে করার ব্যবস্থা করা দরকার। তাহলে চিকিৎসার দিক দিয়ে রোগীদের অনেক সাহায্য সহায়তা হবে বলে মনে করি। আর diet সম্বন্ধে যে rate fix করা হয়েছে তা যে অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে, তার কোন অর্থ হয় না। কারণ আমরা দেখছি যে গত ৫ বৎসর বা ৬ বৎসরের তুলনায় চাল এবং অন্যান্য জিনিসের দাম অনেকগুণ বেড়ে গেছে। কাজেই সেই consideration এ রোগীর খাদ্যের বাবদে যে টাকা পয়সা খরচ হয় তাও বাড়ান দরকার। আর একটা কথা হচ্ছে stores of medicine সম্পর্কে যেটা আমি calling attention এ বলতে চাইছিলাম, সেটা হচ্ছে, এখনও যদি কেউ Hospital এ গিয়ে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন, যে Hospital এর বারান্দার মধ্যে বহু রকম বাক্স, ঔষধের বাক্স, Baby food এর বাক্স এবং অনেক বাক্স পড়ে আছে। অর্থাৎ যেখানে আগুন লেগেছিল সেখানে পুড়ে যাওয়ার পরেও কোন তদন্ত হয়নি। আমি এ সম্বন্ধে বার বার জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ডাক্তার বললেন, জায়গা নেই আমরা কোথায় রাখব। অর্থাৎ accomodation এর অভাব। এই মূল্যবান ঔষধগুলি যে আনা হয় সেগুলি রাখার কোন জায়গাই নাই। একটার উপর একটা টাল করে রাখা হয়েছে। এই ভাবে যদি মূল্যবান ঔষধগুলি পড়ে থাকে, যদিও পাহারার ব্যবস্থা আছে, তবু যদি এই ভাবে কোন accident হয় বা চুরি হয়ে যায় তাহলে জনসাধারণের অর্থের অপচয় বা ক্ষতি হবে এবং রোগীদের ক্ষতি হবে। কাজেই এই সমস্ত মূল্যবান ঔষধগুলি যাতে যথাযথ ভাবে রাখার ব্যবস্থা করা যায় সেদিকে নজর রাখা দরকার। এই সম্পর্কে আমার suggession হচ্ছে Hospitalগুলিকে যদি ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালনা করতে হয় তাহলে Public এর co-operation দরকার।

এখানকার নাগরিকদের নিয়ে এবং ডাক্তার ও এখানের যারা কর্তৃপক্ষ আছেন তাঁদের নিয়ে একটা Hospital Advisory Board যাতে করানো হয়। কালকে যে প্রস্তাবটা এখানে আনা হয়েছিল তা খুব ভাল। সেটা আমি সমর্থন করি। এ রকম একটা Board যাতে করা হয় ruling party'র তরফ থেকে তারজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত অনুরোধ রাখছি। আর একটি বিষয়ে অনেক সময় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। প্রায়ই দেখা যায় 'X' Ray plate থাকে না। বলা হয় যে এগুলি বিদেশী মাল। বৎসরের প্রথম Indent দেওয়া হয়। কিন্তু যখন অনেক "X" Ray করার প্রয়োজন হয় তখন বলা হয় 'X' Ray Plate নেই, stock এ নেই, অনেককেই এই সব বলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এমন ঘটনা আমি অনেকবার দেখেছি। কাজেই যাতে এই রকম অবস্থার সৃষ্টি না হয় তারদিকে নজর রাখা দরকার। আর একটি কথা পূর্বেও আমি বলেছি, এখনো আবার বলছি — সেটা হচ্ছে Technologist দের কথা; অর্থাৎ যারা রক্ত, প্রস্রাব, মলপরীক্ষা করেন। অবশ্য এখানে অনেক Technologist আছেন। তথাপি প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। যেভাবে Hospital এ ভীড় হয় তাতে সামাল দিতে পারেন না। অনেক জমা হয়ে থাকে বা অনেক মানুষকে ফিরে যেতে হয়। এমন অনেক ঘটনা আমি জানি। যেমন তেলিয়ামুড়া থেকে ৮ টার সময় রওয়ানা হয়ে ৯ টার মধ্যে এখানে উপস্থিত হতে পারে না। ফিরে যেতে হয় বা বেশী ভীড় হলে এগুলি পরীক্ষা করতে পারে না। Daily ৭।৮ টার বেশী নেওয়া হয় না। কারণ staff খুব কম। বর্তমানে যে staff আছে তাদের দিয়ে এর বেশী হয় না। এই অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে staff বাড়ানোর প্রতি যেন নজর দেওয়া হয়।

আমার No 2 cut motion এর মধ্যে আছে To establish a Medical College in Tripura.

আজ এই ত্রিপুরা আগের সেই ত্রিপুরা নেই। প্রায় সব দিক দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের পরিবর্তন ঘটেছে। লোকসংখ্যার দিক দিয়েও হয়েছে। সেই দিক দিয়ে নজর রেখে আজ ত্রিপুরার মধ্যে ডাক্তারের বেশ Demand। গতকাল ডাক্তারের Seminar এ D. H. S. এর বক্তৃতার মধ্যে ও আমি শুনেছি যে প্রায় ৭০টি ডাক্তারের Post এখনো খালি আছে কিন্তু appointment দেওয়া হচ্ছে না। কারণ যারা বাইরে থেকে আসেন তারা বেতন কম বলে এখানে থাকতে চান না বা বিভিন্ন অসুবিধার জন্য তারা এখান থেকে চলে যান। আজকে আমাদের ডাক্তারের প্রয়োজন খুব বেশী। এই দিক দিয়ে দৃষ্টি রেখে, যেমন আগরতলাতে Engineering College হয়েছে তেমনি যাতে Medical College টি হয় সেই দিকে ruling Party র নজর দেওয়া দরকার। কারণ এখনও এমন অনেক dispensary আছে যেখানে

ডাক্তার নাই। কাজেই ডাক্তার আমাদের প্রয়োজন, বাহিরের থেকে ২।১ জন করে ডাক্তার এনে আমাদের যে চাহিদা সেটা আমরা meet up করতে পারব না। কাজেই একটি Medical College এর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

আর তিন নম্বর হল Absence of provision for starting new dis, ensaries and hospitals. বর্ত্তমাতে যে সব এলেকায় dispensary আছে ঐ সব এলেকা বাদেও অনেক জায়গায় নূতন dispensary প্রয়োজন। কাঞ্চণ বাড়ীতে যে dispensary আছে তাকে Primary Health Centre করা দরকার। আর গোলাঘাটির মধ্যে টাকারজলা ও গোলাঘাটির godra প্রায় ৮ মাইল, বিশালগড় হতে গোলাঘাটি ৬ মাইল হবে, চড়িলাম হতেও প্রায় ৬ মাইল হবে এবং এর মধ্যে কোন ভাল রাস্তাও নাই। এই জায়গাটা খুব ঘন বসতি পূর্ণ। কাজেই ঐখানে একটা dispensary থাকা প্রয়োজন। এই রকম সাক্রম হতে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত বহু জায়গায় এই রকম dispensary খোলা দরকার। এই বাজেটে এই বাবদে কোন টাকা বরাদ্ধ নাই। কাজেই আমি মনে করি যে নূতন dispensary খোলার জন্য এই বাজেটে টাকার ব্যবস্থা রাখা দরকার এবং যে সমস্ত Primary Health Center আছে সেইগুলিকে ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে রূপান্তরিত করা দরকার। ৪নং হল Inadequacv of provision for diet, bedding, clothing medicines for T. B. Patients—এই সম্পকে আমি পূর্ব্বেই বলেছি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হাসপাতালে যে সমস্ত ঔষধ prescription করা হয় সে গুলি হাসপাতালে থাকেনা। এখানকার বেশীর ভাগ লোকই গরীব, বাহির থেকে পয়সা খরচ করে ঔষধ কেনার মত ক্ষমতা তাদের নাই। কাজেই তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ও ঠিক মত হয় না। মৃত্যু তাদের অনিবার্য্য হযে উঠে। কাজেই হাসপাতাল থেকে যথোপযুক্ত ঔষধ যাতে তারা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। মফঃস্বলের dispensary থেকে বৎসরে একবার indent দেওয়া হয়। পরবর্ত্তী সময়ে ঔষধ চাইলে তা পাওয়া যায় না। T. B. রোগীদের যে সমস্ত সাহায্য দেওয়া হয় বা ঔষধ পত্রাদি দেওয়া হয় তাতে তাদের সম্পূর্ণ ভাবে আরোগ্য লাভ করার মোটেই সম্ভাবনা নেই। কাজেই বর্ত্তমানে যে rate এ সাহায্য দেওয়া হয় তা যথেষ্ট নয়। এই পরিমানটা খাদ্যেই হউক, বা ঔষধ পত্রাদিতেই হউক, বৃদ্ধি করা দরকার। তাদের যে allowance দেওয়া হয় তা বৃদ্ধি করার জন্য আমি এই Cut motion রেখেছি। T. B. patient দের একটা monetory helf দেওয়া হয়। সেটা কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না। আমার Cut motion এর মাধ্যমে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে যাতে এই monetory help বাড়াইয়া দেওয়া হয়। ৫ নং Cut motion হল To establish a T. B. hospital and cancer clinio centre in Tripura. যদি ও ত্রিপুরাতে

কোন T. B. হাসপাতাল নাই, তার জন্য একটা আলাদা ward আছে। কিন্তু ত্রিপুরার বর্ত্তমানে জনসংখ্যার তুলনায় একেবারেই নগণ্য। অতএব সুষ্ঠুভাবে কাজ চলার জন্য একটি আলাদা T. B. হাসপাতাল গড়ে তোলার দরকার।

আমরা পত্র পত্রিকায় অনেক সময় দেখি যে মুখ্যমন্ত্রীর Cancer তহবিলের জন্য নানা রকম প্রদর্শনী ও চাঁদা তোলা হয়। এই fund এ কত টাকা জমা হয়েছে তা আমরা জানিনা ত্রিপুরাতে Cencer একটা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় দেখা দিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বহু লোক এই ব্যাধিতে ভূগছে এবং তাদের মৃত্যুর জন্য দিন গণিতে হয়, কারণ টাকা পয়সা খরচ করে তাদের কলিকাতা বা অন্যত্র গিয়া চিকিৎসা করার মত কোন সঙ্গতিই নাই। এই যে মানুষের একটা অসহায় অবস্থা, তা দূরীকরণের জন্য ত্রিপুরায় একটা Cancer চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি এবং এই সম্বন্ধে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করছি যাতে ঐ head এ টাকার বরাদ্দ করা হয়। ৬ নং হল Inadequacy of Provision in Miscllaneous. এই খাতে যে টাকার ব্যবস্থা এই বাজেটে রাখা হয়েছে তা আমি প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প বলে মনে করি এবং তার বরাদ্দ যাতে আরো বাড়ানো হয় তার জন্য আমি অনুরোধ করব। আমার এই সব cut motion এর পক্ষে আমি মোটামুটি ভাবে আমার বক্তব্য আমি রেখেছি, আশা করি এই হাউস তা সমর্থন করবেন।

MR. SPEAKER :— শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা, আপনার দুটি cut motion আছে। একটি হলো "ত্রিপুরার হাসপাতাল সমূহে রোগীদের পথ্য ও ঔষধপত্রের স্বল্পতা।" অপরটি হলো "হাসপাতাল সমূহে রোগীদের খাদ্য লইয়া দুর্নীতি।" আপনি আপনার বক্তব্য বলতে পারেন।

SHRI ABHIRAM DEB BARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভাবে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার অনুপাতে ত্রিপুরার হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না এবং হাসপাতালের অবস্থাও খুব ভাল নয়। মফঃস্বলের হাসপাতালগুলির অবস্থা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে প্রায় জায়গায়ই ডাক্তার আছে, ঔষধ নেই বা ঔষধ আছে, ডাক্তার নেই। এই রকম অবস্থা আজকে ত্রিপুরারাজ্যের প্রায় সবগুলি হাসপাতালেই হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা বাড়ে নাই; কাজেই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করব যাতে রোগীদের পথ্য ও ঔষধপত্র ঠিক ঠিকভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ লোকই গরীব। নিজের টাকা পয়সা খরচ করে ঔষধ, পথ্য কিনে খাওয়ার মত অবস্থা তাদের নেই। অনেক সময় হাসপাতালে গেলে পরে ডাক্তাররা রোগীদের নিজের

পয়সা দিয়ে ঔষধ কিনে খেতে বলেন। কিন্তু টাকার অভাবে রোগীরা ঔষধ পথ্য কিনতে পারেন না, এজন্য কষ্ট পেতে হয়। আর একদিকে অনেক রোগীর রক্তের প্রয়োজন হয়। কিন্তু হাসপাতালে রক্ত না থাকায় রোগীকে অনেক কষ্ট পেতে হয়। তখন তার চিকিৎসা ও ঠিক মত হয়ে উঠে না। গরীব রোগীদের হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা এই বাজেটে রাখা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। যেভাবে ঔষধ এবং রোগীদের চিকিৎসার অব্যবস্থা চলছে তার পরিবর্ত্তন করা দরকার। আমি দেখেছি উদ্বাস্তু কলোনীগুলিতে ডাক্তার আছে, ঘর আছে, কিন্তু ঔষধ নাই বা ঠিকমত পাওয়া যায় না। এই সমস্ত ব্যবস্থার উন্নতি সাধন দরকার। কাজেই হাসপাতালগুলিতে ঔষধ ও পথ্যাদি ঠিক ঠিক মত রোগীরা যাহাতে পেতে পারে তার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ টাকার বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আমার আর একটা cut motion হল "হাসপাতাল সমূহে রোগীদের খাদ্য নিয়া দুর্নীতি"। এ সম্বন্ধে মাননীয় অঘোরবাবু বলেছেন। আমরা অনেক সময়ই অভিযোগ পাই যে রোগীদের জন্য যে খাদ্য বরাদ্দ থাকে তা তারা পান না। কন্ট্রাকটাররা জিনিষপত্র ঠিক ঠিক মত সরবরাহ করেন না। অনেক ক্ষেত্রে ডাক্তার ও নার্সরা কন্ট্রাকটারের সঙ্গে যোগাযোগ করে রোগীদের পথ্যাদি নিজেদের কাজে লাগান। এই যে একটা অব্যবস্থা তার সমাধান করা দরকার। কাজেই রোগীরা যাতে তাদের পথ্য ও ঔষধ পত্রাদি ঠিক ঠিক মত পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং এই বাবদে আরো বেশী টাকার বরাদ্দ করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

MR. SPEAKER :—There is another cut motion of Shri Aghore Deb Barma under Demand No. 16.

SHRI T. M. DAS GUPTA (Minister) :—Both Demand No. 15 & 16 have been grouped together for discussion together. The practice of the House is that that no member can speak twice on a single subject.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—That is under Demand No. 16.

SHRI SUNIL CH. DUTTA :—মাননীয় স্পীকার স্যার, Demandগুলি group করার অর্থই হচ্ছে discussion-এর সুবিধার জন্য। সুতরাং মাননীয় সদস্যের একসাথে discuss করা উচিত ছিল। কেননা, cut motionগুলি একসাথে move করা হয়েছিল।

MR. SPEAKER :—I shall allow Shri Aghore Deb Barma to discuss very briefly his cut motion under Demand No. 16.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার এই cut motion-এ অতি সংক্ষেপেই বক্তব্য রাখব, যদিও আমার অনেক কিছু বলার ছিল। আমার

cut motionটি হল "Inadequecy of provision for sinking of tube-well". আজকে পানীয় জল সরবরাহের ব্যাপারে Budget-এ যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং টাকা খরচ করা হচ্ছে—সেই পরিমাণে ত্রিপুরার জনসাধারণ পানীয় জল পাচ্ছে কিনা তার দিকে আমাদের নজর রাখা দরকার। কারণ tube-wellই হউক বা ring-wellই হউক, যেগুলি আমরা গ্রামাঞ্চলে স্থাপন করছি সেগুলি ঠিক হচ্ছে কিনা এবং জনসাধারণ পানীয় জল পাচ্ছে কিনা সেদিকে আমাদের নজর রাখা দরকার। পানীয় জল সরবরাহ করাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে ring-well, tube-wellগুলি ঠিক আছে কিনা সেটা আমাদের দেখা দরকার। কেবল বৎসরের পর বৎসর বাজেটে টাকা বরাদ্দ করলেই চলে না, এগুলি যাতে সংস্কার করে পানীয় জল সরবরাহ করা যায় তার দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার এবং আরো বেশী জল সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা দরকার। কারণ বাজেটে যে পরিমাণ টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, ত্রিপুরার বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা খুবই অল্প। কাজেই বাজেটে টাকার পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে এবং যে সমস্ত ring-well, Tube-well ইত্যাদি আছে সেগুলি যাতে সংস্কার করা হয় সেজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

MR. SPEAKER :—Now I call on Hon'ble Member Shri Promode Ranjan Das Gupta to participate in the discussion.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত:—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, বিরোধী দল Demand No. 15 এর উপর যে cut motion এনেছেন তার উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে কয়েকটি কথা আমি বলছি। প্রথমত: আমরা ভুলে যাই ত্রিপুরার আয়ের কথা, কেন্দ্র থেকে যে টাকা পাই, তার উপর ভিত্তি করেই আমাদের Budget তৈরী করতে হয় এবং সেই দিক দিয়া চিন্তা করতে গেলে এই বাজেট well balanced budget। কারণ একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ১৯৬৭-৬৮ সালে আমরা বরাদ্দ করেছি ৬১ লক্ষ ২৬ হাজার আর ১৯৬৬-৬৭ সালে তাহা ছিল ৫৪ লক্ষ ৬৩ হাজার এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে আমাদের খরচ হয়েছিল ৫২ লক্ষ ৫৩ হাজার ৭৫২ টাকা। সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে Central থেকে আমরা যে টাকা পাচ্ছি সেটাকে সামনে রেখে আমরা এভাবে বাজেট তৈরী করছি যাতে সেই বাজেট জনতার স্বার্থে এবং জনতার কৃতার্থে লাগে। পূর্বে হাসপাতালের bed সংখ্যা ছিল ৭৯০টি, এবার সেখানে হচ্ছে ৮৯৮ টি। ১০৮ টি bed সংখ্যা মোট বেড়েছে। যেখানে আমাদের G. B. Hospital এ Bed সংখ্যা ছিল ২৫০ সেখানে আরো ৫০ টি বেড়েছে। যেখানে dispensary ছিল ৯১ টি সেখানে আরো ৬টি বেড়েছে, সুতরাং বাজেটে নূতন dispensary খোলার Provision নাই, এই কথা সত্যি নয়।

তারপর প্রাইমারী হেলথ সেন্টার ও খোলা হচ্ছে। T. B. wardএ bed সংখ্যা ও

অনেক বাড়ানো হয়েছে। আমাদের Director of Health Service বৃদ্ধ, পঙ্গু। এই বাজেটে যে পরিমাণ টাকা ধরা হয়েছে, তার কোন সৎ ব্যবহার করা হচ্ছে না এই রকম ভাবে যে মন্তব্য করা হচ্ছে, তাকে কোন গঠন মূলক সমালোচনা বলা যায় না। এখানে বলা যায় যে Director of Health Service এর উপর অন্য কোন একটা motive নিয়ে তারা বার বার এখানে এভাবে মন্তব্য রাখছেন। তারা ভুলে যাচ্ছেন যে যিনি Union Public Service Commision এর recommendation এর ফলেই এই Post এ জয়েন্ করেছেন। তারা এও ভুলে যাবেন না যে U. P. S. C. এর নিকট age approved করাতে হয়। সেদিকে যদি তার age bar হবে থাকে, তবে তাকে retire করতে হবে। এই খবরটি যে তারা কতটুকু রাখেন, আমি তা জানি না। অতএব আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির জন্য medical budget এ যে পরিমাণ বরাদ্দ করা হয়েছে তার জন্য গর্ব করা উচিত। এই যে G. B. Hospital, আমার মনে হয়, আসাম, ত্রিপুরা এবং মনিপুরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল। আর শুধু তাই নয় আমরা যে সব Speciealist পেয়েছি তাদেরকে যাতে আমরা রাখতে পারি তার চেষ্টা আমাদের সকলের করা উচিত। একটা জিনিষ আমাদের লক্ষ্য করার আছে যে অনেক সময়ে আসাম থেকেও আমাদের এই হাসপাতালে রোগীরা চিকিৎসার জন্য আসে। তাছাড়া এই হাসপাতালে Supdt আছেন, তার সুনাম শুধু এই ত্রিপুরা রাজ্যেই নয় ত্রিপুরার বাহিরে অন্যান্য রাজ্যেও তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে। এই অবস্থায় যদি হাসপাতালের দুর্নীতির কথা বলে তাদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়, তাহলে তাদেরকে আমরা এই রাজ্যে রাখতে পারব না। কেননা তারা অন্যত্র চলে যেতে পারে তাদের ভাতের অভাব হবে না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন যে অনেক Specialist এসেছে তাদের কাউকে ত D. H. S করা যায়। কিন্তু তাঁরা একটা জিনিষ ভুলে গেছেন যে সে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। তারজন্য চাই অভিজ্ঞতা। তিনি জানেন না যে D P H না হ'লে D. H. S হওয়া যায় না। এই খবর তিনি রাখেন না তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু operation এর জন্য G. B. Hospital এ গিয়েছিলেন এবং তাঁর opration ভাল হয়েছে। তিনি একথা ভুলে গিয়ে বেইমানী করছেন যে তাঁর প্রাণ দিয়েছে, তাঁকে সুস্থভাবে হাঁটবার ক্ষমতা দিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে আজ তিনি যে বেইমানি কথা বলছেন, তিনি বেইমান ছাড়া আর কিছু নয়। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ডাক্তার সম্পর্কে আমি বলব যে ত্রিপুরাতে আগে যে সমস্ত ডাক্তার এসেছিল, তাছাড়া এখন আমরা পেয়েছি একজন Heart specialist, একজন Surgeon F. Ros এবং একজন Gyanaecologist পেয়েছি। এই রকম gyanaecologist পাওয়া আমাদের ভাগ্যের কথা। সেদিক থেকে আমাদের হাসপাতালে

ভাল ভাল ডাক্তার আছেন। তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে এসব ডাক্তারেরা সবাই Central Health cadre এ আছেন। তাদের যদি Central থেকে চেয়ে পাঠানো হয়, তবে তাদেরকে রাখবার ক্ষমতা আমাদের নেই। এই কথা তিনি ভাবেন না বলেই বলছেন যে ডাক্তারেরা সব এখান থেকে চলে যাচ্ছেন। তারপর Diet সম্পর্কে আমি একটা ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষন করছি। আমি দেখতে পাচ্ছি যে ১৯৬৬-৬৭ সালে diet, bedding and clothing বাবদ যেখানে ৯৫,০০০ টাকা ও ৫,৪৭,০০০ টাকা রাখা হয়েছে, সেই জায়গায় ১৯৬৭-৬৮ সালে তা বাড়িয়ে ৯৫,০০০ টাকা এবং ৫,৮৭,০০০ টাকা করা হয়েছে। তারপর ১৯৬৬-৬৭ সালে medicine খাতে যেখানে ৯০,০০০ ও ৫,৫২,০০০ টাকা রাখা হয়েছে, তাতে ১৯৬৭-৬৮ সালে ৯০,০০০ ও ৫,৫৮,০০০ টাকা রাখা হয়েছে। তাছাড়া আমরা আরও দেখতে পাই যে medicine & surgical requisites এর জন্য গত বছরে ছিল ১৩,৮০০ টাকা এই বছরে সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৮,৯০০ টাকা। আর Diet bedding & clothing বাবদে অন্য জায়গায় দেখতে পাচ্ছি যে গত বারে যেখানে এক পয়সা ও রাখা হয়নি এই বছরে সেখানে ১২,০০০, টাকা রাখা হয়েছে।

আরেকটি miscelleneous খাতে দেখেছি যে medicine surgical requisites এর জন্য যোখানে রাখা হয়েছিল ২৫ হাজার আর এখন রাখা হয়েছে ২৬ হাজার টাকা। আরেকটি diet, bedding clothing এ আমরা দেখেছি যেখানে ৩০১০০ টাকা ১৯৬৬-৬৭ সালে রাখা হয়েছিল এবার রাখা হয়েছে সেখানে ৫৫৬০০৲। অতএব খাদ্যের ব্যাপারে এখানে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে যে খাদ্যের ব্যাপারে আমাদের inadeqaucy আছে সেটা ঠিক নয় এবং T. B. Patient এর medicine ইত্যাদির ব্যাপারে যেখানে রাখা হয়েছিল ৩৮ ৫০০৲ বর্ত্তমানে সেখানে রাখা হয়েছে ৫০,০০০৲। অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটি খাতেই এবারের বাজেটে বেশী টাকা ধরা হয়েছে ত্রিপুরার জন সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে। একথা আজ কেউ অস্বীকার করবেন না যে আমরা এখনও সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে ত্রিপুরার জন সাধারণকে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ও চিকিৎসার ব্যাপারে সাহায্য করতে পেরেছি। কারণ একদিনে সবকিছু হয় না। কিন্তু আমরা সেদিকে প্রচেষ্টা রেখেই এগিয়ে চলেছি। এখনও আমাদের ৭০ জন ডাক্তারের অভাব এবং ৭০ জন ডাক্তার নেই অথচ dispensary আছে এই মাত্র একথা তারা বলে গেলেন। তারা আরো বলেছেন যে dispensary আছে, ডাক্তার নেই অথচ ঔষধ আছে। ডাক্তার ছাড়া কি ভাবে যে dispensary খোলা যায় এই যে একটা self contradictory বক্তব্য তারা রেখেছেন, এরদ্বারা এ জিনিসটা বেড়িয়ে আসছে যে তারা শুধু সমালোচনার জন্য সমালোচনা করেন, কোন সাঙ্গগঠনিক মনোবৃত্তি নিয়ে তারা সমালোচনা করেননি। কারণ আমাদের ৭০ জন ডাক্তার দরকার এখানে ৬টি dispensary খোলার Provision আছে। যখন

যেখানে প্রয়োজন তখন সেখানেই আমরা dispensary খুলব। এবং এর সাথে সাথে চিন্তা করতে হবে ত্রিপুরাতে কি করে ডাক্তার আনতে পারি। সে চেষ্টা ও আমরা করছি। তার সাথে সাথে ওনারা এমন কতকগুলি কথা বলেছেন যাহা seminer এ আলোচনা হয়েছে। Seminer যে এখানে করা হয়েছে তা স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দূরদর্শিতার পরিচয় বলে আমি বলব। কারণ seminer এর মধ্য দিয়ে আমাদের ভুলত্রুটি বেড়িয়ে আসে এবং এখানে আত্ম সমালোচনা করার সাহস আমাদের Health Dircetor এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রি রাখেন বলেই seminer করা সম্ভব হয়েছে। এই আত্ম সমালোচনার মধ্য দিয়ে আমাদের যে ত্রুটি বেড়িয়ে আসবে তা আমরা আস্তে আস্তে সংশোধন করে যাব। এবং তার জন্যই এই seminer করা হয়েছে। এই সংশোধনের বক্তব্য সামনে রেখেই বলা হয়েছে, এই হাউসে বলা হয়েছে যে এই সরকার অপদার্থ, কংগ্রেস সরকার অপদার্থ এই ministry অপদার্থ, এ সমস্ত বলা ঠিক নয়। কারণ যে সমস্ত অভাবের কথা বলা হয়েছে যেমন sister turtor, metron ইত্যাদি এগুলি এই seminer এর মধ্যেই বলা হয়েছে এবং বাজেটে বেশী টাকার অংক রেখেই এগুলি পূরণ করা হবে। এই seminer এর ব্যাপারে মাননীয় অঘোর বাবু যাহা বলেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে এটুকু বলাই যথেষ্ট।

তার পরে হচ্ছে আয়ুর্বেদীর' ব্যাপারে বলা হয়েছে এটা নষ্ট হয়ে গেছে, ওটা নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু specific কোন charge তারা আনতে পারেননি। আয়ুর্বেদিক সালসা নষ্ট হয়ে গেছে। সরকারের বহু টাকা নষ্ট হয়ে গেছে, মনে হয় লাখ লাখ টাকা নষ্ট হয়ে গেছে। কোন নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ তিনি এই হাউসে রাখতে পারেননি। রোগীকে পরিমিত খাদ্য দেওয়া হয়না বলা হয়েছে কিন্তু তা সত্যি নয়। হাসপাতালে পরিমিত খাদ্য আছে এবং সেই অনুপাতেই রোগীদের দেওয়া হয়।

অতএব আমাদের মাননীয় অঘোরবাবু যদি মনে করেন যে পেটের অসুখের রোগীকে মাংস কেন দেওয়া হচ্ছে না তাহলে হয়ত; এটা অপরাধের বিষয়। কারণ কি ডাক্তার পেটের রোগীকে মাংস দিলেন না। আর Contractor এত টাকা এভাবে ফাঁকি দিয়ে গেল, ডাক্তার বাবুরা এবং director বেমালুম এই ফাঁকিটা হজম করে নিলেন পেটের অসুখের রোগীকে মাংস না দিয়ে। রোগীকে কি পথ্য দেওয়া হবে না হবে তা আমাদের মত layman দের পক্ষে বিচার না করাই মঙ্গল জনক। Layman যদি পথ্য ঠিককরে এবং তার কথামত যদি ডাক্তার পথ্য দেয় তাহলে সেটিই হবে বিপদ। আমি মনে করি যার যে পরিমান diet এর দরকার তাকে সেই পরিমান diet ই দেওয়া হয় এবং যে রোগীকে উপোস রাখা দরকার তাকে উপোসই রাখবে। যে রোগীকে দুধ দেওয়া দরকার তাকে দুধই দেওয়া হবে। তার মধ্যে যদি ত্রুটি থাকে, সময়মত যদি পথ্য দেওয়া না হয়

তাহলে সেই ব্যাপারটা আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। সময়মত যদি খাদ্য না দেওয়া হয় তাহলে অভিযোগ আমাদের করতেই হবে। হাসপাতালে একটি Complain book আছে। মাননীয় অঘোর বাবু এই হাউসে অনেক অভিযোগ করেছেন, কিন্তু হাসপাতালে Complain book এ উনার নাম পাওয়া যাবে কিনা আমি জানি না। তিনি কি বিধান সভায় অভিযোগগুলি উত্থাপনের জন্যই রেখে দিয়েছিলেন না ত্রুটিগুলি সংশোধনের জন্য complain book এ লিখে এসেছেন। আমার মনে হয় তিনি একদিন M. L. A. হিসাবে হাসপাতালের complain book এ অভিযোগ থাকলে তা লিখে দিয়ে আসতে পারেন।

নূতন dispensary সম্বন্ধে আমি বলেছি যে ৬টি dispensary করা হয়েছে। T. B. patient এর সম্পর্কে আমি বলেছি যে diet, bedding, clothing ইত্যাদির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং T. B. Patient যে সব বাড়ীতে আছে তাদের ঔষধ নিয়ে যাওয়ার Provision আছে এবং ঔষধ দেওয়া হয়। তারপর বলা হয়েছে— "Inadequacy of provision for financial assistance to displaced T. B. Patient." রোগী যারা দরখাস্ত করেন তারা অনেকেই সাহায্য পেয়ে থাকেন। আমার এলাকায় হরিমোহন সাহা নামে একজন T. B. Patient সাহায্য পেয়েছেন এবং যেখানে আমি জানি যে সাহায্য পেয়েছেন সেখানে আমি কি করে বলব যে সাহায্য দেওয়া হয় না। G. B. Hospital সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি বলব যে এখানে একটি T. B. ward আছে এবং ভাল একজন specialist এর under এ এই ward চালিত হচ্ছে এবং সেখানে ১০টি bed আছে। অতএব সেখানে inadequacy আছে বলতে আমি প্রস্তুত নই। তবে এটা সত্যি কথা জন সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে আমাদের bed ও বাড়াতে হবে, প্রয়োজন বোধে T B. Hospital ও করতে হবে।

তারপর to establish T. B. Hospital and cancer clinic centre in Tripura-এইখানে তিনি একটু কটাক্ষ পাত করেছেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী cancer এর নাম নিয়ে টাকা উঠাচ্ছেন এবং তিনি এই টাকা দিয়ে কি কাজ করছেন সেটা জানা দরকার। যথাসময়ে সেই cancer clinic গড়ার মত টাকা হলে পরে, machine আনতে পারলেই তবে তার কাজ করা হবে। কারণ টাকা যখন মুখ্যমন্ত্রী উঠাচ্ছেন তখন তার উদ্দেশ্য সাধু এবং তিনি সেইজন্যই টাকা সংগ্রহ করছেন এবং অনতি বিলম্বে সেই cancer clinic খুলবেন সেই সম্বন্ধে কোন ভুল নেই এবং সেই বিশ্বাস রাখা দরকার ও বিরোধী পক্ষেরও বিশ্বাস থাকা উচিৎ। মাননীয় অভিরাম দেববর্ম্মা যে দুইটি cut motion রেখেছেন তার একটি হল ত্রিপুরা হাসপাতাল সমুহে রোগীদের পথ্য ও ঔষধ পত্রের সল্পতা, আরেকটি হচ্ছে হাসপাতাল সমুহে রোগীদের খাদ্য নিয়া দুর্নীতি।

আমি যে medicine এর হিসাব দিলাম তাতে আপনারা দেখতে পাবেন যে

আমাদের হাসপাতাল ও dispensary তে ঔষধ দেওয়া হচ্ছে। কোন হাসপাতাল, কোন dispensary তে তিনি ঔষধ পাননি তার কোন specific বক্তব্য রাখেননি। তিনি শুধু আবেদন রেখেছেন যে আমাদের দেশ খুব গরীব বলেই, আমাদের দেশের লোক ঔষধ কিনে খেতে পারে না বলেই আমাদের আজ গ্রামে গ্রামে dispensary এবং primary health centre খুলতে হয়েছে। যাতে গ্রামের লোকেরা সহরে না এসেও চিকিৎসা করাতে পারেন তার জন্যই গ্রামাঞ্চলে এ সমস্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওনারা হয়ত বাজেটটা ভাল করে দেখেননি তাহলে একথা বলতেন না।

উদয়পুরে একটি T. B. chest Clinic খোলার প্রস্তাব আছে। তারপর অমরপুর কমলপুর, সাব্রুম প্রভৃতি স্থানে একটি করে ২০ bedded hospital করার পরিকল্পনা আছে। কল্যানপুর, মনুবাজার গুলিতে primary health centre খোলা হয়ে গেছে। তারপরে দেখা যাচ্ছে যে G. B. হাসপাতালকে উন্নতর করতে গিয়ে ২, ৭৪, ৯১২ টাকা ১৯৬৫ সালেই ধরা হয়েছিল। জোলাই বাড়ীতে Primary Health centre construction হচ্ছে। আর ঋষ্যমুখে প্রাইমারী হেলথ্ সেন্টার construction হচ্ছে। পেচারথল, কদমতলা জায়গাতেও primary health centre construction হয়েছে। অতএব primary health centre হচ্ছে এটা যদি তারা দেখতেন তাহলে এই danand এ তারা cut motion আনতেন না। সেইগুলি তারা সেই দৃষ্টিতে দেখেননি বলেই cut motion এনেছেন। Non-plan এর আরও কতগুলো work, পিছনের দিকে যদি পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন যে G. B, Hospital staff quarters construnction করার জন্যে এবারও টাকা ধরা হয়েছে। তিনি বোধ হয় এটা লক্ষ্য করেননি তাই cut motion এনেছেন। তবে এটাই যথেষ্ট নয়। আরও করার প্রয়োজন আছে। আরও faresidential accommodation for the staff of V. M. and G. B. Hospital at Agartala সেখানেও ৫০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। তারপর for construction of residetial accommodation for the staff of G. B. Hospital, Agartala, ৯৭০০০, টাকা ধরা হয়েছে। তারপর গ্রামের দিকে Extension of dispensary and construction of staff quarter at gandachra সেখানেও ২০০০০, টাকা construction of childrens clinic at V. M. Hospital compound at Agartala ৩০০০০, টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, তারা যদি একটু লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন সেখানে construction of 40 bedded general ward at G. B. hospital ৫৭০০৮, টাকা ধরা হয়েছিল এবং করাও হয়েছে। তাহলে দেখা যায় যে মেডিকেল খাতে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে সে টাকাটা সুনিশ্চিত ভাবে ব্যয় করা হচ্ছে। এবং তারা যে সকল প্রশ্নের উপর cut motion এনেছেন তা যুক্তিযুক্ত নয়। মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা ২টি cut motion এ যা বলছেন তার বক্তব্যের সঙ্গে তার cut motion এর কোন

সংগতি নেই। তিনি যে আবেদন করেছেন, আমি জানি, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী পূর্ব থেকেই সেই কাজ করছেন। তারপর Demand for Grant No. 16 এ inadequacy of provision for sinking of Tubewell—সেখানে দেখছি যে ৪,১৯,২০০ টাকা রাখা হয়েছে, এবং যে সকল tubewell এবং Ringwell নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলি repair করা হচ্ছে। আমি জানি Simnacherra Colony তে ৫টি repair হয়েছে, এবং এখন আরও অনেক ringwell এবং tube well এর কাজ আরম্ভ হবে। তবে এই আলোচনার একটি দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটি হচ্ছে Public Health এর মধ্যে ৪,১৯,২০০ টাকা ধরা হয়েছে sinking of tubewell এর জন্য; কিন্তু সেখানে কোন Engineer, overseer নাই। কিন্তু এই যে টাকাটা transfer করে দেওয়া হচ্ছে A. D. M Development এর কাছে এবং R. W. S. section এর মধ্যে। এই যে একটা anomaly, একজনের খাতে টাকা মঞ্জুর করা হচ্ছে আর আর একজনের খাতে transfer করে দেওয়া হচ্ছে এতে কাজের অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। যদি টাকাটা Health এর খাতে রাখা হয় তাহলে এই Deptt এ যাতে Engineer, overseer, mechanic রাখা হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। অথবা সমস্ত টাকাটা R. W. S. অথবা A. D. M Development এর খাতে ধরা উচিত ছিল। নতুবা কি কাজ হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কি কাজের জন্য আমি টাকা ধরব সেটা ঠিক ঠিক ভাবে রাখা চলেনা, কাজেই মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এটা যেন বিবেচনা করে দেখেন।

অতএব আমি cut motion এর বিরোধীতা করে Demand No. 15 & 16 এর সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :— Now I call on the Hon'ble Minister for Health to participate in the debate.

HON'BLE T. M. DAS GUPTA:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Medical Public Health এর Demand আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী পক্ষ যে cut motion রেখেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। এবং এর আগেই মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশ গুপ্ত বাজেটটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। সেজন্য আমি বিস্তারিতভাবে কিছু বলবনা। কিন্তু cut motion এর আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্যরা বিশেষভাবে যে কয়েকটির বিষয়ের উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে উত্তর দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। কবিরাজী ডিসপেনসারীর কথায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে কয়েকটি মূল্যবান ঔষধ Specialist মারফৎ ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না এরদ্বারা D. H. S. মহোদয় কি অন্যায় কাজ করেছেন এবং রোগীদের এর দ্বারা কি অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। আজ যে আয়ুর্বেদিক Dispensary আগরতলায় খোলা হয়েছে;

প্রথম অবস্থায় সেখানে দেড় হাজার টাকার ঔষধ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সেটা বাড়তে বাড়তে এখন বৎসরে দশ হাজার টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে এবং Manufacture এর জন্য আরো কবিরাজ নিযুক্ত করা হয়েছে এবং আগরতলায় যিনি ভাল কবিরাজ তাঁকে সেখানে Specialist হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি সপ্তাহে ২ দিন গিয়ে রোগীদের দেখেন। এ দ্বারা যে কাজ করা হয়েছে তাকে সমর্থন করে স্বাগত জানানো উচিৎ। আগরতলায় কবিরাজী চিকিৎসায় indegenous system of medicine এর উপর মানুষের শ্রদ্ধা জাগাবার জন্যে যে কবিরাজি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাকে দিনে দিনে আরো উন্নত করে ভারতীয় চিকিৎসার যে ধারা তাকে অব্যাহত রাখা যায় কিনা সেটা সম্বন্ধে আজকে যে D. H. S. আছেন, তিনি যে সুব্যবস্থা করেছেন তার জন্য তাকে প্রশংসা না করে, তিনি কেন যে এই ব্যবস্থার নিন্দা করছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। এর দ্বারা যে রোগীদের কি অসুবিধা হয়েছে তা আমি বুঝতে পারি না। তিনি মনে করেছেন যে চিকিৎসা ক্ষেত্রের দিক দিয়ে আজকে যখন একজন কবিরাজ আছে আর একজনকে specialist হিসাবে নেওয়ার প্রয়োজন কি? Specialist অর্থ হচ্ছে এই যে এখানে যাকে দিয়ে চিকিৎসা করানো হচ্ছে তার দ্বারা কোন কোন রোগী আরোগ্যলাভ করছেনা বা ঠিক ভাবে আরোগ্য হচ্ছে না, তাহলে আর একজন চিকিৎসকের সঙ্গে যদি সেটা Consult করে বা তারা যদি দুজনে মিলে আলোচনা করেন তাহলে হয়ত সেই রোগীর চিকিৎসার দিক দিয়ে ভালো হবে। এবং যেখানে ঔষধ পত্র খুবই মূল্যবান সেখানে যেনতেন ভাবে এই মূল্যবান ঔষধ দেওয়া যায় না। আপনারা জানেন যে কিছু কিছু কবিরাজী ঔষধ এত মূল্যবান হয় যে তার জন্য মুক্তা এবং স্বর্ণের মত জিনিষ দরকার হয়। তা ছাড়াও বংশলোচন ইত্যাদি জিনিষের দাম বাজারে অত্যন্ত বেশী। কাজেই সেই সমস্ত উপাদান দিয়ে যে ঔষধ তৈরী হচ্ছে সেটাকে বিলি করার জন্য ব্যবস্থা থাকা দরকার। যদি উপযুক্ত রোগী ঔষধ না পায় তাহলে ঔষধটা শেষ হয়ে যাবে, অথচ যার প্রকৃতই দরকার সে পাবে না। সেই সব সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য অর্থাৎ সরকার যে টাকা ব্যয় করছেন সেটার যাতে সুব্যবস্থা হয় তার জন্য Specialist এর ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে উনার পরামর্শ অনুসারে ঐ সব costly medicine prescribe করা হয়। তাতে যে চিকিৎসা ব্যবস্থার কি অন্যায় হল তা আমি বুঝতে পারছিনা। তার জন্য তাদের বরঞ্চ ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ যে একটা দামী medicine যেটা ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেটা দুজন চিকিৎসক মিলে আলোচনা করে যাকে প্রয়োজন মনে করেন তাকে দেবেন। এর মধ্যে অন্যায় যে কোথায় তা আমরা বুঝতে পারছি না। কাজেই সমালোচনা করার জন্য শুধু এই ধরণের সমালোচনা হয় বলে আমার ধারণা। তিনি আর এক জায়গায় বলেছেন যে proper sanction না রেখে টাকা খরচ

করা হয়েছে। আমি বুঝতে পারিনা কি সম্পর্কে বলেছেন তা উনি হয়ত শুনেই বলেছেন—sanction না রেখে Medical Deptt.এর জন্য যদি টাকা খরচ করা হয়ে থাকে তবে medicine purchase করার জন্যই তা হয়েছে। আর তা না হলে যে কর্ম্মচারীদের সহানুভূতির কথা তিনি বলেন তাদের বেতন দেওয়ার জন্যই করা হয়েছে। কেন যে তিনি অভিযোগ করেছেন, এটা যদি না করতেন তবে সেটা সুন্দর হত এজন্যে যে তিনি যার জন্য করেছেন সেটা যেন ঔষধ পত্র বা কোন কিছু কেনা এত জরুরী ছিল যে যার জন্য করেছেন। কিন্তু তিনি যে অভিযোগ করেছেন যে এটা একটা সাংঘাতিক কিছু হয়ে গেছে, আমি ত তার কোন যুক্তিসংগত কারণ দেখছিনা। যদি কোন ক্ষেত্রে করেও থাকেন আর এর জন্য যদি অন্যায় হয়ে থাকে তবে তার জন্য audit objection হবে এবং বাজেটে যদি provision না থেকে থাকে, আমি জানিনা কি ভাবে সেটা খরচ হয়েছে। তিনি তার বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করেন নি। তিনি বলেছেন যে Proper sanction ছাড়া অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। তার পরে তিনি seat ইত্যাদির কথা বলেছেন। আমার আগের মাননীয় সদস্য দেখিয়েছেন যে কি ভাবে ত্রিপুরায় হাসপাতালে seat এর সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে এবং বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় সমস্ত sub-division এ মিলে যে seat সংখ্যা আছে তার সংখ্যা ১৯০ এর মত। এবং আরো যে এ বৎসর বাড়ানো হবে তার কথা উনি বলেছেন। এ ছাড়া ওকে seat বাড়াবার কথা উনি বলছেন—এ সম্বন্ধে সরকার যে খুব সজাগ সেটা দেখা যায় যে আজকে seat বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বিবেচনা হচ্ছে যে আমরা এখানে যে প্রস্তাব দিয়েছি যে আবার G. B. Hospital এ আরো ২৫০টা seat এর পরিকল্পনা নিয়ে আরেকটি নূতন building তৈরী করা যায় কিনা সেটাও ভাবা হচ্ছে। কাজেই আজকে মাননীয় সদস্য এখানে যে কমতি দিকটা দেখিয়েছেন তা ঠিক নয় এ বিভাগ থেকেই আজকে প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। যেহেতু আজকে এটা sanction হয়নি তার জন্য এটা বাজেটে ধরা হয়নি। কিন্তু প্রচেষ্টা করা হচ্ছে যে এ খাতে এর পরে যে buildingটা আসবে—আজকে যদি part by part করে অর্থাৎ যদি এখন আমরা ৪০টি করি তার পরের বৎসর ৪০টি করি তবে তখনকার দালানের যে সৌন্দর্য্য বা যেভাবে একটা দালান গঠিত হয়ে উঠেছে—ছোট ছোট যদি block হয়ে যায় তাহলে হয়ত দেখা যাবে যে ভবিষ্যতে যদি আরো বিস্তৃত করার প্রয়োজন হয় হয়ত জায়গার অভাব হয়ে যেতে পারে। কাজেই এখান থেকেই প্রচেষ্টা করা হচ্ছে যে building টাকে এমন ভাবে করা যাতে আরেকটি building এর মধ্যে অন্তত: ২৫০ bed এর বন্দোবস্ত হয় এবং stage by stage সেটা তৈরী করার চেষ্টা হয়। কাজেই আজকে এই বিভাগ ত্রিপুরার ক্রমবর্দ্ধমান রোগীর আসন সংখ্যা বাড়াবার যে প্রয়োজনীয়তা সেটা গভীরভাবে অনুভব করছে এবং করছে বলেই আমাদের

সীমিত আয়ের মধ্যেও কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে শুনিয়ে আমাদের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে যাতে আরো seat বাড়ানো যায় তার জন্য প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি সমালোচনা করতে গিয়ে diet man এর কথা বলেছেন। তিনি যে অর্থে ডায়েটিসিয়ান বুঝেছেন সেটা ঠিক নয়। ডায়েটিসিয়ানের কাজটা হচ্ছে এই যে ডাক্তার যখন রোগীর চিকিৎসা করে তখন রোগীর কি খাদ্য হবে সেটা ডাক্তার নিজেই বলে দেয় যে এই, এই উপাদান তাকে দেওয়া উচিত। যেমন যদি ডায়েবেটিস রোগী থাকে, কত কেলরি খাদ্য তাকে দিতে হবে এবং কোন কোন খাদ্য দিতে হবে না, ডাক্তার যখন প্রেসকিপশন করছে তার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেছেন যে এর জন্য এই খাদ্যগুলি লাগবে। আজ ডায়েটিসিয়ান যদি আসে তাহলে ডাক্তার এই কাজটা থেকে নিজকে মুক্ত করতে পারবে। অর্থাৎ ডাক্তার শুধু বলে দেবেন যে এই রোগীটার এত কেলরি খাদ্য দেওয়া উচিত। ডায়েটিসিয়ানের মেডিকেল শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান থাকবে। সেটা বুঝে তখন তিনি বলবেন যে ডায়াবিটিস এর রোগী যদি থাকে তবে কত কেলরি দিতে হবে ও আলু দেওয়া যাবে না তার জন্য post তৈরী করার অর্থ হল হাসপাতালের যে standard আছে তাকে আরো উন্নত করা। কিন্তু এ কাজ যে এখন না হচ্ছে তা নয়, এখন প্রত্যেকটি ডাক্তার যখন রোগীর ঔষধ দিচ্ছেন তার সঙ্গে সঙ্গেই সেই কাজটি ডাক্তার নিজেই করে যাচ্ছেন। ডাইয়েটিসিয়ান থাকলে আরেকটু করতে পারেন যে খাওয়া-দাওয়ার যে দিকটা তার একটা পরিচালনা করা। আজকে সেই কাজটা হাসপাতালের যিনি deputy Superintendent আছেন তিনি সেই কাজটা করছেন। তাই হাসপাতালের পরিচালনার দিক দিয়ে এই কাজের অভাব হচ্ছে না। অর্থাৎ আরেকটি যদি ডায়েটিসিয়ানের post হয় তাহলে তারা হয়ত অন্যদিকে নজর দিতে পারেন। এই পর্যান্ত তার মধ্যে তফাৎ। এবং সেই দিক দিয়েও এটা দেখলে বুঝবেন যে seminer এ একথাই তিনি বলেছেন যে আজকে কি করে ত্রিপুরার যে হাসপাতালগুলি আছে, বিশেষ করে V. M. Hospital এর আরো কি উন্নতি হতে পারে সেটা আত্মসমালোচনার রূপ থেকে তাকে সুন্দর করার চেষ্টা হয়েছে, সে কথা আমার আগের মাননীয় সদস্য বলেছেন। আমি তার আর পুনরুক্তি করতে চাই না।

MR. SPEAKER :— I request the Hon'ble Minister to complete his speech within five minutes.

SHRI T. M. DAS GUPTA :—

(Minister) — এম্বুলেন্সের কথা তিনি বলছেন যে এম্বুলেন্সকে staff car হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বর্ত্তমানে এম্বুলেন্সকে কখনও staff car হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। কারণ আমি অভিযোগ পাচ্ছি যে এম্বুলেন্স কারেরই অভাব হয়ে গেছে। যে পাঁচটা এম্বুলেন্স গাড়ী আছে তারমধ্যে ২টা খারাপ হয়ে গেছে এবং আমরা আগামী

বাজেটে আরো ৩টি এম্বুলেন্স গাড়ী যাতে খরিদ করা যায় তার provision করা হয়েছে। কাজেই staff কে নেওয়ার জন্য অন্য গাড়ী আছে। হয়ত কোন সময় এমন হতে পারে যে একটা এম্বুলেন্স গাড়ী খালি যাচ্ছে তখন হয়ত কাউকে নিয়ে যেতে পারে, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু আজকে রোগীর যা demand আমার কাছে প্রায়ই আসে, যে কয়দিন আমি রয়েছি—অনেকেই এম্বুলেন্স গাড়ী পেতে দেরী হয় বলে আমার কাছে অভিযোগ করেন, যে এম্বুলেন্স গাড়ী সেখানে আছে সেটা দিয়ে আমার এই অভিযোগের সারবত্তা আমি স্বীকার করতে পারিনা যে এম্বুলেন্স গাড়ী দিয়ে সেটা হচ্ছে। কারণ এম্বুলেন্স গাড়ীরই অভাব আছে। তা পূরণ করার জন্য এই বাজেটে আরো ৩টি এম্বুলেন্স গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপরে diet rate এর কথা তিনি বলেছেন যে পুরানো মান্দাতার আমল থেকে চলছে সেটাও ঠিক নয়। যদিও একটা হারে হচ্ছে। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আরেকটি দিক হচ্ছে যে এখন সেই ব্যবস্থা হয়না। ডাক্তার রোগীর প্রয়োজন অনুসারে খাদ্যের জন্য যে প্রেসক্রিপসন করেন রোজ সেটাই সরবরাহ করা হয়। কোন দাম দেখে আজকে সরবরাহ করা হয় না। এখন এই নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে যে রোগীর জন্য ডাক্তার যে প্রেসক্রিপসন দেবেন তার জন্য যদি কোন দিন বেশীও হয়ে যায় সেই বেশীটাও দিতে হবে। কাজেই আগের যে ২্ টাকা এবং T. B. এর ক্ষেত্রে ২·৫০ সেটা strictly এখন follow করা হচ্ছে না। রোগীর যা প্রয়োজন সেটাই supply করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। Restriction তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি X-Ray plateএর কথা বলেছেন। X-Ray Plate foreign থেকে আসে। কাজেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত রোগীদের ব্যবস্থা করা হয়। X-Ray plate পেলেই আবার ব্যবস্থা করা হয়।

তারপর Medical College এর কথা বলেছেন। সেটার প্রয়োজনীয়তা এই সরকার অনুভব করছেন এবং এর আগের থেকেই তার চেষ্টা হচ্ছে যে Medical College করা যায় কিনা। কিন্তু সেটাও এখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। আমি এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :– Now I call on Hon'ble Finance Minister to give reply.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARJEE (Finance Minister) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, cut motion এর বিরোধীতার কথা মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় যা বললেন তা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করছি এবং আমার যে মূল demandটি সেটা যাতে হাউসে গৃহীত হয় তার জন্য অনুরোধ রাখছি।

MR. SPEAKER :—Debate on Demand No 15, 16 & 37 is over. Now I am putting the demands to vote separately. Of course I shall first put to vote the cut motions, if any, relating to the aforesaid demands.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma—"Mismanagement in the Medical Department."

As many as are of that opinion will please say— "Ayes"

Voices—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma—'To establish a Medical College in Tripura'.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma—'Absence of provision for starting new dispensaries and hospitals'.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma—'Inadequecy of provision for diet, bedding, clothing and medicines for T. B. patients'.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma—'Inadequecy of provision for financial assistance to displaced T. B. patients'.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it. 'Noes' have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma—'To establish a T. B. Hospital and Cancer Clinic Centre in Tripura'.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma—'Inadequecy of provision in miscellaneous'.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma—'ত্রিপুরার হাসপাতালসমূহে রোগীদের পথ্য ও ঔষধপত্রের স্বল্পতা।'

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma—'হাসপাতালসমূহে রোগীদের খাদ্য লইয়া দুর্নীতি।'

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the Demand for Grant No. 15 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 61,23,000/-, [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 15—Medical.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

No Voice.

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma—'Inadequency of provision for sinking of tube-wells',

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the Demand for Grant No.—16 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 23,86,000/-, [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1968 in respect of Demand No. 16—Public Health.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As màny as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

No Voice.

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

There is no Cut Motion under Demand for Grant No.—37.

Now the question before the House is the Demand for Grant No.—37 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 2,50,000/-, [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 37—Capital Outlay on Improvement of Public Health.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

No Voice.

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

MR. SPEAKER—Now I would call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand for Grant No.—1, 3, 4 and 5.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARJEE (Finance Minister) :—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 8000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the cha.ges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 1—Taxes on Income other than Corporation Tax—Agricultural Income Tax.

Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 84,000/-, [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill. 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 3—State Excise Duties.

Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 65,000/-, [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 4—Taxes on Vehicles.

Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,000/-, [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in

course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demond No. 5—Other Taxes and Duties.

MR. SPEAKER—There are three Cut Motions on Demand No. 4 and one Cut Motion on Demand No. 5. The Cut Motion moved by Shri Aghore Deb Barma is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate grievance on mismanagement in Vehicle Department. Another Cut Motion by Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on "মোটর শ্রমিকদের স্বার্থে মোটর আইন ও বিধি প্রয়োগ না থাকার প্রতিবাদ।" And another by Shri Bidya Ch. Deb Barma to represent disapproval of policy regarding "মোটর গাড়ীর লাইসেন্স পারমিট মঞ্জুর করায় সরকারী দুর্নীতি।" And Cut Motion by Shri Aghore Deb Barma on Demand No. 5 is that the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of policy to exempt the amateur club etc. from paying the entertainment taxes.

I request the mover of the Cut Motion to start debate.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Demand No. 4. Vehicles Department এ আমার সামান্য কয়েকটি বক্তব্য আমি রাখতে চাই। এই Department অনেকটা Congress এর পক্ষে একটা organisation এর মতন। কেন আমি এ কথা বলছি? কারণ T. R. T. যদি করতে হয় তাহলে congress পার্টির ফাণ্ডে তাকে ৫০০ টাকা জমা দিতে হবে। তারপরে T. R. T. র permit দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় 1966 থেকে অনেকেই T. R. T. র পারমিটের জন্য ঘুরাঘুরী করছে কিন্তু তাদের দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু নির্ব্বাচনের সময় যে বারটি জিপগাড়ী আনা হয়েছে সেগুলোর permission রাতারাতি দেওয়া হয়েছে।

আর একটি কথা হচ্ছে এই যে, গত নির্ব্বাচনের সময় যে বারটি জিপ গাড়ী আনা হয়েছে তার প্রত্যেকটির মূল্য ১৮০০০ টাকা কিন্তু যাদের মারফত আনা হয়েছে তাদের কাছ থেকে ২২০০০ টাকা করে আদায় করা হয়েছে। কারণ নির্ব্বাচনের পরে এমন কথাও বাজারে শোনা যায় যে, যে সমস্ত গাড়ী আনা হয়েছে তার প্রত্যেকটির জন্য ৫০০০ টাকা করে কংগ্রেসের কনভেনার শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমানে যিনি অর্থমন্ত্রী তার নামে bank এ জমা রাখতে হয়েছে। তিনি যদি challange করেন তাহলে আমি সেই challange গ্রহণ করতে রাজি আছি। আমি সেই Bank এর নাম, Account number ও বলে দিতে পারি। যাক্ এইভাবে আজকে এই যে Vehicles Department টি কংগ্রেসে একটি organisation হিসাবে কাজ করছে, সেই Deptt থেকে টেক্সির permission নিতে হলে কৃষ্ণদাস বাবুর নামে ব্যাংকে টাকা জমা দিতে হবে এই হচ্ছে অবস্থা।

আর একটি কথা হচ্ছে যে ১৯৫৮ সাল থেকে যে সব temporary permit দেওয়া হয়েছে সেটা আজও temporary আছে মানে অনন্তকাল ধরে এটা temporary হিসাবেই চলছে! কারণ একটা bus যদি Agartala to Bishalgarh service এ থাকে তাহলে তাকে permanent permit দেওয়া দরকার। কিন্তু আজও তারা temporary হিসাবেই চলছে। কাজেই এই Department একটা দুর্নীতির চক্রে পরিণত হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার cut motion এর মাধ্যমে আমি এই Department সম্বন্ধে সামান্য কয়েকটি বক্তব্য মাত্র রাখলাম।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Demand No. 5 এর উপর আমার একটা cut motion আছে সেটা হল to exempt the amateur club etc, from paying the entertainment taxes. অর্থাৎ এমেচার ক্লাবগুলির উপর যেন এনটারটেইনমেন্ট টেক্স ধরা না হয়। সাধারণতঃ গ্রামের মধ্যেই হউক বা পাড়ার মধ্যেই হউক অর্থাৎ যারা পেশাদার নাট্যকার নয়, হয়ত বা কোন একটা উপলক্ষ্য করে তারা একটি যাত্রা বা নাটক করল কিন্তু এই আইনের আমলে এসব যাত্রা বা থিয়েটারের জন্যও বাধ্যতামূলক ভাবে টেক্স দিতে হয়। যাতে এই সব অপেশাদার সংস্থাগুলোকে এই টেক্স না দিতে হয় তার ব্যবস্থা করার জন্যই আমি এই কাট মোশনটি রেখেছি। পেশাদার নাট্য সংস্থা থেকে নেওয়াতে আমার কোন আপত্তি নেই। এই কথা বলেই আমার cut motion এর সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR SPEAKER :— I will call on Shri Bidya Chandra Deb Barma.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার cut motion টি হল মোটর শ্রমিকদের স্বার্থে মোটর আইন ও বিধি প্রয়োগ না থাকার প্রতিবাদ। কেন এই প্রতিবাদটি করছি তার কারণ হল এই যে, মাননীয় একজন মন্ত্রী মহোদয় নাকি মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন এর প্রেসিডেন্ট। কাজেই সেই দিক থেকে ওনারাই সেই সমিতিটি পরিচালনা করেন। কিন্তু ১৯শে নভেম্বর এ লেবার অফিসের উদ্যোগে যে সম্মেলনটি হয় সেই সম্মেলনে মোটর শ্রমিকদের বেতন নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া এবং কেন্দ্রীয় হারে বেতন দেওয়ার জন্য আলোচনা হয়। মোটর শ্রমিকরা সপ্তাহে একটি দিনও বিশ্রাম পায় না। মালিকেরা তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেন এই স্বল্প বেতনে। তাদের কাজের কোন সময় আজও নির্দ্দিষ্ট হয় নি। তাদের কোন নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না। একদিন একজনকে রাখল আবার পরদিন তাকে ছেড়ে অন্য একজনকে মালিকের খেয়াল খুশীমত রাখা হয়। তারা temporary হিসাবেই আছে। তাদের যাতে permanently নিয়োগ করা হয় সেটাই তাদের দাবী। তাছাড়া অসুখ হলে পরে তারা যেন মেডিকেল গ্রাউণ্ডে ছুটি পেতে পারে এবং চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পায় এটাও তাদের দাবী।

SHRI BIDYA CH DEBBARMA,

তাদের চাকুরীর কোন প্রকার স্থায়ীত্ব নাই। একদিন এক এক জনকে নূতন করে নিয়োগ করে। তাদের চাকুরী যাতে regular করা হয় এই তাদের দাবী। তাদের আর একটা দাবী medical treatment এর সুযোগ সুবিধা। অসুখ হলে পর তারা কোন রূপ ব্যবস্থার সুযোগ পান না। তারা একটা rest house এরও দাবী করেছে। কিন্তু আজ পর্যান্ত সরকার তাদের দাবীগুলির কোন উত্তর দেন নাই। আমি মনে করি তাদের দাবীগুলি সরকারের বিবেচনা করা উচিৎ। আর তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য মটর ওয়ারকার এসোসিয়েসনে এক জন Inspector নিয়োগ করা দরকার বলে আমি মনে করি। আমার থেকে Chief ministerই ভাল বুঝবেন কারণ তিনি হচ্ছেন সেখানকার প্রেসিডেন্ট। কিন্তু আজ ছয় মাস হলো ওদের দরখাস্তের কোন প্রতিকার হয় নাই। তাদের দাবীগুলি যাতে সত্বর বিবেচনা করা হয় সেই জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সামনে আমি তাদের প্রস্তাবটা রাখছি। আর মটর গাড়ীর লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদি মঞ্জুর করার নামে দুর্নীতি চলছে। নির্ব্বাচনের আগ মুহূর্তে এই নিয়ে দুর্নীতি চলছে। অনেকে দুই বৎসর পূর্ব্বে লাইসেন্স বা পারমিটের জন্য দরখাস্ত করে ছিল। কিন্তু ঐ সময়ে তাদের দেওয়া হয় নাই। কিন্তু নির্ব্বাচনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সবগুলি লাইসেন্স এক সঙ্গে বিলি করা হয়। এটাকে আমরা কি বলব। এইখানে নিশ্চয় সরকার নির্ব্বাচনের টাকা যোগাড় করে লাইসেন্স দিয়েছেন। কাজেই সেইদিক থেকে বলতে গেলে মটর গাড়ীর লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে সরকার দুর্নীতি করেছে। কাজেই এই লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন মনে করি।

(Interruption)

MR. SPEAKER—

I request the leader of the House not to interrupt him "Now I call on the Hon'ble Finance Minister to give his reply.'

SHRI KRISHNADAS BHATTACHERJEE (Finance minister)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই cut motion এর সমর্থনে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য যে সমস্ত অমুলক অভিযোগ করেছেন আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। কারন মটর গাড়ীর যে লাইসেন্স দেওয়া হয় তার ক্ষমতা কোন ব্যক্তি বিশেষের হাতে নেই। মটর গাড়ীর লাইসেন্স দেওয়ার জন্য এখানে বডি আছে। সেই বডিতে অফিশিয়েল এবং নন-অফিশিয়েল মেম্বার আছে। সেই বডিকে একটা কোযাসি জুডিশিয়েল বডি বললেও অত্যুক্তি হয় না। কাকে পারমিট দেওয়া হবে না হবে সেই বডিতে সেই ডিশিসান নেওয়া হয়। এখানে ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার নেই। কাজেই গাড়ীর পারমিট দিয়ে টাকা

নেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। তার পর কতগুলি specific অভিযোগ করলেন মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্ম্মা যে TRA লাইসেন্স নিতে হলে ৫০০ টাকা করে আদায় করা হয়। এটা সম্পূর্ণ বাজে কথা। তিনি এর direct এবং indirect কোন প্রমান দিতে পারবেন না। তারপর নির্ব্বাচনের সময় কংগ্রেস যে জিপ ভাড়া করছেন সেই সম্বন্ধেও তিনি কি একটা বলছেন যে ১৮ হাজার টাকার জীপ ২২ হাজার টাকা করে নেওয়া হয়েছে। এটা সম্পুর্ণ অসত্য কথা। তিনি এটার কোন প্রকার প্রমান দিতে পারলে তা আমি accept করব। কিন্তু আমি জানি যে তিনি কোন রূপ প্রমান দিতে পারবেন না। গাড়ীর যা মুল্য তাই তারা দিয়েছেন। একটি নয়াপয়সা ও তাদের থেকে বেশী নেওয়া হয়নি। আমার নামে ব্যাঙ্কে টাকা জমা হয়েছে তিনি বলেন। আমি তাকে বলব তার যদি সৎসাহস থাকে, তিনি যদি দুর্নীতি গ্রস্থ না হন তাহলে আমার একাউন্টে যে টাকা জমা হয়েছে তা এই মিটিং এর শেষে আমাকে দেখাবেন। যদি না দেখাতে পারেন তা হলে বলব তিনি নিজেই দুর্নীতি গ্রস্থ লোক। সুতরাং এটা আমি তাকে challange করছি। তারপর গত ৫ বছরে motor vehicles এর যে উন্নতি হয়েছে, তা ত্রিপুরা রাজ্যে গত ১৫/২০ বছরে ও সম্ভব হয়নি। তাই তারা দাবী করতে পারছেন যে আরও টাউন বাস দাও, ভাল বাস দাও। নচেৎ এই আগরতলা বা ত্রিপুরা রাজ্যে এই bus facility র কথা কল্পনা করতেও পারতেন না। আর ছাত্র সমাজ ও সাধারণ লোক যে প্রবল ভাবে দাবী করছে টাউন বাসের সংখ্যা বাড়াবার জন্য এবং সেই জন্য পারমিটের সংখ্যা ও বৃদ্ধি করতে হবে জনগনের দাবী মিঠানোর জন্য। কিন্তু সেই পারমিটের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে গেলে যদি এই বদনাম পাওয়া হয় যে পারমিট দিয়ে টাকা খেয়েছে, তা হলে সেটা অত্যন্ত অন্যায়। তাহলে দেখা যায় জন সাধারণের যে দাবী, ছাত্রদের যে দাবী গাড়ীর সংখ্যা বাড়াবার জন্য, টাউনবাস বাড়াবার জন্য সেই দাবীকে তাহলে চাপা দিয়ে রাখা যায় বা চাপা দিয়ে রাখতে হয়। কারন গাড়ীর পারমিট দিলেই সেটা কংগ্রেস পাটি টাকা খেয়েছে বা ব্যাক্তিগত কেউ টাকা খেয়েছে বলে যদি বদনাম রটানো হয় তাহলে এই সমস্ত দাবী তারা বন্ধ করে রাখলেই পারেন। তারা গিয়ে তাহলে বলুক যে জন সাধারণ এই সব দাবী করবেন না। গাড়ীর পারমিট যাতে না দেওয়া হয়, ছাত্রগণও এই সব দাবী করবে না, তারা গিয়ে একথা তাদেরকে বললেই পারেন। কিন্তু আমরা সেটা ভ্রূক্ষেপ করিনা, তাদের বদনামকে আমরা ভ্রূক্ষেপ করি না। কারণ জনগণের যে দাবী গাড়ীর সংখ্যা বাড়াতে হবে, আমরা সেই অনুযায়ী গাড়ীর সংখ্যা বাড়াবো, পারমিট দেব। তারা যাহাই বদনাম করুক, যা কিছু বলুক। জনগণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং তার জন্যই আমাদের এই Demand গুলো মঞ্জুর হওয়া আবশ্যক।

MR. SPEAKER :—There is no cut motion on Demand No. 1. I now put the main motion to vote. Now the question before the House is the Demand for Grant No. 1 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 8,000/-, [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 1—Taxes on Income other than Corporation Tax—Agricultural Income Tax.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

No Voice.

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

There is no cut motion on Demand No. 3. Now the question before the House is the cut motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 84,000/-, [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 3—State Excise Duties.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

No Voice.

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

There are 3 Cut Motions on Demand for Grant No. 4. Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma to ventilate grievances on mismanagement in Vehicle Department.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

No Voice.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The cut motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—"মোটর শ্রমিকদের স্বার্থে মোটর আইন ও বিধি প্রয়োগ না থাকার প্রতিবাদ।"

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

No Voice.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The cut motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to represent disapproval of policy regarding—"মোটর গাড়ীর লাইসেন্স, পারমিট মঞ্জুর করায় সরকারী দুর্নীতি।"

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

No Voice.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The cut motion is lost.

Now the question before the House is the Demand for Grant No.—4 moved by the Hon'ble Finance Minister is that a sum not exceeding Rs. 65,000/-, [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1968 in respect of Demand No. 4—Taxes on Vehicles.

As many as are of that opinion will please say— ''Ayes''

Voices—''Ayes''.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

No Voice.

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma to represent disapproval of policy—to exempt the ameteur club etc. from paying the entertainment taxes.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

No Voice.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the Demand for Grant No.—5 moved by the Hon'ble Finance Minister is that a sum not exceeding Rs. 1,000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1968 in respect of Demand No. 5—Other Taxes and Duties.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

No Voice.

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

MR. SPEAKER :— Now I call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand for Grant No.—6 & 7 together.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARJEE (Finance Minister) :—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 20,000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 6—Stamps.

Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs, 1,38,000/-, [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill. 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 7—Registration Fees.

MR. SPEAKER :—There is one cut motion on Demand No.—6 moved by Shri Aghore Deb Barma to represent disapproval of policy underlying the Demand No. 6—Stamps.

There is another cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma on Demand No.—7 to represent disapproval of policy underlying the Demand No. 7—Registration Fees.

Now I request the Hon'ble Member to move his cut motions. I request the Hon'ble Member to complete his speech within ten minutes.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 6-এ আমি যে cut motion রেখেছি—আমার সেই cut motionটি হচ্ছে 'To represent disapproval of policy underlying the demand- stamps' duty অর্থৎ বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে stamp এর দর যেভাবে বাড়ানো হয়েছে তা জনসাধারণের পক্ষে কিনে ব্যবহার করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে যাতে stamp এর দাম কমিয়ে দেওয়া হয় তারজন্যই আমি এই cut motionটি রেখেছি। আর দ্বিতীয় যেটা আছে সেটাও ঠিক একই অবস্থা। registration fee শতকরা পূর্ব্বের তুলনায় যেভাবে বাড়ানো হয়েছে, তা আজকের দৈনন্দিন অবস্থায় জনসাধারণের পক্ষে দেওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। কাজেই সেই registration fee যেন কমিয়ে দেওয়া হয় তার জন্যই আমি এখানে এই cut motion টি রেখেছি।

MR. SPEAKER :—Now I call on Hon'ble Minister Shri Prafulla Kr. Das to participate in the debate.

SHRI PRAFULLA KR. DAS (Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 6 & 7 এর উপর মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা যে cut motion এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। আমার মনে হয় cut motoin এর সমর্থনে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা যে ভাবে রেখেছেন তা খুটিয়ে দেখলে বুঝা যায় যে তিনি নিজেও তার cut motion সমর্থন করতে পারছেন না। কারণ সমর্থনে কোন কথাই তিনি বলতে পারেননি। তিনি বলছেন stamp duty বেড়েছে। কিন্তু কত বেড়েছে, কি বেড়েছে, এতে জনসাধারনের কতখানি অসুবিধা হচ্ছে, কতখানি কমালে সুবিধা হয় এই সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নি। তাছাড়া যে Indian Stamp Act এটা Assam Stamp Act. এটা introduced হয়েছে in the year 1963 ১৫ই জুলাই তারিখ থেকে। এর আগে এটা একেবারে nominal ছিল মান্ধাতার আমলের কিন্তু 1963র পর এপর্য্যন্ত আর বাড়ানো হয়নি। কাজেই উনি যে বললেন বাড়ানো হয়েছে কিন্তু কখন থেকে বাড়ানো হয়েছে সেই সম্বন্ধে কিছুই বলেননি। কাজেই ১৯৬৩ সনে ত্রিপুরা রাজ্যের জমির দাম ইত্যাদি ত্রিপুরায় বিভিন্ন দিক চিন্তা করে জনসাধারণের সুবিধার দিক ইত্যাদি চিন্তা করে আমাদের ত্রিপুরার রাযেব দিক চিন্তা করে, আমাদের আয় বাড়ানো দরকার। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে অন্যান্য Cricumstances এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, সেই দৃষ্টিগুলিতে জনসাধারণের স্বার্থে All India Pattern & আসামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ত্রিপুরাতে এই Stamp Act introduce করা হয়েছে। ঠিক তেমনি Registration Fees সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। Registration Fee একটুও বাড়েনি। এটা আগে যা ছিল এখনো তাই আছে। কাজেই এটা যে কখন বাড়লো কত বাড়লো, কি হলো সেটা তিনিই বলতে পারেন। আমাদের জানার বাইরে। কাজেই এটা সত্যের বিপরীত যে Registration Fee বেড়েছে। মাননীয় সদস্য একজন Responsible লোক সেখানে উনি এধরণের একটা কথা কিভাবে বলতে পারলেন আমি সেটা ভেবে আশ্চর্য্য হই। কাজেই এর মধ্যে সত্যের বিপরীত যে সমস্ত উক্তি উনি করছেন সেটা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা, আমি আশা করি মাননীয় সদস্য অতঃপর House এ বক্তৃতা রাখতে গিয়ে উনার যে responsibility আছে সেই responsibilityর কথা স্মরণ করে তিনি যেন কথা বলেন, আমি এই অনুরোধ রেখে cut motion এর বিরোধাতা করে মূল motion এর পক্ষে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—Now I call on the Hon'ble Finance Minister to give his repley.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHERJEE :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল দাস ডিমাণ্ড ২টীর পক্ষে এবং cut motion এর বিরোধীতা করে যে বক্তব্য এখানে রেখেছেন, তা আমি সমর্থন করি। Stamps এর মধ্যে যে টাকা ধরা হয়েছে, তাতে vendor commission, transport and manufacturing cost ইত্যাদি ও ধরা হয়েছে, এছাড়া বিশেষ কিছু ধরা হয়নি। Folio paper সম্পর্কে এর আগে অনেকে অনেক কিছু বলেছেন এবং আমাদের তরফ থেকেও এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। অতএব এই সম্পর্কে আর কিছু বলার প্রয়োজন হয় না এবং আমি আশা করব আমার এই দুটি ডিমাণ্ড হাউস সর্ব সম্মতি ক্রমে গ্রহণ করবেন।

MR. SPEAKBR :—Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma to present disapproval of policy underlying the demand—Stamps.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

No Voice.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The cut motion is lost.

Now the question before the House is the Demand for Grant No.—6 moved by Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 20,000/-, [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 6—Stamps.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

No Voice.

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma to represent disapproval of policy underlying the demand—Registration Fees.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it. 'Noes' have t.

The motion is lost.

Now the question before the House is the Demand for Grant No.—7 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 1,38,000/-, [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1968 in respect of Demand No. 7—Registration Fees.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'.

No Voice.

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

MR. SPEAKER :—Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 22—Labour & Employment.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARJEE (Finance Minister) :—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 19,000/-, [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defraythe charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 22—Labour & Employment.

MR. SPEAKER :—Is there any one to speak.

SHRI AGHORE DEB BARMA :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যদিও এই ডিমাণ্ডের উপর কোন cut motion রাখা হয় নি, তবুও আমি এখানে দুই একটি কথা রাখছি। আমার প্রথম কথা হল এই যে Labour & Employment Dept. তার দায় দায়িত্ব পালন করছে কি না তা আমাদের দেখা দরকার। কেন আমি এই কথা বলছি কারণ আমরা অনেক দিন ধরে অনেক কথা শুনে আসছি যেমন পশ্চিমবঙ্গে দোকান কর্মচারীদের জন্য একটি আইন আছে, তাতে তারা কতকগুলি সুযোগ সুবিধা পেযে থাকে এবং আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যেও সেই আইন বলবৎ হবে কিনা, যার ফলে এখানকার দোকান কর্ম্মচারীরা ও সেই সব সুযোগ পেতে পারে। সেখানে দোকান কর্মচারীরা সপ্তাহে বা মাসে কয়েকদিন ছুটি পেয়ে থাকে এবং formal appointment letter ও পেয়ে থাকে। আমাদের এখানকার কর্মচারীরা ও সেই সব সুযোগ সুবিধা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু ঐ আইন এখানে বলবৎ না হওয়ার ফলে তারা এই সব সুবিধা পাচ্ছে না। তারা এখানে কোন employee থেকে appointment পাচ্ছে না এবং সপ্তাহে যে একদিন ছুটি পাওয়ার কথা তাও পাচ্ছে না। এই সমস্ত বিষয়ে labour dept কোন নজর দিচ্ছেন না। এই সব বিষযে দোকান কর্মচারীদের অনেক অভাব অভিযোগ ও দাবী দাওযা সরকারের কাছে পেশ করেছেন কিন্তু আজ অবধি তার কিছুই হয় নি। আমি আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি, সেটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ও নিশ্চয় জেনে থাকবেন। তা হচ্ছে কৈলাশসহরের tea garden, সরোজনী tea estate at kailasahar. ১৯৬২ সাল থেকে minimum wage ব্যবস্থা চা বাগানগুলিতে চালু করা হয়েছে কিন্তু ঐ দুটি চা বাগানে আজ পর্যন্ত তা চালু করা হয়নি। এই সম্পর্কে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন অনেক representative ওনার সাথে আলাপ আলোচনা করেছেন। সেখানে বাগানের মালিক, সরকার ও লেবার ডিপার্টমেন্ট মিলিয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হয়। তাতে কথা ছিল যার যে পাওনা তা হিসাব করে যেন payment দিয়ে দেওযা হয়। কিন্তু কি হল, চুক্তি শুধু কাগজে পত্রে হয়ে গেল, কার্য্যতঃ কোন কাজ আজ ও হয় নি। অর্থাৎ চুক্তি অনুযায়ী কোন payment দেওয়া হল না। মালিক পক্ষ যে এই ত্রিপক্ষীয় চুক্তি ভঙ্গ করলেন, তার বিরুদ্ধে labour officer কোন action নিতে পারেন নি, এমন কি কর্ম্মচারীদের যে বাঁচানো দরকার তার ও কিছু করতে পারলেন না। তাই কর্মচারীরা এখন অনাহারে মরনের মত অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। এই ব্যাপারে case টা যাতে tribunal এ পাঠানো যায় তার জন্য Dr. B. Sharma, Minister, Chief Commissioner ও Labour Officer এর কাছে দরখাস্ত করেছেন। তা ও প্রায় ২।৩ বছর হয়ে গেল, তার কোন প্রকার action নেওয়া হল না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে according to Industrial dispute Acts 1947 under

sec. 29 I. P. C. মতে prosecution করা যায়। এভাবে একটার পর একটা চুক্তি ভঙ্গ করা স্বত্বেও আইনগত একটা ব্যবস্থা করা দরকার। labour officer তা ও মনে করেন না।

আর একটা হচ্ছে সরোজিনী চা বাগানের শ্রীযতীন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য একজন employee সেখানে minimum wages introduce করা হয় নি। তার সম্পর্কেও একটা কেস আছে। অথচ Central Wages Tribunal এর recommendation আছে। এ বিষয়ে অনেক কিছু করা যেত, অথচ recommendation অফিসে পড়ে আছে, আজ পর্যন্ত কিছুই হয় নাই এ বিষয়ে। এই হচ্ছে অবস্থা। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এখানে আমরা একটা লেবার অফিসার রেখেছি যাতে বাগান শ্রমিকদের, দোকান কর্ম্মচারীদের কিছু সুবিধা দেখা হয় তার জন্যই তাঁকে রাখা হয়েছে। এবং এর জন্য যাবতীয় খরচ বাবদ অর্থ বাজেটে রাখাও হয়েছে; কিন্তু কার্যতঃ যে সমস্ত aggreement গুলি violated হচ্ছে তার জন্য কোন ব্যবস্থা নাই, বা যাদের উপকারের জন্য এই ডিপার্টমেন্ট খোলা হল, অফিসার রাখা হল তাদের কোন উপকারে আজ পর্য্যন্ত আসল না। এই অবস্থার মধ্যে আছে। আরেকটা ঘটনা এখানে বলব যেটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছিলেন যে ত্রিপক্ষীয় একটা চুক্তি হয়েছিল। চুক্তি হওয়ার পর ১৯।১১।৬৬ তারিখে এক মিটিং হয়েছিল মটর ওয়ার্কার, মালিক ও লেবার অফিসারকে নিয়ে তাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিল যাতে তাদের সমস্ত grievance গুলি meet করার কথা। কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হল না। এই তো হচ্ছে অবস্থা। এইরূপ অবস্থা যদি চলতে থাকে তবে শ্রমিকদের স্বার্থ কিভাবে রক্ষিত হবে আমি বুঝতে পারি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :— I shall now call on the Hon'ble Minister in charge of Labour Department to give his reply.

SHRI T. M. DAS GUPTA (Minister) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে লেবার এবং এমপ্লয়মেন্টের জন্য Demand টি রাখা হয়েছে তাকে আমি আমার সমর্থন জানাচ্ছি। এর আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য যে অভিযোগের কথা বলেছেন তার জবাবে আমি শুধু বলব যে Labour Dept আছে তা তার করনীয় কাজ করছে। তিনি বলেছেন যে একটা Commission হয়েছিল সেই Commission তারা মানে নি। তাহলে বুঝা যাচ্ছে labour dept আইনানুগ ভাবে কাজ করে চলেছে এবং তাদের কাজ করার যে অধিকার আছে আইনানুগভাবে ধাপে ধাপে তারা তা করছে। labour dept এর যা কিছু করনীয় সেগুলিকে abruptly না করে আইনানুগভাবে কাজ করা উচিত। ওনার অভিযোগ থেকে বুঝা যায় যে Commission একটি হয়েছিল, কিন্তু মালিক পক্ষ তা মানেন নি। এখন শ্রমবিভাগের যা করনীয় তা হচ্ছে একবার যে Commission হয়েছিল এবং যা মানা হয়েছিল তাকে revive করে

Conciliation করা যায় কিনা। শ্রমিকদের সহিত মালিকদের সম্পর্ক যাতে ভাল থাকে সেই দিশাকে লক্ষ্য রেখে আমাদের শ্রমবিভাগ আইনানুগ ভাবে কাজ করে চলছে। বাজেট দেখলে দেখা যাবে যে এখানে Labour Deptt. কাজ হচ্ছে শ্রমিক কল্যাণ ও Conciliation এর দিকে লক্ষ্য রাখা এবং এরআইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ করা।

শ্রম বিভাগ Inspector মারফত তাদের করণীয় কাজ কর্ম করছে। Employment Exchange এর সুবিধা রয়েছে। এই বছর বাজেটে দেখা যাবে কোন কোন ক্ষেত্রে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শ্রমিকের আনন্দ বর্দ্ধনের ব্যাপারেও শ্রম দপ্তরের অনেক কিছু করণীয় আছে, শ্রম দপ্তর তাও করছেন। শ্রমিক মালিকের যে দ্বন্দ্ব, তা কি করে মিটানো যায় তার দিকেও শ্রম দপ্তরের নজর আছে। যে ক্ষেত্রে মিটমাট করা Conciliation এর মাধ্যমে সম্ভব হয় না, সেখানে Court এর মাধ্যমে কিছু কিছু Case করা হয়। কিন্তু Court এ Case দায়েরের একটা অসুবিধা হচ্ছে যে শ্রমিককে Case এর দিনে কাজ ফেলে Court এ হাজির হতে হয় এবং বিবাদ যেখানে আছে মালিক, শ্রমিককে Court এ আসতে দিলেও মজুরী দিতে রাজি হন না। সুতরাং শ্রমিককে ক্ষতি স্বীকার করে Court এ আসতে হয়। এবম্বিধায় মালিক-শ্রমিক বিবাদ Conciliation মারফতে মীমাংসা করা সম্ভব কিনা সেইদিকেই শ্রমবিভাগকে দৃষ্টি দিতে হয়। সাপ্তাহিক বন্ধ সম্পর্কে অভিযোগ আছে। তার উত্তরে আমি বলব যে তা চালু আছে, কিন্তু কেউ যদি গোপন ভাবে তা করে থাকেন সে সম্পর্কে লিখিত ভাবে শ্রম বিভাগে অভিযোগ পেশ না করেন, তাদের করণীয় কিছু নাই। তবে লিখিত অভিযোগ পেলে মালিক পক্ষের সহিত আলাপ আলোচনায় Conciliation এর মারফত কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করা হয়। আমি যতদূর জানি এই ব্যবস্থা শুধু আগরতলা সহরে চালু আছে বাহিরের মফস্বলে তা চালু করা এখনও সম্ভব হয়নি। কিন্তু যে আইন প্রচলিত আছে, তাতে দোকান কর্ম্মচারীদের যে সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা আছে তা যাতে মফঃস্বল সহরে প্রচলিত হয় এবং সেখানকার দোকান কর্ম্মচারীরা যাতে এসব সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত না হন শ্রমদপ্তর সে ভাবে চেষ্টা করছে। সুতরাং এখানে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার কোন যৌক্তিকতা নেই। এই বলে আমার যে মূল ডিমাণ্ড রয়েছে তাকে আমি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :—I would call on the Hon'ble Finance Minister to give his reply.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHERJEE :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় মন্ত্রী শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত Labour Deptt এর সমর্থনে যে বক্তব্য রেখেছেন, আমি তাকে

সমর্থন জানাই এবং হাউসকে অনুরোধ করব, হাউস যেন সর্ব্বসম্মতি ক্রমে আমার ডিমাণ্ডটি গ্রহণ করেন।

MR. SPEAKER :—Now the question before the House is the demand for Grant No 22 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 9,19,000/- [inclusive of the sums specified is Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 22—Labour & Employment.

As many as are of that opinion will please say—Ayes.

Voice—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

No Voice.

I think "Ayes" have it ; "Ayes" have it, "Ayes" have it. The Demand is passed.

The House Stands adjourn till 11 A.M. on the 30th March 1967.

PAPERS LAID ON THE TABLE

UNSTARRED QUESTION NO.-

প্রশ্ন কর্তা—শ্রীবিশ্বাচন্দ্র দেববর্ম্মা

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে কোন বিভাগে কোন্ কোন্ নূতন রাস্তা পুল ও বাঁধ নির্ম্মান সুরু হইয়াছে ?	ক) সঙ্গীয় ষ্টেটমেন্টের ১নং কলম দ্রষ্টব্য।
খ) এই সকল কাজে মোট কত টাকা খরচ হইবে ?	খ) সঙ্গীয় ষ্টেটমেন্টের ২নং কলম দ্রষ্টব্য।
গ) এই সকল কাজের প্রত্যেকটির জন্য পূর্বে প্রয়োজনীয় এষ্টিমেট্ করা হইয়াছে কিনা, অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে কি না ?	গ) হাঁ।
ঘ) যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে হয় নাই ?	ঘ) 'গ' অংশের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রসঙ্গ উঠে না।

ANNEXURE TO ASSEMBLY STARRED QUESTION NO.—3.

ANNEXURE

	Name of Work	Estimated cost
	1	2
	DHARMANAGAR SUB-DIVISION :	
1.	Replacement of S. P. T. bridge by permanent on Assam-Agartala Road 128 Nos. culverts between M. P. 120 to 124/6F. (Job No. TP/COM/103).	Rs. 7,00,213/-
2.	Replacement of S. P. T. bridge by permanent on Assam-Agartala Road 17 Nos. culverts between M. P. 104 to 120 (Job No. 121).	Rs. 5,16.317/-
3.	Construction of Dharmanagar-Kurti road/portion from Kadamtala-Kurti road formation work for rest portion.	Rs. 9,790/-
4.	Construction of Dharmanagar-Ragna-Brajendranagar-Satsangam road/portion from Ragna to Brajendranagar/ construction of R. C. C. spun pipe culverts.	Rs. 7,790/-
	TOTAL : DHARMANAGAR	Rs 12.34,232/-
	KAILASHAHAR SUB-DIVISION :	
1.	Extension of Ranguti-Gopinathpur embankment upto Lakhimpur under Khowrabeel drainage scheme in Kailashahar Sub-Division.	Rs. 1,36,647/-
2.	Improvement of Fatikroy-Sripur road (5 miles).	Rs. 1,400/-
3.	Improvement of Fatikroy to Jangautinagar road (6 miles).	Rs. 2,000/-
4.	Improvement of road from Assam-Agartala road to Kanchanbari ($2\frac{1}{3}$ miles),	Rs. 2,100/-
5.	Improvement of road from Kanchanbari to Mashli ($3\frac{1}{3}$ miles).	Rs. 700/-
6.	Improvement of road from Chanurambari to Madhu-mangalbari (5 miles).	Rs. 1,100/-

Name of Work	Estimated cost
1	2
7. Improvement of road from Assam-Agartala road to Betcherra (3 miles).	Rs. 780/-
8. Improvement of Nalkata to Dudpur road (3 miles).	Rs. 75/-
9. Construction of road from Kathalcherra to Saidarpur via Kalapani School (4 miles).	Rs. 1,130/-
10. Construction of road from Kanchanbari to Emrapassa via West Kanchanbari Colony (7 miles).	Rs. 1,200/-
11. Improvement of road from Kathalcherra to Mashnali via Laximipur (3 miles).	Rs. 800/-
12. Construction of road from Krishnanagar to Radhanagar (4 miles).	Rs. 1,950/-
TOTAL : KAILASHAHAR	Rs. 1.50,557/-
KAMALPUR SUB-DIVISION :	
1. Construction of Foot bridges over Manikbhandar-Tuiramcherra road.	Rs. 15,200/-
2. Construction of S. P. T. bridge Class-V loading over Manikbhandar-Tuiramcherra road.	Rs. 19,400/-
3. Construction of Foot bridge over Halahali-Aparaskar Paschim-Halahali road.	Rs. 17,100/-
4. Construction of Foot bridge over Maracherra-Halahali-Bamancherra road.	Rs. 19,600/-
5. Construction of Foot bridge over Panchasi-Bamancherra road.	Rs. 19,000/-
6. Construction of Foot bridge over Cherras on feeder road linking Ratacherra Jr. Basic School to Fatikroy-Dumcherra-Manu road.	Rs. 8,600/-
7. Construction of road from Dalubari Gate to Gandacherra Colony via Kekomacherra village.	Rs. 17,600/-

Name of Work	Estimated cost
1	2
8. Construction of road from Kulai Hospital to Panschim-Nalicherra along the west side.	Rs. 14,100/-
9. Construction of road from Kulaibazar to Kachacherra Colony via Harincherra Colony.	Rs. 14,100/-
10. Construction of bridge over link road from Kamalpur-Ambassa road to Kekomachcrra village over Kulaicherra.	Rs. 13,700/-
TOTAL : KAMALPUR	Rs. 1,58,400/-
SADAR SUB-DIVISION :	
1. Improvement of the road from Kunjaban road upto Bhati Abhoynagar via Radhanagar (placement of huge pipe for cross drainage only).	Rs. 600/-
2. Improvement to the road from Abhoynagar main road to Kunjaban palace via colony.	Rs. 30/-
3. Agartala Drainage Scheme Phase-I/ Akhawra District/ Construction of R. C. C. Culverts of Jail road crossing.	
4. Widening the formation of A. A. Road from 24 to 36′ft. wide of A. A. Road including acquisition of land and RCC culverts from Mohanpur to Champaknagar M. P. 9 to 16/Construction of RCC culverts at M. P. 9/1-2 F. A. A. Road.	Rs. 1,01,980/- (approximate)
5. Widening the formation from 24′ ft. to 36′ ft. wide of A. A. Road including acquisition of land and RCC culverts from Agartala to Mohanpur M. P. 0 to 9 M.P./ Construction of RCC culverts Gr-I at M. P. 8/2-3 F.	
6. Construction of link road connecting Old Agartala Jogendranagar road to the Block road near Tolakona School in Sadar Sub-Division.	Rs. 16,000/-

Name of Work	Estimated cost
1	2
7. Construction of S. P. T. bridge Class-XII over river Ghoramara on Ranirbazar to Bhubanchantaipara road in Sadar Sub-Division.	Rs. 30,660/-
TOTAL : SADAR	Rs. 1,79,540/-
AMARPUR SUB-DIVISION	
1. Construction of S. P. T. bridge over Rajkang Cherra at Amarpur in Amarpur Sub-Division.	Rs. 14,900/-
TOTAL : AMARPUR	Rs. 14,900/-
GRAND TOTAL	Rs.17,37,629/-

Name of Member : Shri Bidya Chandra Deb Barma. Unstarred Question No. 61.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) বিনিময়কারী উদ্বাস্তুদের মধ্যে বলদ বিলি করিবার জন্য মোট কত টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল ?	৭,৪২,৫৫০.০০
খ) এ' টাকা হইতে ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে কোন বিভাগে কত টাকা বিলি হইয়াছে ?	১) সোনামুড়া ২৩,৭০০.০০ ২) উদয়পুর ৭৭,৪০০.০০ ৩) বিলনীয়া ৯৭,৮০০.০০ ৪) কৈলাসহর ২,১০০.০০
মোট :—	২,০১,০০০.০০
গ) এ' টাকা হইতে যাহারা বিনিময়কারী উদ্বাস্তু নয় তাহাদের ও কি বলদের টাকা দেওয়া হয়েছে ?	না
ঘ) যদি দেওয়া হইয়া থাকে তবে তাহার পরিমাণ কত ?	এ প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন নং—৬৭

প্রশ্নকর্তা—শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সদর কামাল ঘাট হইতে লেফুঙ্গা হইয়া কুমারী বিল কোন গাড়ী যাতায়াতের উপযুক্ত রাস্তা আছে কি ?	ক) পূর্ত্ত বিভাগের অধীন এরূপ রাস্তা নাই।
খ) যদি রাস্তা না থাকিয়া থাকে তবে সরকার কি এই রাস্তা তৈরীর জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ?	খ) ত্রিপুরার রাস্তা উন্নয়নের সাধারণ পরিকল্পনার সঙ্গে এই রাস্তাটিও সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

প্রশ্ন নং—৬৮

প্রশ্নকর্তা—বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সরকারী কোয়াটারগুলি সরকারী অফিসার/কর্মচারীদের বিলি বন্টনের ব্যাপারে কোন নিয়ম কানুন মানা হয় কি ?	ক) হাঁ।
খ) যদি নিয়ম কানুন মানা হইয়া থাকে তবে তাহা কি ধরণের ?	খ) ফাণ্ডামেন্টেল রুল ও সাপ্লিমেণ্টারী রুলের অন্তর গত এলটমেণ্ট অব গভর্ণমেণ্ট রেসিডেন্স রুল ১৯৬৩।
গ) যে সকল সরকারী অফিসারে আগরতলায় বাড়ী আছে তাহাদেরও কি সরকারী কোয়াটার বিলি হয় ?	গ) 'খ' অংশ বর্ণিত রুল অনুযায়ী সরকারী অফিসারের আগরতলা বাড়ী থাকিলেও সরকারী কোয়াটার পাইতে বাধা নাই।
ঘ) যদি তাহা হয় তবে এই ধরণের কোন কোন সরকারী কর্মচারী/অফিসারকে আগরতলায় কোয়াটার দেওয়া হইয়াছে ?	ঘ) সরকারেয় জানা মতে নিম্ন লিখিত সরকারী অফিসারদের পরিবারভূক্ত ব্যক্তির যাদের আগরতলা বাড়ী আছে।

১। শ্রী পি মজুমদার এডিশনেল
ডিষ্ট্রিকট ম্যাজিষ্ট্রেট।
২। শ্রী সি, আর, ভট্টাচার্য্য
একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার।

UNSTARRED QUESTION NO. 31 BY SHRI ABHIRAM DEB BARMA

QUESTION	ANSWER
ক) নুতন ভূমি রাজস্বহার প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর ঐ হার অনুসারে কোন বিভাগে (Sub-Division) কত রাজস্ব বকেয়া পড়িয়া আছে ?	a) Bolonic. —Rs. 4,15,112.63 p. Sadar. —Rs. 7,99,305.23 p. Kailashahar —Rs. 154,890.11 p. Khowai —Rs. 6,77,839.32 p. Kamalpur —Rs. 1,78,565.13 p. Udaipur —Rs. 2,02,409.67 p. Sonamura —Rs. 2,72,299.82 p. Amarpur— Sabroom— Dharmanaghar— Jamabandhi Schedules are under preparation
খ) ইহা আদায়ের জন্য যদি সংশোধিত নোটিশ হইয়া থাকে ইহার সংখ্যা কোন বিভাগে কত ?	b) Khowai 350 Kamalpur 269 Udaipur 205
গ) জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া ঐ বকেযা ভূমি রাজস্ব আদায় করা সরকার স্থগিত রাখিবেন।কি ?	c) There is no such proposal
ঘ) ভূমি রাজস্ব এককালীন আদায় করার পরিবর্ত্তে কিস্তিবন্দী করিয়া আদায় করার নীতি গৃহীত হইবে কি ?	d) It has not yet boon thought of.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

30TH MARCH. 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday, the 30th March, 1967.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, The Chief Minister, four Ministers, Dy. Speaker, the Deputy Minister and Twenty Members.

QUESTIONS

Mr Speaker :- To-day in the List of Business are the following Questions to be answered by the Minister concerned. Starred Questions. By **Shri Bidya Chandra Deb Barma**, M. L A.

Shri Bidya Chandra Deb Barma :— Starred Questions No. 39

Shri S. L. Singha :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Questions no. 39

প্রশ্ন	উত্তর
ক) জরুরী অবস্থা এবং ভারত রক্ষা আইন ও বিধি চালু রাখা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে কোন চিঠি পত্র বিনিময় হইয়াছে কি ;	হাঁ

খ) যদি হইয়া থাকে তাহা কি ধরণের ;	জন স্বার্থের খাতিরে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নহে।
গ) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা সরকার ভারত রক্ষা আইন ও বিধি চালু রাখার পক্ষে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন ?	ইহা প্রকাশ করা চলে না।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— ১৯৬৬ সালের ১লা জুলাই হইতে আজ পর্যন্ত ত্রিপুরায় কয়টি কেসের ক্ষেত্রে ভারত রক্ষা বিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইহার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, অতএব আমি নোটীশ চাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— ত্রিপুরায় জরুরী অবস্থা চালু রাখার কোন যুক্তি আছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কি ?

শ্রীএস এল সিংহ :— যখনই কাম এন কোয়াইট অবস্থা আসবে, তখন সেটাকে উঠিয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— ভারত রক্ষা বিধি অনুসারে এই পর্যন্ত কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আই ওয়ান্ট নোটীশ অব ইট।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ভারত রক্ষা আইনে যাদেরকে এরেস্ট করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে কত জনের শাস্তি হয়েছে ?

শ্রীএস এল সিংহ :— আই ওয়ান্ট নোটীশ অব ইট।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— ১৯৬৭ সালের ১লা জুলাই হইতে জরুরী অবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পার্লামেণ্টে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তার প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে কি ?

শ্রীএস এল সিংহ :— নিশ্চয়ই হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— যদি হয়ে থাকে, তবে এই ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার কি চিন্তা করছেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আগেই বলা হইয়াছে যে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে দেখলে পরে আমরা সেটা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য চিন্তা করব।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— আজ পর্য্যন্ত ভারত রক্ষা বিধি অনুসারে কজন ব্যক্তি আদালতে মামলা দায়ের করেছেন ?

শ্রীএস, এল. সিংহ :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে আই ওয়াণ্ট নোটীশ অব ইট।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যাদের যাদের ধরা হয়েছিল তাদের কি কি কারণে ধরা হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— অনারএবল স্পীকার সার আই ওয়াণ্ট নোটীশ অব ইট।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে অভিযুক্তদের মধ্যে কজনকে চার্জ সীট দিতে পেরেছেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— অনারএবল স্পীকার, স্যার, আই ওয়াণ্ট নোটীশ অব ইট।

Mr, Speaker :— Sri Aghore Deb Barma. M, L, A.

Sri Aghor Deb Barma :— Starred Question No. 50

Sri S, L, Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No, 50. by Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION	ANSWER
1. Whether any amount has been sanctioned for the purpose of reconstruction of Bishalgharh to Golaghati Road under the Bishalgharh B, D,O. ?	No.
2 If so, the total amount and actual date of sanction thereof ;	Does not arise.
3. and the amount that has been spent for the purpose of construction of the road ?	Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কিছুদিন আগে যে এই রাস্তায় মাটির কাজ হয়েছিল, সেটা কোন ফাণ্ড থেকে করানো হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তাদের প্রশ্ন হল— Whether any amount has been sanctioned for the purpose of reconstruction of Bishalgharh to Golaghati Road under the Bishalgharh B. D. O ? আমি বলেছি যে এ'রকম কোন রাস্তা বি, ডি, ও, থেকে করানো হয় নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বিশালগড টু গোলাঘাটি রাস্তার উপর ব্রীজ যে করা হয়েছিল, সেটা কোন ফাণ্ড এবং কোন ডিপার্টমেণ্ট থেকে করানো হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে বিশালগড়ের বি, ডি, ও, এমন কোন কাজ করান নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি প্রথমে বললেন 'না'। এখন বলেছেন যে বি, ডি, ও, করেছে—

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একথা বলিনাই। প্রশ্ন ছিল বিশালগড় টু গোলাঘাটি রোড কনস্ট্রাকশান বি, ডি, ও, করেছিল কিনা, আমি উত্তরে বলিয়াছি, এ'রকম কোন কাজ বিশালগড়ের বি, ডি, ও,' করেন নাই।

Mr, Speaker:—Sri Bidya chandra Deb Barma.

Sri Bidya ch, Deb Barma :—Question No, 42.

Sri S, L, Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No, 42. by Sri Bidya Ch, Deb Barma.

QUESTION	ANSWER
ক) গত ২।৩।৬৭ তারিখে ত্রিপুরা পুলিস সুপারিণ্টেডেণ্ট কি পুলিস আইনের ৩২ (২) ধারা মতে কোন নোটিশ জারী করিয়াছেন ?	ক) হাঁা।

খ) যদি জারী করিয়া থাকেন তবে তাহার কারণ কি ?

খ) জনসমাবেশ বা মিছিলজনিত আশংকিত শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থ।

গ) ত্রিপুরার বর্ত্তমান শান্তিপূর্ণ অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে সরকার অবিলম্বে এই নোটিস প্রত্যাহার করিবেন কি ?

গ) শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরিয়া আসিলেই নোটিশ প্রত্যাহার করা হইবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—এই পুলিস আইনটা ত্রিপুরায় কত বৎসর পর্য্যন্ত চালু আছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ—নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই পুলিস আইনটা প্রত্যাহার করতে রাজী আছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ—আমি এটা অনুধাবন করতে পারলাম না।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ—কতদিন পর্য্যন্ত এই পুলিস আইনটা বলবৎ থাকবে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— শান্তি পূর্ণ অবস্থা ফিরিয়া আসিলেই প্রত্যাহার করা হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ— গত চার বৎসরে শান্তি ভঙ্গের এমন কোন আশঙ্কা দেখা দিয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ— দেখা দিয়েছে বলেই নোটিশ জারী করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে বর্ত্তমানে এই রকম শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ— আমি আগেই বলছি শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরিয়া আসিলে নোটিশ প্রত্যাহার করা হবে। তার মানেই হল শান্তি ফিরিয়া আসে নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন যে এখনও অশান্তি পূর্ণ অবস্থার মধ্যে আমরা আছি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ— শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে পশ্চিমবঙ্গে কোথাও এই ধরনের আইন বলবত্‌ নাই ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ— বাগমারীর কথা স্মরণ করতে বলব।

Mr. Speaker :— Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— Question No. 75.

Shri S. L. Singh .— Hon'ble Speaker, Sir, question No. 75, by Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION	ANSWER
১। পাওয়ার হাউসের পূর্ব্বে চৌমুহনী হইতে অভয়নগর রাস্তার ভাঙ্গা পুল পর্যন্ত যে রাস্তাটি হইবার কথা ছিল তাহা কি পরিত্যক্ত হইয়াছে ?	This road is not under the Public Works Department,
২। যদি পরিত্যক্ত না হইয়া থাকে তবে কি কারণে এই রাস্তার কাজ বন্ধ আছে ?	Does not arise,
৩। এই রাস্তার বাবত কত টাকা মঞ্জুর ছিল ? এবং কি কি কারণে এই টাকা ব্যয় হইয়াছে ?	Does not arise,

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই রাস্তাটা কোন ডিপার্টমেণ্ট দিয়ে করানো হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন কর্তা বলেছেন যে অনারেবল মিনিস্টার ইনচার্জ অব দি পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট এই উত্তরটা দেবেন। অতএব পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট এর মারফতে এই কাজটা করানো হয় নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে কোন্ ডিপার্টমেণ্ট থেকে এই কাজটা করানো হয়েছিল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আই ওয়াণ্ট নোটিশ অব ইট।

Shri U K Roy :— On a point of order. The Chief Minister said that the question does not relate to the public works Department. If there is any road in existence it must have been constructed by some department of the Government Now is it not necessary or is it not proper or is it not easily done when a question addressd to the wrong minister by wrong minister I mean a minister wrongly addressed, is it not the duty of the office of the Secretary of the Assembly to correct it and send it to the proper minister to whom it should relate ?

Mr. Speaker :— I reserve my ruling for the present.

Shri S. L. Singh :— I am going to clarify this point. প্রশ্ন কর্তা বলেছেন পাবলিক ডিপার্টমেন্ট দ্বারা এই কাজটি হয়েছে এবং সেজন্যেই তিনি পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টারকে জ্ঞাত করবার জন্য বলেছেন। অতএব পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্টের অন্তর্গত হলে সেটা এই হাউসে আমায় উত্তর দিতে হবে এবং সেই অনুসারে আমি বলছি যে এই রাস্তাটি পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্ট দ্বারা হয়নি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— আমি কিছু বলতে পারি কি ?

Mr. Speaker :— No, I reserve my ruling for the present and I shall give it later on.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তা এখানে পরিস্কার লেখা আছে যে অনারেবল মিনিস্টার অব লোকাল সেলফ গভর্ণমেণ্ট। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে আমি নাকি পি, ডব্লিউ, ডি, মিনিস্টারকে অ্যাড্রেস করেছি। এটা কেন হল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমার এখানে আছে পি, ডব্লিউ, ডি, মিনিস্টার! অতএব আমি বলছি এটা পি, ডব্লিউ, ডি, এর দ্বারা হয়নি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— কিন্তু আমার কাছে যে কপি আছে তাতে লেখা আছে মিনিস্টার ইন চার্জ অব লোক্যাল সেলফ গভর্ণমেণ্ট।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কি এর উত্তর এখন দিতে পারবেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এখন উত্তর দিতে পারব না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বলেছেন যে তাঁর রুলিং দেবেন পরে। অতএব রুলিং এর পরে আমি দেখব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার তো কোন বং নাই।

Mr Speaker :— There can be no discussion now, because I reserve my ruling.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— তা হলে আমার প্রশ্নটা থাকছে ?

Mr. Speaker :— Yes, after the ruling.

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা, এম. এল, এ,।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৪।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— অনারেবল স্পীকার স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৪।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) গত ৬।৩।৬৭ ইং তারিখে আগরতলা অরুন্ধতীনগর পুলিস লাইনে শ্রীহরেন্দ্র চৌধুরী নামক একজন আর্মিড পুলিস আত্মহত্যা করিয়াছেন কি ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
খ) যদি আত্মহত্যা করিয়া থাকেন, উহার কোন কারণ সরকার তদন্ত করিয়া বাহির করিয়াছেন কি ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
গ) ইহা কি সত্য যে উক্ত শ্রী চৌধুরীর বেতন সরকার কয়েক মাস আটক রাখিলে তাহার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়।	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
ঘ) যদি ইহা সত্য হয়, তবে কি কারণে তাহার বেতন আটক রাখা হয় ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ—কোন আইনে তাহার বেতন আটক করা হয়েছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীএর্সাদ আলি চৌধুরী ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার। উত্তরে বলা বলা হয়েছে মেটেরিয়াল আর আণ্ডার কালেকশান, তার উপর সাপ্লিমেন্টারী চলতে পারে কিনা ?

Mr, Speaker :—When the reply shows that materials under collection, no supplementary could be asked. Sri Ahghore Deb Barma, M, L, A.

Sri Ahgore Deb Barma :—Starred question No, 76

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত ঃ—অনারএবল স্পীকার, স্যার, আমি উত্তর দিচ্ছ।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউসের কোয়ার্টারের ড্রেইন হইতে ময়লা জল আসিয়া তৎসংলগ্ন একটি পুকুরের জল বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। এই সম্পর্কে জনস্বাস্থ্য বিভাগ অবগত আছেন কি না ?	হ্যাঁ
খ) যদি জনস্বাস্থ্য বিভাগ অবগত থাকেন, কোয়ার্টারের ড্রেইন হইতে পুকুরে আগত ময়লা জল সরানোর সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?	অনুসন্ধানে জানা যায় যে ইলেকট্রিক সাপ্লায়ের কোয়ার্টারের সংলগ্ন তিনটি পুকুরের কতকাংশ উক্ত বিভাগ'এর কতৃপক্ষ ভরাট করিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লায়র কর্মচারীদের জন্য বাসা বাড়ী নির্ম্মান করা হইতেছে। এ বাসা বাড়ীর নালাগুলি উক্ত তিনটি পুকুরের অংশ বিশেষ পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং সরাসরি জল পুকুরে পতিত হইতেছে। প্রসংগত উল্লেখ যোগ্য যে উক্ত পুকুরের জল পানীয় জল রূপে ব্যবহৃত হয়না। নালার জল যাহাতে পুকুরে পতিত হইতে না পারে সেইজন্য নালার গতি অন্য দিকে ঘুরাইয়া দেওয়ার জন্য পূর্ত বিভাগের গোচরীভূত করা হইয়াছে।

সাপ্লেমেণ্টারী :—

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কতদিন পরে এই কাজটি আরম্ভ করা হইবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত ঃ—তাদের গোচরীভূত করা হয়েছে, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সেটা করা হবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মারফত, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করছি, ড্রেইন হইতে ময়লা জল আসিয়া পুকুরে পড়াটা আগরতলা শহরের জেনারেল পিক্চার কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুকুর নির্মাতা যারা, তারা নিশ্চয় পুকুর এইভাবে নির্মান করেন যাতে বাহিরে জল ভিতরে আসতে না পারে। এখানে এমন ভাবে পুকুর নির্মান করা হয়েছিল, যার ফলে নালার জল পুকুরে অনবরত আসছে।

Mr, Speaker :—There are three unstarred Question No, 64 & 72 asked by Shri Bidya Chandra DebBarma and 73 asked by Shri Bidya Chandra Deb Barma and Shri Aghore Deb Barma

The Minister may lay on the Table of the House the reply of the unstarred Questions.

CALLING ATENTION

I have received Calling attention Notice from Shri Nishi kanta Sarker, M, L, A, on the 'Soaring price of rice in Udaipur, Amarpur and other Sub-Divisions.' I have given consent to the Motion to-day. I would request the Hon'ble MINISTER in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri S, L, Singh :—Hon'ble Speaker Sir, I should furnish it on 4th April.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

Voting on Demand for Grants for 1967-68

Mr, Speaker :—Next item in the list of Business is voting on Demands for Grants for 1967-68. To-day 7 Demands viz Demand Nos. 8-Parliament. State/Union Territory Legislature, 9-General Administration, 10 Administration of Justice, 11-Jails, 13-Miscellaneous Departments, 23-Miscellaneous Social & Developmental Organisation and 32-Stationery & Printing are to be disposed of.

Mr. Speaker.— Members have received the List of Business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his damands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved

and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finennce Minister to move the Demand Nos. 8, 9 & 10 together and Demand Nos.— 13 and 23 together respectively and I shall have one general debate on these Demands as they are of allied nature; of course, I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos, 8- Parliament, State/Union Territory Legislature, 9—General Administration and 10- Administration of Justice together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs 4 86,000-, exclusive of Charged Expenditure of Bs, 25 000 [inculsive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No, 8- Major Head :— 18 Parliament, State Union/Territory Legislature.

Mr, Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 43, 98,000 -, exclusive of Charged Expenditure of Rs 97,000- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 9 Major Head 19-General Administration.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs,4,80,000- exclusive of Charged Expenditure of Rs, 16,000 -[inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No, 10, Major Head - 21- Administration of Justice.

Mr, Speaker :— Now I call on Hon'ble Member Aghore Deb Barma to move his cut motions relating to the aforesaid demands.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং ৮· ষ্টেট ইউনিয়ন টেরিটরি লেজিলেচার, এই ডিমাণ্ডের মধ্যে আমি একটা কাটমোশন রেখেছি—To ventilate the grievance of mismanagement in the Chief Electoral Office. অর্থাৎ চীফ ইলেকটর‍্যাল অফিসটা যে ভাবে নির্ব্বাচনেব পূর্ব্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত বিভিন্ন কাজ কর্মের মধ্যে যে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তা খুবই উদ্বেগজনক। কারণ আমরা জানি ত্রিপুরার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমরা তিনটি নির্ব্বাচন করে এসেছি, এবার নিয়ে চতুর্থ নির্ব্বাচন হল। এই চতুর্থ নির্ব্বাচনের মধ্যে যখন যেখানে ভোটার লিষ্ট যে কোন কারণেই হোক যদি কারো নাম বাদ পড়ে, তবে তা যদি সরকারের দৃষ্টি গোচর করানো হয় তাহলে যথাযথ ভাবে তা তোলার ব্যাবস্থা করানো হয়। কিন্তু সব এলাকার কথা বাদ দিলেও আমি চড়িলামে জানি, এস. আর, চক্রবর্ত্তীর কাছে দশ নয়া পয়সার ষ্ট্যাম্প কিনে দরখাস্ত করে ছিল। তখন এস, আর, চক্রবর্ত্তীও ছিলেন এবং আমি নিজেও ছিলাম। কিন্তু সমস্ত লোকের লিষ্ট দেওয়ার পরও যখন ভোটার লিষ্ট নূতন আবার বেরুল তখন দেখা গেল এই লোকগুলির নাম তোলা হয় নাই। এই ভাবে আমরা সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত ত্রিপুরার সমস্ত এলাকার খবর পেয়েছি। সর্বত্রই এরকম অবস্থা। এইগুলি চীফ ইলেকটর‍্যাল অফিসারের কাছে লেখাও হয়েছে ফ্রম টাইম টু টাইম। কিন্তু কিছুই হয় নাই। যারা পাকিস্তান থেকে সবে মাত্র এসেছে তাদের পর্য্যন্ত নাম তোলা হয়েছে এবং এমনকি যাবা আসবে দু'একদিনের মধ্যে তাদেবও নাম তোলা হয়েছে। কিন্তু পুবানো যারা ত্রিপুবার লোক তাদের নাম রহস্যজনক ভাবে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। তারপব মনিপুরী পরিবাবের সংখ্যাও আমার এলাকায় হাজাবের উপব। কিন্তু ভোটার মাত্র ৫০০ বা হাজার হয়েছে। ইচ্ছাকৃত ভাবে এই রাজ্যের যারা অধিবাসী তাদেব বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা গত তিনটি ইলেকশানে ভোট দিয়েছে তাদের নাম পর্য্যন্ত বাদ দিয়ে দেওবা হয়েছে। দশ পয়সার ষ্ট্যাম যখন দিল তখন তাদের নাম ঠিক ঠিক ভাবে টুকে নেওয়া হল। কিন্তু যথা সময়ে সাপ্লিমেণ্টারী লিষ্টে তাদেব নাম আব দেখা গেলনা। ১৭ জন লোকেব একটি বাড়ীতে শুধু মাত্র একটা লোকেব নাম উঠেছে। আব বাকী লোকেব নাম নেই। আর একটা জিনিষ অত্যন্ত আপত্তিব বিষয় যে ফাইন্যাল লিষ্ট যখন হয়ে গেল তখন আর একটা সাপ্লিমেণ্টারী লিষ্ট বের হবে এবং ষ্ট্যাম্প দিয়ে একটা দরখাস্তও করতে হবে একটা অর্ডার হল। তখন আমাদেব পক্ষের লোক যখন গেল তখন বলা হল যে সময় নেই। সময় পার হয়ে গেছে। আর রুলিং পার্টির লোক যখন গেল তাদের এই কথা বলা হয় নি। শুধু কংগ্রেসের মাধ্যমে যদি আসে তাহলে এইগুলি গ্রহন করা হয় এমন ঘটনা আমি বহু দেখেছি। এ নিয়ে প্রতিবাদ পর্যন্ত করেছিলাম। আমি নিজেই এই সম্পর্কে একটা আপত্তি করেছিলাম, বীরেন দত্ত ও এই সম্পর্কে লিখিতভাবে আপত্তি করেছিলেন। সেটা হচ্ছে ১৭।১।৬৭ ইং তারিখের ঘটনা। এখানে লেখা হয়েছিল।

To

The Chief Electoral Officer,
Government of Tripura.

Sir

Illegal entrance in the voterlist—

Shri T. M. Das Gupta :— Mr. Speaker Sir, point of order. মাননীয় সদস্য যে বিষয় আলোচনা করছেন সেটা ইলেকশান সংক্রান্ত ব্যাপার। আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে ত্রিপুরার বাজেট। কাজেই ইলেকশন সংক্রান্ত যে ব্যাপার তার সমগ্র দায়িত্ব হচ্ছে ইলেকশন কমিশনের এবং তার জন্য যে আলোচনা হবে আমি মনে করি যে পার্লামেন্টই হচ্ছে তার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জায়গা। কাজেই আজকে এখানে যেখানে বাজেটের আলোচনা হচ্ছে সেখানে ইলেকশন কমিশনের আইনের দ্বারা যে কাজ হচ্ছে তার সমালোচনা এখানে হতে পারে কিনা এই হচ্ছে আমার পয়েন্ট অব অর্ডার।

Mr. Speker :— Yes, discussion cannot be held here because election matter is governed by the Government of India,

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— তা হলে আমি পারমিটেড নই ?

Mr, Speaker :— No,

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— কিন্তু আমি তো অলরেডি পারমিটড আমার কাট মোশন সম্বন্ধে বলার জন্য। আর আমার কাটমোশন আপনি অ্যাডমিটও করেছেন। সেই কাটমোশন হল চীফ ইলেকটরেল অফিসার সম্বন্ধে। সুতরাং কেন আমাকে বলতে দেওয়া হবে না বুঝতে পারলাম না। আমি যে চিঠি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের সামনে পড়েছি সেটা একটা রেফারেন্স হিসাবেই পড়েছি।

Mr. Speaker :— I have already given my ruling.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— আমি অলরেডি পারমিটেড। সুতরাং আমাকে বলতে হবে।

Mr. Syeaker :— You should obey the ruling Then I would call on Shri Abhiram Deb Barma, M, L, A,

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ হিসাবে আমি পাঁচ মিনিটের জন্য বের হয়ে যাচ্ছি।

Mr. Speaker :— Now I call on Shri Abhiram Deb Barma to move his Cut motion,

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাটমোশানটি হচ্ছে সরকারী জীপের অপব্যবহারের প্রতিবাদ। আমরা দেখছি প্রতি বৎসর প্রতি বাজেটে অফিসারদের গাড়ী ব্যবহারের জন্য বহু টাকা পয়সা বরাদ্দ করা হয়, কিন্তু কি অফিসার, কি সরকারী কর্ম্মচারী, তাদের গাড়ী সরকারী কাজে ব্যবহার করে থাকেন কিনা, সেটা ঠিক ঠিক মত ব্যবহার করে থাকেন কিনা, এটাই আমার প্রশ্ন। অনেক সময় আমরা দেখি যে অফিসাররা এবং সরকারী কর্ম্মচারীরা বাজারে যাওয়া থেকে আরম্ভ করে অনেক ব্যক্তিগত কাজে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করে থাকেন।

শ্রীএস এল, সিংহ :— পয়েন্ট অব অর্ডার। উনি ইলেক্টর‍্যাল অফিস সম্পর্কে বলতে পারেন কিনা ?

Mr. Speaker :— This is another Cut Motion on Demand No. 9.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— আমরা দেখেছি গত নির্বাচনে অনেক সরকারী কর্ম্মচারী এবং অফিসার, যে সদর এস, ডি, ও, এস, আর, চক্রবর্ত্তী, তিনি সরকারী জীপ করে কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচনের কাজ করেছেন। এই ভাবে সরকারী অর্থের অপব্যবহার করেছেন। সরকারী জীপ নিয়ে ইলেকশনের কাজ, তিনি করতে পারেন না। আমরা দেখছি গত ২১।১।৬৭ তারিখে মোহনপুরের গাঁও প্রধান এবং নেতাদের বাড়ীতে এবং হারিয়ানায় নিবারণ ঘোষের বাড়ী এবং গোপালনগরে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় সরকারী গাড়ীতে ইলেকশানের কাজে গেছেন এবং ইলেকশানের মিটিং করেছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে তরুন দেবের বাড়ীতে রাত এগারটার সময় মিটিং করেছেন, কংগ্রেসের প্রচার কাজ চালাবার জন্য, সেখানেও সরকারী জীপ ব্যবহার করেছেন। এটাই যদি সরকারী কর্ম্মচারীদের নীতি হয়ে থাকে তাহলে আমরা কি মনে করতে পারি ? মনতলা কলোনীতে একজন কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রবীর শ্যামকে সরকারী গাড়ী দিয়ে সেখানে কংগ্রেসের নির্বাচনী মিটিং করার জন্য এই এস, ডি, ও, সেখানে পাঠিয়েছেন, এই ভাবে সরকারী অর্থের অপচয় করেছেন। উদয়পুর'এর হাকিম...... ।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাস গুপ্ত :— পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি যে অফিসারদের নাম ধরে এখানে বলছেন, সেটা উনি বলতে পারেন না, কারণ অফিসার এখানে উপস্থিত নেই।

Mr. Speaker:— He is giving here some special instances.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— উদয়পুরের হাকিম শ্রীএস, আর, চৌধুরী, তিনিও এই ভাবে সরকারী জীপ ব্যবহার করছেন, সঙ্গে বি, ডি, ও, সাহেবকেও নিয়েছেন, এবং সমস্ত কংগ্রেস প্রার্থীদের এলাকায় বিস্কুট বিলি করেছেন প্রত্যেক গ্রামে ঘুরে ঘুরে। এই ভাবে প্রত্যেক

হাকিম এবং সরকারী কর্ম্মচারী কংগ্রেসের স্বার্থে এবং কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারে এইসমস্ত সরকারী যন্ত্রকে ব্যবহার করে সরকারী অর্থের অপচয়, জনসাধারণের অর্থ কংগ্রেসের নির্ব্বচনের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। এই যে ব্যয় বরাদ্দের বাজেট এখানে আনা হয়েছে, এটা সরকারী অফিসারদের স্বার্থেই ব্যবহৃত হবে, মূলতঃ জনসাধারণের কোন কাজে আসবে না। খোয়াই ইলেকশান ব্যাপারে এই বি, ডি, ও এবং অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীরা কত গ্যালন তেল অপচয় করেছেন তার কোন হদিস নাই। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ, টাকার বাজেট হচ্ছে এই ইলেকশান ব্যাপারে এবং সেই সমস্ত টাকা রুলিং পার্টির স্বার্থে এবং কংগ্রেসের স্বার্থে সরকারী বাবুরা অপচয় করছেন। এ্যাগ্রিকালচার ডিরেক্টার, কো-অপারেশানের পি, কে. দেববর্ম্মা প্রভৃতি বড় বড় সরকারী কর্মচারী যত আছেন, তারা আজকে নির্ব্বাচনের ব্যাপারে খেটেছেন এবং সরকারী জীপ এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছেন, অনেক সরকারী কর্ম্মচারী আছেন যারা পারসন্যাল কাজে এই সমস্ত জীপ ব্যবহার করে থাকেন, কাজেই আমি একথাই শুধু বলতে চাই যে এই যে বাজেটের অর্থ এখানে চাওয়া হয়েছে, সেটা অপচয় করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেইজন্যই আমি আমার কাটমোশানে তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— No I call on Shri Bidya Chandra Deb Barma M. L. A. to move his Cut Motion.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাট মোশানটা হল—, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা না থাকার প্রতিবাদ'। কারণ আজকে এই তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী যারা আছেন, তাদের একটা ইউ-নিয়ান আছে, সেই ইউনিয়ানের মারফত তারা পে কমিশনের নিকট বেতন বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু সেই বেতন বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। সেই দিক থেকে আমি এবার বলছি যে ত্রিপুরা রাজ্য কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্য, এখানে যারা কর্মচারী আছেন তারা যাতে কেন্দ্রীয় হারে বেতন এবং ভাতা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি এখানে এই কাট মোশানটি রাখছি যাতে অবিলম্বে তার ব্যবস্থা করা হয়। আরও একটা কথা হচ্ছে কর্মচারীদেরবেতনের মধ্যে ও তারতম্য দেখা যায় যেমন কোন ডিপার্টমেণ্টে বা বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টে একই নেচারের বা একই পোস্টে দুজন কাজ করছে, কিন্তু তাদের বেতনের স্কেল দুইরকম, কাজেই যাতে একই পোস্টে, এক রকম বেতন পেতে পারে, এই কাট মোশানের মাধ্যমে আমি আবেদন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত, মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট রাখছি। এই দুর্দিনে এই অল্প বেতনে তাদের পরিবারের ভরণ পোষন করা খুবই কষ্টকর, কাজেই সেই দিকে চিন্তা করে যাতে তাদের দাবী দাওয়াটা মেনে নেওয়া হয়, সেই দাবী আমি এখানে রাখছি, এই বলেই আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Any one from the right ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নামবার ৯'এ আমার একটি কাট মোশান আছে।

Mr. Speaker :— This can not be allowed now.

Mr. Speaker :— I would now call Shri Promode Rn Das Gupta.

Shri Promode Rn. Dasgupta :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি প্রথমে ডিমাণ্ড নাম্বার এইটের উপর যে কাটমোশনগুলি আছে, মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু সেগুলি সম্বন্ধে দুয়েকটা কথা যা বলছেন— to ventilate the grievance of mismanagement in the Chief Electoral Office সেখানে অবশ্য যদি মাননীয় স্পীকার আমাকে অনুমতি দেন তাহলে কিছু বলতে পারি। কারণ এখানে রুলিং পার্টিকে আক্রমন করে কিছু কথা বলা হয়েছে। তবে ইলেকশনের ব্যাপারে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে রুলিং দিয়েছেন —

Mr. Speaker :— No, you cannot discuss on that point.

Shri P, R, Dasgupta :— তাহলে আমি বলছি মূল ডিমাণ্ড সম্পর্কে যে, যে ৪, ৮৬, ••• টাকা ধরা হয়েছে ডিমাণ্ডে আমি তা সমর্থন করছি এবং সমর্থন করে আমি বলছি যে এবার আমাদের যে নির্ব্বাচন হয়েছে তাতে পাকিস্তান থেকে অনেক লোক এসেছে গত নির্ব্বাচনের পরে তাদেরও ভোটার লিষ্টে নাম তোলা হয়েছে এবং সব মিলিয়ে এবারের ভোটারের সংখ্যা হয়েছে ৬ লক্ষ। সেই দিক দিয়ে আমাদের এবারের যে নির্ব্বাচন সমাধা হয়েছে তা সত্যিই একটা অপূর্ব। কারণ একদিনে—

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— পয়েণ্ট অব অর্ডার প্লিজ্। স্যার, আমার বেলায় বন্ধ করে দিলেন আর উনার বেলায় পারমিশন দিলেন। এইরকম পক্ষপাতিত্ব করলে চলবে কি করে ?

Mr. Speaker :— পক্ষপাতিত্ব is unparliamentary. I have not allowed him on this point,

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে বললেন, পক্ষপাতিত্ব আনপার্লামেণ্টারী। এটা কি মাননীয় সদস্য উইথড্র করেছেন ?

Mr. Speaker :— Yes, he has withdrawn this word,

Shri Aghore Deb Barma :— No, no,

Mr. Speaker :— You have not withdrawn ?

Shri Aghore Deb Barma :— No.

Mr. Speaker :— Then I am compelled to request the Hon'ble Member to get out of the House for 15 minutes.

শ্রীপ্রমোদ দাশ গুপ্ত ঃ— আমার মনে হয় এটা চেয়ারকে অবমাননা করা হচ্ছে।

Mr, Speaker :— I request the Hon'ble Member to obey the ruling. I do not want to take any unpleasant step.

Shri S, L, Singh :— Mr. Speaker, Sir, I draw the attention of the House through the Chair, to Rule 272 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly. 'The Speaker may direct any member whose conduct is, in his opinion grossly disorderly to withdraw immediately from the House, and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's sitting.' অতএব আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের দৃষ্টি এই ব্যাপারে আকর্ষন করছি।

শ্রীতড়িৎমোহন দসশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষন করব যে যেহেতু আজকে আমাদের স্পীকার ডিসিশন দিয়েছেন এবং সব জায়গাতে স্পীকারের ডিসিশানকে চরম বলে গণ্য করা হয় এবং সেই হিসাবে যাতে কোনরকম আনপ্লেজেন্ট কিছু না হয় তার জন্য আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি স্পীকারের রুলিং মানবার জন্য।

Mr. Speaker :—Please obey the Chair. Otherwise, I will be compelled to take unpleasant step.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—তাহলে আমাকে দুইটা আইটেম ডিসকাশন করতে সুযোগ দিতে হবে—অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস্ এবং জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে সদস্যকে অনুরোধ করব টু ওবে দি রুলিং অব দি স্পীকার। যদি কোন গ্রিভেন্স থাকে তাহলে আমরা আলোচনা করে প্রসিডিউর ঠিক করব এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমি মাননীয় মেম্বারকে দিচ্ছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—তাহলে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমাদের লীডার অব দি হাউসকে অনুরোধ করব, উনি যেন হাউস অ্যাডজোর্ণ করার জন্য মাননীয় স্পীকারকে অনুরোধ করেন পাঁচ মিনিটের জন্য। কারণ এটা আলোচনার ব্যাপার।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ:—আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করব, আফটার দি রিসেস উই শুড ডিসকাস টুগেদার। মাননীয় সদস্য সেই রুলিংটা মানলে পরে আমরা বসে আলোচনা করে ঠিক করব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা:—তিনি যে কথাটা বলতে চেয়েছেন এটা আমি অ্যাকসেপ্ট্ করব যদি আমাকে জেনারেল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস্ এর উপর আমার যে কতকগুলি কাটমোশন আছে সেগুলি সম্বন্ধে বলতে দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার:—আফটার দি রিসেস্, তিনি বলেছেন আলোচনা করবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা:—আফটার রিসেস আমি বলতে পারিনা। ডিমাণ্ড যদি পাস হয়ে যায় তখন আমার বক্তব্য রাখার কোন সুযোগ থাকবে না।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ:—ডিমাণ্ড ডিপেণ্ড করে আমাদের ডিসকাশনের উপর এবং সেই অনুসারে আমরা ডিসকাশন করব। একটি মাত্র ডিমাণ্ড এবং কাটমোশন এখানে আছে এবং সময়ও বেশী নাই। অতএব আমি মনে করি যে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কিছু বেশী সময় দেবেন যার ফলে আমরা সেটাকে নিয়ে কন্টিনিউ করতে পারি এবং তখন আপনি সময় পাবেন। রিসেসের পরেও আপনি সময় পাবেন, সময় না পাওয়ার কোন কারণ আমি তো দেখছি না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা তো সময়ের কোন প্রশ্ন নয়। আমি আবার লীডার অব দি হাউসকে অনুরোধ করব, তিনি যেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করেন হাউস অ্যাডজোর্ণ করার জন্য। আমরা আলোচনা করে আবার বসব। এটাতো সময়ের কোন প্রশ্ন নয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত:—আমার বক্তব্য হচ্ছে মাননীয় সদস্য যে কোন দাবীই করুননা কেন, তার পূর্বে তিনি যে আনপার্লামেন্টারী মন্তব্য করেছেন, সেই মন্তব্যটাকে প্রত্যাহার করতে হবে, তারপর লীডার অব দি হাউস সেটা বিবেচনা করবেন, আমরাও মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করব স্পীকার মহোদয় যেন আমাদের আলাপ আলোচনায় বসার জন্য কিছুটা সময় দেন এবং হাউস বন্ধ রাখেন।

শ্রী এস, এল, সিংহ:—আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত, মাননীয় মেম্বারকে অনুরোধ করছি যে আমাদের এসেমব্লী এই ম্লোটে সুরু করলাম, আমাদের ইতিহাস খুব বিরাট নয়। আমরা আনুগত্যের মধ্য দিয়ে, এই এসেম্বলীকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে আসছি। আমি মাননীয় মেম্বারকে অনুরোধ করব তিনি যেন স্পীকারের রুলিং মেনে নেন, মেনে নিলে

পরে নিশ্চয় আমরা এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা করব। যে কথা তিনি ক্রোধ ভরে বলেছেন সেটা আনপার্লামেণ্টারী, এটা তিনি স্বীকার করেছেন এবং সেটা তিনি অনুভব করেছেন, কাজেই আমি আশা করব উনি সেটাই উইদ ড্র করবেন, উইদ ড্র করলে পরেই আমরা বসে অন্যান্য বিষয়ে আলাপ আলোচনা করব।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা জিনিষ পরিস্কার, লীডার অব দি হাউস যে কথা বলেছেন, আমরা বরাবরই স্পীকারের রুলিং মেনে আসছি। কিন্তু আজকে এই হাউসের মধ্যে জেনারেল এডমিনিষ্ট্রেশান এবং এডমিনিস্ট্রেশান অব জাস্টিস্'এর উপর একটি মাত্র কাটমোশান দিয়েছি। কাজেই আমাকে এই সম্বন্ধে না বলতে দেওয়া, অর্থাৎ আমার যে দায় দায়িত্ব সেটা পালন করতে না দেওয়ার প্রতিবাদ হিসাবেই আমি এটা মানতে পারছিনা। যদি লীডার অব দি হাউস এই প্রতিশ্রুতি দেন যে হাউস ইমিডিয়েটলি এডজোর্ণ করে আলাপ আলোচনা করে' আমাকে কাট মোশানের উপর বলতে দিতে রাজী থাকেন, তাহলে আমি বিচার বিবেচনা করব, হোয়েদার আই উদ ড্র ইট অর নট।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি আগেই বলেছি যে মাননীয় সদস্য সেটা প্রথমে উইদড্র করবেন, তারপর আমরা বসে সেটা আলাপ আলোচনা করব।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ— পক্ষপাতিত্ব কথাটা আনপার্লামেণ্টারী কিনা আমি জানতে চাই।

শ্রীতড়িতমোহন দাস গুপ্ত ঃ— কোন স্পীকারকে পক্ষপাতিত্ব বলাটা আনপার্লামেণ্টারী।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় মেম্বার শ্রীঅঘোর বাবু মহাশয়কে বারবার অনুরোধ করছি এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে উনি যদি স্পীকারের রুলিং মানেন, তার যে কোন সর্ত্তই আমরা মেনে নিতে রাজী আছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লীডার অব দি হাউস, এই হাউসের মধ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি যে কোন সর্ত্ত মেনে নিতে রাজী আছেন অতএব আমি এই যে পক্ষপাতিত্ব কথাটা, সেটা উইদড্র করে নিচ্ছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে আমি অনুরোধ রাখব উনি যেন পনের মিনিট সময় আমাদের দেন, আমরা বসে আলাপ আলোচনা করে যাতে এটা ঠিক করতে পারি।

Mr. Speaker :— After recess.

Shri S. L. Singh .— No, just now we shall discuss and decide the

matter. After 15 minutes we shall meet again.

Mr, Speaker :— Alright, the House is adjourned for 15 minutes.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাস গুপ্তঃ— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৮ সম্বন্ধে আমার যে বক্তব্য হাউসের সামনে রেখেছি, এটা হচ্ছে ত্রিপুরায় এবার যে ইলেকশান হয়েছে এবং ত্রিপুরার যে ভৌগলিক অবস্থা, সেই অবস্থার মধ্যে প্রায় ছয় লক্ষ ভোটার, সেই ভোটারের নাম গ্রামে গ্রামে ইনিউমারেটাররা যেভাবে গ্রহণ করেছেন, সেটা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। প্রত্যেকটি লোককে, প্রতিটী স্তরে নাম এনলিস্ট করার জন্য স্কোপ দেওয়া হয়েছে। প্রথমে ইনিউমারেটাররা ইনিউমারেট করেছে, তারপর যাদের নাম বাদ পড়েছে, তাদের নাম দেবার জন্য প্রতিটি স্কোপ দেওয়া হয়েছে। দশ পয়সা করে ফী দিয়ে ফর্ম নিয়ে যারা প্রার্থনা করেছেন এবং সত্যকার ভারতীয় নাগরিক বলে প্রমাণ করতে পেরেছেন তাদেরই ভোটার করা হয়েছে। তারপর ৫০ নয়া পয়সা করে ফী দিয়ে ফর্ম নিয়ে যারা আবেদন করেছেন তাদের ভোটার করা হয়েছে এবং এদিক থেকে অর্থাৎ ভোটার করার দিক থেকে কোনরকম গাফিলতি সরকার পক্ষ থেকে হয়নি। এদিক থেকে দেখতে গেলে যে দুরুহ কার্য তারা সমাধা করেছেন। সেই অনুসারে দেখতে গেলে পরে যে অঙ্ক ইলেকশান বাবদ রাখা হয়েছে দেখছি, সেটা খুব বেশী নয়। ত্রিপুরায় এবার যেভাবে একদিনে সমস্ত জায়গায় শান্তিপূর্ণ ভাবে ইলেকশান হয়ে গেল, তার জন্য আমি চীফ ইলেকটর্যাল অফিসারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এই যে ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৮, তাকে আমি সমর্থন করছি।

তারপর ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৯ সমন্ধে বলতে গিয়ে যে কাটমোশান শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা মহাশয় রেখেছেন.—'সরকারী জীপের অপব্যবহারের প্রতিবাদ', অর্থাৎ যখনই নির্ব্বাচনে হেরে যায় এবং হারাটা যখন খুব সাংঘাতিক হয়, তখনই অনেকে প্রলাপ বকে এবং অনেক রকম দুঃস্বপ্ন দেখে, সেই দুঃস্বপ্ন তারা দেখতে আরম্ভ করেছেন এবং সেই দুঃস্বপ্ন থেকেই বলছেন যে এস, ডি, ও কংগ্রেসের প্রচারের কাজে নেমেছেন এবং হৃদয় নাথের বাড়ীতে গিয়েছেন, হারিয়ানা গিয়েছেন, তবে হারিয়ানা পাঞ্জাবে আছে আমরা জানি, মোহনপুরে আছে বলে আমরা জানি না, এতেই বুঝতে পারবেন মাননীয় স্পীকার মহোদয় যে তা মাননীয় সদস্য যিনি এই অভিযোগ করেছেন, তিনি সব জায়গায় কানে দেখেছেন, চোখে দেখেননি। অতএব কানে দেখার যে কি পরিনাম হয়, সেটাই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। এস, ডি, ও গোপালনগর গিয়েছেন, তারপর সাবড়ুবিয় গিয়েছেন, যেতে পারেন। এস, ডি, ও শান্তি রক্ষার্থে, যাতে সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাচন চলে, তার জন্য প্রত্যেকটি কনস্টিটিউয়েনসীতে তাকে যেতে হয়েছে এবং জীপ নিয়েই তাকে যেতে হচ্ছে। পাহাড়ের অভ্যন্তরে যেখানে বাজার জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেই চাঁচুর বাজার, সেখানে গ্রামবাসীদের উপর যখন চাপ দেওয়া হচ্ছে যে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে

ভোট না দিলে পরে তোমরা এখানে থাকতে পারবেনা। সেখানে দীঘালিয়া বাজারকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হচ্ছে তোমরা যদি কমুনিষ্ট পার্টিকে ভোট না দাও, বাজার খোলা হবে না, ধান বিক্রী বন্ধ, কাজ বন্ধ। সেইসব যদি তদন্ত করতে হয়, তাহলে জীপ চলবে এবং জীপের পেছনে পয়সাও খরচ হবে। তাদের এই যে সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ, নির্ব্বাচনের আগে দুই মাস যাবত মোহনপুর অঞ্চলে এই বিরোধী দল'এর প্রার্থীরা চালিয়েছিল, সেই যে অত্যাচার চালিয়েছিল, সেই অত্যাচারকে বন্ধ করে, সাধারণ নাগরিক যাতে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা হারিয়ে না ফেলে, ঠিক মত বিচার করে ভোট দিতে পারে সেই শান্তি রক্ষার দায়িত্ব এস, ডি, ও মেজিস্ট্রেট যারা আছেন, তাদের। সেই শান্তি রক্ষার জন্য সমাজ বিরোধী কাজ করেছেন, বাজার বন্ধ করে রেখেছেন, ধান বিক্রী বন্ধ করেছেন, এমন কি হাটেও যাওয়ার জন্য তারা বাধা দিয়েছেন। কুচরাই দেববর্ম্মা যখন হাটে গিয়েছিল তখন তাকে মেরে হাসপাতালে পাঠান হয়েছিল। তার তদন্ত করতে এস, ডি, ও,র গাড়ী যাবে। তার একমাত্র দোষ ছিল যে সে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে ভোট দেয় নাই, কংগ্রেসকে সমর্থন করছে। নাগরিক অধিকার তার আছে এবং সেই দিক দিয়ে অজ কালকার সমস্ত নাগরিক সচেতন এবং যেহেতু তারা সচেতন সুতরাং তারা বিচার বিবেচনা করে ভোট দেবেন এবং দিয়েছে। জীপ গাড়ী প্রবীর শ্যামের বাড়ীতে গিয়াছিল আসার তাকে নিয়ে থানায় গিয়েছিল, এইসব তারা কোথায় দেখেছেন জানিনা। শুধু তাই নয় কংগ্রেসের যে নেতৃবৃন্দ যারা জনসাধারণের আস্থাভাজন তাদের আজ জনসমক্ষে মসীলিপ্ত করবার জন্যই এই অপপ্রচার। তার সাথে সাথে যে সরকারী কর্ম্মচারী সে তার দায়িত্ব পালন করছে। চাকরী নেওয়ার পরে সার্ভিসের প্রতি তার যে আনুগত্য সেই আনুগত্য প্রতিপালন করতে গিয়ে সে সেখানে গিয়েছে। তার জন্য এই যে অপপ্রচার সেই অপপ্রচার হচ্ছে। নির্ব্বাচনে হেরে গিয়েছেন তার জন্য যে একটা প্রতিক্রিয়া এবং তার যে প্রলাপোক্তি সেটা প্রকাশ করা ছাড়া আমি কাটমোশানের মধ্যে আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বিস্কুট বিতরণের ফলে কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করেছে; এইসব যে বক্তব্য এর মধ্যে কোন স্পেসিফিক চার্জ নাই। কোন নাম নাই। এমন কি হাউসের সামনে তারা বলতে পারেন নি যে অমুক নাম, অমুক ভোটাররা তার কাছে নালিশ করেছে এবং কারা কারা বলেছেন তারও কোন নাম এখানে নাই। আর খোয়াইয়ের কথা বলেছেন। সেখানে শুধু নাম বলেছেন অ'র মনগড়া কতগুলি প্রলাপোক্তি করেছেন এই কাটমোশানে। কিন্তু সরকারী গাড়ী আজ কাল ব্যবহার করতে হবেই। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে হলে সময় বাঁচানো'র জন্য জীপ গাড়ীর দরকার। কারণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জনসাধারণের অভিযোগকে দূর করবার জন্য জীপ গাড়ীতে যেতে হয়। এইসব ব্যাপায় নিয়ে সরকারী কর্ম্মচারী যাদের কাজ হল ত্রিপুরার উন্নতি করা তাদিগকে যদি এভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় তাহলে তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। তাই আমি আবেদন করব যে যদি তারা অন্যায়ভাবে বা বেআইনী

ভাবে গাড়ী ব্যবহার করেন এবং নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন, যদি তার মধ্যে কোন দুর্নীতি থাকে তাহলে তারা লিখিতভাবে চীফ সেক্রেটারী অথবা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অথবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। যদি কোন মাননীয় সদস্য এইরকম লিখিত স্পেসিফিক চার্জ আনতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই আমি জানি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অথবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা তার তদন্ত করবেন। কিন্তু লিখিত কোন অভিযোগ নাই একটা শুধু আষাঢে গল্প বানিয়ে এইভাবে বিধান সভায় বাজীমাত করবার অপচেষ্টা সমর্থনযোগ্য নয় এবং এটাকে কোন সুস্থ মস্তিস্ক ব্যক্তি সমর্থন করবে না। তারা শুধু দেখছেন এগ্রিক্যালচার ডাইরেক্টরের গাড়ী, কোঅপারেটীভ ডাইরেকটারের গাড়ী শুধু বাজারে আর শ্বশুর বাড়ীতেই যাতায়াত করছে। জনসাধারণের কোন কাজে লাগছে না। কিন্তু কাজের রিপোর্ট যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে ৬১ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে কৃষির খাতে এবং সমবায়ের খাতে যে খরচ হচ্ছে এবং তার মাধ্যমে যে কৃষিঋণ, উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা এইসমস্ত কি শুধু বাজার আর শ্বশুর বাড়ীতে গেলেই হয়? তাত হয় না। অতএব সেসব অপপ্রচার সরকারী কর্ম্মচারীদের অযথা হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই করা হয়ে থাকে। আমার মনে হয় বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ বিচার করে দেখবেন যে সরকারী কর্ম্মচারী যাদের উপর আমাদের ত্রিপুরার উন্নতি বিধানের দায়িত্ব এবং কাজের ভার আপনারা দিচ্ছেন, এই বিধানসভার প্রস্তাব নিয়ে সেই কাজকে বাস্তবে রূপায়িত তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে করতে পারে তার জন্য আমাদের সকলকেই সহযোগিতা করতে হবে। কিন্তু এই সহযোগিতা না করে জনসাধারণের কাছে যদি তাদের এইভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় তাহলে তাদের মনে উৎসাহ বা ইনস্পিরেশন আসবে না!

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। মায়ের চেয়ে যে ভালবাসে তাকে সাধারণতঃ ডাইনী বলে। কারণ সরকার এইসব কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেছেন এবং কার্য্যেও রূপায়িত করেছেন। যদি একবার '৬৩-৬৪ এবং '৬৫-৬৬ সালের বাজেটের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে প্রতি বৎসরই এনহেন্সমেন্ট অব ডি, এ, অথবা এনহেন্সমেন্ট অব পে এর খাতে টাকা বাড়ছে। তবে সত্যি কথা যে আজকে যে মূল্যবৃদ্ধি তার সাথে সঙ্গতি রেখে তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের যে বেতন তা ঠিক পর্য্যাপ্ত এই কথা আমি বলব না। আমার কথা হচ্ছে এই যে, সত্যিই আমাদের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা যে বেতন পান তাতে এই মূল্যবৃদ্ধির দিনে সংসার চালানো কষ্টসাধ্য। কিন্তু তাই বলে সরকার তো চুপ করে বসে নেই এবং সেই দিকে তার প্রচেষ্টা আছে। আমার মনে হয় তাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ছিল সরকাকে যে চলুন আমরা সবাই মিলে তাদের কথা চিন্তা করি। কিন্তু তা না করে শুধু এই সরকার কিছুই করেনি এবং তাকে বরবাদ করে দেওয়া, একেই বলে মায়ের চেয়ে যে বেশী ভালবাসে সে ডাইনী।

It is nothing but a political stunt. অর্থাৎ তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে একটা বাহবা পাওয়ার জন্য, এখানে একটা কাট মোশান এনে দেখাতে চেয়েছেন যে "দেখ ভাই তোমাদের জন্য আমরা কেঁদে মরছি, অতএব তোমরা আমাদের ইউনিয়নে আস, একমাত্র আমরাই তোমাদের পথ দেখিয়ে উদ্ধার করতে পারব। আমরা যদি সরকার গঠন করতে পারি, তাহলে তোমাদের দোতালা করে দেব," এই যে পলিটিকেল স্টান্ট, সেটা কর্ম্মচারীরা ভালভাবে বুঝে। আজকাল আর সেই অবস্থা নেই যে তারা বুঝতে পারেনা। কারণ চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দিকে লক্ষ্য যখন রাখে তখন মনে করে, ওরা যদি সরকার গঠন করে, ওরা যদি ক্ষমতায় আছে, তাহলে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যে অবস্থা, সেখানে যে ডিক্টেটারশিপ এবং কথা বলবার ক্ষমতা নাই, এ্যাসোসিয়েশান বা কোন একটি সমিতি করবার বা ট্রেড ইউনিয়নের রাইট থাকবেনা, এই সব ক্ষমতা যে দেশে নাই, সেই দেশের আদর্শে যারা বিশ্বাস করে, অন্ধের মত ব্লাইণ্ড ওয়ারশিপার যারা তারা যখন শাসন ক্ষমতা পাবে, তখন তারা কি সুবিধা যে দেবে সরকারী কর্ম্মচারীরা তা বুঝতে পারে। অতএব তারা যত চীৎকারই তাদের জন্য করুননা কেন, আমার বিশ্বাস আছে যে তারা তাদের এই পলিটিক্যাল স্টান্টকে বিশ্বাস করবেন না। সরকারের যে নীতি এবং পলিসি গ্রহন করেছেন, জিনিষ পত্রের যে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই তাদের যাতে ফেমিলি বাজেট ডেফিশিট না হয়, তা গ্রহণ করেছেন। তারপর 'দুর্নীতি দমনে, সরকারী ব্যর্থতা'। এই সম্পর্কে তারা অবশ্য কোন কিছু বক্তব্য রাখেন নি, রাখেন নি এই জন্য যে কাট মোশান দেওয়ার সময় খুব উত্তেজিত ভাবে দিয়ে ছিলেন। কিন্তু হাউসে যখন আসলেন তখন তাদের কাছে কোন পার্টিকুলার্স নাই, কোন কাগজ পত্র নাই, তাই তারা দুর্নীতি দমনে সরকারী ব্যর্থতা সম্পর্কে কোন কিছু বলতে পারেন নাই।

তারপর আর একটি কাট মোশান গ্র্যান্ট নাম্বার ১০, সেখানে বলছে—'to ventilate the grievance on non—separation of executive from Judiciary'. সেই সম্বন্ধে পূর্ব্বে এই হাউসে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে এবং অবিলম্বে যত শীঘ্র পারা যায় এই প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করার জন্য সরকার বিবেচনা করছেন। ধীর এবং সবল পদক্ষেপ সে কাজ এগিয়ে চলেছে অতএব। এখানে একটা কাট মোশান রাখার কোন অর্থ হয় না। দ্বিতীয় কাট মোশান সম্পর্কে আমি পূর্ব্বের কাট মোশানেই বলেছি যে রিভিশান অব পেস্কেল ইত্যাদি হচ্ছে, সেই দিকে উনারা নজর রাখেন না এবং জানেন না যে এ' রিভিশান অব পেস্কেল করতে হলে পরে দিল্লীতে সেটা পাঠাতে হয়, সেখানকার মঞ্জুরী নিতে হয়, সেটা সময় সাপেক্ষ। যখন সেটা এ্যপ্রুভড হয়ে আসে, তখনই সেটাকে ইম্পলীমেণ্ট করা হয় যদি কোন রকম টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টী না উঠে। অনেক সময় অনেক পেস্কেল রিভাইজড হয়ে আসার পর ও দেখাযায় একটানা একটা টেকনিক্যাল পয়েন্ট এ্যারাইজ করে, আবার সেটাকে রেফার করতে হয়, এবং তার জন্য অনেক সময় দেরী হয়।

'মামলা মোকদ্দমায় অস্বাভাবিক কালপেক্ষ'। অবশ্য তারা এই সম্বন্ধে কোন পার্টিকুলার কেস্ দিতে পারেন নাই, কোন্ মকদ্দমা কত বছর যাবত ঝুলছে। তবে আমি মাননীয় মন্ত্রীর নিকট এই আবেদন রাখব যে মামলা মোকদ্দ ব্যাপারে যাতে খুব তাড়াতাড়ি ডিসপোস্ড্ হয়, তার জন্য একটা স্বক্রিয় ব্যবস্থা যাতে উনারা গ্রহণ করেন। কারণ গ্রামের কৃষক অত্যন্ত গরীব, দিনের পর দিন যদি একটা মোকদ্দমার ডেট পড়ে, ছয় মাস বা এক বছর ধরে যদি চলতে থাকে, তাহলে তাদের অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়, আর্থিক যে দুর্গতি তাদের ভোগ করতে হয়,সেটা সবাই জানেন। তাই আমি সেই দিক থেকে সরকারের কাছে আবেদন রাখব যদিও আমি জানি সরকার সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। এই বলেই আমি ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্ট নাম্বার ৮,৯,১০, এখানে রাখা হয়েছে তাকে আমার সমর্থন জানাচ্ছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যে কাট মেশানটা ছিল, সেটা হচ্ছে চীফ ইলেকটর্যাল অফিস সংক্রান্ত এবং এম্পলয়ীজ সংক্রান্ত। কাজেই চীফ ইলেকটর্যাল অফিসার বা ইলেক্শান কমিশান এর বিরুদ্ধে আমার বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল না। আমার মূল বক্তব্য ছিল। এখানে আমি চিঠিটার উল্লেখ করতে চেয়েছিলাম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের পার্মিশান নিয়ে। অভিযোগটা চীফ ইলেক্টোর্যাল অফিসারের বিরুদ্ধে নয়, উনার কাছে অধীন যে সমস্ত কর্মচারীরা অভিযোগ করেছেন এবং তার রেফারেন্সেই যে একটা চিঠি লেখা হয়েছিল, সেটাই আমি উদাহরণ স্বরূপ এখানে উল্লেখ করতে চেয়েছি।

To the Chief Electoral Officer,
Government of Tripura. Agartala.
Sub : Illegal entrance in the Voter List.

Sir,

It is learnt on 16. 1. 67 that a list of about 1500 persons from Charilum and Bisalgarh Assembly Constituency has been accepted by the Electoal Registration Officer, Sadar. The application for enrolment on the day was not duly filled in with non-judicial stamp which is necessary according to Act. There are witness to prove that above stated list of persons were accepted by the A. R O. without non-judicial stamps. I strongly protest against this kind of practice against the A R.O., Sadar etc. etc,

এই যে চিঠিটা সেটা আমি উদাহরণ স্বরূপ এখানে রাখতে চেষ্টা করেছিলাম যে কিভাবে ইলেকশানের সময় নাম উঠানোর ব্যাপারে ইলেকটর্যাল অফিসের এমপ্লয়ীজরা পক্ষপাতিত্ব করে

নাম উঠিয়েছেন সেটা দেখবার জন্য। এখানে মাননীয় সদস্য দাসগুপ্ত বলেছেন আমরা কোন পার্টিকুলার্স দেই নাই, কোন ঘটনার উল্লেখ করি নাই। উনার মুখ আছে, তিনি তা বলতে পারেন, অনেক কিছু বলেছেনও। কিন্তু পার্টিকুলার্স দিয়েই আমরা অবজেক্‌শান দেই, হাওয়ার উপর দেই না। ঘটনা এবং তথ্য দিয়েই প্রতিবাদ করা হয়, সেই ঘটনাই আমি এখানে পরিবেশন করছি। সেটা হচ্ছে বিশ্রামগঞ্জের মধ্যে, ১০০র মত লোক হবে, অন টুয়েলভ্‌থ তারা একটা লিস্ট সাবমিট করেছেন উইদআউট স্ট্যাম্প। তারপর চড়িলাম থেকে এইভাবে প্রায় ৩৭০ জন, লালসিংমুড়া থেকে প্রায় ৩০০ জনের উপর, এ্যাপলিকেশন সাবমিট করেছেন উইদাউট স্ট্যাম্প। কথা হচ্ছে এই যে উইদাউট স্ট্যাম্প দেওয়া হল, পরবর্তী সময়ে আমরা যখন শুনেছি, তখন আমরা ইলেকশানের কাজ কর্ম করতে সুরু করেছি। তখন একজন ভদ্রলোকের মারফত আমরা শুনতে পেলাম এ'খানকার অর্থাৎ চড়িলাম কনস্টীটিউয়েন্সীর যে কংগ্রেস প্রার্থী, উনি নিজের পকেট থেকে ছয়শত টাকা দিয়ে স্ট্যাম্প কিনে পরবর্তী সময়ে নাকি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন; অর্থাৎ ঐ, যে প্রার্থী, তিনি নিজে এই নামগুলি ডাইরেক্‌ট করে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে স্ট্যাম্প পরে দেওয়া হবে। এই কন্সিডারেশনে এইগুলিকে গ্রহন করা হয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনাই আমি এখানে রাখতে চেষ্টা করছি। এই সমস্ত লোকের অধিকাংশই সিটিজেনশিপ কার্ড দাখিল করতে পারে নাই, তথাপি তাদের এপলিকেশন গণ্য করা হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে এই নামগুলিকে ভোটার লিষ্টে তোলা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— আর একটা কথা হচ্ছে যে পরবর্ত্তী সময়ে সাপ্লিমেণ্টারী ভোটারলিষ্ট যেটা বের হল সেটা আমাদিগকে মাত্র নির্ব্বাচনের দিন দেওয়া হল। ঐদিন দুপুরে আমাদের হাতে গিয়ে পৌঁছল। কাজেই তখন বিভিন্ন পোলিং ষ্টেশনে গিয়ে ডিষ্ট্রি বিউট করার সময় ছিল না। আমরা এটা ব্যবহার করতে পারলাম না। আমাদের বিপক্ষ দল কংগ্রেস পার্টি ঠিকমত পেরেছেন কিনা জানিনা। তবে আমার হাতে গিয়ে পৌচেছে সেদিন দুপুরে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে যদিও আজকে কথার জোরে তাঁরা বলতে চাইছেন, খুব ফ্রি এণ্ড ফেয়ার ইলেকশান হয়েছে কিন্তু এই কথা বলার মত কোন কারণ আমি দেখিনা। এর উপর অবশ্য আরও বিভিন্ন ঘটনা আছে। কিন্তু এইগুলি বলে কোন লাভ হবে না। আমি একথা পূর্ব্বেও বলেছি যে ইচ্ছাকৃত ভাবে মনিপুরী এবং মুসলমানকে যথা সম্ভব ভোটার লিষ্ট থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বারবার ফরম ফিল আপ করে নাম তোলার চেষ্টা করেও তাদের নাম বাদ পড়ে গেল ভোটার লিষ্ট থেকে। আমি নিজে পার্সোন্যালী উপস্থিত থেকে তাদের নাম দিয়েছি। কিন্তু সাপ্লিমেণ্টারী লিষ্টে তাদের নাম বাদ পড়ে গেল। এই হচ্ছে মিসম্যানেজমেণ্টের কথা। কাজেই আজকে হয়ত রুলিং পার্টি থেকে তারা খুব মশগুলে আছেন জয় জয়কার হয়েছে তাদের। সেই দিক দিয়ে

উনি হয়ত ভাবছেন যে ফ্রি এণ্ড ফেয়ার ইলেকশান হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরাতে যে নির্বাচন হয়ে গেল তা মোটেই ফ্রি এণ্ড ফেয়ার হয় নি। যাক এই সম্পর্কে আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না। ডিমাণ্ড নাম্বার নাইনের মধ্যে আমার একটা কাট মোশান আছে। সেটা হচ্ছে পে অব মিনিষ্টার এণ্ড ডেপুটি মিনিস্টার। আজকে তুলনামূলক ভাবে ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যান্য রাজ্যের মন্ত্রীরা ইচ্ছা করে বেতন কম নিচ্ছেন। সেই দিক দিয়ে আজকে ত্রিপুরার বাজেটে ঘাটতি। ত্রিপুরার কোন আয় নাই। আমরা প্রধানতঃ কেন্দ্রের টাকার উপর নির্ভর করেই সবকিছু করছি। কাজেই সেই দিক দিয়ে মিনিস্টারদের স্যাক্রিফাইস করা উচিত এবং উনারা বর্তমানে যে হারে বেতন নিচ্ছেন এটা কমিয়ে অন্তত: অর্ধেক করা উচিত বলে আমি মনে করি। তারপর জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে খুব বিস্তারিত আমি বলছি না। ত্রিপুরার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কিভাবে তা চলছে তার কয়েকটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করা দরকার। একটা ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করতে চাই। সেটা হচ্ছে মহকুমা শাসক কর্তৃক মোটর চালক প্রহৃত হওয়ার অভিযোগ। 'আগরতলা, ২৩শে মার্চ। গত ২০শে মার্চ উদয়পুরের মহকুমা শাসক জনৈক চালককে প্রহার করেছেন বলে এক গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ টি, আর, টি ৩০০ জীপের চালক শ্রীগণেশ দেব ঐদিন বিলোনীয়া হইতে যাত্রী নিয়ে আসার সময় যাত্রী অবতরণের জন্য বীরচন্দ্র বাজারে গাড়ীটা থামায়। সেই সময়ে বিলোনীয়ার দিক হতে অপর একটি জীপ টি, আর, টি, ৩১২ পূর্বোক্ত গাড়ীর সামনে দাঁড়ায় এবং উহা হইতে এস, ডি, এম, স্বয়ং নামিয়া আসিয়া তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং চুলে ধরিয়া থামায়—

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 2 P M. The member speaking will have the floor.

RULING ON POINT OF ORDER

Mr Speker :— I am giving my ruling on the Point of Order raised by Hon'ble Member Shri U, K, Ray.

'I am at a loss to understand how Hon'ble member Shri U, K, Roy Came to a Conclusion that the Assembly Secretariat did not properly deal with the questions to send it to the Minister-in-Charge of the Department to which it relates after rectification The position is that the Hon'ble member Shri Aghore Deb Barma addressed the question to the Minister-in Charge, Public Works Department, but as the subject matter of the question relates to Local Self Govt Department, the Secretary, Legislative Assembly with my approval rightly sent this to the Minister-in-charge of Local self Govt. department The misunderstanding

has taken place for the members notice addressed on the body of the question to the wrong Minister-in-Charge of the Public works Department. List of questions was also sent to all members inculding the Minister-in-Charge of Local Self Govt, department. Whatever might be the position, the procedure of answering questions addressed to wrong Ministers is as follows :—

In case of questions which is addressed to a Minister not responsible for the subject matter of the question, and where both the appropriate Minister and the Minister actually addressed answer questions on the same day, the questions will be answered by the appropriate Minister on the day on which it appears on the order paper, In case the two Ministers Concerned answer questions on different days, and if the question has already appeared on the Agenda as addressed to the wrong Minister, it will be deleted from the list of questions for that day with due intimiation to the questioner. In the meantime, the department to whose representative the question has been addressed will have informed the Secretary to which Minister the question should have been addressed. The question will then, without further reference to the questioner, be entered in the list of questions for the first-day appointed for the answer of questions by the Minister concerned for which the question list has not already been issued provided that the questioner has not exhausted his quota of three starred questions for that day. If he has already exhausted his quota the question will be included in the list of questions for a day in the subsequent week alloted to that Minister.

I would however, fix up another day for reply of this question according to the procedure Hon'ble Member please go on

Sri Upendra kr Roy. :—Here is a certain convention which was followed in this House Of the Tripura Lagislative Assembly Several instances to that effect will be found if the papers and records are checked and compared.

Mr Speaker:— I am not aware of any such convention

Shri Aghore Deb Barma, :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনাকে rule 41 (2) refer করতে বলব। সেখানে বলা আছে যে A question

shall be replied on the date on which it is listed. If the information required by the members is not available, the Minister shall state the position accordingly and the Speaker may allow such further time as he may under the circumstances deem proper and fix a date for the answer তিনি নাও করে দিতে পারেন, অথবা materials being collected একথা বলেও তিনি avoid করনে পারেন।

Mr. Speaker :— I have already given my ruling.

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বক্তব্যটার reference টানছিলাম। এভাবে হাকিমববুরা জনতার উপব অন্যায় ভাবে উৎপীড়ন কবেন। এই সম্পর্কে উদাহরণ স্বরূপ আমি বলছিলাম। যাহা হউক বিস্তৃতভাবে সবটুকু আমি বলতে চাইছি না। মোটামুটি ভাবে সেই দিনের কথা আমি বলতে যাচ্ছিলাম। হাকিমবাবু ড্রাইভারকে চুলে ধবে গাড়ী থেকে নামিয়ে থাপ্পড় দিয়েছিল। দেওয়ার পর সেই ড্রাইভারকে ভইকোড়া থানার মধ্যে লইয়া যাইতে নির্দ্দেশ দেন। তারপর গাড়ীর যাত্রীগণের অনুরোধে হাকিমবাবু ৫০ টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেন। হাকিমবাবুর গাড়ীর মধ্যে একজন ভদ্রমহিলাও ছিলেন। ঐ ভদ্রমহিলা বললেন তোমাকে ৫০ টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হল। হাকিমবাবু তো বললেনই, ঐ ভদ্রমহিলাও হাকিমের সঙ্গে সঙ্গে বললেন। তখন ঐ ড্রাইভারের নিকট ৫০৲ ছিলনা। মাত্র ১৫ টাকা ছিল। ১৫৲ টাকা দিয়ে কোন প্রকারে release হয়ে আসল। তারপর আগরতলা Motor Owners' Association এর পক্ষ থেকে Union Secretary D. M, এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তখন জেলা শাসক এই সম্পর্কে তদন্ত করে উপযুক্ত বিচার করা হবে বলে আশ্বাস দিলেন। এরপর A. D. M. কে তদন্তের জন্য পাঠানো হল। Motor Owners' Association এর Union Secretaryও সঙ্গে যান। উদয়পুর বাংলার মধ্যে সাক্ষীদের ডেকে নিয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। যেখানে ঘটনাটা ঘটেছিল সেখানে যেতে বললে A. D. M. কিছুতেই সেখানে যেতে রাজী হলেন না। বাংলার মধ্যে বসলেন এবং সেখানে সাক্ষীদের সাক্ষ্য নেওয়া হল। নেওয়াব পর দেখা গেল যে হাকিমবাবু যে ড্রাইভারকে মারলেন একথাটা সাক্ষীদের জবাবে প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠল। শেষ পর্য্যন্ত জায়গায় তো তিনি গেলেনই না, কোন রকমে Compromise করলেন। হাকিমবাবুকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল যে গাড়ীর ঐ ভদ্রমহিলাটি কে। তখন হাকিমবাবু বলেন যে ঐ ভদ্রমহিলা তাহার স্ত্রী। আমার কথা হল, আজকে এই যে অন্যায়টা হল তার বিচার হওয়া দরকার। আর একটা ঘটনা সম্বন্ধে আমি বলছি। ড্রাইভারের নাম হল শ্রীপরেশ সাহা গাড়ার নম্বর TRA ৮২৩। ধর্মনগর হতে আগরতলায় বাস সার্ভিস খুব কম। কাজেই সেখানে যাত্রীদেব ভীড়খুব অস্বাভাবিক থাকে। বাধ্য হইয়া অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ড্রাইভার বা যাত্রীদের ট্রাকের মধ্যে উঠাইতে হয়। Zonal S. D. O Northern Division ৮২ মাইলের কাছাকাছি একটা জায়গার মধ্যে ধবে

২০০ টাকা জরিমানা করলেন। তার কাছে তখন ২০০ টাকা ছিলনা। নগদ ২০ টাকা আদায় করা হল এবং তার লাইসেন্স সিজ করা হল। তারপর Court এ তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা হল। Case করার পর লাইসেন্স না থাকলেও মামলা সাপক্ষে যাতে সে গাড়ী চালাতে পারে তার জন্য একটা সার্টিফিকেট কোর্ট থেকে তাকে দেওয়া হল। ঐ সার্টিফিকেট মুলে সে যখন আবার গাড়ী চালাতে আরম্ভ করল তখন আবার ঐ Zonal S.D.O. তাহাকে লংথরাই টিলার মধ্যে পাকড়াও করে ৫০০ টাকা জরিমানা করলেন। তার সাথে তখন এত টাকা ছিলনা। মাত্র ৪০ টাকা ছিল তার সাথে। ঐ ৪০ টাকা আদায় করলেন আগের ২০০ টাকার মধ্যে ২০ টাকা নিয়েছিলেণ, এই ৪০ টাকা পূর্ব্বের ২০০ টাকা আদায় হিসাবে তাহাকে শ্লিপ কেটে দিলেন। দেওযাব পর ড্রাইভার যখন Zonal S. D. O. কে বললেন এই সম্পর্কে টাকা দেওয়াব এখন প্রশ্ন উঠে না, সেই Case কোর্টে চলছে। তখন হাকিমবাবু বললেন তোমাকে টাকা দিতেই হবে, না দিলে চলবেনা। ২০০ টাকা তো আছেই, তদুপরি আরও ৫০০ টাকা তোমাব জরিমানা করা হল। জরিমানা করার পর ঐ ড্রাইভারকে বাধ্য হয়ে কোর্টে আশ্রয় নিতে হল। তারপর কোর্ট থেকে যখন তার কাছে চিঠি গেল তখন সে বলল এটা আমার অন্যায় হয়েছে—অর্থাৎ কোর্টে মামলা pending থাকা স্বত্বেও কি করে আবার ২০ টাকা আদায় করে ২০০ টাকার রসিদ দিলেন সেটা আমি বুঝতে পারলাম না। তাবপর কোর্ট থেকে যখন নোটীশ গেল তখন কিভাবে Compromise করে টাকাটা ফেরত দেওয়া যায় সেই চেষ্টা করতে লাগলেন। কাজেই আজকে দেশের এবং দশ জনের সুবিধার জন্য, বিচারের জন্য যাদের আমরা Zonal S D O এর পদে রাখছি, Northern Division এর কথা আমি এখানে উল্লেখ করে বললাম, তারা মনে করেন তারা এক একজন Chief Comissioner ওনাদের উপরে আর কেহই নাই। তারা অন্যায় ভাবে মানুষকে জরিমানা করে, মার-ধোর করে। কাজেই দেশের জনসাধারণ তাদের নিকট থেকে সুবিচার আশা কয়তে পারেনা—এই ঘটনার থেকে তার প্রমান পাওয়া যায়। এইরকম ঘটনা হামেশাই চলছে। এই সম্পর্কে অনেক অভিযোগ পাওয়া যায়। তদুপরি আমাদের এখানের Zonal S. D. O. তিনি তো একজন বিচারকই বটে। তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, উনার আগে যে একজন Zonal S. D. O. ছিলেন, ভালকে ভালই বলব, কে, পি, চক্রবর্ত্তী, তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি ; অর্থাৎ Magistrate কে Judicious minded হওয়া দরকার। কে, পি, চক্রবর্ত্তী খুব Judicious minded, তিনি যেটাই করুক, তার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নাই। বিচারক হিসাবে তার Judicious mind থাকা দরকার। কিন্তু বর্ত্তমান যে Zonal S. D.O. তিনি একটা ফাল্‌তু লোক। সমস্ত উকিলরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রইল কিন্তু তিনি কখন আসবেন তার কোন ঠিক ঠিকানা নাই।

Shri Ershad Ali Chowdhury :— Magistrate বা কোন respectable manকে ফাল্‌তু লোক বলা যেতে পারেনা। আমি মনে করি এটা unparliamentary.

Mr. Speaker :— Hon'ble mamber, the word used by you "ফালতু" is unparliamentary. So, I request you to withdraw this word.

Shri Aghore Deb Barma:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এটা with draw করে নিচ্ছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে বিচারক হিসাবে তার Judicious mind থাকা দরকার। অর্থাৎ যে কথা আমি বলতে চেয়েছিলাম, তিনি একজন বিচারক, বিচার কার্য্যের জন্য তাকে উপস্থিত থাকতে হবে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় সমস্ত উকিল বাবুরা এডভোকেটরা বসে আছেন, গণ্যমাণ্য বাবুরা বিচারের জন্য বা অন্য কোন একটি ব্যাপারে বসে আছেন, হঠাৎ এমন একটি বেফাস কথা বলে দিলেন যে সকলের হাসতে হয়। বিচারকের প্রতি জনসাধারণের respect থাকা দরকার। কিন্তু এই ভদ্রলোকের প্রতি সেই রকম respect আছে বলে আমি মনেই করতে পারিনা। তিনি অন্যদিক দিয়ে ভাল হতে পারেন কিন্তু বিচারক হিসাবে এই ভদ্রলোক কোন অবস্থাতেই ভাল হতে পারেন না। এমন অনেক ঘটনা আমি দেখেছি। একটি ঘটনা হলো, একজন হাকিমের পক্ষে আর একজন হাকিমের সম্মান রাখা খুবই দরকার। না হলে বিচার কি ভাবে চলবে। একজন হাকিম একটি লোককে জামিন দিয়ে দিলেন। সে বাড়ী যাওয়ার পথে হঠাৎ তাকে দেখে আর একজন হাকিমের আদেশে তাকে ধরে নিয়ে মারধর করা হল। Bail হওয়ার পর আবার ধরা হলো। এটা কি রকম বিচার? এটা কি বিচার না প্রহসন। এইভাবে বহুদিন ধরে এইসব কেলেঙ্কারী চলছে। এটা আমার ব্যক্তিগত কথা নয়। Ruling party'র যারা সদস্য আছেন বা মন্ত্রী যারা আছেন তাদেরও অনেক বন্ধু-বান্ধব এই Bar library'তে আছেন তাদের নিকট খোঁজ করলেও এই ভদ্র লোক সম্পর্কে ওনারা আমার মতই বলবেন। আজকে যদি মানুষকে ন্যায় বিচার পেতে হয় তবে এই ভদ্রলোককে তার পদ হতে অপসারন করা উচিত এইটাই আমার বক্তব্য। আর নির্ব্বাচন সম্পর্কে বার বার বলে লাভ নেই। এই Zonal S. D. O. কে কংগ্রেসের একজন active member বললেও চলে। সারা দিন রাত তিনি S. L. Singh মুখ্যমন্ত্রীর জন্য কি করেছেন না করেছেন এসব ঘটনা বহুবার বলা হয়েছে এবং পত্রিকাতেও দেওয়া হয়েছে। এ সম্বন্ধে আমি বিশেষ আলোচনা করতে চাই না।

সরকারী Jeep সম্বন্ধে অভিরাম দেববর্ম্মা যে একটি cutmotion দিয়েছেন সেটা খুবই সত্য কথা। আজকাল আমাদের অফিসাররা, অবশ্য আমি সব অফিসারদের কথা বলছি না, কতগুলি অফিসার সরকারী Jeep গাড়ী নিয়ে অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ খেতে যান। স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে যান বা বিবাহের নিমন্ত্রণ খেতে যান অর্থ্যাৎ তরকারী বাজার হতে আরম্ভ করে সব কাজেই সরকারী গাড়ী ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু সরকারী আইন মতে তারা যদি নিজের কাজে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করেন তাহলে তারজন্য ভাড়ার

টাকা দিতে হয়। ভাড়া দেওয়া উচিত। পেট্রোলের দাম ও দেওয়া উচিত। কিন্তু যেহেতু সে অফিসার এবং গাড়ী তাকে দেওয়া হয়েছে, অতএব পায়খানা করতেও তার গাড়ী লাগে, বাজার করতেও গাড়ীর দরকার। একজনের বাড়ীতে অন্ন প্রাশনে নিমন্ত্রণ, সেখানে যেতেও গাড়ী লাগে। আর একজনের বন্ধুর মেয়ের বিয়ে, গাড়ী দিয়ে সেখানে যেতে হবে। এই ভাবে আজকে সরকারী গাড়ীগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে। এইগুলি অত্যন্ত অন্যায় কথা। এগুলি বন্ধ হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। আর তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত একটি রঙ্গীন চিত্র সবারই সামনে তুলে ধরেছেন যে আমরা সমাজ শৃঙ্খলামতে ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছি। সব কিছুর ব্যবস্থা বাজেটের মধ্যে আছে। বহুদিন ধরে এসব গালভরা প্রতিশ্রুতি আমরা শুনে আসছি। বেশ কিছুদিন আগে ruling party অর্থ্যাৎ কংগ্রেসের president কামরাজ যে কথাটা বলেছিলেন সে কথা ভুলে যাওয়া আপনাদের উচিত নয়। তিনি একথা বলেছিলেন যে আমরা কংগ্রেসীরা বড় বড় কথা বলি। অনেক Plan এর কথা বলি কিন্তু কার্য্যতঃ কোন কিছুই রূপায়ন করতে পারিনা। কাজেই all India basis'এ বিপর্য্যয়ের এটাই কারন হিসাবে তিনি analysis করেছেন। এই analysis টা মনের মধ্যে রেখেই কথা বার্ত্তা বলা উচিত। এই সমস্ত বড় কথা বহুদিন ধরেই শুনে আসছি। কিন্তু বর্ত্তমানে এই দুর্দ্দিনে জিনিষপত্রের দাম, চাউলের দাম যেভাবে বাড়ছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে Class IV Employee রা যাতে বাঁচতে পারে সেই ব্যবস্থা যাতে হয় সেই দিকে নজর রেখে বাজেটে একটা provision করা দরকার। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে কংগ্রেসের রাজত্বে Class IV Employee দের কোন সুযোগ সুবিধা হবে বা কোন ব্যবস্থা করা হবে। এ কথা শুধু কথার কথাই হয়ে থাকবে। গালভরা প্রতিশ্রুতি হয়ত কাগজ পত্রে লিখিত থাকবে কার্য্যতঃ রূপায়িত হবেনা। মাননীয় সদস্য বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মার আর একটি Cutmotion আছে। 'দুর্নীতি দমনে সরকারী ব্যর্থতা'। এটা তো বছর বছরই বলা হয়। অবশ্য ত্রিপুরা সরকারের Vigilance Committee একটা আছে। এটা নাম মাত্র করে রেখেছেন। কার্য্যতঃ কোন কাজ আছে কিনা বা করেন কি না এ সম্পর্কে কোন নজীর আমরা পাই না। শান্তনম কমিশনের সুপারিশ ত্রিপুরায় কার্য্যকরী করার কথা। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হচ্ছে না। এক নম্বর কথা হচ্ছে, আমি খুব বেশী point বলছি না, মোটামুটিভাবে শেষ করার চেষ্টা করব, প্রগতি স্কুলে বহু দিন ধরে যে গোলমাল চলছে সেটা সকলেই জানেন। এই সম্পর্কে হিসাব নিকাশ কি হলো না হলো তা এখনও কেউ জানে না। গত ২৮।৩।৬৬ তারিখে এই House-এর মধ্যে মন্ত্রীরা বলেন ২০০০ হাজার টাকার audit objection আছে। যদি কেউ ইচ্ছা করেন তাহলে ১৯৬৬-এর ২৪শে March এর Proccedingsটা খুলে দেখতে পারেন কি হয়েছে না হয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন হিসাব নিকাশই করা হলো না। Engineering Deptt. number 2 and 3

division এ প্রায় দেড লক্ষাধিক টাকার কোন হিসাব পাওয়া যায় না। এ সমন্ধে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে, Vigilance কমিটি এ বিষয়ে কি করে, বসে বসে তামাক খায় না গাঁজা খায়, না সঙ্গীত করে, তা কিছু বুঝে উঠা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। Vigilance কমিটি যে purpose'এ করা হয়েছিল অর্থাৎ দুর্নীতি দমন করার জন্য, তার কিছুই হয় নাই। অথচ সরকারের Education Deptt থেকে আরম্ভ করে প্রায় সমস্ত Deptt এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ঢুকে পড়েছে। কিন্তু দুর্নীতি দুর করার কোন লক্ষ্য দেখা যায় না। নাম কো-আস্তে একটি Vigilance Committee গঠন করা হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত কোন দুর্নীতি ধরা হয়েছে বা দুর্নীতির জন্য কারো Punishment হয়েছে, জেল হয়েছে এমন কোন নজীর নাই। আর বেশ কিছু দিন আগে পত্রিকায় একটি ঘটনা বের হয়েছিল, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রাক্তন Judicial Commissioner T. R গাড়ীর Permission নিয়েছিলেন এবং এই permission নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রয় করে চলে গেছেন। এখানে বহু গাড়ী, অবশ্য নামটা আমি বলতে চাই না, এখন permission নিয়ে কেনা হয় পরে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ Act'এ বলা আছে যে গাড়ী কেনার পর নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ইহা বিক্রয় করা যায় না। অথচ এখানে এসব নিয়ম কানুন কিছুই মানা হয় না। কোন conditionই মানা হয় না, এটা একটা ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় বড় সরকারী অফিসার, কোন মন্ত্রীর সঙ্গে হয়ত ব্যক্তিগত খাতির আছে, গাড়ী কেনার জন্য একটা Permit নিয়ে গেলেন। Permit নেওয়ার পর এই Permit'এর যে সর্ত্ত থাকে সে সব অমান্য করে Permit হয়ত অন্যের কাছে বিক্রয় করে দিলেন। এরকম বহু ঘটনা ত্রিপুরাতে হামেশাই চলছে। শুধু হামেশাই নয়, আপনাদের বিশেষ বন্ধু ব্যক্তি, এটা পত্রিকায়ও উঠেছে, এখান থেকে Permit নিয়ে কলকাতায় গিয়ে গাড়ী কিনে ঐ গাড়ী আসামে বিক্রয় করেছে। এভাবে এখানে Black-এর রাজত্ব চলছে।

(interruption)

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মাঃ— Mr. Speaker Sir, Hon'ble member should not interrupt. এ ধরণের বহু ঘটনা আছে। যা আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বললেও শেষ হবে না। অতএব আমি ঐ সমস্ত details'এ যেতে চাই না। আমার আরো অন্যান্য বিষয় আছে, যে গুলো সমন্ধে আমাকে বলতে হবে। Demand no 10-এ আমার Cutmotion হলো "to ventilate the grievance on non-separation of Executive from Judiciary. Ruling party ও এ সম্পর্কে সময় সময় স্বীকার করেন যে, এটা করা দরকার। এসম্পর্কে আমরা অনেক প্রতিশ্রুতি পাই এমন কি কিছুক্ষন আগে এই House এর মধ্যে Mr. Das Gupta এ কথা বলেছেন যে এটা কিছুদিনের

মধ্যে হবে। কিন্তু কখন যে হবে তার কোন প্রতিশ্রুতি আমরা পাচ্ছি না। কারন Judiciary, Exceutive থেকে আলাদা না হওয়াতে অনেক সময় ন্যায় বিচার পাওয়া যায় না। Case গুলো একটার পর একটা দিনের পরের দিন Pending পড়ে থাকে। মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত একটা কথা বলেছেন যে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা যারা Cutmotion move করে ছিলেন তারা কোন Specific ঘটনা এখানে তুলে ধরতে পারেন নি। অর্থ্যাৎ কোন Case টা কত দিন যাবৎ ঝুলছে এর জন্য তিনি দাবী করেছেন। তিনি যদি চান আমি এই তথ্য দিতে পারি। অর্থাৎ 1958 এর case ও Pending আছে। যেমন আমি কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি G. R. 1065 of 1961 State vs Rajmohan Deb Barma বহুদিন ধরে অর্থাৎ 61 থেকে আজ 67 পর্য্যন্ত Pending অবস্থায় আছে। তারপর আর একটা Case হচ্ছে G. R. 862 of 1961 State vs Krishna Chandra Deb Barma and others. এটা ও 61 এব Case এখনো ঝুলছে। আর একটা হলো G R. 863 of 1968 State vs Sangha Ram Deb Barma and others, তারপর G. R. 844 of 1963— State vs Narendra Ch, Deb Barma and others এই ভাবে অমি কয়েকটি ঘঠনার কথা বললাম। এটা শুধু N. C. Sing এর কোর্ট এর কথা আমি বলছি। এছাড়া S. R. Charabarkty'র Court এ এবং আরো অনেক Court এ বছরের পর বছর পেণ্ডিং তাছাড়া Session Judge Court, Munsif Court এবং District Session Judge court এ ও বহু মামলা ঝুলছে। তবে সব চাইতে বেশী মামলা ঝুলছে S. R Chakraborty র। Court এ এক এক সময় মানুষ এমনভাবে বিড়ম্বনা পায় যে কারও কারও মাসে দুইবার করে মামলার তারিখ পড়ে এবং তাদের হাজির ও হতে হয়, মামলা হউক আর না হউক। হাজিরা দিতে গেলে আইন আদালতে কতগুলির legal formality পালন করতে হয়। যেমন উকিল পেশকার মুহুরী প্রভৃতিকে খুসী করতে হয়। তাছাড়া মামলাকারীকে আগরতলায় আসতে হয় তারজন্য তার পথ খরচ ও নিজ খরচ তো আছেই। ১৯৬০ সালের একটা case যদি ১৯৬৭ সাল পর্য্যন্ত pending থাকে এবং তাকে মাসের পর মাস দুই দুইবার আসা যাওয়া করতে হয় তার উপর খুসী করার কথাতো আছেই। এভাবে একটা সাধারণ মনুষের যে কি অবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া এমন ও দেখা যায় যে কোন একটা Case এর রায় হবে সবাই সাক্ষী সাবুদ নিয়ে আসল, হাকিম বাবু নিজ Chamber এ বসে রইলেন। হঠাৎ কোন প্রয়োজনে তিনি হয়তো গাড়ী চড়ে বেরিয়ে গেলেন। হয়তো মোহনপুর না হয় বিশ্রামগঞ্জই হবে। অথচ যারা Case এর রায় শুনতে আসলেন তাদের যে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে বা অপেক্ষা করে চলে যেতে হয় হাকিম তার Case অন্য কোন Court'এ transfer করে দেওয়ার প্রয়োজনই মনে করলেন না। এভাবে শুধু আগরতলার কথা নয় ত্রিপুরার সব জায়গাতেই জনসাধারণকে হয়রানি হতে হয়।

সেজন্যই যত শীঘ্র সম্ভব Judiciary'কে Executive থেকে separate করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং হাকিমের সংখ্যাও প্রয়োজন মত বাড়ানো উচিত বলে আমি মনে করি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একজন Magistrate-এর উপর যদি শাসন ও বিচার

বিভাগের ভার থাকে, তবে অসুবিধার সৃষ্টি হয় কারণ তাকে বিভিন্ন কারণে নানা দিকে যেতে হয় যেহেতু দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা তাঁর কর্তব্য। সেজন্য তাঁর যে বিচারকের কাজ আছে সেই ব্যাপারে সব সময় দায়দায়ীত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। সম্ভব হয় না বলেই বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হতে সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা করার প্রয়োজন আজকে বেশী করে দেখা দিয়েছে। তাই আমার অনুরোধ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ব্যবস্থা পরিবর্তন করে যাতে দুই বিভাগের কাজ কর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়—তার ব্যবস্থা করা উচিত।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—আমার আর একটা Cut motion হচ্ছে—"to ventilate the grievances on non-implementation of revised pay scale to the employees in the Judicial Deptt. Judicial Commisstion's Office, District Session Judge's Office গুলিতে যে U. D, L. D. আছে তাদের Pay scale এখনও revised হয়নি। প্রসঙ্গ ক্রমে আমি বলতে পারি যে, ত্রিপুরা সরকারের এমন আরও অনেকগুলি বিভাগ আছে যেখানে কর্মচারীরা আজ পর্যন্ত ও revised pay scale-এর সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছিনা যে একই অফিসে কর্মরত কিছু কর্মচারীর pay-scale revised হল আর কিছুর হল না। সরকার যে কেন কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রাখতে চাইছেন এবং তার পিছনে কোন কারণ আছে কিনা তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। যা হউক সরকারের কয়েকটি ডিপার্টমেন্টে যে এই রকম নীতি বহির্ভূত কাজ হচ্ছে, সেটা বন্ধ করা দরকার এবং কর্মচারীরা যাতে শীঘ্রই তাদের revised pay-scale-এর সুযোগ সুবিধা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— I would now call on Hon'ble member Ershad Ali Chowdhury.

Shri Ershad Ali Chowdhury :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 9 General Administration সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা, আমাদের Zonal S. D. O. (South) Shri Roy Chowdhury সম্বন্ধে একটি পত্রিকা হতে উদ্ধৃত করে যেসব কথা বলেছেন তা সত্যের বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয় বলে আমি মনে করি। প্রকৃত ঘটনাটি কি তা জানার জন্য আমি এবং আমার সহকর্মী নিশিবাবু যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

তাই ঘটনাটি কি, তা আমি এই হাউসে পেশ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। বিলোনিয়াতে গাড়ী accident হওয়ার ফলে ৩জন লোক spot dead হয় এবং ১ জন পরে মারা যায়। এই খবর পাওয়া মাত্র S. D. O. নিজেই ঘটনা স্থলে যাইতে ছিলেন, যাওয়ার পথে শান্তির বাজার ও বিলোনিয়ার মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন যে একটি জীপ প্রায় ২৫ জন passenger নিয়ে আসছিল, তখন জীপটকে থামাইবার জন্য চেষ্টা করলেন কিন্তু জীপ চালক তাহার কথায় সাড়া না দিয়ে চলতে থাকে। তিনি অন্য কোন উপায় না দেখে ঐ জীপটির পিছু ধাওয়া করলেন। প্রায় ৩ মাইল যাওয়ার পর জীপটিকে ধরতে সক্ষম হলেন। জীপের ড্রাইভার তখন গাড়ী থামাইয়া S. D. O. এর পায়ে পড়ে বললেন যে "আমার অপরাধ হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন।" তারপর S. D. O. সাহেব বললেন যে আমি তো আইনের মানুষ, আইন আছে কাজেই তুমি আমায় পায়ে পড়লে কি হবে আমি তো ক্ষমা করতে পারিনা। আমি আইনানুযায়ী কাজ করতে বাধ্য। এই হল ঘটনা। পরে তিনি mobile court অনুযায়ী জীপ চালকের ৫০ টাকা জরিমানা করলেন। জীপ চালক বলল স্যার, আমার কাছে মাত্র ১৫ টাকা আছে, আমি তা দিতে পারি। তখন S. D. O. সাহেব দয়াপরবশ হইয়া ১৫ টাকা নিলেন তার জন্য receipt দিলেন। আর বাকী টাকাটা ৩।৪ দিনের মধ্যে দিয়া দিতে হবে বলে জীপ চালককে ছেড়ে দিলেন। এরপরে যখন ঘটনাটা উদয়পুরে রাষ্ট্র হল, তখন ড্রাইভার ও উদয়পুরে এসেছেন। তখন মোটর এসোসিয়েশনের সামনেই দু চার জন ভদ্রলোক তাকে ঘটনাটার কথা জানাতে বললেন! উপস্থিত সেসব বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সামনে সে Statement দিয়েছে যে তাকে মারধর করা হয় নাই। তাকে ৫০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং সে মাত্র ১৫ টাকা দিয়েছে। আর বাকী টাকা দেওয়ার জন্য সময় দিয়েছেন। এই হল তার Statement. এর পরে যখন এটা সরকার পক্ষের কানে গেল তখন সেখানে এনকোয়ারীতে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে তাকে মারেনি। এই হল বাস্তব ঘটনা। কাজেই উনি এই হাউসে যে সংবাদ পরিবেশন করেছেন তা আদৌ সত্য বলে আমি মনে করিনা। তারপর অবশ্য এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু করার চেষ্টা করা হয়েছিল। অবশ্য তা সম্ভবপর হয়নি। তারপর মাননীয় অভিরাম দেববর্ম্মা বলেছিলেন যে উদয়পুরের জোনেল এস, ডি, ও, এবং বি, ডি, ও, একটা গাড়ীতে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার কোন এক ফাংশানে বিস্কুট বিতরণ করেছেন। সে সময় আমাদের কোন সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিনা তা তিনি বলেননি। কবে কখন এ ঘটনা ঘটেছে এবং কার মারফতে এই সংবাদটি পেয়েছেন সে কথা তিনি বলেননি তিনি মাত্র বলেছেন যে, "আমরা জানি," কিন্তু কিভাবে তিনি জানলেন? তিনি উদয়পুর কস্মিন কালেও গিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। উদয়পুরে আমিও নিশিবাবু মেম্বার আছি আমাদের মধ্যে কেউ সেই function এ ছিল কিনা এ সম্বন্ধে তিনি কিছু বলতে পারেননি। কাজেই ঘটনাটা আদৌ সে সত্য নয় একথাই আমি বলছি। হয়তো বা ২৬শে জানুয়ারী উপলক্ষে কোনও function এ S. D. O. ও B. D. O গিয়ে থাকতে

পারেন এবং সেখানে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিস্কুট বিতরণ করতেও পারেন। তবে আমি বা নিশিবাবু কেউ তা জানিনা। কিন্তু যদি তাঁরা এসব ঘটনাকে election এর স্বার্থে প্রচার কার্য্য হিসাবে বিবৃত করে থাকেন তাহলে অত্যন্ত দুঃখের কথা।

তারপর বিচারক সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য অনেক কথা বলেছেন। তিনি মনে হয় আমাদের যে সদর মেজিষ্ট্রেট ওনাকেও অনেক কথা বলেছেন। যে বিচার বিভ্রাট হচ্ছে, জামিন দিচ্ছেন, এটা হল মেজিষ্ট্রেটের নিজের discretion এর উপর। তিনি কোন ক্ষেত্রে যদি মনে করেন জামিন দেওয়া দরকার তাহলে জামিন দেন এবং কোন ক্ষেত্রে দেননা। আমার party যদি তার কাছে দরখাস্ত করেন তাহলে তিনি জামিন নাকচ করে আবার হাজতেও নিতে পারেন। তবে এই সমস্ত সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তা যদি বিচার সম্বন্ধে বলে থাকেন, তাহলে আমি মনে করি মাননীয় সদস্য contempt of court এ পড়বেন। কোন মেজিষ্ট্রেট সম্বন্ধে কোন মাননীয় বিধান সভার সদস্যের এই সমস্ত কথা না বলাই উচিত বলে আমি মনে করি।

তারপর মোকদ্দমা সম্বন্ধে বলেছেন সে অনেক delay হয়। G. R. case সম্বন্ধে কয়েকটি case এর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। সে সম্বন্ধে আমি বলতে পারি যে, হয়ত অনেক সময় অনেকগুলি কারণে delay হয়ে থাকে— যেমন, যখন Police information পায় তখন হয়ত ডায়েরী করে, তারপর ঘটনাস্থলে যান এবং সাক্ষী প্রমাণ নেন। এর পর যত সত্বর সম্ভব তারা রিপোর্ট দিয়ে দেন। যখন Report টা মেজিষ্ট্রেটের কাছে যায় তখন মেজিষ্ট্রেটকে সাক্ষী প্রমাণ এখনকার আইনে যা আছে, যে সমস্ত আসামী আছে তাদের সকলকেই কোর্টে উপস্থিত থাকা কালে তাদের বিরুদ্ধে যে সব allegation আছে তা জানাতে হবে। দশজন আসামীর মধ্যে হযত বা নয় জন থাকে। কিন্তু আইনে আছে দশজনের প্রত্যেককেই court এ হাজির করে এক দিনে জবানবন্দী করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে কি allegation আছে তা জানাতে হবে। হয়ত এক তারিখে সব আসামী এলনা, আর এক তারিখে হয়ত বা ২ জন এলোনা এভাবেই delayed হয়, তারপর তিনিও হয়ত উপায়ান্তর না দেখে Warrant issue করেন। warrant নিয়া হয়ত Police তাকে পাচ্ছেনা। তারপর তিনি non-bailable warrant দেন। তারপর ওটা পাওয়া গেলে যদি সেই আসামী চালান হয় তখন তার বিরুদ্ধে ৫১২ ধারা হয়। তখন যদি কোন আসামী উপস্থিত না থাকে সে সময়টা অন্য কারও বিচার হতে পারেনা। যদি ৫১২ ধারা হওয়ার পর একজন আসামী থাকল, এর পরে বিচার আরম্ভ করল। বিচার চলছে হয়ত এক বৎসর বা দেড় বৎসর পরে আসল আর একজন আসামী তখন আর একবার তার বিচার করতে হবে। এভাবে এসমস্ত delay হয়। আর যদি কোন আসামী

কোন খানে পালাতক হয়ে থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে নানা প্রকার procedure adopt করতে হয়। জামিনদারের উপর নোটিশ দিতে হয়। জামিনদার এসে কৈফিয়ৎ দেয়। তার পর আসামীর কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে কিনা তা ক্রোক করতে হয়। আবার জামিনদারের কোন সম্পত্তি থাকলে সেটা ক্রোক করতে হয়, অনেকগুলি procedure তাদের follow করতে হয়। তারপরে এক তারিখে হয়ত তিন জনের সাক্ষী হল আর কোন সাক্ষী এলনা। তখন হয়ত বিচারে বিভ্রাট ঘটে। আবার হয়ত এক কোর্ট থেকে অন্য কোর্টে Case-transfer করা হল। Transfer হলে পরে ঐ কোর্টে আবার একটা জামিন দিতে হয়। সেখানেও হয়ত একই তারিখে সব আসামী আসল না। তখন মেজিষ্ট্রেটকে বাধ্য হয়ে farther time দিতে হয়। সেখানেও হয়ত বা কোন আসামী পলাতক থাকতে পারে বা নাও আসতে পারে। তারপর বিবাদীদের জবানবন্দী হয়। তারা আবার সাফাই সাক্ষী দেয়। সাফাই সাক্ষী হাজির না করতে পারলে আবার তারিখ পড়ে। এই রকম ভাবে নানা কারণে Case delayed হয় বিশেষত: G. R. Case গুলোর ক্ষেত্রে অনেক সময় আমি লক্ষ্য করেছি যে, কোর্ট ইচ্ছা কৃত ভাবে মোকদ্দমা ঘোরায়, এটা সবাই জানে। তবে যতটুকু সম্ভব তাড়াতাড়ি করার জন্য মেজিষ্ট্রেট চেষ্টা করে থাকেন। এর মধ্যে আবার Court থেকে Statement দিতে হয় যে কয়টা Case এল, কতটির রায় হল কতটি pending আছে ইত্যাদি। সুতরাং বিচারকদের তরফথেকে যত সত্বর সম্ভব মোকদ্দমা শেষ করার চেষ্টা হয়ে থাকে। হয়ত বা default এর জন্যে কোন কোন ক্ষেত্রে দেরী হয়ে থাকে। এটা মেজিষ্ট্রেটরা ইচ্ছাকৃতভাবে করেন বলে আমি মনে করিনা। কাজেই মাননীয় অভিরাম দেববর্মা ও অঘোর দেববর্মার বক্তব্যের বিরোধীতা করছি এবং মূল প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker :— Now I call on Shri Suresh Chandra Choudhury to participate in the debate.

Shri Suresh Chandra Chaudhury :— মাননীয় অধ্যোক্ষ মহোদয়, Demand No. 9 সম্বন্ধে এই বাজেট আলোচনায় অংশ গ্রহন করতে গিয়ে আমি বলব যে বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে আমি ইহা সর্বোতোভাবে সমর্থন করি। বিরোধী সদস্য এ সম্বন্ধে যে Cut motion এনেছেন সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে election এর ভোটার তালিকা প্রনয়ণ সম্পর্কে বলেছেন। প্রথমত: নির্ব্বাচনের প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বেই ১৫টি নির্ব্বাচন কেন্দ্রের তালিকা প্রনয়ণ করা হয়েছে। এবং প্রতি বৎসর একবার করে প্রতিটি তালিকা সংশোধন করার জন্য সুযোগ ও দেওয়া হয়েছে। প্রথমত: গ্রামে গ্রামে গিয়া Panchayat Secrataty কে দিয়েই ভোটার তালিকা প্রনয়ণ করা হয়েছে এবং যে সমস্ত সরকারী

কর্মচারী ছিলেন তাদেরকে গ্রামে গ্রামে পাঠিয়েই তালিকা প্রনয়ণ করা হয়েছে। এই তালিকা প্রনয়ণের পরে যে সব ভূলভ্রান্তি হয়েছে তা সংশোধনের সময়ও দেওয়া হয়েছে। সেই সময়ের মধ্যে সাদা কাগজে যারা দরখাস্ত করেছেন তাদেরও ভোটার তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে। তারপর আবার ১০ পয়সা করে দিয়েও ভোটার তালিকা ভুক্ত করার সময় দেওয়া হয়েছে। এর পরেও শেষ অবস্থায় ৫০০ পয়সা Satmp এর উপর দরখাস্ত করেও ভোটার তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী সদস্য হয়ত ভুলে গেছেন যে কি কি থাকলে পরে ভোটার তালিকা ভুক্ত হওয়া যায়। তিনি বলেছেন যে কোন কোন সাবডিবিশনে সংশ্লিষ্ট অফিসার কংগ্রেস পক্ষের লোকদিগের দরখাস্ত অনুযায়ীই ভোটার তালিকা প্রনয়ণ করেছেন। বিরোধীদের দেওয়া দরখাস্তগুলি অনুযায়ী ভোটার তালিকা করেননি। ভোটার তালিকায় নাম উঠাতে হলে, আর ভারতীয় নাগরিক হতে হলে যে কোন দরখাস্ত করলেই ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়া যায়না, একথা তিনি বোধ হয় ভুলে গেছেন। তিনি যদি মনে করেন যে, কংগ্রেসের লোকেরা ভারতের নাগরিক নয় এমন কোন লোককে ভোটার করার জন্য দরখাস্ত দিয়েছেন এবং সেখানকার S. D. O. ,Addl S. D. O. বা যিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তিনি তাকে তালিকা ভুক্ত করেছেন তবে সেটার জন্য objection দেওয়ার ও একটা সময় আছে। যদি সময়ের ভিতরে objection দেওয়া হয়ে থাকে এবং যদি সে সত্যিই ভারতীয় নাগরিক না হয় তাহলে সেই Correction এর procedure সেখানে রয়েছে তারা সেটা বোধ হয় করেন নি। Election এ হেরে এই বিধান সভায় খুশিমত যা বলবার তাই বলছেন ; কিন্তু আইনত যা করার সেটা হয়ত তিনি ভুলেই গেছেন। যদি অন্যায় ভাবে কারো নাম তালিকাভুক্ত করা হয়ে থাকে তবে সেখানেই তো সেটার প্রতিকারের ব্যবস্থা ছিল। তাই মনে হয় উনি এখানে যা বলেছেন তা সমস্তই অসত্য, শুধু আসর গরম করার জন্যই এখানে এসব কথা বলেছেন। ওইদিক থেকে আমার দুইটা বক্তব্য আমি রাখছি। এবারে ভোটার, শত শত নূতন লোক যারা বিলোনিয়াতেই এসেছেন, তারা ভোটার হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। হয়ত বা দুই একজন লোক বাদ পড়তে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ভোটার হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। তবে আরেকটি কথা হচ্ছে—ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য ১০ নঃ পঃ ফরম কিনে দরখাস্ত করলাম বা ৫০ পয়সার Non-Judicial Stamp দিয়ে দরখাস্ত করলাম, তাতেও হবেনা। যিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তিনি হয়ত একটা নোটিশ দিলেন যে অমুক তারিখে তোমার, যাবতীয় কাগজ পত্র নিয়ে উপস্থিত থাকবে। ঠিক সেই তারিখে যদি তিনি উপস্থিত হতে না পারেন তাহলে তিনি ভোটার তালিকাভুক্ত হবেন না। হয়ত তিনি বলতে পারেন যারা ভারতীয় নাগরিক আদিবাসী বা স্থায়ী বাসিন্দা ওদের তো ভারতীয় নাগরিকত্ব নূতন করে নিতে হবেনা। তবুও তাদেরকে এখানে উপস্থিত হয়ে জানাতে হবে আমি এখানে আছি, আমার অমুক জায়গায় বাস, আমার বয়স এত, আমি ভোটার তালিকা-ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত। সেই সময় যদি তারা উপস্থিত না হতে পারেন তবে দরখাস্ত

করলেও দরখাস্ত বাতিল হয়ে যেতে পারে। কাজেই এই সমস্ত আইন ওনার জানা থাকা উচিত। তিনি কিছু না জেনেই বলেছেন যে ওরা ভোটার তালিকাভুক্ত হতে পারেননি, কংগ্রেস পক্ষ যাদের নাম দিয়েছে তারাই হয়ে গেছে। আমরা যা দিয়েছি তা হয়নি। এই সমস্ত কথা বলার কোন অর্থ নেই। এখন উনি প্রমান করতে চাইছেন যে আমরা যা দিয়েছি তা হয়ে গেছে এবং উনারা যা দিয়েছেন তা হয়নি। কাজেই তারা election-এ হেরে গেছেন, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে—আইন মত তারা কাজ করেননি। উনারা যে সমস্ত তালিকা দিয়েছেন সেগুলি ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েও থাকতে পারে, নাও হতে পারে আমি তা ঠিক জানিনা। তবে কথা হচ্ছে নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে কে কোনদিকে ভোট দেবে তাও জানবার কথা নয়। ভোটার সবাই ভোটার। ভোট দেওয়ার অধিকার তাদের আছে। ভোট দেওযার সময় যে কোন পার্টিকে তিনি ভোট দিতে পারেন। তিনি কি করে বুঝলেন যে কে কংগ্রেস পক্ষে ভোট দিলেন বা কে কমিউনিষ্ট পক্ষে ভোট দিলেন। এই রকম বুঝার কোন সুযোগ সুবিধা তো ছিলনা। তাই আমি বলছি যে উনি যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ অসত্য কথা। শুধু প্রচারের জন্যই তিনি ভোট পর্ব্ব টেনে এনে এই সব কথা বলেছেন। এর পিছনে কোন সত্যতা নেই। এবং সেই জন্যই আমি উনার বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য রাখছি। আর সরকারী কর্ম্মচারী সরকারী জীপ চড়ে election-এর কাজ করেছেন, এই সমস্ত কথা বিরোধী পক্ষের সদস্য বলেছেন। Zonal S. D. O. বা Addl S. D. O. যারা আছেন তাদের election পরিচালনার যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। Election পরিচালনা করতে গিয়ে ১টা গাড়ী কেন, কয়েকটা গাড়ীর প্রয়োজন হয়েছে কোন কোন Sub-Division এ। এই আগরতলা সদরে ১০টি সিটে Election হয়েছে। সদর S. D. O. সমস্ত জায়গায় নিজে যেতে পারেননি সেজন্য অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারী সেই সব জায়গায় Election যাতে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করেছেন। এখন যদি বিরোধী পক্ষ মনে করেন যে সরকারী কর্মচারীরা Election এর কাজে নিযুক্ত ছিল, নিযুক্ত তো থাকতেই হবে। কারণ তাদেরও কাজ আছে, যেমন Polling Centre ঠিক করা, কোথাও গোলযোগ যাতে না হয় তা দেখা, এমনও হয়েছে যেমন আমার বিলোনীয়ার এক Polling Centre এ বিরোধী পক্ষের একদল লোক এসে কংগ্রেসী পতাকা ছিড়ে ফেলেছে এবং আমাদের লোকজনকে মারপিট করার চেষ্টা করেছে। এমন একটা ঘটনা ঘটেছে। আমরা থানায় খবর দিয়েছি, S. D. O. কে খবর দিয়েছি তারা ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। ঘটনাস্থলে তখন গাড়ী করেই গিয়েছেন। S. D. O. বা থানায় অফিসার গণ্ডগোল মেটাবার জন্য যদি যান তাতেই বলা হয় যে সরকারী কর্ম্মচারীরা গাড়ী চড়ে কংগ্রেসের পক্ষে Election এর কাজ করেছে তাহলে কিছু বলার নেই। কথা হচ্ছে যে তিনি সর্ব্বত্রই দেখছেন যে কর্ম্মচারীরা কংগ্রেসের কাজ করছেন। কিন্তু কর্ম্মচারীদের যে কর্ত্তব্য আছে, যেমন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, কমিউনিষ্ট পার্টি যে ভীতিরও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে তাতে যাতে মানুষ ভয়ে ভীত না হয় তার জন্য যে কর্ম্মচারীরা গাড়ী চড়ে এদিক ওদিক ঘুরা ফেরা করছেন

এইটা তিনি ভুলেই গেছেন। কংগ্রেস বেশী Seat, বেশী ভোট পাওয়াতে তিনি শুধু স্বপ্ন দেখেছেন সর্ব্বত্র কর্ম্মচারীরা কংগ্রেসের কাজ করেছেন। এই জাতীয় স্বপ্ন দেখা ভুল, এই জাতীয় চিন্তাধারাও ভুল এবং এই জাতীয় বক্তব্য এই হাউসে রাখাও উচিত বলে আমি মনে করিনা। তারপর কথা হচ্ছে মটর ড্রাইবার সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে এমন অবস্থা হয়েছে যে ভদ্রলোকদের মটরে চড়ার মত কোন সুযোগ সুবিধা নেই। যে Taxiতে ৭টী Seat সেখানে ১০।১২ জন বা ১৪ জন লোক না হলে Taxi ছাড়বে না। এই অবস্থায় যদি কোন অফিসার Mobile Court করে ১০, ৫, বা ২০ টাকা করে জরিমানা আদায় করে, তাহলেও একটা অন্যায় ব্যাপার হয়ে যায়। বিরোধী পক্ষের এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে ভাল করলে ও মন্দ হবে আর মন্দ করলেও হবেই। ভাল ওনারা আর কিছুতেই দেখবেন না, সর্ব্বত্র একটা উচ্ছৃংখলতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। চোর চুরি করলে যদি শাস্তি দেওয়া হয়, তাহলে ও হাকিম বাবু অন্যায় করেছেন—কেন চোরকে শাস্তি দেওয়া হল? এমন একটা কথা বলার মত অবস্থা ওনাদের মধ্যে এসে গেছে এবং ওনারা তাই বলছেন। ওনি ড্রাইবারকে সমর্থন করে যা বললেন, এটা অতি সত্যি কথা। আমি নিজেও খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছি। এখানে Zonal S. D. O. এর যে Mobile Court তাতে কোন দোষ নেই। অথচ তিনি সত্যকে বিকৃত করে কাল্পনিক একটা গল্প বলে গেলেন। এটা কল্পনার কোন ব্যাপার নয়। হাউসকে অবগত করার জন্য এরসাদআলী সাহেব যা বলেছেন, সেটাই অতি সত্যি কথা। এটা উদয়পুর ও বিলোনিয়ার ঘটনা। ঘটনাটি বিলো-নীয়াতে ঘঠেছে এবং তার জের এসে পড়েছে উদয়পুরে। বিলোনিয়ার ঘটনা বলে আমারও জানবার বিষয় ছিল এবং তা আমি জেনেছিও। তবে এটা সত্যি কথা উনি যে বলেছেন তা নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে ওনারা একটা Policy নিয়েছেন যে সরকারী কর্ম্মচারীরা বা কংগ্রেস যা করবে—তা সবই অন্যায় হবে। যেটা ভাল সেটার বিরোধিতা করবেন আর যেটা খারাপ তার তো করবেনই। বিরোধী যখন নাম নিয়েছেন, তখন যে কোন প্রকারে বিরোধীতা করবেন বলেই ওনারা Policy নিয়েছেন। তাই এই সমস্ত কাল্পনিক কথাবার্ত্তা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। সরকারী কর্ম্মচারীদের গাড়ী দেওয়া সরকারী কার্য্যের জন্য এবং সরকারী কর্মচারীরা সরকারী গাড়ী যে কোন সময়, যে কোন কাজে ব্যবহার করতে পারেন। election-এর সময় গাড়ী ব্যবহার করছে বলেই সেটা কংগ্রেসের কাজে লেগেছে তা নয়। সরকারী কর্মচারীরা বিভিন্ন Sub-Division'এ বিভিন্ন Polling Centre'এ যাতে সাধারণ মানুষ শান্তিপুর্ণ ভাবে আসতে পারে এবং কি ভাবে ভোট দিতে হবে এর সব বন্দোবস্ত করে সরকারী কর্ম্মচারীরা বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করতে পারে। তাছাড়া ত্রিপুরাতে এই বছরে প্রথম ৩০টি কেন্দ্রে একদিনে ভোট নেওয়া হয়েছে। কোথাও কোন অশান্তি দেখা দেয়নি, শান্তিপুর্ণ ভাবে বৈধভাবে election পরিচালিত করেছেন। এই পরিচালনার ব্যাপারে যেসব সরকারী কর্মচারী অংশ গ্রহন করেছেন

আমি এবং এই সরকার election'এ যে একটা নূতন পদ্ধতি ও নূতন অবস্থার সৃষ্টি করেছেন সেজন্য আমি বিশেষ ভাগে আমার প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানাই।

Shri S, L, Singh :— (Chief Minister)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিরোধী দলের প্রতিপাদ্য হল "স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী বলতে পারেনা। কারণ তাদের যে Philosophy যারা বলে Children are made by children themselves—তাদের পক্ষে সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা জানি যে "বাবাকে বাবা বলবই" —"স্ত্রীকে স্ত্রী বলবই"। অতএব সেটা বলা যদি অপরাধ হয় তবে সেই অপরাধে আমরা অপরাধী সব সময়। তারপরে বলা হয়েছে যে সরকারী কর্ম্মচারীরা election পরিচালনার সহায়তা করেছে। election পরিচালনার দায়িত্ব শৃঙ্খলা বজায় রাখা সরকারী কর্ম্মচারীদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তারা মনে করেছিলেন যে এটা ১৯৬২ সাল, ভুলে গিয়েছিলেন যে এটা ১৯৬৭ সালের নির্ব্বাচন। তারা মনে করেছিলেন যে গুণ্ডার ভয় দেখিয়ে লেনিনগ্রাদে ষ্টালিনগ্রেডের মত, লাঠি দেখিয়ে মানুষকে ভয় দেখানো চলবে'—সরকারী কর্ম্মচারীরা যাবেনা, পথিমধ্যে লোকজন দিয়ে তাদিগকে আটক করা হবে। তাই জীপ তাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈয়ার করেছে। কিন্তু ১৯৬৭ সালের চতুর্থ নির্ব্বাচনে পথিমধ্যে তাদেরকে আটক করতে পারেননি। সেজন্য সরকারী কর্মচারীরা তাদের বিরুদ্ধে। কারণ ১৯৬২ সালে তারা মানুষকে খুন করতে পেরেছে, ভীতি সঞ্চার করেছে, সেখানে সরকারী কর্ম্মচারীরা যান নাই, তখন কর্ম্মচারীরা তাদের অতি প্রিয়, আদরের ছিল। কিন্তু Law & order তাদের মানতে হবে। অতএব তারা যে এই নির্ব্বাচনেও তা করেনাই তা নয় —খোয়াই'এ Anti Social activities হয়েছে, দুইজন লোককে সেখানে Kidnapped করা হয়েছে এবং open day light'এ they are murdered. শিলাতলীতে রবীন্দ্র দেববর্ম্মাকে murder করা হয়েছে। অতএব কোনখানে তারা কিছু করবে কিন্তু পুলিস সেখানে যাবেনা, মেজিষ্ট্রেট সেখানে থাকবেনা, এটা ১৯৫২ সাল নয়,—মাননীয় সদস্য দিগকে স্মরন রাখতে বলব যে এটা ১৯৬৭ সাল। যেখানে যে কোন যায়গাতে সন্ত্রাসবাদ আত্মপ্রকাশ করবে সেখানে সেই সন্ত্রাসবাদকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করা হবে। অতএব এই গণতান্ত্রিক নিষ্ঠাকে প্রত্যেকটি জায়গাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য সেই ভাবে কার্য্য পরিচালনা করা হয়েছে। কারন নারী ধর্ষন যারা করছে, যারা মানুষের মধ্যে সন্ত্রাস বাদ সৃষ্টি করছে তাদের আজকে সেই সন্ত্রস্ত মানুষেরা ১৯৬৭ সনের নির্ব্বচনে ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছে। তাই আজ তাদের কণ্ঠে এসেছে ভীতি, পুলিশ তাদের কাছে আতঙ্ক স্বরূপ, কারন পেচার কাছে যেমন আলো আতঙ্ক স্বরূপ, বাঘের কাছে যেমন আলো আতঙ্ক স্বরূপ, চোরের কাছে যেমন আতঙ্ক স্বরূপ দিবালোক তাই সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী যারা তাদের মনে আতঙ্ক তৈরী হয়েছিল। তাদের দ্বারা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে কর্মচারীরা সুষ্টভাবে নির্ব্বাচন

পরিচালনা করেছিলেন। তাই তাদের কাছে পুলিশ আতঙ্ক স্বরূপ, মেজিষ্ট্রেট তাদের কাছে আতঙ্ক স্বরূপ, Zonal S. D. O., S. D. O তাদের কাছ আতঙ্ক স্বরূপ, তারপর দেখাগেল ৬ লক্ষ ভোটায় এই নির্ব্বাচনে ভোট দিয়েছে, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই ৬ লক্ষ ভোটার তাদের কথায় দ্বারা প্রভাবিত নয় ৬ লক্ষ ভোটায় কংগ্রেসকে সমর্থন করেছে। সেজন্য আমরা গর্বিত যে আমরা ৬লক্ষ মানুষকে ভোটার করেছি। তারা তা করতে পারেননি সে জন্য আমরা দায়ী নই। তাই তারা আইন ও শৃঙ্খলার সঙ্গে তাদের ভোটার তালিকা ভুক্ত করার জন্য, Citizenship কিভাবে নিতে হবে তার জন্য সরকার থেকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। সেই অনুসারে তারা যদি সেই কাজ করতে অগ্রসর হয়ে আসতেন তাহলে আজকে তাদের এই বিলাপ করতে হতনা। তারা যদি আইনানুগ ভাবে পরিচালিত হয়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন করতেন তাহলে তাদের এই বিলাপ করতে হতনা। কারন আমি জানি বেশী দূরে নয় মাননীয় সদস্যের অঞ্চলে একটি গণ্ডগোল হয়েছিল। সেখানে তারা জীপ নিয়ে গিয়েছিল, লাঠি নিয়ে গিয়েছিল, জনতা তার উত্তর দিয়েছে তারপর সেখানথেকে মাননীয় সদস্য পালিয়ে এসেছিলেন। কারন আজকের দিনে অন্যায় কাজকে মানুষ কোনদিনই সমর্থন করেনা, করতে পারেনা। কারন আজকের দিনে প্রতিটি মানুষ গণতন্ত্রের অধিকারী মানুষ। গণতন্ত্রের যে দল সেই দলকে তারা জয়যুক্ত করেছে। সন্ত্রাসবাদের যে দল সেই দলকে তারা তৃনবৎ পরিত্যাগ করেছে, তাই দেখে আজ তাদের এই বিলাপের কারন। তাই এই নির্বাচনে ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ মানুষ আজকে তাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করে, ন্যায় ভাবে গণতন্ত্রবাদকে অনুসরন করে আপনাদের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে পারবেন। যারা ভোটার হ'তে চান ন্যায়ানুগ ভাবে তারা গিয়ে সেইভাবে হয়েছেন। তার ইঙ্গিত ত্রিপুরার জনসাধারণ আজকে তাদের জানিয়ে দিয়েছে। আপনারা মনে করেছিলেন যে ভোটার করবেন লাঠি দিয়ে। ওনাদের একটি অঞ্চল আছে যেখানে লাঠি দিয়ে ভোটার করব, লাঠি দিয়ে ভোটার কেন্দ্র উড়িয়ে দিব ভেবেছিলাম। মানুষকে গরুর মত নিয়া গিয়াছিল ভয় দেখিয়ে ভোট কেন্দ্রে। সেই কেন্দ্রে রাত্রের পর রাত্র অবস্থান করতে বাধ্য করিয়েছিলেন তাদের। সেই দিন আজ আর নেই, সেই বাহিনী আজ নেই, বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে আপনারা যে কাজ করেছিলেন তার অনুশোচনা আজ আপনারা করুন। আত্মসমীক্ষার জন্য প্রস্তুত হউন আজ, কিসের জন্য আপনারা এই বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়েছেন। এবং সেই অনুসারে আপনাদের আমি তা স্মরণ করতে বলব।

Mr Speaker :— Hon'ble Minister may please address the Chair.

Shri S. L. Singh :— I am addressing the Chair, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি

সদস্যবৃন্দকে স্মরণ করতে বলব, আত্মসমীক্ষার দিন এসেছে। অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করে সত্যের জন্য এই পক্ষ অবলম্বন করুন এবং সেই ভাবে চিন্তা করুন। তাহলে জয়ের আশায় আবার আশান্বিত হতে পারবেন। কিন্তু পুরাতন যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করে আপনারা যদি অগ্রসর হন, আমরা বিশ্বাস করি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে আমরা যদি চলি, তাহলে গণতান্ত্রিক ভিত্তি অনুসারে যে যে দল আছে, সেই সমস্ত দল সেই সমস্ত পথে চলে তার দলকে শক্তিশালী করে প্রানবন্ত করবে, কারণ এই সবে আশায় আমরা ও গর্বী, আমরা গর্বিত এই জন্য যে ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক প্রথা আমরা প্রবর্ত্তন করেছি এবং সেই প্রবর্ত্তন করার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের জনসাধারণ অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে, সেই আনন্দ, সেই গৌরবের অধিকারী ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস দল। সেই দলেই এই প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত করেছে। অতএব সেই একই অবলম্বন করে আপনাদের বাঁচা-মরা আমাদের বাঁচা মরা নির্ভর করছে। তাই আশা করব, আমরা পথ যেন সেই ভাবে অগ্রসর হই। এটার পরে বলা হয়েছে Generel admin'stration সম্বন্ধে—সরকারী জীপের অপব্যবহারের প্রতিবাদ বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তারা বিশদভাবে বলেছেন যে জীপ তাদের কাছে অমঙ্গলের সূচনা করে। যখন চুরি হবে, সন্ত্রাসবাদ কার্য্য যখন চলে তখন সেই জায়গাতে জীপ অতিদ্রুত আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে উপস্থিত হবে। অতএব তাদের কাছে জীপ ভীতি স্বরূপ। সরকারী কর্ম্মচারীরা আইনানুগভাবে জীপের ব্যবহার করছে এবং করবে। তারপর হচ্ছে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের বেতন, ভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা না থাকার প্রতিবাদ। এ জায়গাতে আমি মাননীয় সদস্যদিগকে বলব যে ১৯৬১ সনে ১লা এপ্রিল হতে বৃদ্ধি করা হয়েছে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের বেতন। এবং দুর্মূল্য ভাতা ৬৫, ৬৬, ৬৭ সালেও বাংলাদেশের অনুসারে করা হয়েছে। অতএব তারা না জেনেই কতগুলি কথা এই জায়গাতে ব্যবহার করে হাউসকে বিড়ম্বিত করার জন্য, হাউসকে অন্যদিকে প্রভাবিত করার জন্য এই কথাগুলি বলেছেন। অতএব আমি এই জন্য মাননীয় সদস্যদিগকে বলব যে সেটি যেন তারা ভাল করে দেখে নেন এবং হাউসের সামনে ঠিক ঠিক যে তথ্য তা পরিবেশন করেন

'দুর্নীতি দমনে সরকারের ব্যর্থতা'—দুর্নীতি দমন করতে পেরেছে বলেই, দুর্নীতি হল antisocial activities এবং ১৯৫২ সাল থেকে যা প্রতিফলিত হয়েছিল ত্রিপুরার সর্ব্বত্র পাহাড়ের অন্দরে-কন্দরে এবং সেই terrorism এর হাত থেকে রক্ষা করে গণতান্ত্রিক পথে ত্রিপুরায় জনমত প্রচলিত করতে পেরেছে এবং তারই ফলে এত বড় এক বিরাট election পর্ব একদিনের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা সহকারে শেষ করতে আমরা সমর্থ হয়েছি। তার মধ্য দিয়ে দুর্নীতি দমন করতে এবং সন্ত্রাস দমন করতে সমর্থ হয়েছি। সেইজন্য আমরা গর্বিত। Pay of Ministers & Deputy Minister সম্বন্ধে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা আমরা জানি যে আমরা কোন কথা বলব না, এমন কোন কাজ করব না যেটা অবাস্তব আমরা staot দেওয়ার পক্ষপাতী নই। আমরা বাস্তবের পক্ষপাতী। সেই অনুসারে Ministers এবং Deputy Minister-দের বেতন সংরক্ষণ করা

হয়েছে।

তারপরে বলা হয়েছে যে enfocement and anticorruption organisation. ত্রিপুরা রাজ্যে আরম্ভ হয়েছে ১৯৬৪ সনে এবং during the period from 1st April, 1966, to 20th, March, 1967. 160 complaints were received by the enforcement and anticorruption organisation. For enquiry of these 160 petitions, 120 cases have been investigated by the enforcement & anticorruption organisation of which allegation mentioned in 15 cases only were found to be correct and depertmental actions were recommended in those cases. অতএব সেই দিক দিয়ে সরকার নিশ্চয়ই বসে নেই।

তারপর Judiciary সম্বন্ধে যে cut motion রাখা হয়েছে—To ventilate the grievances on non-separation of Executive from Judiciary. সেটার পরীক্ষা নিরীক্ষার দিক দিয়ে আমরা বলেছি। অতএব আমাদের সে অনুসারে কার্য্য পরিচালনা করতে হবে। All on a sudden we can not do it. To ventilate the grievances on non-implementation of revised pay scale to the employees in the Judicial Department. Judicial Department-এর pay scale-এর ব্যাপারেও আমরা বাংলার অনুসরণ করছি এবং সেই অনুসারেই সেই কার্য্য করা হচ্ছে।

মামলা মোকদ্দমায় অস্বাভাবিকভাবে বিলম্বের কথা বলা হয়েছে। কি কি কারণে, কি ধরনের মোকদ্দমা বিলম্ব হব, এই সম্বন্ধে—মাননীয় এবসাদ আলী চৌধুরী মহাশয় যা বলেছেন আমি আর তার বিশেষভাবে কিছু বলতে চাচ্ছিনা অতএব আমি এটাকেই সমর্থন করছি।

সমস্ত cut motion-গুলির উত্তর দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমি ৮, ৯ ও ১০ নং demand-গুলির পক্ষে আমার সমর্থন দিয়ে হাউসকে অনুরোধ করব যাতে এই demand-গুলিকে আমরা গ্রহন করি।

Mr. Speaker : The debate on demand No. 8. 9 10 is over Now I am putting the demands to vote separetaly of course I shall first put to Vote the Cut motions, if any relating to the aforesaid demands.

Now, the question before the House is the Cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma. "That the demand be reduced by Rs 100/- to ventilate the greivance of mismanagement in the Chief Electoral

office'. As many as are of that opinion will please say-Ayes.

(Vocies 'Ayes')

As many as are of Contrary opinion will please say-Noes.

(Vocies 'Noes')

I think Noes have it. Noes have it, Noes have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the Cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma— to discuss on সরকারী জীপের অপব্যবহারের প্রতিবাদ।

As many as are of that opinion will please say-Ayes.

(Voices 'Ayes')

As many as are of Contrary opinion will please say-Noes.

(Voices 'Noes')

I think 'Noes' have it 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The motion is lost.

Now, the question before the House is the Cut motion moved by Shri Bidya Chandra Deb Barma to discuss on তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম-চারীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করার প্রতিবাদ।

As many as are of that opinion will please say-'Ayes'

(Voices 'Ayes')

As many as are of Contrary opinion will please say-'Noes'

(Vocies 'Noes)

I think 'Noes' have it Noes have it, 'Noes' have it:

The motion is lost.

Now the question before the House is the Cut motion moved by Shri Bidya Chandra Deb Barma to discuss on দুর্নীতি দমনে সরকারী ব্যর্থতা।

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

(Voices 'Ayes')

As many as are of Coutrary opinion will please say 'Noes'.

(Voices 'Noes')

I think 'Noes' have it 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The motion is lost

Now the question before the House is the Cutmotion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced to Rs. 20,000/- to discuss on pay of Ministers and Deputy Minister.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices—'Ayes.'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes.'

Vocies—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the Cutmotion moved by Shri Aghore Deb Barma to ventilate the grievance on nonseparation of Executive from Judiciary.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Vocies—'Ayes'.

As many as are of Contrary opinion will please say 'Noes'.

Vocies—'Noes'.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Bidya chandra Deb Barma to discuss on—মামলা মোকদ্দমায় অস্বাভাবিক কালক্ষেপ।

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Voices—Noes

I think Noes have it, Noes have it, Noes have it.

The motion is lost

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma to ventilate the grievance on non-implementation of revised pay scale to the employees in the Judicial Department.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices—Ayes.

As many as are fo contrary opinion will please say 'Noes'.

Voices—Noes.

I think Noes have it, Noes have it, Noes have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the demand for grant No. 8 moved by Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 4,86,000/- exclusive of charged expendeture of Rs. 25,000/ [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropritaion (vote on Account) Bill, 1967] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of demand No. 8.—Parliament, State/Union Territory Legislature

As many as are of that opiniou will please say 'Ayes'.

Vocies—Ayes

As many as are of Contrary opinion will please say 'Noes'.

(No Voice)

I think Ayes have it, Ayes have it, Ayes have it.

The motion is passed,

Now the queston befoe the House is the Demand for grant No 9, moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 43,98,000/ exclusive of charged Expenditure of Rs. 97000/ [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on account) Bill 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 9, General Administration

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—Ayes.

As many as are of contrary opinion will Please say Noes.

(No voice)

I think Ayes have it, Ayes have it, Ayes have it.

The Demad is passed.

Now the question before the House is the Demand for grand No 10 moved

by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 4,80,000/ exclusive of Charged Expenditure of Rs. 16,000/ [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967]. be granted to defray the Charges which will come in Course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No 10 Administration of Justice.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes',

Voices – Ayes

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

(No Voice)

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have It.

The motion is passed

Now I would Call on the Hon'ble Finance Minister to move the Demand for grant No. 11

Shri Krishnadas Bhattacharjee (Finance Minister) :—

Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrater I beg to move that a sum not exceeding Rs 5,37,000/, [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriton (Vote on Account) Bill, 1967] be granted to defray the Charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 11—Jails

Mr. Speaker :— Now I request Hon'ble member Shri Aghore Deb Barma to move his Cut Motion on the Demand.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No, 11, এই খাতে ৫,৩৭,০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। পূর্ব্বের তুলনায় জেলের অনেক extension হয়েছে, নিত্যনূতন অনেক জিনিষ বেড়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হয়ত তা অস্বীকার করতে পারবেন না। আরেকটা কথা হচ্ছে যে বর্ত্তমানে কয়েদদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। একটি কোঠায় অনেক কয়েদীকে এক সঙ্গে ভীড় করে থাকতে হয়। কাজেই যাতে জেলের মধ্যে accommodation

-এর কোন রকম অসুবিধা না হয় সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে জেলের accommodation আরও বাড়ান দরকার। তদুপরি জেলে অনেকগুলি তাঁত শিল্প আছে এবং শিল্পের আরও অনেক item রাখা হয়েছে। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে যে সমস্ত জিনিষ দেওয়া হয় সেইগুলির মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ে জেলের তৈরী জিনিষগুলি এবং দেখা যায় তুলনায় সেগুলি অন্যান্য Industry-এর তৈরী জিনিষের চেয়ে ভাল। সেটা অস্বীকার করা যায় না। কাজেই সেইদিক দিয়ে বিচার করে আজকে জেলে যে সমস্ত কয়েদী আছে তাদের যাতে এই সমস্ত শিল্পে training দেওয়া যায় সেজন্য একটা training centre করা উচিত। জেলের accommodation বাড়িয়ে সেখানে তাঁত শিল্প এবং বিভিন্ন Crafts যাতে বাড়িয়ে তোলা যায় সেইদিকে নজর রাখা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্বন্ধে আমি আর কিছু বলতে চাইনা। আমি mis-management সম্পর্কে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। সেটা হচ্ছে—গত ১লা ডিসেম্বর তারিখে স্থানীয় Central Jail থেকে একজন কয়েদী পালিয়ে গিয়েছিল—গণ অভিযান পত্রিকায় সেই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এখন কথা হচ্ছে কয়েদীদের জেলে স্বতন্ত্র কোঠায় কড়া পাহারায় রাখা হয়। সেই কয়েদীটি কি দরজা ভেঙ্গে না অন্য কোনভাবে পালিয়ে গিয়েছিল। পত্রিকায় যেটুকু খবর বেরিয়েছে তাতে জানা যায়, জেলের দুই অফিসার—তিনি Superintendent-ই হউন বা Jailor-ই হউন, অফিসারদের কোয়ার্টারে কাজ করার সময় নাকি সেই কয়েদীটি পালিয়ে যায়। এই হ'ল অবস্থা। সেই কয়েদীর নাম নাকি পাকিস্তান নিবাসী আব্দুল লতিফ। Passport আইন ভঙ্গ করায় তাকে punsishment দেওয়া হয় এবং জেলে রাখা হয়। আমরা বিরোধী দল থেকে অনেকবার এই House এ এই ব্যাপারে উত্থাপন করেছি যে জেলের অফিসাররা—তিনি সুপারিন্টেন্ডেন্ট'ই হউন বা জেইলর'ই হউন বা জমাদার'ই হউন কয়েদীদের দিয়ে বাড়ীতে ব্যক্তিগত কাজ করান। কিন্তু ruling party থেকে প্রতিবারেই বলা হয় যে আমাদের এই অভিযোগগুলি কাল্পনিক, আমরা ঘটনা তৈরী করে বলি যে কয়েদীকে অফিসারের বাড়ীতে কাজ করান হয়। কয়েদীটি অফিসারের বাসায় কার্য্যরত অবস্থায় পালিয়ে গেল। তাতে দেখা যায় আমরা যে পূর্ব্বে অভিযোগ করেছিলাম যে কয়েদীদেরকে অফিসারের বাসায় কাজ করান হয় সেই অভিযোগটা অসত্য ছিলনা। আব্দুল লতিফের ঘটনাটাই প্রমান করে যে কয়েদীদের দিয়ে অফিসারের বাসায় কাজ করান হয়। কয়েদীটি যদি জেলেই থাকত তবে এইভাবে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতোনা। কারন জেলে 1st gate, 2nd gate ইত্যাদি অনেক gate থাকে এবং কয়েদীটি একটি শক্ত কোঠার ভিতর থাকে, তাছাড়া কড়া পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা থাকে। এই অবস্থায় কোন কয়েদীর পক্ষে জেলে থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এখানে প্রশ্ন হল, কয়েদিদের অফিসারের বাসায় নিয়ে ব্যক্তিগত কাজ করান আইন সঙ্গত কিনা। কিন্তু ruling party এই সমস্ত আইনের প্রশ্ন এড়িয়ে যান এবং বলেন যে এইগুলি আমাদের কাল্পনিক কথা। কোন সময়েই তাদের অফিসারদের বাড়ীতে কাজ করান হয় না এইভাবে উত্তর দিয়ে যান।

জেল থেকে যে কয়েদীটি এইভাবে পালিয়ে গেল সেই ব্যাপারে দায়ী কে এবং এই সম্বন্ধে কোন তদন্ত করা হয়েছিল কিনা ? যদি হয়ে থাকে তবে আমি আশা করব যে মন্ত্রীমহোদয় এই ব্যাপারে তার জবাবে নিশ্চয়ই সমস্ত ঘটনা বলবেন। আর একটা কথা হচ্ছে জেলে তুলনামূলক ভাবে তরী তরকারী কম হয় না। এগুলি বিক্রি করলে কখনও memo বা receipt দেওয়া হয়না। সেখানে ডিম, মাছ, দুধ, নারকেল, poultry form ইত্যাদি আছে। জেলখানায় যখন এই সব জিনিষ বিক্রি হয় তখন Cash memo দেওয়া হয় কিন্তু বাজারে যখন এগুলি বিক্রি হয় তখন Cash memo দেওয়া হয় না। এই টাকা গুলি যে কোথায় জমা হতেছে, তা মন্ত্রী মহাশয় অবশ্যই জানাবেন। আর জেলের সামনে যে মাঠটি আছে তাতে জেলের কর্মচারীদের ছেলে মেয়েদের এবং warder দের খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহার করা হত। আমরা তা শুনছি. কিন্তু ইদানিং এই মাঠটির চারদিক ঘেরাও করার পর জেলের সুপারিণ্টেডেন্ট মহাশয় তার গরু চরান। এই সব গরুগুলি কয়েদীদের দিয়ে চরান। গরু পালন, মাটি কাটা everything কয়েদিদের দ্বারা করান। গরু বাছুর চরানের জন্যই ঐ মাঠটি সংরক্ষিত আছে। সেখানে খেলা ধুলার কোন scope নাই। সেখানে আগে ফুটবল ও ভলিবল খেলত ওয়ার্ডরর। কিন্তু এখন তাদের সেখানে খেলতে দেওয়া হয় না। এমনকি জেলখানার গরুগুলোকেও পর্যান্ত সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এরকম খবর আমরা পাই। এটা আমার বাড়ীর কাছে। শুধু সুপারিণ্টেডেন্ট এর গরুগুলোকে চরানোর জন্য সেই মাঠটাকে ব্যবহার করা হয়। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মফঃস্বল জেলগুলির মধ্যে যে ভাবে ডায়েট দেওয়া হয়, সাধারণতঃ বাজারে যে সমস্ত পঁচা তরি তরকারী আছে, যা কেউ খায়না, সে সমস্ত জিনিষ বাজার থেকে কিনে আনা হয় এবং জেলের কয়েদীদের পাক করে খাওয়ানো হয়। যাতে খাদ্যটা ভাল ভাবে দেওয়া হয় এই ব্যাপারে উদয়পুর জেলের কয়েদিদের এবং হাজতের আসামীরা অনশন ধর্ম্মঘট করেছিলেন। কাজেই সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্যান্ত যে সমস্ত জেলগুলি আছে সে সব জেলগুলিতে যাতে খাওয়ার, চিকিৎসার এবং কাপড় চোপড় দেওয়ার ব্যবস্থা ভালভাবে করা হয় তার জন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ জানাবো।

Mr. Speaker :— I Call on the Hon'ble member Shri Bidya Chandra Deb Barma to more his Cut motion.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই Cut Motion রেখিছি এই জন্য যে, জেলে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়— যথা ডিভিশন 1. 2 এবং 3. গরীবদের বেলায় কিন্তু ২য় শ্রেণীতে রাখা হয়, ১ম শ্রেণীর বন্দী হিসাবে তাদের রাখা হয় না। যাতে এই রকম বৈষম্য মূলক আচরণ রাজনৈতিক বন্দীদের ক্ষেত্রে না করা হয় আমি সেই কথাই বলতে চাইছি। প্রত্যেক রাজনৈতিক বন্দীকে যেন একই

শ্রেণীতে রাখা হয় তার জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি। আশা করি এই বিধান সভা আমার এই প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহন করবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি এই সম্পর্কে দু'একটি কথা বলব। কারন বিভিন্ন বিভাগে জেলখানার যে অবস্থা দেখছি তাতে দেখাযায় একটি ৮।১৫ ঘরে ৪০।৪৫ জনকে রাখা হয়। পায়খানা পশ্রাব ও ঐ একই ঘরে করতে হয় এবং separate পায়খানা পস্রাবের কোন ব্যবস্থা নাই। আর এক একটি ছোট ঘরে ১৫।১৬ জনকে একত্রে রাখা হয়। সেখানে পায়খানা প্রস্রাবের portion থাকলে দুর্গন্ধে মানুষ থাকতে পারে না। কাজেই এই সমস্ত অব্যবস্থা দূর করে আগরতলা জেলখানার মত সুন্দর ভাবে যাতে Sub-Division গুলিতে ও করা হয় তার জন্য আমি এই House এর কাছে এই প্রস্তাব রাখছি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Hon'ble Minister Shri Tarit Mohan Das Gupta to participatle in the Debate.

Shri Tarit Mohan Das Gupta. (Minister)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে মূল Demand টি আছে আমি তার সমর্থন করছি। আজকে জেল বিভাগের সমালোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য বলছেন যে accommodation বাড়াবার জন্য, বন্দীদের আরো জায়গা হওয়ার জন্য আগরতলা সদরে। আজকে যে ভাবে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে জেলখানাটি চলছে তার একটি মূল কথা হচ্ছে— সেখানে আগের দৃষ্টি ভঙ্গ নিয়ে কয়েদীদের সাজা দেওয়ার জন্য জেলখানা নয়। সেখানে তাদের সংশোধন করে পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে তারা যাতে সৎভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আজকে নুতন ধরণের জেলখানা গুলি করা হয়েছে। এবং তারই জন্যে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে জেলখানার ভিতরে Press এর ব্যবস্থা হচ্ছে, বাঁশ বেতের কাজ হচ্ছে, তাহলে দেখা যায় যে আজকে জেলখানার ভেতর এই ধরণের জায়গা আছে। সদর Central Jail এ বাঁশ বেতের কাজ হয় এবং সেখানে জেলখানার ভিতরে Press আছে অর্থাৎ যারা কয়েদী হয়ে এখানে আসবেন, যারা সাজা পাবেন, তারা যেন পরবর্ত্তী জীবনে সৎভাবে জীবন যাপন করার জন্যে একটা জীবিকার সংস্থান তারা করতে পারেন, তার দৃষ্টি ভঙ্গি রাখা হয়। কাজেই সেই দিক দিয়ে এখানকার জেলখানায় যে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে সেখানে বাগান ইত্যাদির মাধ্যম দিয়ে যাতে বাগানে কাজ করেও তারা পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে আগরতলা জেলখানাটিকে একটি আদর্শ জেলখানা পর্য্যায়ে ফেলা যায়। কারণ

তার মধ্যে এই কাজ গুলিকে করার চেষ্টা হচ্ছে। এবং তিনি নিজেও বলছেন, যে জেলখানায় Grazing fieild আছে, সেখানে ঘাস খাওয়ান কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত একটি অভিযোগ করেছেন সে সম্বন্ধে আমি জানি না, কিন্তু তার যে বিলি ব্যবস্থা সেটা দাখে দেখা যাবে যে আজকে জেলখানাতে ফল ফসারী হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেছেন যে বাজারে জিনিস বিক্রি হয় এবং যখন নাকি জেলখানাতে আনতে যায় তখন receipt দিয়ে বিক্রি হয়। তাহলে সেখানে receipt দিয়ে জিনিস বিক্রি হচ্ছে তার Sale Proceeds তা সরকারী কোষাগারে জমা হবে এবং তিনি বলেছেন যে বাজারে যে জিনিস বিক্রি হয় তার টাকা কোষাগারে জমা হয় না। কিন্তু কথা হচ্ছে প্রকাশ্য বাজারে যে জিনিষ বিক্রি হচ্ছে, তার Proceeds অবশ্যই সরকারী কোষাগারে জমা হচ্ছে। এবং সেটা সকলেরই জানা আছে। অবশ্য তিনি কি ইংগিত করতে যাচ্ছেন এটা দিয়ে তা ঠিক বোঝা যায় না। আজকে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে জেলখানায় এমন সব জিনিষ হচ্ছে যে গুলি বাজারে বিক্রি হয়। তারপর তিনি বলছেন যে কর্ম্মচারীদের বাড়ীর মধ্যে ও তরি তরকারী হচ্ছে। আমি যতখানি জানি যারা জেলখানার area র মধ্যে আছে সেখানে যে সমস্ত জিনিস উৎপন্ন হয় তারও মালিকানা হচ্ছে জেলখানা। কারণ জেলখানার area র বাইরেও জেলখানার কিছু জায়গা আছে এবং সেই জায়গাতেও ফসল ইত্যাদি উৎপাদন করা হয়। কাজেই সেখানে স্বভাবতই কাজ করানো হবে। এখন নীতি হিসাবে দেখতে হবে তিনি যে বলেছেন, বাইরে থেকে যে লোকটি এলো তাকে বাইরে আসতে দেওয়া উচিৎ কিনা, এখন এর উপর যদি তর্ক করতে হয়, তাহলে আজকে যদি মানবতার দিক দিয়ে জিনিসটাকে বিচার করতে হয়, কারন আজকে কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকে দেখতে হবে তার উপর জিনিসটা নির্ভর করে। তিনি যদি এই উদাহরণ দিয়ে একথা বুঝাতে চান যে যারা জেলখানায় আছে তাদেরকে আর কোন অবস্থাতেই কোন সময়েই চার দেওয়ালের বাইরে আনতে দেওয়া হবে না। তাহলে অবশ্যই আমি নীতির দিক দিয়ে তার যে অভিমত তার বিরোধীতা করি। কারন আজকে যারা জেলখানায় আছে তারা যে চারদেওয়ালের মধ্যে একেবারে বন্ধ হয়ে সব সময় থাকবে এটা স্বীকার করা উচিৎ নয়। তাদেরও আজকে বাহিরে এসে কিছুটা করা উচিৎ এবং আগরতলায় আগেও ছিল এখনও পরীক্ষা করা হচ্ছে। আজকে এই যে পরীক্ষা সেটা করা উচিত। আমি কোন লোক পালিয়ে যাওয়ায় নীতিটা সমর্থন করছি না ছেড়ে দেওয়ার কথা আমি বলছি না অর্থাৎ এই risk নিলে পর যদি হাজারের মধ্যে একটি দুইটি পালিয়েও যায় তাহলে এই ধরণের যে নীতি সেটাকে বন্ধ করা উচিত নয়। কারন হচ্ছে যে আজকে যারা জেলের মধ্যে আছে তারা চিরদিন আবদ্ধ হয়ে থাকবে এবং বাহিরের আলো বাতাসের সংস্পর্শে তারা আসতে পারে না, এই রকম একটা কঠোর মনোভাব জেলের কয়দীদের সম্পর্কে নেওয়া উচিত নয়। কারন এর উপরেই মাননীয় সদস্য বলেছেন যে তার মধ্যে

যে Classification আছে সবকে এক Classification করে দেওয়া। তাহলে দেখা যায় তিনি মনে করেন যে তাদের মধ্যে মানবিক স্পর্শ তার ভীতরেতে পারে। কাজেই সেই দিক দিয়ে কয়েদীদের বাহিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার দরকার আছে বলে আমি মনে করি। তার অর্থ এই নয় যে তারা পালিয়ে যাবে। উপযুক্ত পাহারার ও ব্যবস্থা সেখানে থাকা দরকার বলে আমি করি। অবশ্য তিনি যে ঘটনা বললেন তার তদন্ত করা হচ্ছে তদন্ত হলে তার যে ফলাফল সেটা জানা যাবে

তারপরে তিনি বলেছেন মফঃস্বল জেলের অব্যবস্থার কথা। মফস্বলের জেলে বেশী কয়েদী থাকেনা। যখনই জেলে আসে এবং বিচার হয়ে গেলে তাদেরে সদরে নিয়ে আসা হয়। সেই জন্য মফঃস্বলে খুব বড জেলের পরিকল্পনা নেই। এইজন্য এগুলিকে sub-Jail করা হয়েছে, তবে যদি দেখা যায় যে criminal-এর সংখ্যা অতিরিক্ত বেড়ে যাচ্ছে তাহলে বিবেচনা করা হবে যে accommodation বাড়ানো যায় কিনা, কিন্তু তা যদি হয় তাহলে অকারণে suggest করা উচিত নয় যে কয়েদীর সংখ্যা দিনদিন বাড়তে পারে এবং তার জন্য accommodation বাড়ানো দরকার। কিন্তু criminal যত কমবে সমাজের দিক দিয়ে তা ততখানি মঙ্গল। কাজেই একটা বিচার করে জেলখানা গড়ে আগে সকলকে জেলখানায় আসার জন্য আহ্বান করা, সেটা নীতির দিক দিয়ে খুব ভাল কথা নয়। আর জেলের Classification এর কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন। কিন্তু Classification-টা জেল খানায় আছে। একেবারে তুলে দেওয়া যায়না এই জন্য যে সমাজে বিভিন্ন স্তরের লোক আছে। জেল খানাতে গেলেও তাদের মর্যাদা একবারে তুলে দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় সমাজ সেটা স্বীকার করতে চাইবেনা। কেননা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যখন Classificatian আছে, যার একটা status সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি ভোগ করছেন। সেটাকে যদি একেবারে তুলে দেওয়া হয় তাহলে স্বভাবতই এতদিন যে সুযোগ পেয়ে আসছেন, সেই সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন। কাজেই যে Classification-টা আছে, সেটা বর্ত্তমানে থাকা বাঞ্চনীয়। কারণ সমাজের অন্যান্য স্তরেও এই ধরনের Classification রয়ে গেছে। কাজেই সেই দিক দিয়ে Classification-এর প্রয়োজনীয়তা আছে।

আর জেলের Medicine সম্পর্কে তিনি যে কথা বলেছেন সে সম্পর্কে আমি বলব যে Budget দেখলেই বুঝবেন যে Medicine-এর আগে যে বরাদ্দ ছিল তার চাইতে এ বৎসর medicine-এর বরাদ্দের পরিমান বাড়ানো হয়েছে কিছু কিছু এবং ration ইত্যাদির জন্যও অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। আর জেলখানায় কাজ যারা করে তা থেকে যে পয়সা হয় সেই পয়সার কিছু অংশ কয়েদীরা পায়, আমি যতটুকু জানি। সেই পয়সা দিয়ে তারা ইচ্ছা করলে জেলের মধ্যে খাওয়া দাওয়া করতে পারে, কেউ যদি মনে করে যে ঐ পয়সার একটা অংশ জমিয়ে রাখবে তাহলে সেই সুযোগও আজকে কয়েদীদের দেওয়া হয়। কাজেই আজকে

জেলখানাব মধ্যে এই ধরণের নূতন ধারা সৃষ্টি হয়েছে তা সমর্থনযোগ্য এবং তাছাড়াও ration ইত্যাদির জন্য সরকারী ব্যয় ববাদ্দ আছে সেটা তাদের জন্য করা হচ্ছে, কাজেই এইসব দিক দিয়ে আজকে এ budget'টি এসেছে আমি তাকে সমর্থন করি।

Mr. Speaker :— Now I call on Hon'ble Minister Shri Prafulla Kumar Das to participate in the debate.

Shri Prafulla Kumar Das :— (Minister) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, demand No. 11, জেলখাতে যে ব্যয় ববাদ্দের দাবী রাখা হয়েছে, আমি তার সমর্থনে এবং cut motion-এর বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য রাখছি।

মাননীয় সদস্য শ্রীধরের বাবু cut motion আলোচনা করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন এবং স্বীকার করে নিয়েছেন তার বক্তব্য আলোচনা করলে বুঝা যায় যে তিনি স্বীকার করেছেন যে Mal-administration, mismanagement ইত্যাদির কথা যে তিনি cut motion'এ বলেছেন তা যথার্থ নয়। তিনি বলেছেন যে জেলে শাক-সব্জী ভাল হয়, কয়েদীরা যে সব Craft-এর কাজ করে, সেগুলি বাজারে অন্যান্য products হইতে উৎকৃষ্ট। সেখানে গরু বাছুরও বাস হয়। ভাল জিনিষ তখনই তারা তৈরী করতে পারে যখন তারা ভালভাবে থাকতে পারে এবং তার ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই জেলখানার management যে সুন্দরভাবে হচ্ছে এটা তিনি স্বীকার করে গেছেন। আব্দুল লতিফ নামে একজন কয়েদী জেলখানা থেকে পালিয়ে গিয়েছে এবং এই সম্পর্কে তিনি অনুমান করে বলেছেন যে হয়ত কয়েদীটি ঐ সময় Jailor-এর বাগানে কাজ করছিল। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে তাকে Jailor'এর বাড়ীতে খাটানো হয়েছে বা হলেও তা বেআইনী নয়। কারণ Jail code অনুযায়ী Jail Superintendent'এর যে Quarter সেটা Jail-এরই একটি অঙ্গ এবং সেখানে বাগানের ভিতরে কয়েদীদের দ্বারা কাজ করানো যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয়, যারা স্বল্পমেয়াদের কয়েদী তাদের জেল সীমানার মধ্যে উপযুক্ত রক্ষন ব্যবস্থা করে চলাফেরা এবং কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই রকম অবস্থার মধ্যে একদিন একশত জন কয়েদী যখন কাজ করতে-ছিল তখন সে কোন ফাঁকে পালিয়ে গিয়েছে—এইটা একটা mere accident. পাহারার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু সে পালিয়ে গেছে এবং তার জন্য তদন্ত করা হচ্ছে এবং যে warder পাহারার কাজে নিযুক্ত ছিল তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই এই রকম একটা accident'কে উপলক্ষ করে mismanage-এর যে Motion তিনি এনেছেন তাহার কোন justification নাই।

তারপর উনি বলেছেন যে জেলে উৎপাদিত যে সব তরি তরকারী বাজারে বিক্রি হয়, তার

যে দাম তা সরকারী তহবিলে যথারীতি জমা হয় কিনা। তার উত্তরে আমি বলতে চাই যে তার মূল্য আইনমানুযারী সরকারী তহবিলে জমা দেওয়া হয়। জেলে accommodation এর অভাব আছে বলে উনি অভিযোগ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে সেখানে accommodation এর কোন অভাব নেই। এই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, শ্রীতড়িৎ বাবু বলেছেন যে কখন কি পরিমাণ কয়েদী জেল খানায় আসবে, এই রকম ভবিষ্যৎ চিন্তা করে, আগাম জেলখানা তৈরী করে, কয়েদী আহ্বান করা যুক্তি সঙ্গত নয়। যখন যা প্রয়োজন তখন তাই করা হচ্ছে। যদি কোন দল বিশেষ হঠাৎ নিরীহ জন সাধারণকে নানা রকম প্ররোচনা দিয়ে সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত করে, তা হলে জেলের উপর চাপ আসবেই, কেননা এই ধরণের অভিজ্ঞতা মাননীয় সদস্যদের থাকার কথা ইতি পূর্ব্বেও তারা অনেকগুলি বেআইনী, সমাজবিরোধী কাজ কর্ম্মে লিপ্ত ছিল এবং দণ্ড ভাবে জেলে গিয়েছেন এবং সেখানে গিয়ে হয়ত কিছু অসুবিধা ভোগ করেছেন। এই ধরণের অবস্থার মধ্যে হয়ত তারা সাময়িক ভাবে অসুবিধা ভোগ করেছেন তবে মাননীয় সদস্য যদি পূর্ব্বাক্তে জানান যে কতজন লোক এ ধরণের কাজকর্ম্মে লিপ্ত থাকবেন তাহলে হয়ত একটা accommodation এর ব্যবস্থা করা যায়।

Mr. Speaker : I request the Hon'ble Minister to be brief in his speech.

Shri P. K. Das : তারপর মাননীয় সদস্য বলেছেন যে জেলের নিকটে যে মাঠ আছে; সেটা খেলাধূলার জন্য, অথচ সেখানে গরু মহিষাদি চড়ানো হয়। উনার এই কথা ঠিক নয়। আপনারা জানেন যে ত্রিপুরার Jail Administration নানা ভাবে প্রশংসার দাবী রাখে। কিছুদিন আগেও ত্রিপুরা রাজ্যের জেলখানাগুলিতে কয়েদীদের বাঁশের তৈরী কাঁচা ঘরে নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে দিন যাপন করতে হত। কিন্তু গত কয়েক বছরের মধ্যে Plan wayতে আস্তে আস্তে ত্রিপুরার জেলখানাগুলি অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। যার ফলে সমস্ত ত্রিপুরাতে কাচা ঘরের জায়গায় কয়েদীদের থাকবার জন্য পাকা ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে এবং উন্নত ধরণের accommodation এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাওয়া পড়ার দিকেও অনেক রকম উন্নতি হয়েছে। এক কথায় কয়েদীদের থাকা খাওয়ার পড়ার লেখাপড়ার এবং খেলাধূলার ইত্যাদি বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়েছে। সেখানে নানা রকম হাতের কাজ শিখার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কয়েদী জীবনের পরে যাতে তারা সুস্থ নাগরিকরূপে গড়ে উঠতে পারে তার জন্য সর্ব্ব প্রকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সব দিক বিবেচনা করলে এই Demandকে সর্ব্বান্তঃ করণে সমর্থন করা যায় এবং আশা করি এই হাউস তা গ্রহণ করবেন। মূল Demand সমর্থনে আমার বক্তব্য এই খানেই শেষ করব।

Mr. Speaker :— I would now call on Hon'ble Finance Minister to give his reply.

Shir Krishnadas Bhattacharjee :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত এবং শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস মহাশয়গণ এই demand সমর্থনে যাহা বললেন এবং Cutmotion এর বিরোধীতা করে যাহা বললেন তাহা আমি সমর্থন করছি এবং আশা করি এই হাউস তা মঞ্জুর করবেন।

Mr. Speaker :— The debate on Demand No. 11 is over. I would now put the Demand to vote ofcourse, I would first put to vote the cutmotions relating to the aforesaid Demand Now, the question before the House is the cutmotion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss the mismanagement in the Jail Deptt.

As many as are of that opinion will please say Ayes'

(Voice – Ayes)

As many as are of Contrary opinion will p'ease say—Noes.

(Voice—Noes)

I think Noes have it, Noes have it,

Noes have it. The motion is lost.

Now the question before the House is the Cutmotion moved by Shri Bidya Chandra Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 1/ to discuss on "রাজনৈতিক কয়েদীদের জন্য বিশেষ শ্রেণী বিভাগের দাবী" —

As many as are of that opinion will please say—Ayes.

(Voice—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say—Noes.

(Voice—Noes)

I think Noes have it, Noes have it, Noes have it. The motion is lost.

Now the question before the House is that the Demand for Grant No 11 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 5,37,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1967) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 11– Jails.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'

(Voice—Ayee)

As many as are of Contrary opinion will please say—Noes.

(No—Voices)

I think Ayes have it, Ayes have it, Ayes have it. The Demand is passed.

Now I would call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 13 and 23 together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator 1 beg to move that a sum not exceeding Rs. 5·52,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1967] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 13—Miscellaneous Department.

Mr, Speaker, Sir on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 51 80,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on account) Bill, 1967]' be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 23—Miscellaneous, Social & Developmental Organisation.

Mr Speaker :— Now I call on Hon'ble member Shri Aghore Deb Barma to move his cut motion on that Demand.

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No, 13'এ ব্যয় ববাদ্দেব জন্য ৫,৫২,০০০ টাকা চাওয়া হয়েছে আর আমার cut motion হচ্ছে to establish fire brigades units in all sub-divisons of Tripnra and to ventilate the grievence on mismanagement in the civil supplies Deptt. আমার বক্তব্য মোটামোটিভাবে হাউসের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করব। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় যে সমস্ত সহবে fire brigade আছে, তাছাড়া অন্যান্য sub-division সহরগুলিতে এগুলোর expansion করা অথবা মফঃস্বলের বড় বড় বাজার অঞ্চলে যাতে আগুন নিবানো যায় তার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

Mr. Speaker :— I would draw ths attention of the Hon'ble member that the time on his disposal is very short. So I request you to be brief in his speech

Shri Aghore Deb Barma :— কাজেই এখানে প্রয়োজনের তুলনায় যে ব্যয় বরাদ্দ ধবা হয়েছে তা খুবই কম। এই ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো দরকার।

আর to ventilate the grievance on mismanagement in the civil supplies department. এই সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে আমরা নানা ঘটনার কথা এই হাউসের সামনে তুলে ধরেছি, যেমন গত বৎসর সরকারী গুদাম থেকে ৫০টি তেলের টিন উধাও হয়েছে। সরকার পক্ষ হইতে স্বীকারও করা হয়েছে অথচ তার কোন প্রতিকার আজও হয়নি এমন আরো ঘটনা আছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেখানে A. D. M. শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য্য ছিলেন না। তার স্থলে একজন হাকিম বাবু ছিলেন। অবশ্য ওনার সাথে আমার জানাশুনা নাই। ব্যক্তিগতভাবে উনি আমাকে চিনেন না আমি যখন তার কাছে গেলাম তিনি বললেন যে, আগে তদন্ত করতে হবে। তখন আমি বললাম যে দরখাস্ত তো অনেকদিন আগেই দেওয়া হয়েছে। তদন্ত করার দায়িত্ব হল কর্ম্মচারীদের। অর্থাৎ ইঙ্গিতটা যেন এই যে আপনি যদি বলে চলে না গিয়ে তদন্ত করান তাহলে আমরা কি করব আপনি টের পাবেন না অর্থাৎ কিছু দিয়ে টিয়ে যদি দরখাস্ত করতে পারেন তাহলে টিন পাওয়া সহজ নয়তো পাবেন না, তিনি আমাকে একথা সোজাসুজি বলে ফেললেন, তখন আমি বললাল যে আমি তোষামোদ করে টিন নিতে প্রস্তুত নই। আমি তা পারবনা। আপনি হাকিম মানুষ, আপনার কাছে বলেছি ইহাই যথেষ্ট। other যে Emplayee আছে তাদের কাছে গিয়াও সে দরবার করতে হবে।

Mr. Speaker :— মাননীয় সদস্য যে মেম্বর সে পরিচয় কি দেননি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— না, দেইনি, এই হচ্ছে অবস্থা।

Mr. Speaker :— তাহলে আপনি আত্ম গোপন করেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনি আত্মগোপন বলতে পারেন। আমি শুধু এটাই প্রমাণ করতে চাই যে, কিছু দিয়ে বাবুদের সন্তুষ্ট না করলে টিন পাওয়ার কোন উপায়ই নাই। আর মন্ত্রীদের খাতিরের লোক হলে তো কোন প্রশ্নই ওঠেনা। যখন তখন চাইলেই পাওয়া যায়। সেখানে সাধারণ মানুষ ৫ বাণ্ডেল পায়না সেখানে বিশ বাণ্ডেল টিন কথায় মঞ্জুর হয়ে যায় এরকম প্রমাণ ও আছে। থাক সেসব দৃষ্টান্ত আর আমি দেখাতে চাইনা। কাজেই এটা একটা বেচ্ছেকারী পূর্ণ ডিপার্টমেন্ট, এ অবস্থা যাতে বরাবর না থাকে এবং এসব দুর্নীতির অবসান হয় তার জন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করবো।

আর Demand No. 23 এ আমার তিনটি Cut Motion আছে। ১নং হল Failure of procurement of rice and paddy, ২নং হল — Inadequacy of provision for procurement of essential commodities for building of buffer

Stock. আর ৩ নং হচ্ছে Mismanagement of Statistical Department.

১নং সম্বন্ধে আমি বলব, যে বিগত ১৯৬৩ সাল হইতে এই বিধান সভায় অধিবেশনের মধ্যে বহুবার বলা হয়েছে কতগুলো পাকিস্তান সংলগ্ন যায়গার নাম পর্য্যন্ত বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন সাব্রুম ইত্যাদি অনেক জায়গায় বিস্তর জমিতে ধান উৎপন্ন হয়। অথচ সরকারের তরফ থেকে সে ধানগুলি কিনা হয় না। ফলে সেখানকার জমির মালিকেরা বাধ্য হয়ে যে সব ধান Communication এর অভাবে বিভিন্ন কারনে পাকিস্তানে বিক্রি করে। সস্তা দরে আমাদের রাজ্যের ফসল পাকিস্তান কিনে নিয়ে যায়। কাজেই যাতে সেই সমস্ত বর্ডার এলাকায় যাতে সরকার থেকে ধান সংগ্রহ করা হয় সেজন্য আমরা সরকারের কাছে বহুবার প্রস্তাব দিয়েছি। কিন্তু কার্য্যতঃ এগুলো করা হয় না, ফলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা টাকাও পায়না এবং ধানও আমাদের রাজ্য থেকে পাকিস্তানে চলে যায়। আমার বক্তব্য হল এই যে, যখন ধান চাল উঠে তখন দাম কম থাকে। তখন মহাজনরা শুরু করে ধানচাল সস্তা দরে কিনে ষ্টক করে। কৃষকদের ঘর থেকে যখন ধান চাল চলে যায় মজুতদারের হাতে তখন ধান চালের দর বাড়তে থাকে। ফলে সেই কৃষকরা সস্তা দরে ধান বিক্রি করে তাদের পরবর্ত্তী কালে বেশী দাম দিয়ে কিনতে হয় এবং যারা খরিদ করে খায় তারা বেশী দাম দিতে বাধ্য হন। ন্যায্য মূল্যে যাদের পাওয়ার কথা তারা তা পায়না। যদি সরকার থেকে সে সময় ধান চাল খরিদ করে গুদামজাত করা হয় তা হলে পরে ন্যায্য মূল্যে তা কৃষক ও অন্যান্য লোকের মধ্যে বিক্রি করা যায় যখন কোথাও Scarcity দেখা দেয়। কিন্তু আমাদের এই ত্রিপুরার মধ্যে যারা বিত্তশালী, যাদের টাকা আছে প্রচুর যারা ধান চাল খরিদ করে রাখতে পারে তারা সেই সুযোগ পায় না যদি সরকার সময়মত সে সব ধান চাল Procure করেন। এতে কোন অন্যায় হয় না। এইভাবে আজকে চলছে।

গোলাঘাটি অঞ্চলের মধ্যে দাদনের যে প্রথা আছে অবশ্য এটা খুব relevant নয় তবুও উদাহরণ হিসাবে আমি বলছি— যারা দাদন দেয় তারা অনেকেই কংগ্রেসের কর্ম্মী অথবা নেতা তাদের কথায় কংগ্রেসের মন্ত্রীদের চলতে হয়। এই সমস্ত কারনে কৃষকরা যে ন্যায্য দামটা ফসলের জন্য পাওয়া উচিত তা তারা পাচ্ছেন না। সাধারণ মানুষরাও যারা কিনে খায় তারাও ঠকছেন, উভয় পক্ষই ঠকছেন। এই অবস্থা যাতে দূরীভূত হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার বলে আমি মনে করি। আর inadequacy of provision for procurement of essential Commodities for building of buffer stock সম্বন্ধে আমি বলব যে এই সম্পর্কে সরকারের একটা পরিকল্পনা আছে। নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের দাম যখন উর্দ্ধমূখী হয় তখন তাকে রোধ করার জন্যে সরকারের একটি ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা দেখতে পাই সরকারী স্টক থেকে যে সমস্ত নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষগুলি সরবরাহ করা হয়, যেমন— ডাল, তেল, লবন ইত্যাদি। সরকার থেকে যে দামে লবণ দেওয়া হয় তার চাইতে ভাল

quality'র লবণ বাজারে সস্তায় পাওয়া যায়, তেলেরও সেই অবস্থা, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই অবস্থা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, জিনিষপত্রের দামের উর্দ্ধগতি রোধ করাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা'হলে বাজার থেকে বেশী দামে স্টকের মাল বিক্রি করার কোন যৌক্তিকতা নাই। অবশ্য মন্ত্রীরা বলবেন যে, যাতে দামটা বাড়তে না পারে সেই জন্যেই তো buffer stock-টা করা হয়। একথা আগেও তারা বলেছেন এখনও বলতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ব্যবসায়ীরা যেজিনিষ সস্তায় বিক্রি করতে পারে সেজিনিষ সরকার থেকে আনা হলে বেশী দাম দিয়ে কেন মানুষ কিনবে। ব্যবসায়ীরা সরকারী rate'এ বিক্রি করেও লাভ করে। এগুলি যাতে জনসাধারণ সস্তায় পেতে পারে সেজন্য Subsidy দিয়ে এগুলো বিক্রি করা দরকার। এজন্যই এই buffer stock, কাজেই সাধারণতঃ বাজারের যে দাম তার চেয়ে বেশী দাম হওয়ার তো কারণ থাকতে পারে না। হওয়ারও কথা না। কতগুলো গলদ হচ্ছে—কিছু লোক বা Head of the Department কতকগুলি জায়গার মধ্যে বা যে agency আছে সেই agency'র মাধ্যমে মালগুলো আনা হয় তার কমিশনটা ধরা হয় by negotiation—এই সমস্ত কারণেই এসব ঘটনা ঘটছে। অতএব যাতে এসমস্ত ঘটনা না ঘটে তৎপ্রতি দৃষ্টি দরকার। যেমন 1665-66-এর বাজেটে বাফার ষ্টক কথার বাবদে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। কথা ছিল যে, এই state-এর কো-অপারেটিভ সোসাইটি-গুলোকে এটা দেওয়া হবে—তারা বাফার ষ্টক করে জনসাধারণকে সস্তা দরে জিনিষপত্র supply করবে এই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে দেখা গেল ব্যবসায়ীদের মধ্যে ধনী যারা যারা ত্রিপুরা রাজ্যের economy'কে control করে—যেমন, অমর চক্রবর্ত্তী বা আরও অনেকেও হয়ত থাকতে পারে, এসব ব্যবসায়ীদের দিয়ে একটা syndicate করে তাদের হাতে এই ৮ লক্ষ টাকা দেওয়ার একটা পরিকল্পনা সরকার থেকে করা হয়েছিল কিন্তু সেটি হলনা। পরে কলিকাতার জনৈক ব্যবসায়ীকে এই দায়ীত্ব দেওয়া হল। এখন পর্য্যন্ত কোটি কোটি টাকার লেনদেন চলছে বা হচ্ছে, যে monopoly'টা দেওয়া হল সেটা এখন পর্য্যন্তও চলছে। কাজেই জনসাধারণের সামগ্রিক উপকারের জন্যই যদি এই ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে তাহলে আজকে জনসাধারণ যাতে সস্তা দরে নিত্যব্যবহার্য জিনিষগুলি পায় তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। সেটা হচ্ছেনা বরং দিনের পর দিন ডাল তেলের দাম বাড়ছে। এগুলো চেক দেওয়া দরকার। কিন্তু একটা monopoly-র হাতে তুলে দিয়ে সরকারের যে Scheme বা যে পরিকল্পনা তা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হতে চলছে। কাজেই এই অবস্থা যাতে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয় সেজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মারফতে মন্ত্রীমণ্ডলীর নিকট অনুরোধ রাখছি। আর Mismanagement of statistical Department মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কিছু সময় চাইছি—সামান্য কিছু বলেই আমি শেষ করব।

Mr. Speakre :— You are allowed only 3 minutes.

Shri Aghore Deb Barma :— য উদ্দেশ্য নিয়ে এই department করা হল,

অর্থাৎ প্রতি ১৫ দিনে এই deptt. থেকে একটা bulletin বাহির করার কথা। কিন্তু তাহা কোন দিনই হয় না। ১৯৬৬ সনের যে bulletin বের হওয়ার কথা তা বের হয়েছে ১৯৬৭ সনের মার্চ্চ মাসে। অর্থাৎ তিন মাস অন্তর অন্তর এই deptt. থেকে bulletin'টা বের করার কথা বিভিন্ন statitics সম্পর্কে। ১৯৬৬ সনের সেপ্টেম্বরে যে bulletin বের হওয়ার কথা ১৯৬৭ সনের মার্চ্চ মাসে তা বের হয়েছে। আর August, 1966'এ যে bulletin বের হওয়ার কথা সেটা February 1967'এ বের হয়েছে। একটা Abstract bulletin বাহির হওয়ার কথা বৎসরে একবার। সেটা কোন বৎসরই বাহির হয় না। সেখানে অফিসার আছে, গভর্ণমেণ্টের টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে সময় মত এই bulletin বাহির হওয়ার কথা তা হচ্ছে না। আর একটি কথা হচ্ছে এই deptt.'এর কাজের জন্য একটি গাড়ী আনা হয়েছে, নম্বর হচ্ছে ৬১২। যেহেতু একজন ডেপুটি মিনিষ্টারের গাড়ীর দরকার, সেজন্য ঐ deptt-এর গাড়ীটা আনা হয়েছে। এখন সেই deptt-এর কোন গাড়ী নাই। এখন মজা হচ্ছে 21st March,এ গাড়ীটা department-এ ফেরত দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু March পার হয়ে গিয়েছে এখনও গাড়ীটা ফেরত দেওয়া হয় নাই। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য গাড়ীটা আটক করে রাখা হল। এখন মূল প্রশ্ন হল, গাড়ী নিয়ে আসা হল মিনিষ্টারের জন্য, কিন্তু গাড়ীর maintenance এর খরচ এবং ড্রাইভারের বেতন ঐ departmentকে দিতে হবে। এই ভাবে TRA—63 গাড়ীটা Superintentdent বরাবরই ব্যাক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন, এটা আমি আগেই বলেছি। এইখানে departmental যে সমস্ত promotion হয় সেগুলি on the basis of seniority হয় না, এই রকম বহু ঘটনা আছে। আমি নামধাম দিতে পারি, যেমন Librarian, Inspector, এগুলির vacancy আছে এবং এগুলিতে যে সমস্ত promotion দেওয়া হয় তা seniority observe করে দেওয়া হয় না। খাতিরের লোককে রাতারাতি promotion দেওয়া হয়। এই সমস্ত লোক কাজ না করলেও বেতন পায়, এই departmant-এ এই সমস্ত অরাজকতা চলছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই কথা বলে এখানে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা, আপনি আপনার কাট-মোশান মুভ করুন এবং অতি সংক্ষেপে আপনার বক্তব্য রাখুন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No 13 এ আমার Cut Motion হল চাউলের মূল্য হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় সাবসিডির ব্যবস্থা না থাকার প্রতিবাদ। আমাদের ত্রিপুরায় যেভাবে এখন চাউলের মূল্য বাড়ছে সে দিক থেকে আমরা যদি চিন্তা করি তা হলে দেশের সাধারণ মানুষ, গরীব কৃষক, মজুর এবং কর্ম্মচারী, তাদের যদি এই দাম দিয়ে বাজার থেকে কিনে খেতে হয়, তাহলে মাসের বেশী সময়ই তাদের উপবাস করতে হয়। গত শনিবার দিন ও যখন আমি

কল্যাণপুর গিয়েছিলাম তখন আমি সেখানে দেখলাম ১জন লোক উপবাস করছে। মজুরী করে একজন মজুর ২টাকা থেকে আড়াই টাকা পায়। অথচ একজনের মজুরীতে যা আয় হয় তা দিয়ে একটা পরিবারের ভরন পোষন সম্ভবপর হয়ে উঠেনা। কাজেই সেই দিক থেকে শুধু মজুরদের বেলায় নয়, সমস্ত সাধারণ মানুষ যাতে সস্তা দরে রেশন পাইতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত। গভর্ণমেন্টের একটা declaration আছে যে যেখানে ৩৮৲ টাকার উর্দ্ধে চাউলের মূল্য হবে সেখানে ration shop খোলা হবে। কিন্তু Ration Shop বোধ হয় আগরতলা সহর ব্যতীত কোথাও খোলা হয় নাই। কাজেই সেই দিক বিচার করে অতি সত্বর ঐ সমস্ত স্থানে Ration Shop খোলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। চাউলের দাম যেভাবে বাড়ছে এই অবস্থায় শ্রমিক, কৃষক ও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে চাউল খরিদ করে খাওয়া সম্ভব হবেনা। কাজেই সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে সকলেই যাতে subsidy পায় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। শুধু Ration Card এ যাতে 'A' 'B' 'C' এই তিনটা Grade না থাকে, সকলেই যাতে সমানভাবে ration পায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I now Call on Hon'ble Chief Minister to Participate in the dabate.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দল থেকে Cut motion রাখা হয়েছে—To establish Fire Brigades in all Sub-Divisions of Tripura. তিনটি Sub-Division এ আমরা Fire Brigade চালু করেছি এবং আরও ২টি Sub-Division এ Fire Brigade চালু করার চেষ্টা চলছে। আমরা চেষ্টা করব যাতে সমস্ত Sub-Division ই Fire Brigade চালু করতে পারি। তবে সেটা নির্ভর করে কতগুলি rules এর উপর। Fire aceident বৎসরে কতটা হয়, কিভাবে হয় এবং ক্ষয় ক্ষতি কি রকম হয় তার একটা মানদণ্ড আছে। সেই মানদণ্ড অনুসারেই Fire Brigade চালু করার ব্যবস্থা করা হয়। অতএব আমরা ধীর গতিতে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি Sub-Division এ Fire Brigade স্থাপন করার চেষ্টা করছি।

আর একটা Cut motion হচ্ছে to ventilate the grievances of mismangement in the Civil Supplies Deptt. এই mismanagement এর কথা বলতে গিয়ে কতকগুলি ব্যক্তিগত কথা উঠিয়েছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে হয়ত সেখানে স্বার্থ সিদ্ধি করতে গিয়েছিলেন কিন্তু হয়নি। কেহ যদি অকারনে বা বেআইনীভাবে

স্বার্থসিদ্ধি করতে যান এবং সেটা যদি পুরন না হয় তবে আমি তাকে ধন্যবাদই জ্ঞাপন করব। কারন টিনের যে কোটা, সেটা ঘরের মাপ দিয়ে সেখানকার যে Engineer তার recommendation অনুযায়ী ঠিক হয়ে থাকে। অতএব মাননীয় সদস্য যদি without recommendation, without authority গিয়ে থাকেন এবং সেজন্য refused হয়ে থাকেন তাহলে আমার কিছু বলার নেই। আরেকটা Cut motion হচ্ছে 'চাউলের মূল্য হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় সাবসিডির' ব্যবস্থা না থাকার প্রতিবাদ'। Government imported rice এবং Govt. যেটা procure করছে, তা বিলি করা হচ্ছে ration এর মধ্যে দিয়ে। সেটা দেখলে পরেই বুঝা যাবে যে সেটা subsidy দিয়ে বিলি করা হচ্ছে এবং উপযুক্ত সাবসিডি তাতে আছে। হয়ত মাননীয় সদস্য 'সাবসিডির' অর্থ কি ত'ও বুঝেননি সেই জন্যই এই সমস্ত কথা বলছেন। ত্রিপুরার সর্বত্রই 'সাবসিডির' মধ্যে দিয়ে এই চাউল ration এর মারফত বিলি করা হয়ে থাকে। অতএব মাননীয় সদস্যকে বলব সেইদিকে যেন তিনি দৃষ্টি রাখেন। তারপর বলা হয়েছে চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কথা। Anti-social element যারা আছেন তারা এবং কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে কতকগুলি circular জারী করেছেন সেই সমস্ত অঞ্চলে। সেই তাদের যে অঞ্চল, সেই সমস্ত অঞ্চলে 'চাউল মজুত রাখ' এই বলে প্রচার করা হচ্ছে। কারন তারা সেই সমস্ত অঞ্চলে বড় বড় জোতদারদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমাজ বিরোধী কার্য্য চালিয়ে যাচ্ছেন। সেইদিকে অবশ্য সরকারের দৃষ্টি আছে এইভাবে যাতে তারা কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করতে না পারে। এই ব্যাপারে আমি জনমতের কাছে আবেদন রাখব যাতে জনসাধারন সজাগ দৃষ্টি রেখে এই মজুতদারদের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেয়। তার সাথে আমরা চেষ্টা করছি যাতে Co-operative ও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে চাউল ক্রয় করে ন্যায় সঙ্গত দরে খোলা বাজারে বিক্রি করা যায়। সেই অনুসারে আমরা চাউলের মূল্যকে স্থিতিশীল করতে চাই। চাউল মজুত করাটা আজকের দিনে একটা বিরাট অপরাধ। কাজেই মজুতদাররা যাতে antisocial element দের সাথে মিলে চাউল মজুত করে। বাজারে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি না করতে পারে সেই দিকে জনসাধারণকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে আবেদন করব। তারপর আরেকটা Cut motion এ বলা হয়েছে Failure of Procurement of Rice and Paddy. আমি বুঝতে পারলামনা কি করে এই কথাটি বলা হলো যে failure of procurement of rice and paddy. কারন ধানের দাম ১৮.৫০ পয়সা বেধে দিয়েছিলাম এবং সেই অনুসারে আমরা জনসাধারনের কাছে আবেদনও করেছি। কিন্তু antisocial element সেখানে বাধা দিয়েছে। সেই ভলাণ্টারী লেভীটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সমস্ত কাজেই তারা সংযুক্ত আছেন। কারন বিভিন্ন স্থানে সেই চাচুবাজার থেকে সুরু করে খোয়াই, কল্যাণপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জোতদারদের সাথে মিলিত হয়ে তারা তাদের পার্টিগত নির্দেশ জারী করেছেন election পূর্ব্ব থেকেই, যাতে জনসাধারণের নিকট ধান চাউল বিক্রী না করে এবং সেইভাবে জনসাধারনকে pressure দিয়ে সেই চেষ্টা করেছিলেন।

ওদের যে কার্য্য সেটা অতি অবৈধ এবং সমাজ বিরোধী। কাজেই আমি তাদেরকে আবার সেইদিকে দৃষ্টি দিতে বলব। কারণ এখন election শেষ হয়ে গেছে। অতএব এখন এই জায়গাতে আমি আবেদন করব যে তারাও যে সমস্ত অঞ্চলে অবৈধভাবে যে সমস্ত চাউল আটক রেখেছেন, জনসাধারণের দুঃখ এবং কষ্টের দিকে লক্ষ্য রেখে আটক চাউল ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন। তাহলে জনসাধারণের কষ্টের লাঘব হবে।

আরেকটা Cut motion হচ্ছে—"Inadequacy of provision for procurement of essential commodities for building of buffer stock." এটাও তাদের একটা অমূলক অভিযোগ। কারণ প্রতি দুই মাসের জন্য আমরা এখানে buffer stock রাখি। কারণ ডাল, তৈল,নুন সেটাকে এক বছরের জন্য রাখা চলেনা। তাদের মস্তিষ্কে যদি মগজ থাকতো তাহলে একথা বলতেন না যে inadequacy of provision for essential commodities এই জিনিষগুলি অতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। অতএব ত্রিপুরার প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে দুই মাসের বাফার স্টক করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে এটা মণপোলি দেওয়া হয়েছে। কোন ব্যবসায়ীকে মণপোলি দেওয়া হয় নাই। টেণ্ডার কল করা হয় এবং সে টেণ্ডার অনুসারে যারা পাইতে পারেন তাদের প্রতি বৎসরের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। কাজেই তাদের এসব অভিযোগ অবাস্তব কল্পনা প্রসূত। আর একটি কথা, ডিমাণ্ড থেকে সাপ্লাই যদি বেশী হয় তবে দাম কমতে বাধ্য। এই হল অর্থনৈতিক কথা। সেই অনুসারে যদি কোন জায়গায় দাম বেড়ে যায় তখন আমরা আমাদের স্টক রিলিজ করে দেই। আর একটা হচ্ছে Mismanagement of statistical deptt. এই statistical deptt.এ কোন কিছু ছিলনা। Compilation of planning statistics তার মধ্য দিয়ে 3rd plan চালিয়ে যাচ্ছে। Compilation of commmunity development, National extension services-এর কার্য্য পরিচালনা করছেন। Social economy service, N S S যেটা আছে সেটাও তারা পরিচালনা করছেন। Publication, Pictorial charge, যে ইউনিট করা হয়েছিল তা যদি তারা এ্যাকজিবিশনে গিয়ে দেখতেন তা হলে বুঝতেন। তারা সেখানে যান না, কারণ বিরোধীতা তো করতে হবে। Publication pictorial charge. Library unit সেটা ধরা হয়েছে সেটা তারা দেখেন নাই। জুগেণ্ট মেশিন টেবুলেট on the unit for ত্রিপুরা এণ্ড মণিপুর এখানে install করা হয়েছে এবং সেটার কাজ চলছে। Collection of Industrial statistics and state income estimation এই কার্য্য গুলি ও আমরা statistical deptt.এর মাধ্যমে চালিয়ে যাচ্ছি। তারপর আর একটা জিনিষ হল 3rd plan এ Statistical deptt of Tripura Govt. National sample surveyতে পার্টিসিপেট করেছিল। ইউনিয়ন টেরিটরী গুলির মধ্যে ত্রিপুরা হল pilmary. তারা যদি এদিকে দৃষ্টি রাখতেন, খোঁজ খবর—নিতেন তাহলে নিশ্চয়ই

তারা এই বিষয়গুলি জানতে পারতেন। 4th plan'এ আমরা কোন দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করব সেই ভাবে কাজ করে চলছি। Strengthening of the statistical Bureua assessment & improvement of the quality of data and collection of housing statistics Adhoc survey...studies for collection of data to make the state income estimate more reliable. Extension of existing machine tabulation unit to make it fulfleged. Survey of district planning programme unit for statistics of resources for planning, damarcation of municipality. District statistical কাঠামো এবং following publication আমরা বাহির করি। সেগুলি হল statistial abstract of Tripura Quarterly Bulletin of economics statistics এগুলি তারা পড়েননা বা দেখেনও না মনে হয়। Statistical outline of Tripura, Census of Tripura Govt employees & local Body, Tea bulletin & Price bulletin. এই গুলি আমরা বের করে থাকি। বিরোধীতা করা দরকার তাই তারা বিরোধীতা করছেন। বিরোধীতা করতে গেলেও জানা দরকার, পড়াশুনা করা দরকার সেটা তারা করেন না। কারন আমরা যদি ভাত খাই তাহলে তারা ছাই খাবেন। এই যদি বিরোধীতা হয় তাহলে আমার বলার কিছু নাই। অতএব আমি এই কাট মোশানের বিরোধীতা করছি এবং main motion-এর সমর্থন করছি।

Mr. Speaker :— I now call on the Hon'ble Finance Minister to give his reply

Shri Krishnadas Bhattacherjee (Finance Minister) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার demand-গুলির সমর্থনে এবং cut motion-গুলির বিরোধীতা করে যা বলেছেন তা আমি সমর্থন করছি এবং আশা করি House তা approve করবে।

Mr. Speaker :— The debate on demand number 13 & 23 is over. Now I am putting the demands to vote separatety. Of course, I shall first put to vote the cut-motions ralating to the aforesaid Demand. Now the question before the House is the cutmotion moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to establish fire Brigades in all Sub-Divisions of Tripura.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it ; 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The cutmotion is lost.

Now the question before the House is the Cutmotion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the grievances on mismanagement in the Civil Supplies Deptt.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Voices—'Noes'.

I think 'Noes' have it ; 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The cutmotion is lost

Next question before the House is the cutmotion moved by Shri Bidya Chandra Deb Barma to discuss on 'চাউলের মূল্য হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় 'সাব-সিডির' ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিবাদ।'

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Voices—'Noes'

I think 'Noes' have it ; 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The cutmotion is lost.

Now the question before the House is the demand for grant No. 13 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs 5,52,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropritaion (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 13—Miscellaneous Departments.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Vocies—Ayes

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

(No Voice)

I think 'Ayes' have it ; 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—Failure of Procurement of Rice and Paddy.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes.'

Voices—Ayes.

As many as are of contrary opinion will Please say Noes.

Voices—Noes.

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The Cutmotion is lost.

Now the question before the House is the cutmotion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for procurement of essential commodities for building of buffer stock.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

(Voices—'Ayes')

As many as are of contrary opinion will p'ease say—Noes.

(Voices—Noes)

I think Noes have it, Noes have it,

Noes have it. The motion is lost.

Now the question before the House is the cutmotion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Mismanagement of Statistical Department.

As many as are of that opinion will please say—Ayes.

(Voices—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say—Noes.

(Voices—Noes)

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it. The motion is lost.

Now the question before the House is the Demand for Grant No. 23 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 51,80,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 23—Miscellaneous, Social and Developmental Organisation.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'

(Voices 'Ayes')

As many as are of contrary opinion will please say-Noes.

(Voices 'Noes')

I think 'Ayes' have it. 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

Now I would request the Hon'ble Finance Minister to move his Demand for grant No. 32.

Shir Krishnadas Bhattacharjee (Finance Minister) :—
Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrater I beg to move that a sum not exceeding Rs. 12,18,000/, [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the Charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No 32—Stationery and Printing.

Mr. Speaker :— Any member from the left

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "জাগরন" পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে একটি সংবাদ মাননীয় অধ্যক্ষের মারফত আমি এই হাউসের সামনে রাখছি। 'ঘর ভাড়া আদায়ের আশু প্রত্যাহারের দাবী'। আগরতলা, ২৫শে মার্চ্চ, গতকল্য স্থানীয় সরকারী প্রেসের ৫০।৬০ জন কর্ম্মচারী ত্রিপুরা সরকারের Printing এবং Stationery Deptt এর Secretary র নিকট এক আবেদনে বলিয়াছেন, তাহাদিগকে বিনা সর্ত্তে যে নয়মাসের (১।৭।৬৫ হইতে ৩১। ৩ ৬৬ পর্য্যন্ত ঘরভাড়া দেওয়া হইয়াছে তাহা আদায়ের জন্য যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে সে আদেশ যেন প্রত্যাহার করা হয়। উক্ত আবেদনে তাহারা বলিয়াছেন যে আইনত যে ঘর ভাড়া ভাতা তাদের বেতন হইতে কর্ত্তিত হইতে পারেনা।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সংবাদটা আমি এখন পড়িলাম তা আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় হইতে নিশ্চিত উত্তরের দাবী রাখছি। কারন একবার তারা House rent হিসাবে টাকাটা পেয়ে গেল আবার তাদের বেতন হইতে সেটা কর্ত্তন করার জন্য আদেশ জারী করা হইয়াছে। কেন যে এই রকম ঘটনা হচ্ছে এবং তাদের বেতন হইতে কর্ত্তন করা হইবে কিনা এই সম্পর্কে সরকারের কি অভিমত তা জানবার জন্য আমি দাবী রাখছি। তাছাড়া প্রেসের মধ্যে যে একটা অবস্থা চলছে তা বলতে গেলে অনেক কিছু বলা যায়। তবু মোটামুটি ভাবে দু'চারটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

Mr. Speaker :— You are requested to complete your speech within 5 minutes.

Shri Aghore Deb Barma :— সেটা হচ্ছে এখানে হাজিরা দেওয়ার সাধারণত: নিয়ম ৯-১৫ মিনিটে যারা আসবে তাদের ৪-৩০ মিনিটে ছুটি হওয়ার কথা আর যারা ৪-৩০ মিনিটে আসবে তাদের রাত্র ১১-৩০ মিনিটে ছুটি হওয়ার কথা। এখন ৯-২৬ মিনিটে যদি কেউ যায় তাদের late present করা হয়না ৪-৩০ মিনিটে না গিয়ে যদি ৪-৩১ মিনিটে যান তাদেরও late present হিসাবে ধরা হয়। এই ভাবে যারা late present তাদের late present গুলি যোগ দিয়ে তাদের

যে asual leave আছে তা থেকে কর্ত্তন করা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, কর্তৃপক্ষ যদি এই ধরনের নিয়ম চালু করে থাকেন তবে পূর্ব্বেই কর্মচারীদের তা জানিয়ে দেওয়া দরকার ছিল যে তোমরা যদি late present হও তাহলে তোমাদের late present গুলি যোগ করে Casual leave থেকে কর্ত্তন করা হবে। কিন্তু তা না করে অন্যায়ভাবে তাদের Casual leave গুলি এই ভাবে কর্ত্তন করা হচ্ছে। এই হল একটা দিক।

আর দ্বিতীয়ত: এখানে foreman, Asstt. foreman আছে। তারা দুজনেই Press Superintendent এর খাতিরের লোক। এই দুজন by rotation একের পর এক এসে overtime কাজ করে মাসে প্রায় বেতন এবং other allouance বাদে ২০০।২৫০ টাকা রোজগার করে যাচ্ছে। এই হচ্ছে অবস্থা। অন্যেরা এই সুযোগ পায়না, কিন্তু তারা দুজনে কাজ করুক বা না করুক, কাজ করাটা বড় কথা নয়, সব সময় overteme duty দেখিয়ে মাসে মাসে তারা ২০০।২৫০ টাকা পাচ্ছে এবং তাতে Press Superintendent এর ও যোগাযোগ রয়েছে।

আরেকটা কথা হচ্ছে কিছুদিন আগে সুকুমার দে, ভাষন দে এই দুজনকে Seniority এবং অন্যকোন দিক বিবেচনা না করেই Promotion দেওয়া হয়। প্রেসের মেশিন কেনার জন্য প্রত্যেক বৎসরই আমরা বাজেটে টাকা বরাদ্দ করে থাকি। যে সমস্ত মেশিন কেনা হয়, সেগুলি প্রয়োজনে লাগে কিনা, না পড়ে থাকে, না নষ্ট হয়ে যায় বা মেশিন কেনার প্রয়োজন আদৌ আছে কিনা তা ভালকরে খোঁজ নেওয়া দরকার এবং enquiry করা দরকার। একথা বলার কারণ হল Rekha type foundry নামে একটি Company আছে, সেখান থেকে অনবরতই type খরিদ করা হয়। Type নাই বলে যে আনা হয় তা নয়, কারন stock এ type যথেষ্ট আছে। এরকম শুনা যায় যে উপরোক্ত type foundry র সঙ্গে Press Superintendent এর চেনা শুনা আছে এবং সেখান থেকে মাল খরিদ করিলে একটা মোটা রকমের কমিশন পাওয়া যায়।

এই রকম একটা arrangement আছে বলে শুনা যায়। একথা আমি কেন বলছি, তার কারন হল এমন অনেক সময় দেখা যায় যে একই জিনিষের জন্য Duplicate Bill Company হইতে আসে এবং এই সমস্ত বিল ডিপার্টমেণ্টে আলাদা করে রাখা হয়েছে। আমি আর বিস্তারিত বিবরণে যাইতে চাই না। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করব, যে সমস্ত typy ও Machine কেনা হয়েছে সে গুলি কেনার আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল কিনা সে সমস্ত বিষয়ে একটি তদন্ত করা হউক।

Mr. Speaker :— Now I Call on Hon'ble Chief Minister to give his reply.

Shri S. L, Singh (Chief Minister) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী সদস্যের কথা শুনে মনে হচ্ছে যে উনি শুধু বিরোধীতা করার জন্যই উনার বক্তব্য রেখেছেন। Late present যারা হবেন তাদের present করা আইনত সম্ভব নয়। Late present হলে পরে casual leave হিসাবে আইনতই গণ্য করা হয় এবং করা হবে যদি কেউ late present হয়। কাজ করবেনা অথচ বেতন দিব তা হয় না। No work, no pay. House rent-এর কথা বলেছেন। মাননীয় সদস্য বাজেট লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন যে house rent-এর টাকা ধরা হয়েছে। কারণ বাজেট দেখে তারা আলাপ আলোচনা করেন না, শুনেই আলোচনা করেন। Superintendent দুইজন employeeকে favour করে promotion দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। যে সব employee ভাল কাজ করেন তাদের সবাই খাতির করে থাকেন। অতএব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঐ দুইজন কাজের লোককে খাতির করে অন্যায় কিছু করেননি, কারণ সরকারের ক্ষতি করা বা service rule-এর againest'এ কোন লোককে কাজ করার অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। মাননীয় সদস্যের তা জানা উচিত। Promotion এর মূল কথা হল তিনটি— Seniority, efficiency এবং integrity. এইগুলি দেখেই প্রমোশন দেওয়া হয়। যদি কোন কর্মচারীকে সেভাবে প্রমোশন না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তিনি appeal করতে পারেন। Appealate authority নিশ্চয়ই সেটা দেখবেন। Machine আনা হয় অথচ কাজে লাগান হয় না উনি একথাটা যে কি করে বলতে পারলেন আমি তা বুঝলাম না। কারণ Machine এখানে আনা হচ্ছে এবং কাজেও লাগান হচ্ছে। Duplicate type আনা হয়, তার কারণ হচ্ছে type সবসময় নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই এক সেট নষ্ট হয়ে গেলে আর এক সেট দিয়ে যাতে চালানো যায়, কাজ যাতে বন্ধ হয়ে না থাকে। Duplicate set আনতে হলে পরে import করতে হয়। এতে অনেক বিলম্ব ঘটে। তাদের উদ্দেশ্য হল কাজ বন্ধ করে রাখা। কাজেই বিরোধী পক্ষ যে প্রস্তাবগুলো রেখেছেন তা আমি সমর্থন করিতে পারিনা। কাজেই আমি আশা করি Demand No. 32—Stationery & Printing Head'এ যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা এই হাউস সর্ব্বসম্মতিক্রমে মঞ্জুর করবেন।

Mr. Speaker :— The discussion on Demand for grant No. 32 is over. Now I am putting the Demand to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs 12,18,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray

the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1668 in respect of Demand No. 32-Statienrey & Printing.

As many as are of that opinion will please say-'Ayes'.

(Voices—'Ayes')

As many as are of contrary opinion will please say-Noes.

(No Voices)

I think 'Ayes' have it 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

The House stands adjourned till 11 a. m to-morrow the 31st March 1967.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Unstarred Question No. 64 by **Shri Bidya Chandra Deb Barma.**

প্রশ্ন	উত্তর
ক) গত ১৯৬৬ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর এবং ১৯৬৭ সালের ১২ই জানুয়ারীর মধ্যে কোন বিভাগে কত লোক বিধানসভার ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম অন্তর্ভূক্ত করার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন।	ক) সদর ২৩,৮৯৭ সোনামুড়া ১২,৫১৭ উদয়পুর ১০,৭৮০ বিলোনীয়া ৭,৩৬৮ সাব্রুম ১,১৮১ অমরপুর ৫,০২৮ খোয়াই ৭,৪৩৬ } ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ইং পর্যান্ত। ৭১১ } ১২ই জানুয়ারী ১৯৬৭ ইং পর্যান্ত। কমলপুর ৫,৮০৪ কৈলাশহর ৫,৮৭৭ ধর্মনগর ৫,৫১৪

খ) ইহাদের মধ্যে কোন বিভাগে কত জনের নাম ঐ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

খ) সদর ২১,৮৯৬
সোনামুড়া ৭,০৯১
উদয়পুর ৯,৫৬১
বিলোনীয়া ৪,৪০২
সাব্রুম ৪১৯
অমরপুর ৪,৩৭০
খোয়াই ৬,২৯৯ } ১৫ইং সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ ইং পর্য্যন্ত।
৬৯২ } ১২ই জানুয়ারী ১৯৬৭ ইং পর্য্যন্ত।
কমলপুর ৫,২৯৪
কৈলাসহর ১,১১০
ধর্মনগর ২,৩৫৪

গ) যাদের আবেদন বাতিল করা হইয়াছে তাহাদের কি কি কারনে বাতিল করা হইয়াছে ?

গ) দাবী সমর্থনে উপযুক্ত প্রমানের অভাব। ভারতীয় নাগরিক কিনা তৎসম্পর্কে উপযুক্ত প্রমানের অভাব। বয়সের অনুপযুক্ততা, শুনানির দিনে অনুপস্থিতি এবং আরও আইনগত ত্রুটি বিচ্যুতি।

Unstarred Question No. 72 Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

ক) আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাবটি কতদূর অগ্রসর হইয়াছে ?

উত্তর

মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যাল আইনুসারে যে সমস্ত কার্য্য সম্পাদান করা অত্যাবশ্যক ঐগুলি সম্পাদন করার চেষ্টা করা হইতেছে। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্ব্বাচনের নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইয়াছে যাহার ফলে নির্ব্বাচন কার্য্য অগ্রসর হইতে সহায়তা করিবে।

খ) নির্ব্বাচন কবে পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা ?	এখন ইহা বলা সম্ভব হইতেছে না।
গ) যদি উহা হইতে আরও বিলম্ব হয় তবে তহোর কারণ কি ?	সহরের সংলগ্ন আরও কয়েকটি অঞ্চল মিউনিসিপ্যালটির অন্তর্ভূক্ত করার বিবেচনাধীন আছে। সেই সমস্ত অঞ্চল মিউনিসিপ্যালটির অন্তর্ভূক্ত করিতে সময়ের প্রয়োজন।
ঘ) সরকার শীঘ্র নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সচেষ্ট হইবেন কি ?	হ্যাঁ।

Unstarred question No. 73 by **Shri Bidya Chandra Deb Barma.**

QUESTION	REPLY
ক) আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির শ্রমিক কর্ম্মচারীরা কি কোন দাবীর তালিকা উপস্থিত করিয়াছেন ?	হ্যাঁ
খ) মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষের সহিত শ্রমিক কর্ম্মচারীদের কি সম্প্রতি কোন দাবীর তালিকার উপর চুক্তি হইয়াছে ?	হ্যাঁ।
গ) যদি চুক্তি হইয়া থাকে তবে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ যাহাতে চুক্তি মানিয়া চলেন সরকার তাহা দেখিবেন কি ?	হ্যাঁ

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

March, 31, 1967

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Friday, the 31s March, 1967.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, The Chief Minister, four Ministers, the Deputy Minister, Deputy Speaker and twenty one Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker—Today in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned, Starred Questions. Shri Bidya Ch. Deb Barma, M L A

Shri Bidya Ch. Deb Barma—Question No. 37

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker, Sir, Starred question No. 37

Question	Reply	
(ক) গত এক বছরে কোন বিভাগে (Sub-division) কত গরু বাছুর পাক বর্ডার এলাকা হইতে চুরি হইয়া পাকিস্তান চালান হইয়াছে।	সদর মহকুমা	৮৮
	খোয়াই ,,	৮
	কমলপুর ,,	৩
	সাব্রুম ,,	৩
	সোনামুড়া ,,	১২
	ধর্ম্মনগর ,,	—
	বিলোনিয়া ,,	৫১
	কৈলাসহর ,,	১
	উদয়পুর ,,	—
	অমরপুর ,,	—
	মোট—	১৫৬

Question	Reply
(খ) এই সময়ের মধ্যে কয়জন গরুচোর বর্ডার পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছে।	৪২ জন ধরা পড়িয়াছে।
(গ) এই সংখ্যা যদি সন্তোষজনক না হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ কি ?	এই সংখ্যা সন্তোষজনক।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বর্ডার এলাকায় গৃহস্থদের গরুর সাথে ঘুমাতে হয় বলে তাদের মধ্যে নানা রোগের সৃষ্টি হচ্ছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—গরুর সংরক্ষনার্থে মানুষ সম্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং গরু চুরি বেশী হলে গৃহস্থেরা তাকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করে থাকেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—গরু চোর ধরবার জন্য কোন গোয়েন্দা পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে কিনা, যদি হয়ে থাকে তার ফলাফল কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—তার ফলাফল সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হয়েছে মাননীয় সদস্যকে যে ৪২ জনকে ধরা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—সদর মহকুমায় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে লিষ্ট দিয়েছেন সেই লিষ্ট অনুযায়ী কোন্ তহশীলের কতগুলি চুরি হয়েছে তা বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—এখন এটা বলা সম্ভব নয় ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—যে ৪২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে কারও পানিশমেন্ট হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—নোটিশ চাই।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—যে ৪২ জনকে ধরা হয়েছে তাদের মধ্যে পাকিস্তানী আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—Out of 42 persons final reports have been submitted against 18 persons and the remaining persons are charge sheeted. তার মধ্যে কতজন পাকিস্তানী বা নন্-পাকিস্তানী আছে তা এখন বলতে পারব না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে, যে লিষ্ট সদর মহকুমা সম্বন্ধে দেওয়া হয়েছে তার বাস্তবের সংগে কোন সংগতি নাই। তার চেয়ে আরও অনেক বেশী চুরি হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—যাবাই চোর বলে থানায় রিপোর্টেড হয়েছে বর্ডার এলাকায় লিফ্‌টিং কেস্ সংক্রান্ত ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের লিষ্টই এখানে দেওয়া আছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এই গরু চুরি ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে কোন পত্র বিনিময় করেছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—কোয়েশ্চান নং ৯০।

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 90.

Question.	Reply.
(1) Total acre of land brought under plantation of Tekka Tahasil and Nagrai plantation Centres in the year 1964 ;	Tekka Tuist— 250 acres. Nagrai— 115 acres.
(2) The present position of the said plantation.	Existing stocking is good.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই টেক্কা তুলশী, কোন এরীয়াতে, অর্থাৎ এটা কি অমরপুর টাউন প্রপারে না নূতন বাজার এলাকায় ? অমরপুর টাউন থেকে কত মাইল দূরে বলতে পারেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন অমরপুর টাউন থেকে টেক্কা তুলসী এবং নাগরাই কতটুকু দূরে। এখন সেখানে দুইটি রাস্তা আছে। একটি রাস্তা হল আগরতলা থেকে উদয়পুর হয়ে নাগরাই। আরেকটি আছে আমবাসা দিয়ে নাগরাই। এখন কোন রাস্তা দিয়ে কতটুকু দূরে কোথা থেকে, কোন জায়গায় কোন রাস্তা দিয়ে, এই সমস্ত বললে পরে সঠিকভাবে জানাতে পারব।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, প্রথমে যে একর অব ল্যাণ্ডে প্ল্যানটেশান নেওয়া হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে সেটা কম হওয়ার কারণ কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ——আই ওয়াণ্ট নোটিশ ।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা, এম, এল, এ, ।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা—কোয়েশচান নাম্বার ৬৬।

শ্রী এস, এল, সিংহ—অনারএবল স্পীকার, স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশচান নাম্বার ৬৬।

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে বিধান সভার মার্শাল শ্রীরামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, সার্ভে সেটেলমেণ্ট দপ্তরের কর্মচারী শ্রীতাপস চৌধুরী এবং হেরম্ব ভট্টাচার্য্য প্রিণ্টিং এবং ষ্টেশনারী দপ্তরের কর্মচারী শ্রী এ, আর, বারুরী, সমবায় দপ্তরের শ্রীমাণিক গাঙ্গুলী, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য, সদর বিভাগীয় হাকিম শ্রী এস, আর, চক্রবর্তী এবং খোয়াই বিভাগীয় হাকিম শ্রীনীলকণ্ঠ সিংহ, প্রকাশ্যে এবং সরাসরি চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে প্রচার কার্য্য চালাইয়াছেন।	এই নামের মধ্যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য বলে কেও আছেন বলে আমরা জানি না, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্যানার্জী একজন আছেন। এ বিষয়ে সরকারের কিছুই জানা নাই।

(খ) শ্রী দত্ত এবং শ্রী নাজুরীর নামায় কংগ্রেসের নির্বাচনী অফিস খোলা হইয়াছিল কি ?	সরকারের পক্ষের এই ব্যাপারে কিছু জানা নাই।
(গ) যদি (ক) এবং (খ) সত্য হইয়া থাকে তবে এই সকল সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে ?	এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, শ্রীরামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, কংগ্রেস প্রার্থী চীফ মিনিষ্টারের সমর্থনে, কতিপয় যুক্তফ্রন্ট কর্মীকে ভয় দেখিয়েছেন।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—Point of order. মাননীয় স্পীকার, স্যার, যখন প্রশ্ন উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে সরকার পক্ষের এই বিষয়ে জানা নাই, তখন তার উপর কোন সাপ্লীমেণ্টারী চলতে পারে কিনা ?

Mr Speaker—This is not a point of order. You cannot bring any point of order on this question.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি মাননীয় সদস্য'র প্রশ্নটা আরেকবার শুনতে চাই, কারণ আমি সেটা বুঝতে পারি নাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—শ্রীরামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, প্রার্থী মাননীয় চীফ মিনিষ্টারের সমর্থনে একজন যুক্তফ্রন্ট কর্মীকে ভয় দেখিয়েছেন, সেটা মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এটা পরাজয়ের গ্লানির বহিঃপ্রকাশ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, শ্রীমণীন্দ্র গুপ্ত নামে এক ব্যক্তি ভাটি অভয়নগরে কংগ্রেস পক্ষ থেকে কম্বল বিলি করেছেন ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই সম্পর্কে জানা নাই।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma, M.L.A.

Shri Aghore Deb Barma—Question No 95.

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 95

Question.	Answer
(1) Whether the Govt. has declared 80% of the temporary posts permanent in pursuance of the Government of India, Ministry of Finance Memo No. F, 13 (2)E/(8—Spl)/, dated 24. 3. 60.	80% not in all cases. But a good number of temporary posts have been converted into parmanent ones in the meantime.
(2) if not, the reasons thereof.	The reasons are mainly the following— (i) Examination of work-load by Staff Inspection Unit is in progress in some cases. (ii) Awaiting approval of the Government of India. (iii) Some posts are purely temporary and belong to temporary Departments.

শ্রী অঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন একটা পোষ্ট ক্রীয়েট করার পরে, কতদিন পরে সেটা পার্মানেণ্ট হয় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—সেটা নির্ভর করে রেকারিং সেভিংসের উপর ফর মিটিং দি এক্সপেন্‌ডিচার।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২

শ্রী এস, এল, সিংহ—অনারএবল স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) সম্প্রতি ত্রিপুরায় ছনের উপর কি মাশুল বাড়ানো হইয়াছে,	না।

প্রশ্ন	উত্তর
(খ) যদি বাড়ানো হইয়া থাকে, কি হারে এবং কি কারণে বাড়ানো হইয়াছে।	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী তদন্ত করে দেখবেন কি সুবলসিং এরীয়ার ফরেষ্ট কর্মচারীরা অতিরিক্ত মাশুল নিয়ে থাকেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে সম্প্রতি ছনের উপর মাশুল বাড়ানো হয় নাই। উনি প্রশ্ন করেছেন যে বেশী মাশুল নিচ্ছে, কিসের উপর বেশী মাশুল নিচ্ছে সেটা বললে পরে আমি দেখব, বনের উপর না অন্য কিছুর উপর ?

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 98

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 98

Question	Answer.
(i) Whether all the temporary Govt. Servants who have completed three years continuous service have been declared quasi-permanent ;	Not all.
(2) If not, whether the fact has been communicated to employees concerned as per rule and instruction of the Central Government vide Ministry of Home Affairs O M. No. 7/138/58--T.S, dated 3. 10. 58	Not in all cases.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন টেম্পোরারী এমপ্লয়ীজদের কোন রেজিষ্টার মেণ্টেন করা হয় কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—নোটিশ চাই।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যদি কোন ফোর্থ ক্লাশ কর্মচারী, যেমন রিহেবিলিটেশানের কর্মচারী ১০/১২ বৎসর চাকুরীর পর যখন অন্য ডিপার্টমেণ্টে এ্যাবজর্ভ হয়ে যায় তখন তার পোষ্টটা টেম্পোরারী হবে না কোয়াসী পার্মানেণ্ট হবে যদি সে কোয়াসী পার্মানেণ্ট অবস্থায় যায় ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রিলিফের পোষ্ট সবই টেম্পোরারী। এখন একটা মানবতা আছে, অনেক দিন চাকুরী করেছেন। অতএব তাদিগকে এ্যাবজোর্ভ করা দরকার। সেই অনুসারেই তাদিগকে যে যে জায়গাতে পোষ্ট খালি থাকে সে সেই জায়গাতে দেওয়া হয়। অতএব যেখানে টেম্পোরারী পোষ্ট আছে সেখানে টেম্পোরারী রাখা হয় আর যেখানে টেম্পোরারী নয় সেই জায়গাতে সেইভাবে রাখা হয়।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—তাহলে ১০/১২ বছর যে কাজ করল তার এই সার্ভিসটা কাউন্ট হবে কিনা ?

শ্রীশচীন লাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আগেই বলেছি যে অল দি পোষ্টস আর টেম্পোরারী।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি সেণ্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সিভিল সার্ভিস রুলের মতে টেম্পোরারী এমপ্লয়ীজদের রেজিষ্টারী মেনটেন্ করতে হয় কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—আগেই বলা হয়েছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই ওয়াণ্ট নোটিশ অব ইট।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—১৯৫৮ সালে এই টেম্পোরারী সার্ভিস্ সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া কোন ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন দিয়েছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই ওয়াণ্ট নোটিশ অব ইট।

Mr. Speaker—To-day there is no unstarred question.

FORMATION OF COMMITTEES FOR THE YEAR : 1967-68.

Mr Speaker—In excercise of the powers conferred by Rule 163(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I do hereby nominate the following Members to be Members of the COMMITTEES as mentioned below :—

(1) RULES COMMITTEE :

1.	Speaker,	Chairman, Ex-Officio.
2.	Deputy Speaker,	Member.
3.	Shri Kshitish Chandra Das. M. L. A.,	Member.
4.	,, Suresh Chandra Choudhury, M. L. A.,	Member.
5.	,, Abdul Wazid, M. L. A.,	Member.
6.	,, Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A ,	Member.

(2) BUSINESS ADVISORY COMMITTEE :

1.	Speaker,	Chairman, Ex-Officio.
2.	Deputy Speaker,	Member.
3.	Shri Kshitish Chandra Das, M. L. A.,	Member.
4.	„ Baju Ban Riyan, M. L. A.,	Member.
5	„ Debendra Kishore Chondhury, M. L. A.,	Member.
6.	„ Abhiram Deb Barma, M. L. A.,	Member.

(3) COMMITTEE ON PRIVILEGES :

1.	Shri Umesh Lal Singh, M L. A.,	Chairman.
2.	„ Angju Mag, M. L A.,	Member.
3.	„ Radhika Ranjan Gupta, M. L. A.,	do
4.	„ Debendra Kishore Choudhury, M. L. A.,	do
5.	„ Jatindra Kumar Majumder, M. L. A.,	do
6.	„ Aghore Deb Barma, M. L. A.,	do

(4) COMMITTEE ON PETITIONS :

1.	Shri Eashad Ali Choudhury, M. L. A.,	Chairman.
2.	„ Rabindra Ch. Rankhal, M L. A.,	Member.
3.	„ Suresh Chandra Choudhury, M. L. A.,	do
4.	„ Jatindra Kumar Majumder, M. L, A ,	do
5.	„ Angju Mag, M. L A ,	do
6.	„ Abhiram Deb Barma, M L. A.,	do

(5) COMMITTEE ON ABSENCE OF MEEBERS :

1.	Dr. Benode Behari Das, M. L. A.,	Chairman.
2.	Shri Ghanashyam Dewan, M. L. A.,	Member.
3.	„ Radhika Ranjan Gupta, M. L. A.,	do
4.	„ Benoy Bhusan Banerjee, M. L. A.,	do
5.	„ Monomohan Deb Barma, M. L. A.,	do
6.	„ Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A.,	do

For the constitution of the Committee on Estimates and Public Accounts Committee, I have received the nomination of six candidates for each of the said Committees and as such there being no neccessity for ballot I do hereby

announce that the following Committees be constituted with the Members as noted for each below :—

(6) PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE :

1.	Shri Upendra Kumar Roy, M. L. A.,	Chairman.
2.	,, Promode Ranjan Das Gupta, M. L. A.	Member.
3.	,, Sunil Chandra Dutta, M. L. A.,	do
4.	,, Nishi Kanta Sarkar, M. L. A.,	do
5.	,, Baju Ban Riyan, M. L. A.,	do
6.	,, Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A.,	do

(7) COMMITTEE ON ESTIMATES .

1.	Shri Sunil Chandra Dutta, M. L. A.,	Chairman.
2.	,, Jatindra Kumar Majumder, M. L. A.,	Member.
3.	,, Monomohan Deb Barma, M.L.A.,	do
4.	,, Benoy Bhusan Banerjee, M. L. A.,	do
5.	,, Ghanashyam Dewan, M. L. A.,	do
6.	,, Aghore Deb Barma, M. L. A ,	do

GOVERNMENT BUSINESS (Financial)
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS FOR 1967-68.

Mr. Speaker—Next item in the List of Business is Voting on Demands for Grants for 1967-68. To-day 5 — Demands viz Demand Nos. — 2 — Land Revenue, 33 — Forest, 34 — Miscellaneous, 35 — Other Miscellaneous Compensations and Assignments and 36 — Expenditure connected with National Emergency, are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demands Nos. — 34 — Miscellaneous and No. 35 — Other Miscellaneous Compensations and Assignments together and I shall have one general debate on these Demands as they are of allied nature ; of course, I shall dispose of the demands separately.

Mr. Speaker—Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 2 — Land Revenue.

Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs 29,92,000/-, [including of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 2 — Land Revenue.

Mr. Speaker—Now I would call on Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma to move his cut motions on the demand.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ২ —ল্যাণ্ড রেভিন্যু, এখানে আমার একটা কাট মোশান আছে—

"Mismanagement in the Survey & Settlement and Record operation establishment". এখানে প্রথম কথা হচ্ছে যে, এই যে, সার্ভে সেটেলমেণ্ট-এর কাজ সেটা এই ডিপার্টমেণ্ট দশ বছরের মধ্যে শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু আজকে বার বছর অতিক্রম হতে চলেছে, এখন পর্যন্ত সে কাজ শেষ হল না, কবে শেষ হবে তারও কোন ইয়ত্তা নাই। তদুপরি একটা মূল ঘটনা হচ্ছে সার্ভে সেটেলমেণ্ট করার সংগে সংগে —ভূমি সংস্কার আইনে আছে যে পরচা দেওয়ার সংগে সংগে জমির যে নক্সা সেটা দিতে হবে। কিন্তু আজ পর্যান্ত কাহাকেও সেই পরচা দেওয়া হয় নাই। আরেকটা কথা হচ্ছে নক্সা ছাপানোর জন্য একটা মেশিন আনা হয়েছে, কিন্তু কার্যতঃ কোন নক্সা ছাপান হয় নাই। টাকা পয়সা খরচ করে যে মেশিন আনা হল, সেটা ফেলে রাখা হয়েছে। কাজেই কথা হচ্ছে, দশ বছরের মধ্যে যে কাজটা শেষ করার কথা ছিল সেটা হয়ত বিভিন্ন কারণে শেষ হতে পারল না, সেটা স্বীকার করি, কিন্তু যে সমস্ত জিনিষ দেওয়ার কথা, যেমন পরচার সংগে সংগে জমির নক্সা ইত্যাদি দেওয়ার কথা, সেটা হচ্ছে আইনের কথা, কিন্তু সেটাও দেওয়া হচ্ছে না। তদুপরি নক্সা ছাপানোর যে মেশিন সেটা থাকা সত্ত্বেও সেটা কাজে লাগান হচ্ছে না, এই হল অবস্থা। তাছাড়া জরীপ বিভাগে যে বিভিন্ন এলাকার মধ্যে একটা কাণ্ড কারখানা করে রেখেছে, তা ঘটনা দিয়ে শেষ করা যায় না। বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে, তারা আইন কানুন বুঝে না, এই সুযোগ নিয়ে

তাদের যে পূর্বে জমি ছিল এবং যে পরিমাণ জমি ছিল, পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে যে তাদের যে পরচা বা নক্সা দেওয়া হয়েছে, তার সংগে কোন সামঞ্জস্য নাই। পুরানো নথি পত্রে যে জমি দেখান হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে তার কোন হদিসই পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক জায়গার মধ্যে সেই সমস্ত নথি পত্রের কোন খোঁজই পাওয়া যায় না। এমন বহু ঘটনা আছে যে জরীপের মধ্যে হয়ত বাড়তি জমি দেখানো হয়েছে বা কোন কোন জায়গার মধ্যে জরীপ বিভাগের কর্মচারীরা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খেয়াল খুশী মত বাড়তি জমি জোতের অন্তর্ভূক্ত করা হয় যেটা নাকি ইল্লীগ্যাল, কোন ফরমালিটি সেখানে মেইনটেন করা হয় না। বহু বছর দখল থাকা সত্বেও সেটা জোতের বাড়তি বলে অন্তর্ভূক্ত করা হয় না, রেকর্ড করা হয় না। এইভাবে বহু ঘটনা এলাকাগুলির মধ্যে দেখা যায়। যেমন টাকার জলা তহশীলে, নবকুমার দেববর্মা, পিতা অজ্ঞাত, তার বাড়ী, পূর্বে চার কানি, তার মধ্যে বৃদ্ধি দেখান হয়েছে এক কানি, কিন্তু কোথায় বৃদ্ধি হল, তার কোন নির্দিষ্ট জায়গা দেখান হয় নাই।

এ্যাটেষ্টেশানের সময় দরখাস্ত দেওয়ার পরও তাকে সেই জমি বুঝিয়ে দেওয়া হল না। কাজেই সেই সমস্ত জায়গায় খাজনা ইত্যাদি দেওয়ার ব্যাপারে একটা অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। তদুপরি নামজারী ব্যাপারেও একটা বিশৃংখলার সৃষ্টি হচ্ছে, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে সব সময়েই হাত বদল হচ্ছে। জরীপ করার আগে যে সমস্ত জমি বিক্রয় হয়েছে, কবলা ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার পর সেইগুলি নামজারী করা হল না বা এজমালী যেভাবে ছিল, সেইভাবেই ঠিক রয়ে গেছে, এই রকম বহু ঘটনা আছে। প্রায় গ্রামের মধ্যে এখনও আমরা দেখতে পাই যে ঠাকুর দাদার নামে যদি তিন দ্রোন জমি থাকে, তার ছেলের আমল পার হয়ে যাওয়ার পরও, নাতি নাতনীর আমলেও এজমালী রয়ে গেল, নামজারী হয় না। কাজেই খাজনা ইত্যাদি দেওয়ার ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে গোলমালের সৃষ্টি হয়। আরেকটি কথা আমি এখানে উল্লেখ করছি যে অনেক জায়গায় ইচ্ছাকৃতভাবেই হউক, বা যে কোন উদ্দেশ্যমূলকভাবেই হউক, আমি একথা অনেক সময় এই হাউসের মধ্যে উল্লেখ করেছি। বিভিন্ন সময়ে সার্ভে সেটেলমেন্টে চিঠি পত্রও দিয়েছি যে বহু দিনের দখলীকৃত বা জোতের কাছাকাছি উইদ ইন বাউণ্ডারী যে জমি আছে, এইগুলি ইচ্ছাকৃত. ভাবে খাস জমি হিসাবে অর্থাৎ সেটা কারও দখলে নয়, এইভাবে দেখানো হয়। যারা বহুদিন থেকে জমি দখল করে আসছে তাদের জমিতে দখল দেওয়া হয় না বা রেকর্ড করা হয় না। এই সমস্ত ঘটনা আমি নাম ধাম সহ সার্ভে সেটেলমেণ্টকে চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু কোন উত্তর আজ পর্যন্ত পাই নাই। কিন্তু সেই সমস্ত জমিগুলি খাস জমি দেখিয়ে, যারা সার্ভে সেটেলমেণ্ট অফিসের পিওন বা অন্যান্য কর্মচারী, খাতিরা লোক তাদের দিয়ে দরখাস্ত করিয়ে, তাদের নামে বন্দোবস্ত দেওয়ার ষড়যন্ত্র কোন কোন ক্ষেত্রে হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমি একটা চিঠি দিয়েছিলাম। এইভাবে আমি বহু ঘটনা বলতে পারি—যেমন হীরাপুরে প্রমোদনগরে, অমরেন্দ্রনগরের মধ্যে এইসব ঘটনা আছে। ত্রিপুরা রাজ্যে বহুদিন যাবৎ যেটা প্রচলিত নিয়ম ছিল সেটা ছিল জং বং বন্দোবস্ত, অর্থাৎ জংগল আবাদী বন্দোবস্ত। এখনকার মত সুষ্ঠুভাবে জরীপ করা হত না। অনুমানের উপর সেটা নেওয়া হত, পরবর্তী সময়ে চার কানির জায়গায় দেখা যেত চার দ্রোন হয়ে আছে, ত্রিপুরা রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে

শেষ প্রান্ত পর্যান্ত এইভাবেই ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। সার্ভে অপারেশান হওয়ার পর অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, শুধু একটা দুইটা জায়গার মধ্যে নয়, চার কানি জায়গায়, চার দ্রোন পর্য্যন্ত হয়ে গেছে এবং বহুদিন থেকে তারা ভোগ দখল করে আসছে, কিন্তু এই বাড়তি জায়গাগুলি তৌজিভুক্ত করা হচ্ছে না। এই ব্যাপারে বেশী ডিপ্রাইভড হচ্ছে তারা, যারা উপজাতী, যারা আইন কানুন বুঝে না যেহেতু তারা সরল, অজ্ঞ, এই কারণে তাদের ঠকানো হচ্ছে বলেই আমার মনে হয়। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সার্ভে সেটেলমেণ্টের যে অবস্থা চলছে সেই সম্পর্কে মোটামুটি আমি বললাম, এছাড়া আরও বহু ঘটনা আছে। তবে ল্যাণ্ড রেভিনিউ এর মধ্যে আমার আর একটা বক্তব্য হচ্ছে যে দেশের উৎপাদনের যে অবস্থা, অর্থনৈতিক যে অবস্থা তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এখানে ভূমি সংস্কার আইন মতে খাজনার যে একটা রেট নির্দ্ধারণ করা হয়েছে তা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। কারণ পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে পরিমাণ ফসল উৎপাদন হত এখন সেই উৎপাদন অনেক পরিমাণে কমে গেছে। অর্থাৎ ভূমির ফার্টালিটি কমে গেছে। কাজেই খাজনার হারটা বাড়ানো যুক্তি সঙ্গত হয় নাই। কৃষকদের আয় বাড়ে নাই। দিন দিন কৃষককুল ধ্বংসের মুখে চলেছে বা অর্থনৈতিক সংকটের মুখে চলছে। এই অবস্থায় খাজনা যাতে তুলে দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করা উচিত। কেন আমি এই কথা বলছি? খাজনা এইভাবে জমির উপর না বসিয়ে জমির উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে এই খাজনাটা বসানো দরকার। আর এই সম্পর্কে একটা সীমা নির্দ্ধারণ করা দরকার। আর যাদের জমি কম, মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যায় পাঁচ কানি পর্য্যন্ত যাদের জমি আছে তাদের খাজনা তুলে দেওয়া উচিত। পাঁচকানির উর্দ্ধে যাদের জমি তাদের একটা পারসেন্টেজ হিসাবে খাজনাটা বাড়ানো উচিত বলে আমি মনে করি। তদুপরি ভিটা বাড়ী সাধারণতঃ ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যেও খাজনা দিতে হয় না। খাজনা সেখানে মকুপ করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক মকুব নয়, খাজনা একেবারে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক সেইভাবে ত্রিপুরাতে ভিটাবাড়ীর খাজনা যাতে না দিতে হয় সেটা আমাদের করা দরকার এবং ভূমি সংস্কার আইনের মধ্যেও এটা সুপারিশ আছে। কিন্তু কার্য্যতঃ ত্রিপুরাতে এইগুলি প্রযোজ্য হচ্ছে না। তা ছাড়া কৃষিখাতে আমার বক্তব্য রাখব যে উৎপাদন কমে যাচ্ছে, অথচ আমরা ভূমি সংস্কার আইনের দোহাই দিয়ে খাজনা বাড়াচ্ছি। যেখানে খাজনা ছিল ১ টাকা, পাঁচসিকা সেখানে হয়েছে ৩ থেকে ৪ টাকা পর্য্যন্ত। কাজেই আজকে একটা জিনিস আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে জমির উৎপাদন যদি বাড়ে তাহলে কৃষকেরা খাজনার পরোয়া করে না। কিন্তু জমির উৎপাদনশক্তি দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে এবং সেই উৎপাদন শক্তি বাড়ানোর দিক দিয়ে যদিও ত্রিপুরা সরকার অনেক পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং জনসাধারণের বহু টাকা বাজেটে রেখেছেন কিন্তু কার্য্যতঃ সমস্ত ব্যর্থ হচ্ছে। কৃষকদের জমির উৎপাদন ব্যবস্থা বাড়ানোর ব্যাপারে খুব যে সাহায্য সহায়তা করতে পেরেছেন এমন কোন ঘটনা নাই। কাজেই আজকে যেহেতু ভূমির উৎপাদন শক্তি বাড়ানো যাচ্ছে না সেই পরিপ্রেক্ষিতে খাজনা কমিয়ে দেওয়া উচিত এবং বাতিল করে দেওয়া উচিত। ভূমি সংস্কার আইন চালু হওয়ার পর অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি, খাজনা ধার্য্য হওয়ার পূর্ব্বে একবার পুরানো খাজনা সব পরিস্কার করে দেওয়ায় পরে যখন নূতন খাজনা ধার্য্য হল এরপর আবার পুরান এবং নূতন আর একবার দিতে হচ্ছে। এই সম্পর্কে বিভিন্ন তহশীল এলাকা

থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ছুকর খাজনা দিতে হচ্ছে। মোটামুটিভাবে খাজনার যে হার এখন আছে এটা ভূমির উৎপাদন শক্তির তুলনায় বেশী হয়েছে। পাঁচকানি যাদের জমি তাদের কাছ থেকে খাজনা না নেওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং যাদের জমি এর উপর তাদের জমির প্রডাকশনের উপর ভিত্তি করেই খাজনা বাড়ানো উচিত। অর্থাৎ অ্যাগ্রিকালচার যে ইনকাম ট্যাক্স সেই ভিত্তিতে খাজনা নেওয়া দরকার বলে আমি মনে করছি।

Mr. Speaker- I would call on Shri Abhiram Deb Barma to discuss his cut Motion.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাট মোশনটা হচ্ছে ত্রিপুরার ভূমি রাজস্বের হার এবং নজরানার হার অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি করা।

ত্রিপুরার কৃষক সমাজের অবস্থা আজকে যা আমরা দেখি, তারা দিনের পর দিন গরীব হতে চলছে এবং সরকার যে একটা সংশোধিত হারে খাজনা ধার্য্য করেছেন আজকে এই কৃষক সমাজ তা দিতে পারছে না। কারণ জমির উৎপাদন কম। আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে যার ফলে আজকে তাদের জীবন যাত্রার খরচ তারা চালিয়ে যেতে পারছে না। তার উপর এই খাজনা বৃদ্ধির ফলে অনেক কৃষকের জমির খাজনা বাকী থেকে যাচ্ছে। এর ফলে আজকে তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে ভূমি সংস্কার বিধানে এই কথা উল্লেখ আছে যে খাজনা ধার্য্য করার আগে সেই জমির নিট আয় কত এবং সেই আয়ের অনুপাতে সেই জমির খাজনা ধার্য্য করতে হয় এবং সেই খাজনা ধার্য্য করার আগে বিচার বিবেচনা করে তারপর জমির কত খাজনা হওয়া দরকার সেটা ঠিক করে সেই জমির খাজনা আদায় করা উচিত। আজকে আমরা দেখি যে এটা সামগ্রিকভাবে নির্দিষ্ট করে জমির খাজনা আদায় করা হচ্ছে। আমরা আরও দেখি যে সমস্ত জমি মহারাজের আমল থেকে ভোগ করে আসছে অথচ তার জোতের জমি থেকে কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে সে সমস্ত জমিও তাকে বিনা নজরানায় বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে না এবং সেই জমির নজরানা ধার্য্য করা হচ্ছে। এর ফলে কৃষক সমাজের পক্ষে আজকে সর্ব্বনাশ ডেকে আনা হচ্ছে এবং আগামী দিনে কৃষক সমাজ কিভাবে চলবে এবং তাদের জমিতে কিভাবে ফসল উৎপাদন হবে এবং সরকার ধার্য্য খাজনা নজরানা প্রভৃতি দিয়ে কিভাবে তাদের জমিতে ফসল উৎপাদন করে দেশের এই বর্ত্তমান খাদ্য সংকটকে সাহায্য করবে এটা বুঝতে পারছি না। আমরা দেখি আজকে চা বাগানে যে সমস্ত জমিগুলি আছে অন্যান্য জমির তুলনায় সে সমস্ত জমির আয় অনেক বেশী। অথচ আমরা তুলনামূলকভাবে দেখলে পরে দেখি যে, চা বাগানের এলাকার বাইরে যে সমস্ত জমি আছে তার খাজনার হার অনেক বেশী ধরা হয়েছে। এই অবস্থায় যদি আজকে হয়ে থাকে তাহলে এই কৃষক সমাজ কিভাবে তাদের জমিতে ফসল ফলিয়ে দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারবে। আমি মনে করি এই অবস্থায় যাদের জমি পাঁচ কানির চেয়ে কম তাদের যাতে

নজরানা দিতে না হয় সেই ব্যবস্থা করা উচিত এবং যাদের জমি এর বেশী তাদের একর প্রতি কিভাবে আয় হচ্ছে সেই অনুপাতে খাজনা ধার্য্য করে আদায় করা উচিত এবং যাদের আজকে বকেয়া পড়েছে তাদের যাতে আমরা মকুব দিতে পারে সেইদিক দিয়ে চেষ্টা করা উচিত বলে আমি মনে করি।

Mr Speaker—I would now call on the Hon'ble Member Nishi Kanta Sarkar to participate in the debate.

শ্রীনিশীকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে যে ডিমাণ্ড নাম্বার ২, ফিনান্স মিনিষ্টার রেখেছেন, ইহা আমি সমর্থন করি, আর বিরোধিতা করার জন্য, বিরোধী দল থেকে যে কাট মোশান এনেছেন, তার বিরোধিতা করে, আমি ডিমাণ্ডের পক্ষে দুই একটি কথা বলছি। এখানে বিরোধী দলের সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা বলেছেন যে দশ বছরে জরীপের কার্য্য সমাধান হওয়া দরকার ছিল। এখনও শেষ হয় নাই। এর উত্তরে আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে ভৌগলিক অবস্থা, সারা রাজ্য টিলা, জংগল, অনুন্নত জমি, এর ভিতর দিয়ে সার্ভে সেটেলমেন্ট এর কর্ম্মচারীরা যে জরীপ কার্য্য করতে পারছে পাহাড় পর্ব্বত ঘুরে, সেটার পরিপ্রেক্ষিতে দেরী হওয়াটা অসঙ্গত বলে আমি মনে করি না। পরচা নক্সা ইত্যাদি সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখেছেন, সেই সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে যখন জরীপ কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন জোতদার বা জমির মালিককে জানান হয়, কিন্তু তারা যদি মাঠে, জমির সামনে না যায় বা বিষয়টি বুঝিয়ে না দেয়, তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে পরচা পেতে দেরী হয় এটা ঠিকই এবং অনেক গোলমাল হয়। দেরী হলেও ভয় করার কোন কারণ নাই, পরে তারা দরখাস্ত করলে সেটা পেয়ে যায়। আরেকজন সদস্য বলেছেন যে খাজনা নির্দ্ধারণ না জানিয়ে করা হয়েছে, এটা সম্বন্ধে আমি প্রতিবাদ রাখছি এবং বলছি যে প্রথমে নোটিশ দেওয়া হয়, একবার, দুইবার এবং তিন তিন বারও প্রচার করা হয় এবং নোটিশ জারী করা হয় এবং কোন এলাকায় কি ভাবে খাজনা নির্দ্ধারণ করবে, খাজনা বাড়াবে, মৌজা হিসাবে নোটিশ দিয়ে, গেজেটে নোটিফিকেশান করে তারপর খাজনা ধার্য্য করা হয়। তবে কথা হল, কোথাও কোথাও আমি দেখেছি যে একটু তারতম্য হয়ে গেছে যেমন আমার সাবডিভিশানের কথা আমি বলব, রাজারবাগ, ছন বন এইরকম কতকগুলি জায়গা আছে টাউনের অন্তর্ভুক্ত করে খাজনা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে, এই সব ব্যাপার আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে বলব যে এইগুলি যেন শহরের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে যে খাজনা বা ঘর নজরানা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে সেটা যেন পুনরায় তদন্ত করে ঠিক ঠিক ভাবে খাজনা নির্দ্ধারণ করা হয়। আরও একটা কথা বিরোধী দলের সদস্য বলেছেন যে ভূমিহীনদের কাছ থেকেও নজরানা দেওয়া হয়, আমি বলব ভূমিহীনদের থেকে নজরানা নেওয়া হয় না, তবে তাদের যদি ভূমিতে বসান হয়, জমি বৃদ্ধি পায়, তাহলে তাদের খাজনা দিতে হয়। খাজনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি একথাও বলব যে আগের তুলনায় খাজনা বেড়েছে তার কারণ হচ্ছে মাননীয় সদস্যরা জানেন যে জিনিষের দাম এখন বাড়ছে, চাউলের দাম ৫০ টাকা, ধানের দাম ৩০ টাকা এখন হয়েছে। তাছাড়া পূর্ব্বে টিলা এবং লুঙ্গা প্রভৃতির খাজনার মধ্যে কোন তারতম্য ছিল না, এখন জমির তারতম্য বুঝে

খাজনা নির্দ্ধারণ করা হয়, কোথাও তিন আবার কোথাও সাড়ে তিন করা হয় এতে কৃষকের তেমন ক্ষতি হয় বলে আমি মনে করিনা, কারণ পূর্ব্বের তুলনায় খাজনা যে বৃদ্ধি পেয়েছে জিনিষপত্রের দামও বেড়েছে। ফসল বৃদ্ধির কথা বলতে গিয়ে উনারা বলেছেন যে সরকারের তরফ থেকে কৃষক যাতে ফসল বৃদ্ধি করতে পারে তার কোন রকম সাহায্য বা উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হয় না, কিন্তু আমি বলব যে কৃষককে সব রকম সাহায্য দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা ফসল বাড়াতে পারে তবে খরায়, বর্ষায় যদি ফসল নষ্ট হয়ে যায় সেটা হচ্ছে আলাদা কথা, তা না হলে সরাসরি ভাবে ফসল বৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে এবং কৃষকরা সেভাবে কৃষির উপর নজর দিচ্ছে। এখানে আরেকটা কথা উনারা রেখেছেন যে আগে জং বং বন্দোবস্ত ছিল, এটা ঠিক যে আগে চৌদ্দ দিয়ে সেটা নির্দ্ধারণ করা হত, চার কানির জায়গায় কোন কোন ক্ষেত্রে চার দ্রোন পর্যন্তও হয়ে যেত এবং সেই অনুসারে নামজারী, কোথাও হয়েছে আবার কোথাও হয় নাই। না হওয়ার কারণ অন্য একটা আছে। কোন পরিবারে ঠাকুরদাদা হয়ত মারা গেছে, তার ছেলে এবং নাতি পুতি যারা আছে, তাদের আমলেও সে জমির নামজারী হয় নাই, এ'রকম কথাও বলেছেন, তার উত্তরে আমি বলব যে আমি দেখেছি, নিজে অফিসে গিয়ে খোঁজ করেছি, কর্মচারীদের সংগে বসে এই ব্যাপারে আলাপ করেছি এবং তথ্য সংগ্রহ করেছি। কোথাও কোথাও দেখা গেছে যে ঠাকুরদাদা মারা গেছে, কিন্তু তার পাঁচ ছেলের এক ছেলে হয়ত খোয়াই, এক ছেলে হয়ত চড়িলাম আর তিন ছেলে হয়ত বাড়ীতে বসে আছেন, এইসব ক্ষেত্রে কিছু কিছু গোলমাল যে না হয়েছে তা নয়, তবে এখনও যদি যেসব জমিতে আপত্তি আছে সেগুলি দেখিয়ে দরখাস্ত করা হয় তাহলে আমি জানি এইসব কেস্ সংশোধন করা হয়। আরেকটা কথা বলা হয়েছে যে পুরান খাজনা আদায় করে আবার নূতন খাজনাও আদায় করে, এর দ্বারা উনারা একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে ১৯৬৪ সালে যে পুরানো খাজনা দিয়ে গেছে, যেহেতু নূতন খাজনা ১৯৬৪ সাল থেকে ধরা হয়েছে, অতএব আবার এই নূতন হারেও খাজনা নিচ্ছে। কিন্তু আমি বলব এটা সম্ভব নয়, কারণ যে খাজনা দেয়, তার কাছে রসিদ থাকে, তার চেক থাকে, তার দাখিলা থাকে এইসব কারণে এ' প্রশ্ন আসে না। উনারা কোথা থেকে যে এইসব শোনে আমি জানি না।

আমি এখানে অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমার দুই একটি আবেদন রাখছি যে জরীপ বিভাগ থেকে আমার সাবডিভিশানে যেমন টাকারজলা মৌজা, লক্ষ্মীপুর মৌজা, এইসব মৌজাগুলি জরীপ হয়ে গেছে ; কিন্তু তার মৌজা ওয়াইজ যে সমস্ত কাগজ পত্র, সেটা নাকি গ্রাম সদরে চলে এসেছে। ফলে টাকারজলা, ব্রজেন্দ্রনগর মৌজার প্রায় কৃষকই অসুবিধা ভোগ করছে কেন তাদের পরচা ইত্যাদির জন্য আগরতলায় আসতে হচ্ছে এবং সেটা তাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর এবং ব্যয়সাধ্য। কাজেই আমার অনুরোধ যে পর্যন্ত ফাইন্যাল এ্যাটেষ্টেশান শেষ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত যাতে এইগুলি কনসাও সাবডিভিশানে থাকে এবং সেখানেই তার কার্য্য সম্পাদন করা হয়। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ রাখব যাতে এইগুলি সংশোধন করা হয়। তাছাড়া আর একটা বিষয় আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে রাখছি যে অনেক জায়গা নদীতে, ছড়াতে ভেংগে নিয়ে গেছে। সুতরাং যার ৫ কানি জোত ছিল তার হয়ত এখন এক কানিও নাই বা আধা কানি আছে। এইগুলির বেলায়ও দেখছি সেটেলমেন্ট বিভাগ থেকে বাদ দেওয়া হয়। যেমন আমার সাবডিভিশানে

মহারাণী নামে একটা জায়গা আছে তার কাছে ধানকুড়া নামে একটা কলোনী আছে। এখানে ৩৫ থেকে ৩৮টি পরিবারের সেটেলমেন্ট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নদীতে এদের মধ্যে প্রায় ২৫/৩০টি পরিবারের জমি নিয়ে গেছে। কিন্তু তার বেলায়ও দেখা গেছে তাদের এ' জমিগুলিও পরচায় দেখানো হয়েছে। এইগুলি যেন সংশোধন করা হয়। আমি আর একটা আবেদন রাখছি যে ৫২ সনের রিফিউজিদের যে টিলা বা লুংগা জমি দেওয়া হয়েছে কিন্তু যখন তাদের পরচা পাওয়া গেল তখন দেখা যায় যে তাতে নজর ধার্য্য করা হয়েছে। এতে উদ্বাস্তুদের মনে একটা আতংক সৃষ্টি হয়েছে। এটা শুধু আমার সাবডিভিশনেই নয়। এটা বোধ হয় অন্যান্য সাবডিভিশনেও আছে। রিফিউজিদের এ' সময়ে যে জমি দেওয়া হয়েছিল তা তাদের ভূমিহীন হিসাবেই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যায় তাদের নজরানা ধার্য্য করা হয়েছে। সেই নজরানা যাতে তারা ভূমিহীন হিসাবে মাফ পেতে পারে তার ব্যবস্থা যেন করা হয়। আমার এক বিরোধী দলের সদস্য বলেছেন খাজনা মকুবের কথা। এতদিন তাদের তরফ থেকে বোধ বলা হয়েছিল যে ৩/৪ বছরের খাজনা না নিয়ে যেন কিস্তিবন্দী হিসাবে খাজনা নেওয়া হয়। আমি বলব যে অন্ততঃ যারা নূতন এসেছে এই দেশে রিফিউজি হয়ে, আমি আবেদন রাখছি অন্ততঃ তাদের যেন দুই বৎসরের খাজনাটা মকুব করে দেওয়া হয়। কেন বলছি, যারা নূতন এসেছে মুসলমান ভায়েদের সাথে বদলী করে, সেই মুসলমান ভায়েরা হয়ত দুই বছরের খাজনা দিয়েই চলে গেছেন। আদিবাসীদের তো খাজনা টাজনা দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু নূতন সেটেলমেন্ট দেখা গেছে যে যারা আদিবাসী তাদের বেলায়ও ২/৩ বছরের খাজনা ধরা হয়েছে। সুতরাং আমি আবেদন রাখছি যে এই বিষয়ে আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী যেন নজর দেন। আর কোন মৌজার ভিতরে যেমন মগ পুষ্করিণী ধুপতলীতে তাদের খতিয়ান নম্বর পরচা প্রভৃতি দিয়ে সেগুলি ফেরৎ নিয়ে গেছে। তারা বহুকাল থেকে ঘর বাড়ী সম্পত্তি ইত্যাদি ভোগ দখল করে আসছে। আমি অনুরোধ করব তাদের যেন ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা না হয়। যদি আমার কাছে চাওয়া হয় কোন্ কোন্ বাড়ী, কোন্ কোন্ গ্রাম তাও আমি দিতে পারব। যে যে মৌজায় অ্যাটেস্টেশন হয়েছে সে সাভডিভিশনগুলি থেকে জরীপ সংক্রান্ত কাগজপত্র যদি আগরতলায় চলে আসে তা হলে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত সমস্ত সাবডিভিশনের কৃষকদের আগরতলায় আসতে খুব কষ্ট হবে এবং খরচ হবে। কারণ বাদ বিসম্বাদ হবেই এবং তা হলেই তাদের আগরতলা আসতে হবে। তাছাড়া আদিবাসীদের অনেক লোক এ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। কাজেই যতক্ষণ ফাইনাল না হয় ততক্ষণ সেই সেটেলমেন্ট সংক্রান্ত কাগজপত্র সে সাবডিভিশনগুলি থেকে আগরতলায় আনান হয়। এই বলে আমি আমার ডিমাণ্ডের পক্ষে বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট নাম্বার ২'র সমর্থনে এবং কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য হাউসের সামনে রাখছি। একটা জিনিষ আমার কাছে খটকা লেগেছে যে বিরোধী পক্ষ দি সার্ভে এণ্ড সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে বলতে যেয়ে যেন বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে জনসাধারণের উপর কিংবা কৃষকের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে এই সার্ভে সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই সার্ভে সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কেন করা হয়েছে, ল্যাণ্ড রেভিনু এ্যাক্ট বা ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্টের উদ্দেশ্য

কি? ১৯৬০ সালে ল্যাণ্ড রেভিনিয়্যু এবং রিফরমস্ এ্যাক্টে যেটা করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে কার কত জমি আছে, কার কত দখলে সেটা পূর্বে কোন কিছু ঠিক ছিল না, বলতে গেলে একটা এনার্কি ছিল জমির দখলি ব্যাপারে, মামলা, মোকদ্দমা অনেক কিছু সেখানে হচ্ছিল; কেউ বলতে পারত না যে কার জমি কোথায়, জমির সীমানা কিভাবে নিরূপণ করা হবে, সেটা কেউ ঠিক করে দিতে পারত না। পূর্বে যে জমির সীমানা নির্দ্ধারণ'এর ইতিহাস, সেটা ছিল এইরূপ যে—একটা তালুক, তার পূর্ব সীমানা হচ্ছে হাঁটু ভাংগা বাঁশঝাড়, পশ্চিমে অমুক প্রজার বাড়ী, উত্তরে অমুক টিলা, দক্ষিণে অমুক টিলা, এইভাবে জমির সীমানা নির্দ্ধারিত হত। এখন যে হাঁটু ভাংগা বাঁশঝাড় সেই তালুকের সীমানা নির্দ্ধারণ করেছিল, তার পূর্বে হয়ত আরেকটা হাঁটু ভাংগা বাঁশঝাড় আছে, সেই তালুকদার বাঁশঝাড় তুলে দিয়ে হয়তো শেষের বাঁশঝাড়কে তার সীমানা বলে দিল, এই ছিল ত্রিপুরার অবস্থা। সেই যে সামন্ত তান্ত্রিক অবস্থার মধ্যে জমি নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা ছিল সেই অবস্থাকে দূর করার জন্য এবং বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তিতে, ভূমি সংস্কার আইন করে, প্রত্যেক কৃষককে তার জমির সীমানা যাতে আমরা বুঝিয়ে দিতে পারি তার জন্য এই ভূমি সংস্কার আইন করা হয়েছে। মাননীয় অঘোর বাবু একথা বলেছেন যে দশ বছরের মধ্যে কেন এই ল্যাণ্ড রেভিনিয়্যু এবং ল্যাণ্ড সেটেলমেণ্টের কাজ শেষ করা হয় নাই? সত্যই দশ বছরের মধ্যে শেষ করা যায়নি, তার একটা কারণ ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থা এবং সেটা বলা হয়েছে। তাছাড়া আরও দুইটি কারণ আছে—একটি হচ্ছে চীনের হামলা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে পাকিস্তানের হামলা। এই দুইটি কারণে ল্যাণ্ড রেভিনিয়্যু এবং সার্ভে সেটেলমেণ্টের কাজ ব্যহত হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্যদিগকে বলব যে তারা যদি সেটা চিন্তা করতেন, তাহলে তারা তাদের ভ্রাতৃ প্রতীক চীনকে এই অনুরোধ করতে পারতেন যে তোমরা গণতান্ত্রিক ভারতের সংগে একটা মীমাংসা কর এবং সন্ধি কর। ভালবাসার মধ্য দিয়ে এই যে চুক্তি, সেই চুক্তিকে সম্মান দিয়ে তোমরা চল এবং তার সাথে সাথে যে ভ্রাতৃ প্রতীক চীনের ছোট ভাই পাকিস্তান তাকেও যদি সেই অনুরোধ করতেন, তাহলে আমাদের সার্ভে সেটেলমেণ্টে এর এ্যাক্টের কাজটা কিছুটা ত্বরান্বিত হত। কিন্তু তা তারা করেননি বলেই এই যে তাদের হামলা, সেই হামলার কারণেই এই সার্ভে সেটেলমেণ্টের কাজটা ঠিক মত চলতে পারেনি। তারপর কথা হচ্ছে একটা সার্ভে সেটেলমেণ্ট করতে গেলে পিল্লয়ারী, খানাপুরী, বুজারতি এবং এ্যাটাষ্টেশান, এই কতকগুলি ষ্টেজ আছে। কেন এই ষ্টেজগুলি করা হয়েছে, ষ্টেজ করার অর্থ হচ্ছে যে প্রকৃত যে জোতদার, প্রকৃত যে জমির মালীক, তাকে যেন জমি দেওয়া যায়। তারই চেষ্টা এই ষ্টেজগুলির মাধ্যমে করা হয়েছে। খানাপুরীর সময়ে তার জমির সীমানা নির্দ্ধারণ করে তার জোতের খতিয়ান ঠিক করা হল, বুজারাতির সময়ে তাকে আর সীমানা বুঝিয়ে দেওয়া হল। তারপর এ্যাটাষ্টেশান করা হয়। ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্ট অনুসারে দেখা যায় একটা কৃষক ছয় বৎসর পরেও তার যদি আপত্তি থাকে সে জানাতে পারে, সেই অধিকার তার আছে। এর মধ্যে যে কি অত্যাচার, কি নিপীড়ণ তাদের উপর চলছে, কি করে যে তাদের জমি থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে সেটা আমি বুঝতে পারছিনা। তবে বাড়তি জোতের কথা যেটা বলেছেন সেই সম্পর্কে আমি বলব যে, বাড়তি দেওয়া হবে না এটা ঠিক। যারা এক দ্রোন জমি

বন্দোবস্ত নিয়ে, পাঁচ, দশ ড্রোম জমি দখলে রেখেছেন, ভূমি রাজস্ব আইনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সেই যে উদ্বৃত্ত জমি, যেটা সে বেদখল করে রেখেছেন, সেই জমি এনে, ভূমিহীন জুমিয়া, ভূমিহীন কৃষক যারা আছে তাদের পুনর্ব্বাসন দিতে হবে। সেই উদ্দেশ্যকে যদি আমাদের সার্থক করতে হয় এবং সফল করতে হয়, তাহলে সেই উদ্বৃত্ত জমি বড় বড় জোতদারদের কাছ থেকে আনতে হবে। অবশ্য আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কতকগুলি অসুবিধা হয়েছে, কারণ গ্রামাঞ্চলে যারা তাদের খুঁটি, সেই যে বড় বড় জোতদার, উপজাতীদের মধ্যে আছে, আপনারা যদি উপজাতী পল্লীতে যান তাহলে দেখবেন যে বড় বড় জোতদারদের মধ্যে অনেক জমি তারা বেদখল করে রেখেছে এবং সেই সব জমি যখন ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে তখনই সেখানে আপত্তি উঠছে। যদি অতিরিক্ত জমি থাকে, আমার, মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোরবাবু যদি সেটা দেখিয়ে দিতে পারেন, তাহলে সেটা সানন্দে আমি অঘোরবাবুর নামে লিখে দিতে পারি, সেই সাহস আমার আছে, কিন্তু উনার যে দৈনন্দিন জমির আকার বেড়ে যাচ্ছে, সেটা একটু সাবধানে রাখা উচিৎ, এবং সেই জন্যই হয়ত এখানে তিনি এই বক্তব্য রেখেছেন, কারণ, the wearer knows where the show pinches. মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে আমাদের এই যে ভূমি সংস্কার আইন, সেই ভূমিসংস্কার আইনের মাধ্যমে একটা রাইট জোতদারদের দেওয়া হয়েছে। রাজার আমলে কোন জোতদার'এর কোন একটা জোতের গাছ কাটবার অধিকার ছিল না। কিন্তু এই ল্যাণ্ড রেভিন্যু এবং সার্ভে সেটেলমেন্ট এ্যাক্টে সেই রাইট জোতদারদের দিয়েছে এবং সেই দিকে তারা কোন বক্তব্য রাখেননি। তারপর আরেকটা কথা হচ্ছে যে রাজার আমলে এবং এই ভূমিসংস্কার আইন প্রবর্ত্তন হওয়ার আগেও আমরা দেখেছি যে নাম জারী করতে একটা বিরাট অংক লেগেছে, সেই অংক এক, দুই, দশ টাকা নয়, একটা নামজারী করতে হলে একটা কৃষককে প্রানান্ত হতে হত, আজকে এই সেটেলমেন্টের মারফত অল্প পয়সায় এবং অল্প খরচে তাদের নাম জারী হচ্ছে এবং নামজারীর সুযোগ এই এ্যাক্টের মধ্যে আছে। আরও যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে দেখা যাবে সেই এ্যাক্টের মধ্যে লেখা আছে স্পষ্ট করে, কি পরিমান খাজনা, কি নির্দ্ধারিত হবে সেটা হচ্ছে ওয়ান এইটথ অব দি প্রাডউস। এখানে খাজনা নির্দ্ধারণ সম্পর্কে উনারা অনেক বক্তব্য রেখেছেন তার উত্তরে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে খাজনা কতগুলি ফ্যাক্টারের উপর নির্ভর করছে। আগে ধান চালের যে দাম ছিল এখন তার দাম অনেক বেড়েছে, সেটার উপর নির্ভর করে এবং জমির ভ্যালুয়েশানের উপর নির্ভর করে খাজনা নির্দ্ধারণ করা হয়। খাজনা নির্দ্ধারণ করার সময় জমিকে তিন ভাগ করা হয়েছে। যারা বড় বড় রাস্তার পাড় তাদের একরকম খাজনা, যারা ভিলেজ রোডের পাড়, তাদের একরকম খাজনা, আর যারা ইনএ্যাক্সেসএবল এরীয়াতে আছেন, তাদের একরকম খাজনা, অর্থাৎ তাদের ফসলের দাম কি পেতে পারে, তারপর মার্কেট কত দূরে, সেই মার্কেটের সুযোগ ঠিক ঠিক মত নিতে পারে কিনা, তারা ফসল মার্কেটে আনতে পারে কিনা আনতে গেলে কি রকম খরচ পরে, তার বর্ত্তমান দাম, সমস্ত কিছু চিন্তা করে খাজনার হার ঠিক করা হয় এবং সেইভাবে ইম্পলীমেন্ট করা হয়। আরেকটা কথা হচ্ছে যে জবর দখল যেসব জমি আছে, সেই সব জমিতে তাদের কোন রকম পরচা দেওয়া হচ্ছে না এবং জবর দখল জমির ব্যাপারে সরকার তাদের উচ্ছেদের মুখে নিয়ে যাচ্ছেন এই কথা বলা হয়েছে,

সেখানে আমি বলব যে প্রত্যেকটি জবর দখলদারের উপর পনের ধারা মতে নোটিশ দেওয়া হয়...... ১৫ ধারা মতে নোটিশ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে কৃষকদের সুযোগ দেওয়া যে সে যে জমি জবর দখল করেছে সেই জমি যাতে সেই পেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় ধনী কৃষক অন্যায়ভাবে বা কোর্ফাভাবে সেই সমস্ত জমি থেকে খাজনা এবং ফসল আদায় করছে। এই নোটিশের ফলে এই সমস্ত জিনিষ বেরিয়ে আসে। জায়গাটা প্রকৃত কার সেটা নিরুপণ করার জন্যই এই নোটিশ দেওয়া হয়। তখন প্রকৃত গরীব কৃষককে ভূমি বন্দোবস্ত করা হয় এবং বেআইনীভাবে দখলকার কৃষককে উচ্ছেদ করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে ডিমিনিশিং রিটার্ণ অর্থাৎ ফসলের উৎপাদন কমে যাচ্ছে, অতএব খাজনা কেন কম করা হবে না। সেখানে আমি পূর্ব্বেই দেখিয়েছি যে খাজনা কি কি ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। এটা অবশ্য সত্যি যে ফসল প্রতি একরে যে হারে বাড়া উচিত ছিল সেই হারে বাড়ে নি। কারণ যদিও কৃষির উন্নতির জন্য কৃষি ঋণ, সার, উন্নত ধরণের বীজ প্রভৃতি দেওয়া হচ্ছে তবুও তার মধ্যে অনেক দোষ ত্রুটি আছে। তারপর প্রকৃতির খেলা তো আছেই। প্রতি বছর খরা, প্লাবন হচ্ছেই। এইসব নানা কারণে অনেক সময়ে ফসল কম হয়। কিন্তু পার একর পূর্ব্বের তুলনায় যে উৎপাদন কমে গেছে তা ঠিক নয়। লোক সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। আমরা বলে থাকি যে ধান কেন পাওয়া যায় না, চাল কেন পাওয়া যায়না? কিন্তু একবার চিন্তা করে দেখি না যে মহারাজার আমলে এখানে কত লোক ছিল আর এখন কত লোক হয়েছে। এই কথাটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে মহারাজার আমলে ত্রিপুরার লোক সংখ্যা ছিল মাত্র সাড়ে চার লক্ষ। সেই জনসংখ্যা এখন বেড়ে গিয়ে দাড়িয়েছে ১৫ লক্ষ। সেই অনুপাতে দেখতে গেলে ফসল কমে গিয়েছে এটা বলা ঠিক নয়। যতটুকু উৎপাদন বাড়া উচিত সেই অনুপাতে উৎপাদন বাড়েনি এটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু ফসল পার একর যে উৎপাদন তা বেড়েছে। তবে আমার একটা বক্তব্য আছে ল্যাণ্ড রেভিনিউ সম্বন্ধে যে, ১৩৭০ সাল থেকে ৭১—৭২—৭৩ এই চার সালের খাজনা যে একসাথে আদায় করার জন্য প্রেসার আজকে কৃষকের উপর দেওয়া হচ্ছে আমি মনে করি এর জন্য কৃষক দোষী নয়, যদি দোষী কেউ হয়ে থাকে সে হচ্ছে সরকার। যদি ১৩৭০ সাল থেকে তাদের কাছ থেকে আগেকার রেইটে খাজনা নেওয়া হত তাহলে তাদের উপর আজকে এই চাপ সৃষ্টি হত না। কাজেই সরকারের কাছে আমি আবেদন করছি যে কৃষকের বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে যেন সেটাকে বিবেচনা করা হয়। নতুবা সংশিতের নোটিশ দিয়ে যদি কৃষকের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের চেষ্টা করা হয় তাহলে সত্যিই কৃষকের মনে একটা বিক্ষোভ সৃষ্টি হবে। সুতরাং দোষ কৃষকদের নয়, তারা খাজনা দিতে ইচ্ছুক এবং আমরা যদি একবার বাজেটের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে খাজনা আদায় খুব বেশী বাকী পড়ে যাচ্ছে তা নয়। কৃষকের উপর চাপ সৃষ্টি করে সংশিত নোটিশ দিয়ে গরু বিক্রী করে খাজনা আদায়ের পক্ষপাতি আমি নই এবং আমি মনে করি কংগ্রেসের আদর্শও সেটা নয়। অতএব আমি সে দিকে চিন্তা করতে বলব। যদি চাপ দিয়ে কৃষকের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে চান তা হলে আমি বলব সেই খাজনা আদায় করা কষ্টকর হবে। তাই আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে বলতে চাই কিভাবে খাজনা আদায় করতে হবে। আমি গ্রামের লোক। অনেক কৃষক আমরা

কাছে এসেছে ; তারা বলেছে যে আমরা খাজনা দিতে চাই, কিন্তু আমাদের পথ বাতলিয়ে দেন যে কিভাবে আমরা ৪ বছরের খাজনা একসাথে দেব। সেটাতো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা যখন খাজনা দিতে চাই তখন ১৩৭০ সাল থেকে একসাথে খাজনা চাওয়া হয়। কিন্তু কৃষক তা দিতে পারে না। তা না দিতে পারলে যে কোন মুহূর্তে তার উপর সংশিতের নোটিশ দিতে পারে। সংশিতের নোটিশকে কৃষক অসম্ভব ভয় করে এবং ভয় করে বলেই তারা খাজনা দিতে চায়। কারণ সংশিতের নোটিশের যে খাজনার ধার সেটা তাদের যেন ভীতির সঞ্চার করে। সেই যে তাদের অসুবিধা সেইদিকে দৃষ্টি না রেখে অনেক বিরোধী দলের লোক চেষ্টা করছেন কৃষককে বিভ্রান্ত করে তাদের খাজনা যাতে একদম বন্ধ করে দেওয়া হয় সেই সম্পর্কে একটা আন্দোলন সৃষ্টি করবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু কৃষক খাজনা দিতে চায়। তাদের আন্দোলনে তারা সাড়া দেবে না। তারা একটা পথ চায়, সেই পথটা হচ্ছে যে এককালীন যে খাজনা তাদের পক্ষে সেটা দেওয়া সম্ভবপর নয় এবং তার জন্য আমি আগেও বলেছি যে কিভাবে তারা খাজনা থেকে মুক্ত হতে পারে, এই চাপ থেকে তারা কিভাবে মুক্ত হতে পারে সেই সম্বন্ধে সরকারপক্ষ চিন্তা করবেন। এই বলেই আমি কাট মোশনের বিরুদ্ধে মূল যে ডিমাণ্ড সেই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করছি।

Mr. Speaker—Now I would request the Hon'ble Chief Minister to give his reply ; Hon'ble Chief Minister, you are alloted only 25 minutes for your reply.

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কাট মোশানের বিরোধীতা করে, মূল ডিমাণ্ডের উপর আমার বক্তব্য হাউসের সামনে পেশ করছি। বিরোধী দলের একটা কথা হল, পরচা দেওয়ার সাথে সাথে ম্যাপ দেওয়া হয় না। তার উত্তরে আমি বলব এ্যাটেষ্টাশান ফাইন্যালাইজড না হওয়া পর্যন্ত কোন ম্যাপ কোন জায়গাতে দেওয়া হয় না, দেওয়া চলে না। আরেকটা কথা বলা হয়েছে সার্ভে সেটেলমেন্টের কাজ দশ বছরে শেষ হওয়ার কথা, সেখানে অনেক সময় লেগে গেছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এবম্বিধ বৈজ্ঞানিক সার্ভে কোনদিন অনুষ্ঠিত হয়নি, অনুমানের উপর জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত, সেখানে লেখা থাকত 'জং বং' অর্থাৎ জংগল আবাদি বন্দোবস্ত। সেটা সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করে দেওয়া হত, যেখানে পাঁচ দ্রোন জমি হওয়ার কথা সেখানে সার্ভে করে দেখা গেল ২০ দ্রোনের উপর হয়ে গেছে। আমাদের যে আইন, সেই আইন অনুসারে সাড়ে চার দ্রোনের উপর জমি কেউ রাখতে পারবে না। সেই জায়গাতে সেই আইনকে রক্ষা করে, রিটেইনিং যে 'ল', সেই অনুসারে সাড়ে চার দ্রোনের উপর যে জমি সেটাকে খাস বলে ডিক্ল্যায়ার করা হয়েছে এবং সেই অনুসারে সমস্ত অঞ্চলে যারা জুমিয়া, যারা ল্যাণ্ডলেস, তাদেরকে বসানো হচ্ছে। এখন এই জায়গাতে তারা যদি বলেন যে যার উদ্বৃত্ত জমি আছে, তাকে সেই জমি দিয়ে দাও, তাহলে আমাকে বলতে হচ্ছে তারা জুমিয়া বা ভূমিহীনদের জমি বন্দোবস্ত হউক এটা চান না। কিন্তু সরকারের নীতি হচ্ছে যে রিটেইনিং পাওয়ারের বাইরে যে সমস্ত জমি আছে, তারা সেটা রাখতে পারবে না, সেই অনুসারে কার্য্য হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে বাপের চার ছেলে, তার বাপের নামে জমি

আছে, অতএব এই জায়গাতে বলা হচ্ছে যে ছেলেরা ল্যাণ্ডলেস হয়ে গেল, জুমিয়া হয়ে গেল, তাকে জমি দিতে হবে, কিন্তু সরকার এই প্রথাকে অবলম্বন করতে পারবে না। তবে যারা জুমিয়া, তাদের একটা রীতি আছে যে বিয়ের আগে তাকে শ্বশুর বাড়ী জুমিয়া হিসাবে থাকতে হয়, সেই ক্ষেত্রে তাদের জমি দেওয়া হয়েছে এবং দেওয়া হচ্ছে এবং দেওয়া হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ১৯৫৩ সালের আগে অনেকে তাদের ছেলে মেয়ের নামে অনেক জায়গা রেজিষ্ট্রেশান করিয়ে বন্দোবস্ত নিয়ে রেখেছে, অতএব এরূপ কার্য্যের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সেইদিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের কার্য্য পরিচালনা করতে হবে, কিন্তু এটা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তার উপর ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তাঘাট আগে ছিলনা বললেও অত্যুক্তি হবে না।

এই সমস্ত অসুবিধার ভিতর দিয়ে দশ বছরের মধ্যে এই কার্য্য সমাধা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল, তবে তারা এই দশ বছরের মধ্যে যে জমির সার্ভে করেছেন এবং যেভাবে কার্য্য পরিচালনা করেছেন, আসাম এবং বেঙ্গলের সঙ্গে যদি মিলিয়ে দেখি, তাহলে আমরা দেখব যে ইউনিক ওয়ার্ক তারা করেছেন ইন কমপেরিজন উইথ আসাম এবং বেঙ্গল এবং এই বিষয়ে তারা যে পশ্চাৎপদ হয়ে আছেন তা নয়। তারপর তারা বলেছেন যে এখানে একটা মেশিন আছে, মেশিন এষ্টাবলিশড হয়েছে, কিন্তু ম্যাপ ছাপা হচ্ছে না। তারা হয়ত এটা সম্যক জানেন না যে ফাইনালাইজেশানের পূর্বে ম্যাপ দেওয়া হয় না। অতএব তাদের জ্ঞাতার্থে আমার জানানো আবশ্যক এবং সেইজন্যই আমি এই কথাগুলি তাদের জানালাম। আরেকটা কথা বলা হয়েছে যে পুরানো জমি যা ছিল, এখনকার পরচাতে তা নাই। না থাকার কতগুলি কারণ আছে যেটা আমি আগেই বলেছি যে পূর্ব্বে জং বং, অর্থাৎ জংগল আবাদি বন্দোবস্ত দেওয়া হত, সেখানে পাঁচ দ্রোনের জায়গায় অনেক সময় ২০ দ্রোন জমিও তারা বন্দোবস্ত নিয়ে যেত, অতএব তারা কি তাদের সেই ২০ দ্রোন জমিই দিতে চান, কিন্তু তাও তারা এখানে বলেননি, যদি বলতেন, তাহলে আমরা তার উত্তর দিতে পারতাম যে কোন আইন অনুসারে তারা একথা বলছেন। রিটেইনিং পাওয়ারের বলে যে জমি রাখা যায়, তার বেশী এক কড়া ক্রান্তি জমিও কাউকে দেওয়া হবে না, অতএব মাননীয় সদস্যকে সেইদিক থেকে চিন্তা করতে বলব। তারপর বলা হয়েছে প্রিমিয়ামের কথা, আইনের ৩২/৩৪ প্রভৃতি ধারা অনুসারে ভুমির যে রেটস এবং রেভিন্যু ধরা আছে, সেই অনুসারেই সেটা করা হচ্ছে, আইনের বাইরে কোন কিছু আমরা করছি না।

তারপর বলা হয়েছে বকেয়া খাজনার কথা। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে ৩/৪ বছরের খাজনা একত্র হয়ে গেছে। পিজেন্ট্রির পক্ষে সেটা দেওয়া খুব কষ্টকর এবং সেজন্য আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে ইনষ্টলমেণ্টে দেওয়া যায় কিনা সেই সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেই সম্বন্ধে সঠিক খবরটা আমি হাউসকে দিতে পারব এবং মাননীয় সদস্যদিগকে আমি জ্ঞাত করতে পারব। আমাদের মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয় বলেছেন যে ওল্ড রেটে খাজনা দেওয়ার কোন বাধা নাই এবং বৃদ্ধি রেটে যখন হবে তখন বৃদ্ধি রেটে দেওয়া হয়। সেইদিকেও আমরা লক্ষ্য রাখব। অতএব মাননীয় সদস্যের যুক্তি আমি মনে করি ন্যায়সংগত। অতএব আমরা সেইদিক দিয়ে লক্ষ্য করব আইনানুগভাবে তা করা যায় কিনা। আর একটা কথা প্রিমিয়াম সম্বন্ধে। মাননীয় সদস্যদিগকে অনবরতই সেটা জানানো হচ্ছে যে রুলস ১২তে আছে যে কাকে কাকে আমরা প্রিমিয়াম থেকে এক্জাম্পট করতে পারি। সেই

ধারাটাকে লক্ষ্য রেখে যদি তারা চিন্তা করতেন তা হলে তারা বুঝতেন। ডিসপ্লেসড পার্সন যারা তাদিগকে একজামপ্ট করা চলে, জুমিয়া যারা তাদিগকে একজামপ্ট করা চলে, ল্যাণ্ডলেস্ অ্যাগ্রিকালচারিষ্ট ওয়ার্কার্স যারা তাদিগকে একজামপ্ট করা চলে। আর্টিজান অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ, তাদিগকে একজামপ্ট করা চলে। এটা রুল টুয়েলভে আছে। অতএব সেইদিক দিয়ে অনুধাবন করতে বলব। তাহলে দেখা গেল কি, ত্রিপুরা রাজ্যে সাড়ে চার লক্ষ ছিল আগের লোক। আর বাকী ১০ লক্ষ এর উপর ডিসপ্লেসড পার্সন্স। তারাও প্রিমিয়াম থেকে মাফ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে যদি আমরা খতিয়ান খতাইয়া দেখি তাহলে আমরা দেখব প্রিমিয়াম থেকে প্রায় সব লোকই মাফ পেয়ে যাচ্ছে। অতএব সেইদিক লক্ষ্য রেখেই আমরা তা করেছি এবং সেই অনুসারে আমরা যে বিধান করেছি সেই আইন ন্যায়ানুগ হয়েছে। তার মধ্যে যদি কোন জায়গার বাস্তবিকই অ্যামেণ্ডমেণ্টের দরকার হয় তা হলে সরকার নিশ্চয়ই জনস্বার্থে তা করবেন। পিপলস্ উইল ইজ ল'। অতএব জনসাধারণের ইচ্ছা অনুসারে আইন হয়। অতএব তার অ্যামেণ্ডমেণ্ট, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন অবশ্যই করতে হবে। মাননীয় সদস্যরা যে বলছেন একস্ট্রা ল্যাণ্ড দেওয়া হোক, বা রাখা হোক তার কারণ হল এখন খোয়াই বিভাগের কথা আমি বলব, খোয়াই বিভাগে বড় বড় যে জোতদার সেই জোতদাররা খোয়াইয়ে প্রায় জমিই দখল করে আছে এবং ওরা হল কম্যুনিষ্ট পার্টির সবচেয়ে বড় সমর্থক এবং দেখা গেছে এই যে এই সমস্ত জায়গায় যারা বর্গাদার, যারা তাদের জমির উপর নির্ভরশীল ছিল তারা বলেছে আমরা যারা টিলার্স অব দি ল্যাণ্ড উইল ওউন দি ল্যাণ্ড--এই কথা বলতেন, সভায় সমিতিতে বলতেন। কিন্তু দেখা গেল খোয়াই যখন ল্যাণ্ডলেস এবং জুমিয়াকে জায়গা দেওয়ার কাজ শুরু হল তখন সেই জায়গাতে দাবী উঠলো যে একষ্ট্রা ল্যাণ্ড আমাদের হাত থেকে নেওয়া হচ্ছে। আমাদিগকে যে পরচা দেওয়া হয় সেই পরচাতে আমাদের যে জং বং ছিল সেই অনুসারে জমি দেওয়া হয়নি। আমি আগেই বলেছি জংগলের ব্যবস্থা। তারপর যখন সেই জায়গার জমিতে ল্যাণ্ডলেসকে বসাবার প্রচেষ্টা হল তখন রাতারাতি এই বড় বড় জোতদারদের ছেলেদের ভূমি-হীন সাজিয়ে সেই জায়গাকে দখল করার জন্য প্রেরণা দেওয়া হয়েছিল, কেবল প্রেরণাই নয় ইতিমধ্যে গৌরনগরে যেখানে ল্যাণ্ডলেস ভাইদিগকে জমিতে নেওয়া হল, শুনেছি অ্যাণ্টি সোস্যাল ইলিমেণ্টস যারা তাদের গড়ে আগুন দিয়ে সেগুলিকে যখন ভস্মীভূত করছিল সেই সময়ে তাদিগকে ধরা হয়েছে। এই হল অ্যাণ্টি সোস্যাল অ্যাক্টিভিটিজ। আর আশারামবাড়ীতে, চেবরী অঞ্চলে, রাজনগর অঞ্চলে এবং ঘিলাতলী অঞ্চলে আমরা দেখেছি তাদের বর্গাপ্রীতি, ল্যাণ্ডলেস প্রীতি। সেখানে কমপক্ষে পাঁচ হাজারের উপর বর্গাদার ও ল্যাণ্ডলেসকে জমির মালিকানা দিতে গিয়ে তাদের প্রকৃত রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। তাই তারা আজ একথা বলছেন যে জং বং এর যে জায়গা আছে সেই জায়গা দিয়ে দাও, মানে বড় বড় যত জোতদার আছে তারা জমি দখল করে থাকুন কারণ তারা আমাদের পক্ষ পুটে আছে, তারা আমাদিগকে ইলেকশনের টাকা যোগায় এবং আমাদের কথানুসারে বর্গাদারদের চাপ দিয়ে আমাদের মিটিংএ আনে। অতএব তারা আমার বন্ধু। যদি মিটিংএ না আসে তাহলে জমির অধিকার পাবে না, তাদের জমি চাষ করতে দেওয়া হবে না। অতএব যখন সরকার দৃঢ় মনোভাব নিয়ে বর্গাদারকে ন্যায়ানুগভাবে জায়গা জমি দখল করতে অধিকার দিয়েছিল তখন

দেখা গেছে কল্যাণপুর অঞ্চলে, খোয়াই অঞ্চলে তাদের ল্যাণ্ডলেস প্রীতি, জুমিয়া প্রীতি, বর্গাদার প্রীতি। শত শত মোকদ্দমা রুজু করে তাদের উচ্ছেদ করার চক্রান্ত করছে তারা। তাদেরকে সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে বলব যে হাউসে আমরা যা বলি, তা বাস্তবেও যাতে করি। গ্রামে গিয়ে, সেই অঞ্চলে গিয়ে বর্গাদার যারা আছে, ল্যাণ্ডলেস যারা, যারা জুমিয়া, তাদেরকে আজকে জমির অধিকার দিতে হবে। আমরা যদি ত্রিপুরার ফসল বৃদ্ধি করতে চাই, তাহলে জমির মালিকানা দিতে হবে সেইসব মানুষকে যারা হাতে কলমে পরিশ্রম করবে, জমিতে যারা চাষাবাদ করবে। জমির অধিকার যদি তাদের না দেওয়া হয়, জমির প্রতি তাদের মহব্বত আসবে না, মহব্বত যদি না আসে, তাহলে ফসল বৃদ্ধির কাজে তারা মনোনিবেশ করতে পারবে না। তারা মনে করেছিল এই, যে সেই সমস্ত মানুষকে তারা তাদের হাতিয়ার করে রাখবে, কিন্তু আজকে সেইসব হাতিয়ার চলে যাচ্ছে, তাদের দর্শনই হল এই যে মানুষের মুখ থেকে খাদ্য কেড়ে নাও তাহলে সেই তোমার দলে থাকবে, এটা আমার কথা নয়, এটা তাদের ফিলোসফির কথা, তাদের দর্শনের কথা। কিন্তু আজকে বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে এই যে মত, সেটা সম্পূর্ণ অচল, অতএব আমি তাদের অনুরোধ করব, পরিবর্তনের সাথে সাথে, নিজেদের মনোভাবের পরিবর্তন করেন যেন। আমরা, যারা বর্গাদার, যারা ল্যাণ্ডলেস, জুমিয়া তাদেরকে, যদি ত্রিপুরায় ফসল ফলাতে হয়, জমিকে উন্নত করতে হয়, সেই যে পরিশ্রমী কিষাণকুল, যারা জমির মালিকানা থেকে যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত ছিল, তাদেরকে সেই জমির অধিকার দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং সেই জন্যই এই ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রিফরমস এবং ল্যাণ্ড রেভিন্যু এ্যাক্ট পরিচালিত হচ্ছে। এই এ্যাক্টের ফলে জমিদারী, তালুকদারী উচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং তার সাথে সাথে সেই বড় বড় জোতদার যারা, তারা কতটুকু জমি রাখতে পারবে তা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। অতএব এই যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য, তারা এই কাট মোশান মধ্য দিয়ে তাদের হৃদয়ের সঠিক মনোবৃত্তির প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। তাই আমি অনুরোধ করব যদি আমরা সত্যিই ত্রিপুরাকে উন্নত করতে চাই তবে এই জমীপের মধ্যে যদি কোন দোষ ত্রুটি থেকে থাকে সেটাকে সংশোধন করে, আরও উন্নত ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাকে জয়যুক্ত করার জন্য হস্ত সম্প্রসারিত করার জন্য আমি মাননীয় সদস্যবৃন্দকে অনুরোধ করব। তারা নিজেরাও স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরাতে ফ্লাড, ড্রাউট হচ্ছে, অতএব সেই সমস্ত ফ্লাড এবং ড্রাউটকে যদি বন্ধ করতে হয়, তাহলেও আমাদের জমির পরিমাণ জানতে হবে, নদী নালার অবস্থা জানতে হবে, ময়েলের কোন জায়গায় তারতম্য আছে তা আমাদের এই সার্ভে সেটেলমেন্টের মাধ্যমে জানতে হবে। অতএব আমি আশা করব সেইদিকে লক্ষ্য রেখে, ত্রিপুরার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে, ত্রিপুরার ফ্লাড এবং ড্রাউটের দিকে লক্ষ্য করে, কিষাণকুলের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা যাতে সমালোচনা করি। তাই আমি এই ডিমাণ্ডের মঞ্জুরী প্রার্থনা করে, কাট মোশানের বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker— The Debate on Demand No. 2—Land Revenue is over, Now I am puting the demand to vote. Of course, I shall first put to vote the Cut Motions on the aforesaid demand.

Mr. Speaker—Now the question before the House is the Cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Mismanagement in the Survey & Settlement & Record operation establishment.

As many as are of that opinion will please say—Ayes.

(Voice—Ayes.)

As many as are contrary opinion, will please say· Noes.

(Voice—Noes.)

Mr. Speaker-- I think, Noes have it ; Noes have it ; Noes have it.

THE MOTION IS LOST.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Abhiram Deb Barma that the Demand be reduced by Re. 1 to discuss on—
"ত্রিপুরার ভূমিরাজস্বের হার এবং নজরানার হার অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি করা।"

As many as are of that opinion will please say—Ayes

(Voice-- Ayes.)

As many as are of contrary opinion will please say—Noes.

(Voice - Noes.)

Mr Speaker— I think, Noes have it ; Noes have it ; Noes have it.

THE MOTION IS LOST.

Now the question before the House is the Demand for Grant No. 2—Land Revenue moved by Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 29,92,000/-, [inclusive of the sums specified in Colum 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of demand No. 2 – Land Revenue.

As many as are af that opinion will please say— Ayes.

(Voice—Ayes.)

As many as are of contrary opinion will please say—Noes.

(Voice—Noes)

Mr. Speaker— I think Ayes have it ; Ayes have it ; Ayes have it.

THE DEMAND IS PASSED.

The House stands adjourned till 2 P. M. to-day.

Mr. Speaker— Now I call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand For Grant No. 33—Forest.

The Hon'ble Krishnadas Bhattacherjee, Finance Minister– Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg move that a sum not exceeding Rs. 40,72,000/- [inclusive of the sums specified in Colum 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1968, in reespect of Demand No. 32—Forest.

Mr. Speaker – Now I call on Shri Aghore Deb Barma to move his Cut motion on this Demand.

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Demand No. 33 Forest এর বাজেটে ৪০, ৭২,০০০\ টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক বছর বাজেটের উপর আমরা টাকাগুলি ব্যয় বরাদ্দ রাখি। কিন্তু টাকাগুলি খরচ হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, ঐ টাকাগুলির দ্বারা বন সংরক্ষণ এবং বনসম্পদ ইত্যাদি কাজকর্ম্ম ঠিক ঠিক হচ্ছে কিনা তা দেখা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিপূর্ব্বে Supplementary Budget আলোচনার সময় আমি অনেকগুলি তথ্যের পরিবেশন এখানে করেছিলাম সেই তথ্যগুলোর পুনরাবৃত্তি আমি করতে চাইনা। তবে মোটামুটি ভাবে Forest Deptt এ যে mismanagement চলছে সে সম্পর্কে আমি সে cut motion রেখেছি সে সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা আমি এখানে উল্লেখ করব। প্রথম কথা হচ্ছে যে, অমরপুর বিভাগে ১৯৬৫—৬৬ সালে plantation এর জন্য প্রায় ১০০০ একর জমি ঠিক করা হয়। এবং তদনুযায়ী বাজেটের ব্যয় বরাদ্দের টাকা খরচ ও হয়ে গেছে। এবং প্রতি বছর maintenance বাবদ টাকা খরচ করা হচ্ছে ইদানিং maintence বাবদ কম করা হয়েছে। তার আসল কারণ হল যে, আমরা '৬২ থেকে ৬৬ সাল পর্য্যন্ত plantation এর জন্য সে ভাবে টাকা খরচ করে আসছি সেখানে আদতেই plantation কোন প্রকারের হয়েছে কিনা সেটা দেখা দরকার। সেই সম্পর্কে A. N. Dey, D. F. O. তদন্ত করেন। তদন্ত করে C. F. Oর কাছে একটি Report দাখিল করেন, কথা হ'চ্ছে

সে, সেখানে plantation এর বাবদ যে টাকা খরচ করা হয়েছে এবং যে যায়গা select করা হয়েছে আসলে সেখানে কিছুই করা হয় নাই। অর্থাৎ টাকাটা অপচয় হয়েছে এবং প্রত্যেক বৎসর maintenance বাবদও টাকা খরচ করা হচ্ছে। R. N. Chakraborty, South এর D. F. O. ছিলেন তখন ঐ ঘটনাটি ঘটে। এবং A. N Dey তিনিও একজন D F. O. তিনি এ সম্বন্ধে তদন্ত করে C F. O. র কাছে report দাখিল করেন। যেহেতু R. N. Chakraborty একজন খাতিরের লোক। এখানে খাতিরের লোকেরা ৭ খুন করলেও মাপ হয়, এখানে খাতিরের রাজত্ব অপরাধ করলেও অপরাধীদের কোন শাস্তি দেওয়া হয় না। এটা হ'ল আর একটা নজির। তিনি একজন D. F. O আর R. N Chakraborty ও একজন D F. O A. N. Dey যে report দাখিল করেছেন সে সম্পর্কে আজ পর্য্যন্তও কোন তদন্ত করা হয় নাই। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেন আর এখানে সেটাকা অপচয় করা হয়। আমরা খরচ করার মালিক। কাজেই খরচ করা হল। কিন্তু সে টাকাটা ঠিক ঠিক মত খরচ হ'ল কিনা সেটা পরীক্ষা করবে কে ? এসব বিষয়ে বিচার বিবেচনা কে করবে ? পরবর্তী সময়ে সেই R. N Chakrabortyর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করাতো দূরের কথা তাকে Assistant Conservator of Forest পদে উন্নীত করা হল। এটা একটা নজীর। Mismanagement টা কিরকম দেখুন। দ্বিতীয়তঃ যেহেতু আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে C. F. O সাহেবের পেটে পেটে খাতির, কাজেই C. F. O. সাহেবের বিরুদ্ধে কিছু বললে তার কোন action হয় না। এখন আমাদের যে বর্ত্তমান C F. O. তিনি আর C F O পদে থাকাতে ইচ্ছুক নন, তার পদের একটা উন্নতির দরকার। কাজেই তিনি এখন Forest এর দুইটা Division করেছেন। একটা হ'ল Soil Conservation Division আর একটা Territorial Division পূর্ব্বে ছিল মাত্র ৪টা Territorial Division. আর Soil Conservation এর দুইটা ভাগ। এখন যেহেতু C. F. O. সাহেব ঐ পদে আর থাকতে রাজী নন। কাজেই আরও Division বাড়ানো দরকার। কারণ তাহ'লে যদি পদোন্নতি হয় এবং বেতনটাও বাড়বে। এখন Divisionও বেড়েছে কাজেই Conservator of Forest এর একটা Post Create করার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে একটা স্কীম করে উপরওয়ালাদের কাছে পাঠান হ'ল। আমি পূর্ব্বেই একথা বলেছি যে বগাফাতে Territorial Division আর একটা করার জন্যে এবং Conservator এর একটি নতুন পদ সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এর পরে যখন প্রস্তাবটি পাঠান হল এবং যেহেতু এই পদ সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রীর Sanction প্রয়োজন হয় তখন আমাদের মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় একটা unofficial অর্থাৎ D. O. letter লেখেন। তিনি একজন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিঠিপত্র officially যাওয়া উচিত কিন্তু তিনি একটি D O. letter কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরীর নিকট পাঠালেন। আমার প্রশ্ন হ'ল যদি Territorial Division বা Soil Conservation Division বাড়াবার প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে তিনি একজন Chief Minister, officially তাদের চিঠি লিখতে পারেন। এখানে মূল কথা হচ্ছে যদি তিনি officially চিঠি লিখেই থাকেন তাহ'লে আবার একটা D. O. চিঠি লেখার কি দরকার থাকতে পারে। কাজেই এই জিনিষটা পরিষ্কার যেহেতু বর্ত্তমান C.F.O. এই postএ আর

থাকতে ইচ্ছুক নন, তিনি একটু পদোন্নতি চান তার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে যাতে convince করা যায় সেই জন্য তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শচীন চৌধুরীর নিকট পত্র দিয়েছেন। তাহলে C. F. O. সাহেবের মনোবাসনা পূর্ণ হয়। এই হচ্ছে ঘটনা।

আর একটা কথা হ'ল এই যে, ১৯৬৫-৬৬ সালে plantation এর জন্য ১০০০ একর যায়গা allot করা হয় এবং ১৯৬৬ সাল পর্য্যন্ত maintenance এর জন্য টাকা পয়সা খরচ করা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে বাগানের কোন চিহ্নই নাই। এই রকম একটা report. আসার পরে যদি R. N. Chakraborty না হয়ে অন্য কোন officer হতেন তাহলে একটা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। Forest Department এ বিভিন্ন সময়ে আমরা দেখেছি যে, যদি কোন বাগানে accident বশতঃ আগুন লাগে সেই আগুন লাগার বাবদ ক্ষতি পূরণের টাকাটা সেই Forester বা Rangerএর বেতন থেকে কেটে নেওয়া হয়। এমন অনেক ঘটনা আছে একটা দুটা নয়। যেমন আমি একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। চন্দ্রশেখর দেববর্ম্মা নামে একজন Forester, Taliamura ও চম্পকনগর এরিয়ার Chargeএ ছিলেন। ঐ এলাকাতে বাগানে যখন আগুন লাগে এবং ক্ষতি হয় তখন তাকে কয়েক হাজার টাকা দণ্ড করা হল। এবং প্রত্যেক মাসে মাসে তার বেতন থেকে সেই টাকাটা আদায় করা হ'ত। এর পর তাকে যখন ঐ মাস থেকে transfer করে বাগমাতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সেখানের বাগানেও আগুন লাগে। সেই আগুন নিভাতে গিয়ে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কারণ তখনও তেলিয়ামুড়া থাকাকালীন তার যে টাকাটা দণ্ড করা হয়েছিল তা শোধ হয়নি। এমতাবস্থায় সে সেই শোকে আগুন নিভাতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে মারা পড়ে। এই কথার উল্লেখ আমি এই জন্যে করছি যে, অপরাধ করলে কোন ক্ষেত্রে শাস্তি দেওয়া হয় যদি সে খাতিরের লোক না হয়। খাতিরের লোক হলে পরে শত অপরাধ করলেও তার শাস্তি তো হয়ইনা বরং পাদোন্নতি হয়। এমন অনেক ঘটনার কথা আমরা বিভিন্ন সময়ে এই Houseএ উল্লেখ করেছি। এখানে আমরা বহুবার বলেছি যে, Construction এর নামে একজন D. F O. নিজের বাড়ীতেই ঘরবাড়ী তুলে ফেলল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে সব ঘটনার কোন তদন্ত হয়েছে কিনা তা বলা কঠিন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা কথা হল যে, যে সমস্ত Forest Beat Office, যেমন চড়িলাম এ অন্যান্য ডিভিসনে যে সমস্ত বিট অফিস আছে সেই বিট অফিসের এলাকায় কতটুকু জমিতে plantation করা হবে তার কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই। তার একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকা দরকার। যেখানে বেশী plantation করা হয় সেখানে বেশী Staff দেওয়া হয়না। ঐ একই Staff দিয়ে কাজ চালানো হয়। যা Staff আছে তা দিয়েই চালানো হয়, কাজেই যেখানে বেশী পরিমাণে plantation করা হয় সেখানে বেশী staff দেওয়া দরকার। যেমন এখানে আমরা বলেছি যে মাছমারা বিট অফিস এলাকায় ১০০০ একর জমিতে plantation হচ্ছে। আর অন্যান্য জায়গাতে কোথায়ও বা কম আবার কোথায়ও বা বেশী।

আর একটা ঘটনা হচ্ছে যে, আজকে আমি challange করে বলতে পারি যে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অফিসারের মধ্যে C. F. O. সাহেব সব চাইতে বেশী T. A. draw করে থাকেন। তার

কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাকে ঘুরতে হয়। সেই জন্য T. A. নেওয়াটা আমি অন্যায় বলছিনা। তবে বেশী কি ভাবে নেন সেটা হল আমার বক্তব্য। যেমন এখান থেকে উদয়পুর উনি যাবেন যাওয়ার পথে তিনি চড়িলাম বীট অফিসে একদিন Halt করেন এবং Haltage draw করেন, চড়িলাম তিনি যাবেন তাতে কোন আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু সেদিন তিনি চড়িলাম যান সেদিনই কাজ সেরে তিনি আগরতলায় ফিরে আসতে পারেন। কিন্তু যেহেতু টাকা বেশী draw করতে হবে, সেজন্য তিনি উদয়পুর যাওয়ার পথে, একদিন halt দেখালেন। এইভাবে যেখানে কোন প্রয়োজনও নাই সেইখানেও ইচ্ছাকৃত ভাবে বেশী টাকা draw করার জন্য haltage দেখান।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আর একটা point হচ্ছে Soil Conservation এর জন্য Asst. Conservator of Forest এর post create করা হয়েছে, appointment দেওয়া হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে একটা post যদি create করা হয়, তাহলে তার দায় দায়িত্ব, কর্ত্তব্য কাজ ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে দেওয়া দরকার। কিন্তু কার্য্যতঃ সেই post create করার পরও দেখা যায় যে অন্যান্য D/O রা যে সমস্ত কাজ করেন, Asstt. Conservator of Forestও সেই একই কাজ করেন সুতরাং আলাদা এই post create করার কি প্রয়োজন আছে ?

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৯ | ৪ | ৬৫ইং তারিখে Mr. N. Sarker, Asst. Conservator of Forest, Gr. II, তিনি চড়িলাম plantation সম্পর্কে C. F. O. মহোদয়ের নিকটে report করেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই report এর কি হয়েছে না হয়েছে তা আমাদের জানা নাই। তবে চড়িলাম Reserve Forest আমার গ্রামের পাশাপাশি এলেকা তাই আমি এই সম্পর্কে জানি। চড়িলাম স্কুলের পাশ দিয়ে সিপাইজলার দিকে যখন আমরা যাই, তখন রাস্তার দুপাশে এত সুন্দর গাছ আছে যে দেখলে সত্যিই আনন্দ হয়। কিন্তু একটু ভেতরে যদি ঢোকা যায় তাহলেই আসল চেহারাটা নজরে পড়ে। যদি কেউ challange করেন, আমি তাঁকে নিয়ে যেতে রাজী আছি। অর্থাৎ রাস্তার পাশাপাশির চারাগুলির যেরকম যত্ন করা হয় ভিতরের চারাগুলিকে সেইভাবে যত্ন করা হয় না। অথচ প্রত্যেক বৎসরেই maintenance বাবদ বিরাট অঙ্ক সরকার খরচ করে থাকেন। কাজের বেলায় কিন্তু দূরের চারাগুলির সেই রকম যত্ন নেওয়া হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে personally কাউকে আঘাত করছি না, আমার আক্রমনের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে, এখানকার যে Ruling partyর head অর্থাৎ Chief Minister, উনার খাতিরেই এই সমস্ত কাণ্ড কীর্তি হচ্ছে। যেহেতু C. F. O র সাথে উনার খুব বেশী খাতির সেই হেতু ঐ departmentএ যা কিছুই হয়ে থাকুক, C. F. O. যা বলবেন তাই ঠিক, কিছুই করার নাই। এই অবস্থাতে আমাদের বাজেটে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা plantation করছি, সেই উদ্দেশ্য ঠিক ঠিক মত কার্য্যকরী হচ্ছে না। আর একটা কথা হচ্ছে, আমাদের যে বর্ত্তমান C. F. O. তিনি হুজুগের নেশায় চলেন। কেননা ইতিহাসে যে মহম্মদ তুঘলকের কথা আমরা পড়েছিলাম, তিনি নাকি একবার দিগ্বীজয় করার জন্য বহু সৈন্য সামন্ত নিয়া হিমালয়ের পথে রওনা

হয়েছিলেন। তারপর যখন বরফ পড়তে আরম্ভ করল, তখন ঠাণ্ডায় সমস্ত সৈন্য সামন্ত মরে সাফ হয়ে গেল। অর্থাৎ অর্থ নষ্ট, লোকবল নষ্ট, পরিশ্রম নষ্ট। এখানে Northern Divisionএ D.F.O র office, Quarter সব কিছু করা হল, officeও start করা হল কিন্তু হঠাৎ তাঁর খেয়াল চাপল যে এখানে অফিস থাকলে কাজ ঠিকমত চলবে না কাজেই officeটা transfer করা দরকার। এত টাকা পয়সা খরচ করার পরে সেই অফিসটাকে transfer করে নিয়ে আসা হল Ambassa. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মূল বক্তব্য হল এত টাকা পয়সা খরচ করে একটা Divisional office শুধু office নয়, সঙ্গে staff quarterও করা হল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন যে এতগুলি Construction এর জন্য কত টাকা খরচ হয়। আমরা যদিও বিজ্ঞানের যুগে বাস করি তবুও এমন ক্ষমতা আমাদের হয় নাই যে একস্থান থেকে দালানগুলি উঠিয়ে এনে অন্য জায়গায় বসিয়ে দিতে পারি। কাজেই এতগুলি টাকা খরচ করার পর আবার Ambassaতে নূতন করে কাজ করা হল। এই ভাবে এই Department এর বহু অর্থ অপচয় হয়েছে এবং হচ্ছেও। এই খাতিরের দৌলতে আমাদের যে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে তা বলতে পারি না। এই C F. O.র অফিসে এমন কতগুলি ঘটনা ঘটেছে যা অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। তার অফিসে তার নাতি নাতনীরা আছেন, তাদের কোন কাজ কর্ম নাই, শুধু পাত্তা উলটান্। তাদের কাজ কর্ম করার কোন দরকার নাই কারণ C. F. O.র মত একটি শক্ত খুঁটি তাদের পিছনে আছে। আর অন্যান্যরা কাজ করতে করতে শেষ হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব যে উনি এখান থেকে দেখতে পারেন যে ঐ অফিসের কর্মচারীরা রাত্রি ৬ ৭ টা পর্যান্ত Over time duty দেন, আর C. F O.র নাতি নাতনীরা যারা আছেন, তারা কোন কাজ কর্ম করেন না। সবই খাতিরের রাজত্ব। শুধু এণটাই নয়, এমন বহু ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করতে পারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেক দিন আগের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। আমার গ্রামের নিকট দিয়া সিপাহীজলা—ওয়ারেনবাড়ী রাস্তা গিয়েছে। গ্রামের লোকেরা নিজেরা আলাপ আলোচনা করে আমার জমিটি দেখিয়ে দিল। আমিও আমার জমির উপর দিয়া রাস্তার জন্য জায়গা দিলাম। তারপর অনেক টাকা পয়সা খরচ হল সেই রাস্তার জন্য। সেই রাস্তাটাও হল কিন্তু এখন তার কোন চিহ্নই নাই। মাননীয় সদস্য নিশি বাবুও জানেন যে ত্রিপুরায় Forest এর এই রকম বহু রাস্তা হয়েছে, কিন্তু এখন তার কোন চিহ্ন নাই। এ সবই খেয়ালের বসে করা হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হল, টাকা পয়সা খরচ করে কেন আমরা রাস্তা করি? তার উদ্দেশ্য হল যাতে সহজে আমরা বনসম্পদ আহরণ করতে পারি এবং বনসম্পদ Maintenance করার জন্য যাতায়াতের সুবিধা হয়। এই সমস্ত বিচার বিবেচনা করেই রাস্তা করা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঐ সমস্ত রাস্তা maintenance করা হয় না কেন? যদি maintenance না করারই উদ্দেশ্য থাকে তা হলে এত টাকা পয়সা খরচ করে রাস্তা করার কি স্বার্থকতা আছে? এই রকম টাকারজলার দিকেও একটা রাস্তা হয়েছিল; কিন্তু maintenance এর অভাবে নষ্ট হয়ে গেল। এইভাবে খেয়াল খুসী মত যা ইচ্ছা তাই তিনি করে থাকেন, কারণ Chief Minister এর সাথে তার খাতির আছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১৯৬৫ সালে কমলপুর বিভাগে Forest Reserve করার সময় নিম্নলিখিত বাড়ীগুলি Reserve এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন যোগেশচন্দ্র দেববর্ম্মা, রামকান্ত দেববর্ম্মা, তাদের জোত, জমি সব এখানে উল্লেখ আছে। তৌজি নম্বর পর্য্যন্ত আছে। সেগুলি Reserve Boundaryর ভিতরে include করা হয়েছে। পাহাড়ী জাতিরা পাহাড়ে থাকে। তারা লোঙ্গা জমিতে ফসল করে। এভাবে আমরা দেখেছি যে Sabroomএ reserve forest boundaryর ভিতরে বহু ঘর বাড়ীও জোত জমি include করা হয়েছে। তারা বহু আবেদন নিবেদন করেছে সরকারের কাছে তাদের জোত জমি বাড়ীঘর reserve থেকে বাদ দেওয়ার জন্য, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন প্রতিকার হয়নি। তাদের কোন আপত্তি গ্রাহ্য করেননি সরকার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এই House এর মধ্যে গত একটা অধিবেশনে, কোন্ অধিবেশনে আমার মনে নাই তবে সকল সদস্যেরই মোটামুটি জানা আছে যে Forest boundary demarcation করার জন্য আমরা সকল সদস্য একমত হয়ে এই Houseএ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটা করা হয়নি। তবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এই বিষয়ে উত্তর পাব বলে আশা করছি যে ইহা করা হবে না কি আদৌ হবে না। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য, অগ্রগতির জন্য, দেশের উন্নতির জন্য বন রিজার্ভ করা হয়েছে। ইহা আমি অস্বীকার করি না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের Forest Reserve করতে হবে মানুষের মঙ্গলের জন্য। ইহা অতি সত্যি কথা। কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা দেখতে পাই যে এই যে, Forest plantation বা বন রক্ষা সেটা মানুষের চাইতে ও বড় করে দেখা হচ্ছে। বন রক্ষা সেখানে বড়, মানুষ ছোট হয়ে গেছে, কেন আমি একথা বলছি—মানুষের প্রয়োজনের জন্যই যদি বন রক্ষায় বিশেষ প্রয়োজন হয় তবে সেই সঙ্গে মানুষের যে অসুবিধার সম্ভাবনা থাকতে পারে তাও দেখা উচিত। কিন্তু কার্য্যতঃ তা দেখা হচ্ছে না। যেমন অনেকগুলি ঘটনা এই ধরণের আছে। বীরচন্দ্র গোলাঘাটি টাকারজলার পূর্ব্বে একটি বাড়ী আছে। তাদের বসতবাড়ী এবং জোত জায়গাগুলি demarcation এর সময় reserve forest এর মধ্যে পড়ে গেছে। তারা বহু দরখাস্ত করেছে যাতে reserve forest থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। Reserve forest এমন ভাবে করা হয়েছে যে তাদের বাড়ী থেকে বাহির হলেই reserve forestএর উপর দিয়ে উঠতে হয়। তাদের বাড়ী থেকে বাহির হওয়ার মত কোন রাস্তা নেই। তাছাড়া বীরচন্দ্রপাড়ার অনেক লোকেরই এরকম অবস্থা হয়েছে। কিন্তু তাদের আপত্তি গ্রাহ্য হচ্ছে না। আজকে কেন আমি এসব কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি? তার কারণ হল সাধারণতঃ গ্রামের লোকের, গৃহস্থ বা কৃষকদের শুধুমাত্র বসতবাড়ী থাকলেই চলে না, তাদের গরুমহিষাদি চরাবার জন্যও জায়গার প্রয়োজন। তাছাড়া বাড়ীর কাছাকাছি জায়গায় কিছু কিছু শাকসজীর চাষ যাতে করতে পারে তার জন্যও জায়গার প্রয়োজন। কিন্তু তাদের বসতবাড়ী বাদ দিয়ে নিজ ক্ষেতের আবাদি জমিগুলির সবই reserve forest এর ভিতরে পড়ে গেছে। এই অবস্থায় তাদের যে কি রকম ভাবে দিনগুলি কাটছে তা আর বেশী করে বলার কিছু নেই।

আজকে reserve এর খুঁটির মধ্যে যেভাবে জায়গাগুলি নিয়ে আসা হয়েছে এবং তাতে শুধু বাগানই করতে হবে। এটা হচ্ছে Forest Deptt. এর tendency. আমার মতে ঐসব গৃহস্থ বা কৃষকদের বহুদিনের আবাদ যোগ্য জমিগুলি, যাতে তারা গরু মহিষাদি চরাতো এবং শাকসব্জী করতে পারতো তা ছেড়ে দিলেও ত্রিপুরার জন্য forest এর plantation করার মত জায়গার অভাব হবে না। আমার মনে হয় এটা forest deptt.এর একটা পেঁচ, Chief Forest Officerএর একটা খাম খেয়ালী। সে যা করতে চাইছে তা জন-সাধারণের পক্ষে মঙ্গল হউক আর নাই হউক, তা করতেই হবে যেহেতু তার forest reserve এর ভিতরে পড়েছে, অতএব কেউ বাধা দিলে সেখানে জোর করে দেওয়াল তুলে বাগান করতে হবেই। আমার মতে যেখানে জন সাধারণের উন্নতির জন্য এই forest reserve বা plantation করার কথা সেখানে তা না করে তাদের উৎপীড়নের জন্যই এই সব ব্যবস্থা চলছে। অতএব এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম ভাবে কলকলিয়াতেও মানুষের বহুদিনের নিজ জোতের আবাদ যোগ্য ভূমি reserve forest এর ভিতরে নেওয়া হয়েছে। কাজেই ঐখানেও বাগান করতে হবে। অথচ সেখানে এই জায়গা বাদ দিলেও, আরও অনেক জায়গা আছে, যাতে plantation করা যেতে পারে। অর্থাৎ মানুষের ঘরবাড়ীর সঙ্গে বাগান করতে হবে। এই যে ঝোঁকটা তার পরিবর্তন করা দরকার। এই রকম একটি দুইটি ঘটনা নয়, বহু ঘটনা আছে। আমার আর একটা অভিযোগ হল, গ্রামের লোকেরা এর প্রতিকারের জন্য অনেক দরখাস্ত করেছে কিন্তু C. F. O. তা কর্ণে নিচ্ছেন না। C. F. O.'র কথা হল লুঙ্গা যেসব জমি আছে তার থেকে ৪ হাত বাদ দিতে হবে। কেননা তার পাশেই reserve forest আছে, ঐখানে শাল গাছ, সেগুন গাছ, চামল গাছের বাগান করার এখন কথা হচ্ছে। এইরকম ভাবে যদি দুইপাশে এই গাছের বাগান করা হয় তবে তার ডালপাতা ছড়িয়ে পড়লে জমিতে রোদ পড়ার কথা নয়। ' যদিও আমাদের মন্ত্রীরা grow more food এর বড় বড় কথা বলে থাকেন , তথাপি এভাবে যে জমিগুলি ফসল না করার দরুণ পড়ে রয়েছে, সেদিকে আমাদের মন্ত্রীমহোদয় ও C.F. O. মহোদয় একটু চিন্তা করে দেখবেন। কাজেই grow more food campaign কে যদি সফল করতে হয়, তবে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দরকার। Plantation আমাদের করতেই হবে তাতে জনসাধারণের সুবিধা হউক আর নাই হউক। এভাবে যদি plantationকরা হয় তাহলে ভবিষ্যতের পক্ষে খুবই খারাপ হবে। এতে জনসাধারণের উপকার তো হবে না বরঞ্চ তাদের ক্ষতিই হবে। অর্থাৎ জনসাধারণের মঙ্গলের পরিবর্তে আমরা তাদের অমঙ্গলই কামনা করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা কথা হল গোচারণ ভূমি। যদিও ভূমি সংস্কার আইনের মধ্যে গোচারণ ভূমি রাখার কথা, কেন যে Settlement Department থেকে গোচারণ ভূমির ব্যবস্থা রাখা হয়না তা আমি বুঝতে পারিনা। এই reserve forest area র মধ্যে যে সমস্ত গ্রাম আছে সেখানকার লোকের গরু মহিষাদি চরানোর জন্য জমির দরকার। কিন্তু যেহেতু সমস্ত জায়গা reserve forestএর মধ্যে পড়ে গেছে এ অবস্থায় তারা যে কি করে গরু-মহিষাদি পালন করবে তা আমার বুদ্ধির অগম্য। Reserve Forestএর মধ্যে যে সমস্ত গ্রাম আছে তাদের পাশাপাশি একটা গোচারণ ভূমি

ব্যবস্থা করা দরকার। প্রয়োজন বোধে reserve অন্তর্ভুক্ত জায়গা থেকে ছেড়ে দেওয়া দরকার। অর্থাৎ Reserve Forest এর immediately redemarcation এর দরকার এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর নিকট আমি এই দাবী রাখছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বক্তব্য শেষ করার আগে আমি আরেকটি কথা বলতে চাই। অনেক সময় মন্ত্রীমহোদয়রা ফটো তোলে বইয়ে ছাপেন, দেশে বিদেশে পাঠান। ইহা কি শুধু প্রদর্শনীতে দেখানোর জন্যই তোলেন না বাস্তব চেহারা দেখানোর জন্যই তোলেন তা আমি বুঝতে পারছি না।

Mr. Speaker—Hon'ble member is requested to complete his speech within 5 minutes.

Shri Aghore Deb Barma—জুমিয়ারা যে টঙ্গিয়া sestem এ জুম চাষ করত তা অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। তাদেরকে জমি দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়া দরকার। কেননা ভারত সরকার এই নীতি গ্রহণ করেছেন এবং জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের জন্য বহু টাকাও দেওয়া হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু Forest Department এর এই টঙ্গিয়া system এখনও বন্ধ করা হয়নি। যেখানে যে বৎসর plantation হবে সেখানে তারা জুম করবে, জুমের ধান পাবে, গাছের চারাও লাগ বে। তাদের বাড়ী নাই, ঘর নাই, যখন যেখানে যে reserve এ জুমের প্রয়োজন হবে তখন তারা সেখানে যাবে অর্থাৎ যাযাবরের মত তারা জীবনযাপন করে। কাজেই এই প্রথাটা বন্ধ করা দরকার। অর্থাৎ জুমিয়াদের reserve এর ভিতরে যদি ভাল লোঙ্গা জমি থাকে তাহলে তাদের সেখানে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করা উচিৎ এবং তাদেরকে সেখানে পুনর্বাসন দিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করার একটা সুযোগ create করা দরকার বলে আমি মনে করি। কিন্তু টঙ্গিয়া প্রথা যেভাবে, যে লাইনে সরকার বা Forest Department চালাচ্ছে সেটা আর একবার নূতনভাবে যাযাবর শ্রেণী ত্রিপুরাতে সৃষ্টি করবার চেষ্টা চলছে। কাজেই এই টঙ্গিয়া প্রথা জুমিয়া পুনর্বাসনের পক্ষে সহায়ক তো হবেই না, বরঞ্চ পূর্ব্বে তারা যে অবস্থায় ছিল তার চাইতে আরো খারাপ অবস্থার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে আমি মনে করি। কারণ আমি জানি আঠারমুড়ার মধ্যে যে সমস্ত পরিবার বসবাস করে তারা সেখানে জুম কাটার কোন অধিকার পায় না। সাধারণতঃ plantation এর কোন কাজ কর্ম্ম যদি পায় তাহলে তাদের খাওয়া বাঁচার একটু ব্যবস্থা হয়, নতুবা বেশীর ভাগই তাদের উপোশ করে থাকতে হয়। বনের আলু ইত্যাদি খেয়ে তাদের বাঁচতে হয়। এই হলো অবস্থা। এইভাবে আজকে যারা raserve এর ভিতরে থাকে তাদের যাতে স্থায়ীভাবে একটা পুনর্ব্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, এই অনুরোধ আমি House এর মধ্যে রাখছি। বন বিভাগের বর্ত্তমান যে policy চলছে এই policy যদি অব্যাহত থাকে তাহলে আজকে এই কথা বলতে বাধ্য যে এই reserve এর নামে, জুম কাটা বন্ধের নামে আজকে বিরাট অংশ জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার পরেও বহু সংখ্যক জুমিয়া এখনও পাহাড়ে জঙ্গলে পরে আছে। এই অংশ মানুষকে, যারা গরীব তাদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে সরকার ফেলে দিচ্ছেন বলে আমি মনে করি। আজকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাদেরকে

স্থায়ীভাবে বসবাসের একটা ব্যবস্থা করা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আগে যেভাবে তারা জুম চাষ করাত ঠিক সেইভাবে জুম চাষ করার অধিকার তাদের থাকা দরকার।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর খুব বেশী সময় নিতে চাই না। এই Department এর মধ্যে যেভাবে দুর্নীতি চলছে সেটা বলে শেষ করা যাবে না। এই বড়মুড়া, আঠারমুড়ার মধ্যে কিভাবে যে জুমিয়ারা আছে তাও বলে শেষ করা যাবে না আজকে তারা জুম যদি কাটে বা কোন জায়গায় যদি তারা ফসল উৎপাদন করতে চায় বাঁচার তাগিদে তাহলে কত যে মাশুল দিতে হয় তাও বলে শেষ করা যাবে না। যেমন সাব্রুমের মধ্যে শিলাছড়া side এ অনেকে জুম করেন। যদি সেখানকার অফিসারদের কিছু দিয়ে সন্তুষ্ট না রাখেন তখন মাসে অন্ততঃ ১৫ দিন অফিসে যেতে আসতে হয়। এই সমস্ত কারণে তাদের তখন ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এভাবে মানুষ বাঁচতে পারে না। আর একটা হচ্ছে, সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি যেমন গ্রামের মধ্যে বা পাহাড় অঞ্চলে যখন অভাব দেখা দেয়, তখন মানুষ অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দিন কাটায়, অনাহারে যখন মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হয় তখন সরকার সময় সময় diet নিয়ে খয়রাতি সাহায্য দিতে যান বা test relief দিতে যান। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে শুধু test relief বা খয়রাতি দিয়ে এই বিরাট সংখ্যক লোককে বাঁচানো সম্ভব নয়। কাজেই যাতে এই জুমিয়াদের স্থায়ী ভাবে একটা বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। আজকে যে পজিসন, কেন তারা দিনের পর দিন গরীব হচ্ছে? তার প্রধান কারণ হচ্ছে Forest Deptt. এর এই জুলুমবাজী। কারণ তাদেরকে টাকা দিতে হয়, পয়সা দিতে হয়, বিভিন্ন উপায়ে তাদের সন্তুষ্ট রাখতে হয়। কাজেই সারা বৎসর পরিশ্রম করে যা পায় তা দিয়েও তারা বাঁচতে পারে না। কারণ উপর মহলে দিতে হয়। এই ভাবে দিনের পর দিন তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে খুব বেশী আমি বলতে যাচ্ছি না। আজকে এই কংগ্রেসী সরকার স্বেচ্ছাকৃত ভাবে জুমিয়াদিগকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আমি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করি। Reserve forest এর এই দুর্নীতি যাতে দমন হয়, forest deptt. এর এই দৃষ্টিভঙ্গি যাতে পরিবর্ত্তন হয়, Forest plantation এবং বন রক্ষা যেমন মানুষের উপকারের জন্যই হয়, মঙ্গলের জন্যই হয় তেমনি মানুষের মঙ্গলের নামে যেন জনসাধারণকে উৎপীড়ন না করা হয় এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now I call on Hon'ble Member Sri Debendra Kishore Chowdhury to participate in the debate. Hon'ble member will be allowed only 10 minuties.

Shri Debendra Kishore Chowdhury—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর বাবু নিজেই স্বীকার করেছেন যে বনের প্রয়োজন আছে। আজকে মানুষ যদি বাঁচতে হয় বনজ সম্পদ তার প্রত্যেক পদে পদে জীবনে ব্যবহারে দরকার। এখন সেই বনজ সম্পদ রক্ষা করতে গেলে ত্রিপুরাতে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাতে অনেক কিছু আমাদের করতে হবে কারণ আমরা দেখেছি যে মহারাজের আমলে বন কেবল ধ্বংসই করেছে, বন সম্পদ

বাড়াবার কোন চেষ্টা করা হয়নি। তাই যখন জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা এল, কংগ্রেস সরকার যখন শাসনভার নিয়ে এগিয়ে এল তখন কংগ্রেস সরকার চিন্তা করতে লাগল কিভাবে বনজ সম্পদ বাড়ানো যায়। মানুষকে কিভাবে বনজ সম্পদ দিয়ে সাহায্য করা যায়। তার জন্য চেষ্টা করতে করতে আমরা দেখতে পাই যে অজ পর্যান্ত জুম এলাকায় প্রায় ৫০ হাজার একর জমিতে বন সৃষ্টি করা হয়েছে। ৬ হাজার ৮ শত ২৭ একর পাহাড়ি টিলা জমিতে Reserve Forest করা হয়েছে। আদিবাসী কল্যাণের জন্য ৪ হাজার ৮ শত টাকা ব্যয়ে ৫০ একর জমিতে বন সৃষ্টি করা হয়েছে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বনভূমি আমাদের অত্যান্ত দরকার এবং বনভূমি সৃষ্টি করতে গিয়ে আমাদের সরকার যা করেছেন বা যা করতে চলেছেন তা অত্যান্ত সন্তোষজনক এবং তারজন্যই আজকে আমাদের এই demand টা গ্রহণ করতে হবে। কারণ এই demand টা যদি আমরা গ্রহণ করতে না পারি তাহা হলে বনসম্পদ সম্পর্কে আমাদের যে সমস্যা সেই সমস্যা আমাদের থেকেই যাবে। কিন্তু এই বন সৃষ্টি কালে আমাদের যেমন নিত্য প্রয়োজনীয় বনজ সম্পদ দরকার এবং তারজন্য বন সৃষ্টি করা দরকার। সেইরূপ যাদের জন্য বনভূমি সৃষ্টি করা হচ্ছে তাদের যেন আবার ধ্বংস করে দেওয়া না হয় সেদিকেও আমাদের নজর রাখতে হবে। বন সৃষ্টি করতে গেলে আজকে আমাদের নানা রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। গ্রামগুলি যেখানে অবস্থিত সেই গ্রামগুলির চতুর্দিক বনভূমি দ্বারা বেষ্টিত। আজকে আমাদের কৃষক ভাই যদি তার গরু লাঙ্গল নিয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে আসতে চায় তা হলে ঘরের সীমানার বাহিরে এসেই তাকে বনভূমির মধ্যে পড়তে হয়, তখন সে নানা রকম আইনের কবলে পড়ে। হয়ত যদি একটি গাছের পাতাতে তার গরু মুখ দেয় তাহলে ফরেষ্ট গার্ড বলবে যে যেহেতু রিজার্ভ ফরেষ্ট এবং গরু পাতা খেয়েছে সে জন্য তার নিকট কৈফিয়ৎ চাইবে এবং তারপর দিন যদি গরুর মুখের মধ্যে কাপাই দিয়ে নিয়ে যায় তখন ফরেষ্টার হয়তঃ তাকে চার্জ করবে যে এই কাপাই কোথা থেকে পেলে। কাপাই যে তৈরী করেছ মাশুল দিয়েছে কিনা। তাই আজকে যদি রিজার্ভ ফরেষ্টের সীমানা ঠিক ভাবে নির্দ্ধারিত না করে আমাদের কৃষকদের ঘরে পাশ দিয়ে যদি রিজার্ভ ফরেষ্টের সীমানা নির্দ্ধারিত করা হয় তাহলে যাদের জন্য বন সম্পদের প্রয়োজন ঠিক তাদের কাজেই এই বন সম্পদ ব্যবহৃত হবে না। তারপর যেখানে নাকি আমাদের কৃষিভূমির চতুর্দিকে টিলা রয়েছে, সেই কৃষি ভূমি ব্যতীত কোন কৃষকের আর একটুকু জমিও নাই যে গরু চড়াবে। সে অবস্থায় যদি গরু চড়াতে টিলাতে যায় সে টিলাতে বনজ সম্পদ থাকুক আর নাই থাকুক তাকে নানা রকম উৎপীড়নের সম্মুখীন হইতে হয়। তাদের এই সকল সমস্যাগুলি আমাদের দূর করতে হবে। সে সমস্যাগুলি দূর করতে গেলে আমাদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে হবে। আমাদের বর্ডার areaতে অনেক plantation করা হয়েছে, সেদিন দেখলাম হাজার হাজার গাছ পাকিস্তানীরা কেটে নিয়ে গেছে। কিন্তু সেখানে বন সংরক্ষণের কোন উপায় নেই। তাই আজকে এই সকল পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে নুতনভাবে সীমানা নির্দ্ধারণ করে রিজার্ভ ফরেষ্ট করা দরকার যাতে এই বনজ সম্পদ দেশের কাজে লাগে। তাই আজকে আমার একটা অনুরোধ বর্ত্তমানে যেখানে নুতন plantation হচ্ছে তা এখন বন্ধ রেখে নুতন করে সীমানা নির্দ্ধারণ করে কোথায় বনভূমি সৃষ্টি হবে তা আগে ঠিক করতে হবে। তার পর plantation করতে হবে। তাহলে সেটা জনসাধারণের উপকারার্থে আসবে

তা না হলে যে সকল plantation areaতে কাজ করা হচ্ছে সে জায়গাগুলি যদি নূতন করে ভূমি-হীনদের হাতে পড়ে তাহলে আবার আমাদের plantation এর টাকা অযথা নষ্ট হবে। তাই নূতন সীমানা নির্দ্ধারণ করে কোথায় বনভূমি হবে, কোথায় আমাদের ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়া হবে সে সব আগে ঠিক করে যদি বনভূমি করা হয়, সেটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল ভাবে করা হবে। ইহা করতে হলে আমাদের অনেক টাকার প্রয়োজন। আমি মনে করি সেই প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় আজকে যে Demand রেখেছেন সে Demand পাশ করে আমাদের বনজ সম্পদ সুন্দর করে সঠিক ভাবে গড়ে তোলবার সুযোগ দেওয়া উচিত। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now I would call on Hon'ble Member Shri Nishi Kanta Sarkar to participate in the debate. You are alloted 10 minutes foı your speech.

Shri Nishi Kanta Sarkar—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 33—Forest, আমাদের অর্থ মন্ত্রী হাউসের সামনে রেখেছেন আমি তা সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা যে একটি Cut Motion রেখেছেন তার বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করছি এজন্য যে বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা নাকি অপচয় হচ্ছে। বন সম্পদের কাজে লাগছে না। আমি মনে করি এ ডিমাণ্ডে যে টাকা রাখা হয়েছে তা দিয়ে দেশের বনজ সম্পদ গড়ে উঠবে। একটা বিষয়ে উনার বক্তব্যে আমি লক্ষ্য করলাম। আমার মনে হল C. F. O.র উপরে যেন উনার ব্যক্তিগত আক্রোশ রয়েছে। কারণ তিনি বলেছেন যে, C. F. O. নাকি T. A, বেশী draw করেন ইত্যাদি। এতে বুঝা যাচ্ছে যে বনের ভিতরে বেশী গাছ না হ'লে ব্যক্তির উপরে উনার grudge হয়। যাক্, তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে, বন বিভাগের টাকা খরচ হচ্ছে maintenance এর জন্য অথচ plantation নাই। এটার উত্তরে আমি বলব যে, plantation হয় ঠিকই। আমরা দেখিছি যে, কিছু না করা পর্য্যন্ত কোন জায়গায় কি হয় না হয়, কোথায় ভাল ফল হবে না হবে সেটা বলা যায়না সেটা অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, হয়ত কোথাও শাল বাগান করা হ'ল, সেই মাটিতে হয়ত শাল গাছগুলো উঠছে না। তার জন্যে যে টাকা অপচয় হয়েছে এটা বলা চলে না। উনি অনেক কিছু বলেছেন। তবে বন বিভাগ কিভাবে গড়ে উঠবে এমন কোন যুক্তি তিনি দেখাতে পারেনি। তাই ওনার Cut Motion এর বিরোধীতা আমি করছি। তবে বাজেটকে সমর্থন করতে গিয়ে House এর সামনে অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি দু'একটা প্রস্তাব রাখছি। বন বিভাগ সত্যিই আমাদের জাতীয় জীবনের একটি অঙ্গ। যেমন আম, কাঁঠাল, জাম, নারিকেল, সুপারী আমাদের খাওয়া ও পূজাপার্ব্বন ইত্যাদিতে লাগে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত বনসম্পদের দরকার। এটা স্বীকার করি। স্বীকার করতে গিয়ে আমি একথাই বলব যে, যে পরিমাণ অর্থ এই House এর সামনে রাখা হয়েছে সে অর্থ আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধানের সহায়ক হয়। Reserved Forest আমরা ক'রি, বাগান করি, মানুষই তা সৃষ্টি করে। কিন্তু

মানুষে বনে অশান্তি চললে তা ঠিক হয়না। আমি দুএকটি কথা এখানে রাখছি যে, আমার Subdivisionএ যে ভাবে plantation হচ্ছে তা আজকে ১০।১৫ বৎসরের কথা। কিন্তু আমি জানি আমার Sub-divisionএ বন সম্পদ আছে প্রায় ১০০ থেকে ৩০০ বৎসর যাবৎ। তখন মানুষই এটাকে রক্ষা করে বিধায় আমরা ২৫০।৩০০ বৎসর পরে যে সব বৃক্ষ কর্ত্তন করি। আমি একথা বলতে পারি সে Udaipur Sub-Division থেকে সে পরিমাণে revenue আদায় হয় অন্য কোনও Sub-divisionএ তা হয় বলে আমার মনে হয়না। এজন্যকারনেই মানুষ যে বনকে ভালবাসে তার নজীর একটা আমি দেখালাম। আমি reserve কতটুকু ছিল, যে পাড়াকে reserve গড়ে উঠেছে সেই পাড়ার একটি, কথা বলব চন্দ্রকুলাই সেই বনতো কয়েকশ বছর আগেই হয়েছে, সেখানে বনও আছে মানুষও আছে, পাড়াও আছে। এখন সেই পাড়ার লোকগুলি যদি সেই reserve এর মধ্যে না থাকতে পারে তবে সেটা দুঃখের বিষয়। আমি এখানে একথাই বলব যে, আমাদের বাঁশ, ছন, শাল সবই দরকার। কিন্তু একটা বস্তু করতে গিয়ে যদি আমরা জনসাধারণকে কষ্টের মধ্যে ফেলি সেটাই হল চিন্তার বিষয়। আমি বলব যদি আজকে খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে হয়, তাহলে আমাদের দেখতে হবে কৃষককে, জমিকে। জমিতে যে পাহাড়ে ফসল ফলে তাকে উন্নত করা। উদয়পুর সাবডিভিশনের ভয়সা ঘি আমরা সমগ্র ত্রিপুরায় সাপ্লাই দেই। আর এখন একটাও মোষ নেই। কারণ মহিষ কখনও খোটা দিয়ে রাখা যায় না। ওরা বনে চরে খায় বিধায় মোষ অন্তর্দ্ধান হয়ে গেছে। আর একটা সম্পদ হ'ল কৃষকের হাল। আজকে যদি আমি জামজুরি বাজারে যাই, গরুর চেহারা দেখলে অবাক হয়ে যাই! তার কারণ কি? গোচারণ ভূমি নাই। যদিও reserve এর একটা আইন আছে যে ৮ আনা ১০ আনা দিয়ে টিকিট করলে পরে গরু চরতে পারে। বাগানের ভিতর চরাতে পারবে না; কিন্তু সংরক্ষিত বনে চরাতে পারে। সংরক্ষিত বনটি ২ | ৪ | ৫ মাইল দূরে গেলে পরে পেতে পারে, তারজন্যই প্রয়োজন গোচারণ ভূমি।

আর বলছি যে, আমার সাবডিভিশনে যেভাবে লোঙ্গা ভূমি ও যায়গা জমি এখনও আটকিয়ে রাখা হয়েছে, যদি কেউ আমার সাথে যান তাহলে আমি দেখিয়ে দিতে পারি যে কত জমি আটকিয়ে রাখা হয়েছে reserve বলে। জলায় ডোবায় তো আর শাল গড়ে উঠবে না? কিন্তু তা reserve বিধায় আটকিয়ে রাখা হয়েছে।

আর একটা বিষয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, আজকে ফসল ফলাতে গিয়ে আমার কৃষকভাইরা কষ্ট করে টাকা খরচ করে যে ফসল ফলাচ্ছে কিন্তু আনবার সময় কিছুই পাচ্ছে না। তার কারণ কখনও গাছের ছায়ার ফসল হয় না। অতি পরিশ্রম করে তারা সেই লোঙ্গাতে চাষ করে ফসল বোনে। আমি বলেছিলাম যে অন্ততঃ জমি থেকে ২৫ | ৩০ হাত দূরে গাছ লাগানোর জন্যে অথবা জঙ্গল পরিস্কার করে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন প্রতিকার দেখছি না। এই Houseএই একবার বলেছিলাম।

আর একটি কথা হ'ল এই যে আমার সাবডিভিশন ছনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এমন তথ্য আমি দিতে পারব যেমন, কালাপাথর, মাইটাবাড়ী, ছইনানী অসংখ্য ছন বাঁশ ছিল। সব ছন এখন নষ্ট হয়ে গেছে। ছন জ্বালিয়ে দিয়ে সেখানে plantation করা হয়েছে।

কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করেছি বাগান কেমন হয়েছে। তারা উত্তর দিয়েছে যে এই মাটিতে শাল হয় না। আমার Subdivision এর মাটির ধর্ম্মই হল যেখানে শাল সেখানে শালই হবে, যেখানে করই সেখানে করই হবে। বাঁশে বেশ আয় হয়। শাল থেকেও বেশী আয় হয়। বাঁশ মানুষের সব সময় দরকার। ত্রিপুরার বাঁশ আর ছন দিয়ে আদিবাসী, কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত লোকেরা ঘর তৈরী করে বাস করে। টিন এখন আমরা দিতে পারছি না—দিলেও টাকা নেই যে তারা কিনতে পারবে। আর দালানের তো প্রশ্ন উঠে না। আজ আমার সাব-ডিভিশনের মধ্যে ১ বছরের মধ্যে বাঁশ বেড়ে ওঠে। কিন্তু সে সব জায়গায় বাঁশ কেটে অন্য গাছ লাগান হয়েছে Forest থেকে। আমি বলব এই টাকায় বাঁশ বাগান করা হউক, বাঁশ বাগান করতে হয় না। ১০/১৫ বৎসর পরে ফুল হয়ে বাঁশ মরে যায়। আবার সেই সব গাছের শিকড় থেকে ২/১ বৎসর পরে গাছ উঠে। ছন বাগান ৬ থেকে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। তার পরে আবার জ্বলিয়ে দিলে পরে আবার ছন হয়। কিন্তু ছন আমার Subdivision থেকে উধাও হয়ে গেছে। এই যে বাগানের টাকা, আমি বলব, এই টাকা আদিবাসীর কল্যাণে, কৃষকের তথা রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করা হউক, আম, কাঠাল, নারিকেল, সুপারী ইত্যাদি করার জন্য; তাতে খাদ্য সমস্যারও সমাধান হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছুদিন পূর্ব্বে মাননীয় Chief Minister বাগমায় গিয়েছিলেন। আমি উনাকে দেখিয়েছি যে, টিলাতে, ছোট ছোট টিলাতে ফসল ভাল হয়। জুমিয়ার পক্ষপাতী আমি না। কিন্তু তাদের ঠকাবার পক্ষপাতী না। জুমিয়ার দরখাস্ত নিয়ে আমি এক বৎসর যাবৎ ঘুরেছি। তার কারণ সাবডিভিশনেল অফিসার বা Settlement Officer এর জুম করতে দেওয়ার ক্ষমতা তো নাই। ক্ষমতা আছে Forest Department এর। আমার Subdivision এর area 240 বর্গ মাইল। এর মধ্যে আমি মনে করি ১১৭ বর্গ মাইল রিজার্ভ ফরেষ্ট রাখা হয়েছে।

Sub-Divisional officer বা Settlement Department থেকে তাদের জায়গা দিবার ক্ষমতা নাই। ক্ষমতা হল Forest Deptt.এর। কথা হল আমার Sub-Divisionএ ২৪০ বর্গ মাইল Reserve Forest আছে কিন্তু আমি মনে করি সেখানে ১১৭ বর্গ মাইল Reserve Forest রাখা উচিৎ। আমি বলতে চাই যে আগে থেকে সীমানা নির্দ্ধারণ না করে কোন নূতন plantation যেন না করা হয়। বড়মুড়া, উত্তর বড়মুড়া, দক্ষিণ বড়মুড়া ইত্যাদি জায়গায় অসংখ্য বন আছে। সেখানে চা বাগান ইত্যাদি করা যায়। যেখানে আদিবাসীর সংখ্যাও কম, সেখানে plantation করতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। আমি আর একটা আবেদন মাননীয় Chief Minister এর নিকট রাখব যে গর্জি এলেকায় তিন চার বিঘা একটি টিলা আছে, চারিদিকে আবাদী জমি ছাড়া আর কোন স্থান নাই, সেই জায়গাটা যেন গোচারনের জন্য দেওয়া হয়। এই রকম হাতীছড়া, তুইফুংছড়া ইত্যাদি স্থানে ছোট ছোট টিলার মধ্যে আদিবাসীরা বাস করছেন। সেই সব জায়গায় plantation করা হচ্ছে, তাতে তাদের বড়ই অসুবিধা হচ্ছে। তাই আমি আবেদন রাখব যে ঐ সব এলেকায় বাঙ্গালী ও আদিবাসী যারা বসবাস করছে তাদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেই জন্য plantation যেন ঐসব স্থানে বন্ধ রাখা হয়। কারণ আম, কাঠাল ইত্যাদি বাগান করার জন্য ঐ সব টিলা তাদের প্রয়োজন। আর একটি কথা আমি বলব যে এবার আদিবাসীরা কোন কোন

স্থানে জুম কাটার ব্যবস্থা করেছে, তাদের যেন এ বৎসর জুম করতে দেওয়া হয়। টঙ্গিয়া মতে ঐ সব আদিবাসী কাজ করতে অভ্যস্থ নয়। আমি এই হাউসের কাছে আবেদন রাখব যে আজকে এই খাদ্য সংকটের দিনে যারা ঐ সব এলেকায় বসবাস করছে, plantation এর জন্য তাদের যেন ঐ সব জায়গা ছাড়তে না হয় এবং নূতন plantation করার আগে সব দিক বিবেচনা করে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যেন কাজ করা হয়। আর একটি কথা আমি বলতে চাই যে সেখানকার গরীব লোকরা যারা দুবেলা পেঠের সংস্থান করতে পারে না, তারা দু একটা বাঁশ কেটে বাঁশের জিনিষ, যেমন ডোলা, খারি ইত্যাদি বানাবার জন্য নেয়, তাদের থেকেও একটা মাশুল আদায় করা হয়, তা থেকে যে সরকারের আয় খুব বেশী হয় তা আমাদের মনে হয় না। আমি আবেদন করব যাতে তারা ঐ মাশুল হতে মুক্তি পায়। এই বলে বাজেট সমর্থন করে cut motion এর বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য শেষ করব।

Mr. Speaker— I would now call on Hon'ble Chief Minister to give his reply.

Shri Sachindra Lal Singh— Chief Minister— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী সদস্য তার Cut Motion এর সমর্থনে বলেছেন যে, যেসব labour, plantationএ কাজ করেন, তারা ঠিকমত করেন না এবং অযথা টাকা পয়সা নষ্ট হয়। তাছাড়া C. M. এর সঙ্গে C. F. O.র পেটে পেটে ভাব। যারা পরিশ্রম করে এবং ন্যায্যভাবে সুন্দর কাজ করে তাদিগকে আমি ভালবাসি। যেমন আমি ভালবাসি আমার বিরোধী সদস্য অঘোর ভাইকে, তার সাথেও আমার পেট পেটে ভাব আছে। অসদ্ভাব থাকার কোন কারণ আমি দেখি নাই। কতকগুলি Division খোলা হয়েছে বলে উনি অভিযোগ করেছেন। কাজের সুবিধার জন্য Division খোলা হয়, এটা whimsically করা হয় না। non-plan এবং plan কোন ক্ষেত্রেই ইচ্ছামত তা করা চলে না। plan অনুসারে Centrally sponsored scheme এ soil conservation এর scheme আছে, মাননীয় সদস্যরা যদি বাজেট একটু নজর দেন তা হলে দেখবেন যে Planning Department সেটা সমর্থন করেছেন এবং সেই plan অনুসারে Forest Department এ soil conservation scheme করা হয়েছে এবং টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। Plan Forest scheme এ আছে ১০ লক্ষ, Soil Conservation Scheme এ ৩ লক্ষ ৫০ হাজার, Centrally Sponsored Scheme এ ১ লক্ষ ৫০ হাজার আর Non-plan এ Pay of Officer, Pay of Establishment, Allowance & Honararia ইত্যাদি বাবদে ২৫ লক্ষ। Plan ও Non-plan এ মোট টাকা হল ৪০ লক্ষ। C. F. O. এর জন্য নূতন post create করতে কেন্দ্রীয় Finance Minister কে D. O. letter লেখার জন্য উনি অভিযোগ করেছেন। D. O. letter লেখা অসঙ্গত বা অন্যায় এইটা উনি কোন আইনে পেলেন তা জানি না। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী যেই আসুন, ত্রিপুরার নানা রকম অর্থ বরাদ্দ ইত্যাদি কাজের জন্য তার ব্যক্তিগত দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কাজ যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেই

জন্য D. O. letter লিখা হয়। তাতে যে কোন জায়গায় অন্যায় হল বুঝি না। উনি বলেছেন যে চড়িলামের আনাচে কানাচে তিনি ঘুরেন, রাত্রে ঘুরেন। বনের আনাচে কানাচে রাত্রে ঘুরে পেঁচা আর খরগোস এবং দিনে ঘুরে বানর অতএব বানর, পেঁচা আর খরগোসের মনোবৃত্তি নিয়ে ঘুরলে পরেই forest কে জানা যায় না। Forest কে জানাতে হলে পরে তাকে বিশদভাবে চোখ দিয়ে দেখতে হবে। এই কথাগুলি আমি বলছি এইজন্য যাতে কানের ভিতর দিয়া উনার মরমে প্রবেশ করে, কেননা উনার সঙ্গে আমার পেটে পেটে মিল আছে। C. F. Oর একগুয়েমির কথা উনি বলেছেন। মানুষ যারা সৎ হয়, একগুয়েমি যদি তার চরিত্রগত থাকে এবং কাজকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যে একগুয়েমিভাব সেটাকে আমি খুবই প্রশংসা করি। তার যে এই একগুয়েমি ভাব অর্থাৎ আমি যা ধরেছি সেটা আমি করবই। Forest plantation, cultivation আমি হাতে নিয়েছি, আমি তা করবই। তাদের অবগতির জন্য একটি হিসেব আমি পেশ করব। Soil conservation এ আমাদের এভারেজ কত হবে, Forestryতে কত হবে, centrally sponsored schemeএ কত হবে—তার এভারেজ হল ৯১০২·৫ একরে এবং এইটা ঠিক ঠিক ভাবে করল কিনা তাও আমাদের দেখতে হবে। আমরা জানি ত্রিপুরার total area হল 411689 miles. First planএ ছিল 700 acres এবং 1445 acres, 2nd plan 2515 acres ছিল target এবং 3642 acres উনি Foresty করেছেন এবং 400 acres soil conservation ছিল। তাহলে total average ছিল 2915 acres উনি সেই জায়গায় করেছেন 4062 acres. অতএব এই একগুয়েমি Forestry ও soil conservation এর কাজে দক্ষতারই পরিচয়। তাই আমরা দেখছি যে Forest Deptt এ যে plan ছিল, তার উপরও উনি কাজ করেছেন। তার জন্য আমি তাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আর একটি কথা উনি বলেছেন যে C. F O.র কাজ D. F. O. রাই করেন। আমি দেখেছি D. F. O.রা নিজে হাতে কোদাল নিয়ে রাস্তা তৈরীর কাজে এগিয়ে এসেছেন। একটি কথা আছে যে যদি অপরকে খাটাতে হয় তাহলে নিজের খাটতে হয়। অতএব বিরোধী সদস্যরা বচনেকিম দারিদ্রতা—তাঁরা বচনের বাগীশ কাজের বেলা একেবারে নীচ। ইতিহাস বলতে গিয়ে C. F. O.কে মহম্মদ তুঘলকের সঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন। ইতিহাসটি তিনি অতি চমৎকার বলেছেন, অবশ্য সে জন্য আমি কিছু বলিনা, তবে মহম্মদ তুঘলক লোকজন সৈন্যবল নিয়ে হিমালয়ের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন এই কথা তিনি কোন ইতিহাসে পড়েছিলেন, তা আমার জানা নাই। অতএব মাননীয় সদস্যকে মহম্মদ তুঘলকের ইতিহাসটি আমাকে পড়ে শুনাবার জন্য অনুরোধ করব। একথা তিনি বলেছিলেন কারণ C. F. O. Teliamura থেকে তার অফিস ভেঙ্গেচুরে ওখানকার লোকজন যারা ছিল, মাননীয় সদস্যও বোধ হয় সেখানে ছিলেন, তাদের সকলকে নিয়ে চলে এলেন ; কিন্তু একথা যে কত অবাস্তব সেটা চিন্তা করলে দেখা যাবে। তেলিয়ামুড়াতে এখনো Forest Office আছে এবং যেখানে Officer ও আছে, ঘরও আছে, সমস্ত কিছুই আছে। সেই অনুসারে এখানে আরো কতগুলি কাজ আছে Forest Road করা হচ্ছে। First Plan এর আগে কোন Forest road ছিল না। আমরা দেখছি First Planএ 8 miles, 2nd Planএ 75 miles,

achievement হলো 94 miles Third Planএ হলো 135 miles, 4th Planএ কি ভাবে করা হয়েছে তাও আমাদের দেখা দরকার। 2nd Planএ আমাদের Demarcation of boundary সম্বন্ধে যেটা বলা হয়েছে সে Demarcation হয়নি। আমি বলব Demarcation 1st Planএ ছিল 359 miles, 2nd Planএ হলো 975 miles, এবং 3rd Planএ target ছিল 975 miles. সে জায়গাতে 920·80 miles করা হয়েছে। সেই অনুসারে সেখানে ৩,৫৯৭টি R. C. C. Post দিয়ে Demarcation করানো হয়েছে। Tribal Jumias absorbed as forest villagers হল 1,062 Families. অতএব এইভাবে বনানীকে সুন্দরতম করে তোলার জন্য ব্যবস্থা চলছে। যারা এখানে টাঙ্গিয়া আছেন Co-operative করে বনের যে সম্পদ সে সম্পদকে আহরণ করে বাজারে যাতে তারা সরবরাহ করতে পারে তারও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সেইজন্যই এতবড় ১০৬২টি Families Tribal Jumias এই Forest এলাকাতে absorbed হয়ে Forestএর উন্নয়নের জন্য, বনানীর উন্নয়নের জন্য, তাদের বিরোধী প্রচার থাকা সত্ত্বেও, যে টাঙ্গিয়া system এ যেওনা, সেটাকে না মেনে ১,০৬২টি পরিবার এই Forest এর মধ্যে থেকে তাদের জীবন যাত্রাকে সুন্দরতম করার জন্য দৃঢ়ভাবে সেই জায়গাতে আছে। এবং আরো সুন্দরভাবে যাতে তারা সেই জায়গাতে তাদের Economic condition Co-operative গঠন করে উন্নতি করতে পারে তার জন্য বিরোধী পক্ষের যারা আছেন তাদের কাছে আবেদন করব যে ঠিক ঐ ভাবে চিন্তা করে আমরা যেন Forest কে আমাদের জাতীয় কল্যানের জন্য, জনসাধারণের কল্যানের জন্য নিয়োজিত করতে পারি। তাহলে যারা ঐ সম্পদ তৈরী করছেন তারা যাতে সেই সম্পদের মালিকানা এবং সেই সম্পদ তৈরী করে যে interest আসবে সেটা যাতে ভোগ করতে পারেন তারই বিধি ব্যবস্থার জন্য Co-operativeএর ব্যবস্থা করার চেষ্টা করার জন্য প্রত্যেকের কাছে আবেদন করব। এই বলেই আমি cut motionএর বিরোধীতা করে Forest এর যে Demand তা মঞ্জুরী করার জন্য House এর কাছে প্রার্থনা করছি।

Mr. **Speaker**— The Debate on Demand For Grant No. 33—Forest is over.

Now I am putting the Demand to vote. Of course, I shall first put to vote the cut motion relating to the aforesaid demand. Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on— Mismanagement in the Forest Department.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices—'Noes'

I think, 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is that the demand for grant No 33, Forest moved by the Hon'bie Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 40,72,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 33--Forest.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

No voice

I think, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The demand is passed.

Mr. Speaker-- Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his demand No. 34 & 35 together.

Shri Krishnadas Bhattacherjee, Finance Minister— মাননীয় Speaker, Sir, On the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 41,23,000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to

defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of demand No. 34—Miscellaneous.

Mr. Speaker, Sir, on the Recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4,50,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 35 – Other Miscellaneous, Compensations and Assignments.

Mr. **Speaker**— Now I call on Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma to move his cut motion on this demand. I request you to be very brief to your speech.

Shri Aghore Deb Barma M. L. A.— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Demand No. 34এ Miscellaneous খাতে 41,23,000/- টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এখন আমার প্রথম cut motion হচ্ছে inadequacy of provision in contribution to up keep the public places of worship. অর্থাৎ আমার বক্তব্য হচ্ছে ত্রিপুরার মধ্যে যে সমস্ত দেব দেবীর মন্দির আছে এগুলির সংস্কার করা দরকার। এগুলির রক্ষনা বেক্ষন করার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে। যেমন উদয়পুরে জগন্নাথ মন্দির আছে, সেখানে পূজারী আছেন ঠাকুর আছেন কিন্তুমন্দির বহুদিন থেকে নষ্ঠ হয়ে আছে। কাজেই এগুলি সংস্কার করার দরকার বলে আমি মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা আমার ব্যক্তি-গত বক্তব্য নয়। দেশের অধিকাংশ মানুষ সেখানে যাওয়া আসা করে, দেবতা বলে ভক্তি করে, পুজা করে। কাজেই এটা ব্যক্তিগত বিষয়বস্তু হতে পারে না। কাজেই দেশের মানুষের যাতে সুযোগ সুবিধা হয় সেইভাবে আজকে লক্ষ্য রেখে দেবতা মন্দিরগুলি সংস্কার করা দরকার। এবং রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থা করা দরকার। সব চেয়ে বেশী নষ্ট হয়েছে উদয়-পুরের জগন্নাথ মন্দির। আমরা সকলে দেবতা মানি। শুধু মুখেই বলি দেবতা মানি কিন্তু কাজের বেলায় মন্দিরগুলি সংস্কার করা হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা কথা হচ্ছে ত্রিপুরার মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে। মুসলমান অনেকে এখনো আছে কম হউক বেশী হউক। এখানে সেখানে অনেক মসজিদ আছে। এগুলি সরকারের রক্ষনাবেক্ষনের ভার নেওয়া উচিত। যদি ভেঙ্গে যায় তার সংস্কার করা উচিত যাতে আমাদের মুসলমান ভাইরা নমাজ করতে পারে। বিশেষ করে আগরতলার কাছাকাছি এলাকাগুলিতে, অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন যে আগরতলাতে মুসলমানই নেই, তবু ও যা আছে তারাও মরলে

কবর দেওয়ার প্রশ্ন উঠে। কাজেই সেই দিক দিয়ে আজকে ঝগইড়ামুড়ার মধ্যে মুসলমানদের যে কবর খোলা ছিল সেটা ভেঙ্গেচুরে সব বাড়ীঘর উঠান হচ্ছে। তারা মরলে মাটি দেওয়ার জায়গাটুকু অন্ততঃ রাখা দরকার। সেই দিক দিয়া লক্ষ্য রেখে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে এখানে এই অনুরোধ রাখতে চাই যে মুসলমানদের কবর খোলা রক্ষনা-বেক্ষন করার জন্য বাজেটে টাকা রাখার ব্যবস্থা করা হউক।

আমার আর একটি Cutmotion হচ্ছে inadequacy of provision for expenditure on displaced persons. অর্থাৎ পূর্ব্ব পাকিস্থান থেকে দিনের পর দিন যেভাবে আমাদের এখানে লোক সমাগম হচ্ছে। আজকে যারা আসছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবি। আজকে তাদের সাহায্য খাতে বাজেট ব্যয় বরাদ্দের যে টাকা ধরা হয়েছে এটা প্রয়োজনের তুলনায় কম। কারণ এই আসা এখন পর্য্যন্ত বন্ধ হচ্ছে না। শুধু আসছে আর আসছেই। যেই মাত্র আমাদের এখানে আসবেন তখন থেকেই তাদের দায় দায়ীত্ব আমাদের রাজ্যের ঘাড়ে এসে পড়ে। সেইদিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে তাদেরে যাতে সাহায্য সহায়তা বেশী করে দেওয়া যায়, যাতে তারা এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বা উৎপাদনের ব্যাপারে সাহায্য সহযতা করতে পারে তার জন্যই এই খাতে আরো বেশী করে ব্যয় বরাদ্দ ধরা উচিৎ ছিল বলে আমি মনে করি। যেটা আছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় কম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগরতলা Municipality সম্পর্কে আমি কয়েকটি বক্তব্য রাখতে চাই। সেটা হচ্ছে সরকার Municipality, কর্মচারী, Labour এই ত্রিপক্ষীয় meetingএ কর্ম্মচারীদের বিভিন্ন দাবীর উপর যে চুক্তি হয় বর্ত্তমানে তার কোনটাই মানা হচ্ছে না। কার্য্যকরী করা হচ্ছে না। Municipalityর যারা out door employee তাদের সাপ্তাহিক ছুটির কোন ব্যবস্থা নেই। তারা overtimeএ কাজ করলেও কোন overtimeএর টাকা পায় না। সেই ব্যবস্থটা থাকা দরকার। আর যারা Indoor Employee তারা overtime খাটে। সাধারণতঃ সরকারী কর্ম্মচারীরা যে সুযোগ সুবিধা পায় Municipalityর Indoor Employeeরা তা পায় না। কিন্তু আইনতঃ তাদের পাওয়ার কথা। এখন পর্য্যন্ত সে ব্যবস্থা হচ্ছে না। যেমন House rent allowance বা বিভিন্ন রকম allowance যা পাওয়ার কথা তা পাচ্ছে না। Provident Fundএরও কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু According to Municipality Act এখানে যেটা চালু হয়ে আছে তার মধ্যে এগুলি পাওয়ার কথা। কিন্তু ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হওয়ার পরেও সেই ব্যবস্থাটা হচ্ছে না। এটা খুবই দুঃখের কারণ, কাজেই আমাদের সরকারী কর্ম্মচারীরা যেভাবে পায় তারাও যাতে সেভাবে পাইতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। যেমন House Rent এবং বিভিন্ন রকমের যে allowance পাওয়ার কথা তা পাচ্ছে না। কিন্তু

according to Municipal Act যা এখানে চালু হয়েছে তার মধ্যে যা পাওয়ার কথা তা ত্রিদলীয় চুক্তি হওয়ার পর ও পাচ্ছে না। এটা বড়ই দুঃখের কথা। কাজেই কর্মচারীরা যাতে সুযোগ সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। সরকারী কর্মচারীরা medical embursement এর যে সুযোগ সুবিধা পায় Municipal employee দের ও সেই সুযোগ সুবিধা পাওয়া দরকার। Outdoor এ যে সমস্ত কর্মচারী কাজ করে তাদের এ পর্য্যন্ত regular করা হচ্ছে না, তাদের regular করা দরকার। আরেকটা কথা হচ্ছে যে সরকারী কর্মচারীরা 66–67 এ দুই দুইবার D. A. পেয়েছে কিন্তু Municipal কর্মচারীরা তা পাচ্ছে না। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হল যে Municipal Electionটা হচ্ছেনা। Election অচিরেই হওয়া দরকার। কেন যে ত্রিপুরা সরকার এ ব্যাপারে নিরব আছে তা আমি বুঝতে পারছি না। যাতে এই Electionটা তাড়াতাড়ি হয় তার দিকে নজর দেওয়া দরকার। Municipalityর যে সমস্ত কাজ সেগুলো সুষ্ঠুভাবে তাড়াতাড়ি হচ্ছে না। যদিও পাড়ায় পাড়ায় দেখা যায় যে কিছু কিছু ড্রেইন ইত্যাদি করা হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে সমস্ত কিছুই না। সুতরাং এ সমস্ত drainage and developments work গুলো যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেই ব্যবস্থা দ্রুত করা দরকার। আরেকটি কথা হচ্ছে যে যখনই সামান্য বৃষ্টি হয় তখনই drainage এর অভাবে রামনগর, কৃষ্ণনগর, বনমালীপুর প্রভৃতি জায়গায় রাস্তাঘাটগুলি একেবারে জলে একাকার হয়ে যায়। যাতে করে drain এর মাধ্যমে জল তাড়াতাড়ি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা যায় তজ্জন্য drainage work গুলোর ভাল ব্যবস্থা করা দরকার। যেমন বনমালীপুর, বুধজং স্কুলের উত্তর পাড় হতে গাঙ্গাইল পর্য্যন্ত যে জায়গা আছে সেই জায়গার জল নিস্কাশনের জন্য কোন drain এখন পর্য্যন্ত করা হয়নি। কাজেই যখন বৃষ্টি হয় তখন সেখানকার ফাঁড়ি রাস্তাগুলি জলে ডুবে যায় এবং বর্ষাকালে সেখানকার লোকের পক্ষে চলাফেরার পক্ষে ভীষণ অসুবিধা হয়। রাস্তাগুলো কর্দ্দমাক্ত হয়ে যায়। আজকে তুলনামূলক ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় শহরের রাস্তাগুলি থেকে গ্রামের রাস্তাগুলো অনেক ভাল। শহরের বাড়ীগুলিতে জল কাদার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। রুলিং পার্টির মুখে স্কীম সম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা শুনি। কিন্তু এই scheme গুলো অনুযায়ী ঠিক ঠিক মত কাজ করা হচ্ছে না। সুতরাং যাতে এই সমস্ত খাল এবং drainage গুলোর ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য আমি এই House এ দাবী রাখছি। বোধজং দীঘির উত্তর দিকে এই যে পাড়ার অবস্থা, সে সম্বন্ধে আমি এই হাউসের সামনে বহুবার বলেছি। সেখানে বর্ষাকালে যে জল জমে সেইজল নিস্কাশনের জন্য কোন drain এর ব্যবস্থা নেই। সুতরাং পাড়ার উত্তর দিক হতে জেলখানা পর্য্যন্ত যদি একটি খাল কেটে দেওয়া যায় তা হলে বনমালীপুরের বহু লোক বর্ষাকালের এই দুরবস্থা থেকে রেহাই পেতে পারে। কিন্তু এখনও তা করা হচ্ছে না কেন তা আমি বুঝতে পারছিনা। জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিগত কোন লোকের যদি ক্ষতিও হয় তাকে compensation দিয়ে অচিরেই

একটি খাল কাটা দরকার যাতে করে এই পাড়ার জল তাড়াতাড়ি drainএর মধ্য দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে। আমি শুধু একটি পাড়ার কথাই বলছি, কিন্তু বর্ষাকালে অনেক পাড়ার এই রকম অবস্থা হয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৭/৩/৬৬ ইং তারিখের একটি প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রীরা বলেছিলেন যে অভয়নগরের একটা অংশ কুঞ্জবন, ইন্দ্রনগর, পশ্চিমে জয়নগর, রামপুর বা টাউন রামপুর এই জায়গাও Municipal এলাকাভুক্ত হবে। কিন্তু ওনারা বলেছিলেন ১৭/৩/৬৬ ইং তারিখে আর আজ হল ৩১/৩/৬৭—এই সময়ের মধ্যেও কোনটাই Municipal এলাকাভুক্ত করা হল না। শুধু Plan করে সেই Plan যদি কাগজে-কলমে থাকে তাহলে জনসাধারণের কোন সুবিধা আশা করাই বৃথা হবে।

আমাদের এখানে Anti Malaria Campaign আছে। কিন্তু মশার উৎপাত এত বেড়ে গেছে যে সন্ধ্যার পর বাড়ীতে বসে লেখাপড়া করা বা রাস্তাঘাটে কোথাও বসে কোনও কাজ করা সম্ভব হয় না। কারণ এই ডোবা, নালা নর্দ্দমা ইত্যাদি থেকে দিন দিনই মশার জন্মবৃদ্ধি হচ্ছে। সুতরাং পচা জল যাতে সরানোর ব্যবস্থা হয় তার জন্য drainage বা খালের ব্যবস্থা করা দরকার।

Mr. Speaker— Time is over.

Shri Aghore Deb Barma— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্ত ব্যাপার বিস্তারিত বলতে গেলে আমার সময়ের দরকার। সুতরাং আমি আরেকটু বলার জন্য সময় চাইছি।

Mr. Speaker— সময় খুব অল্প। After demand আপনার Cut Motionগুলো নেব।

Aghore Deb Barma— আরেকটা Cut Motion আছে—পাবলিসিটি ও প্রপাগাণ্ডা সম্পর্কে। পত্রিকাগুলোতে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। এককালে বহুল প্রচারিত জাগরণ পত্রিকাতেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হত না যেহেতু পত্রিকার সম্পাদক কংগ্রেস বিরোধী। জাগরণ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যাপারে এই Houseএ বহুবার বলেছি। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে জাগরণ সম্পাদক কংগ্রেসে যোগদান করলেন তখন থেকে তাতে হামেশাই বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। এখানে আরো অনেক পত্রিকা আছে যেমন, নাগরিক, গণরাজ ইত্যাদি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, কংগ্রেস বিরোধী হলেই তাকে আর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না। Ruling Partyর এই ধরণের

পক্ষপাতিত্বের মনোভাব দূর করা দরকার বলে আমি মনে করি। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা আমি বলতে চাই— আগরতলার Radio Station সম্পর্কে। এ Centreএ কেবল বাইরের সংবাদগুলো relay করে শুনানো হয় এবং record বাজানো হয়, এ Centreএ ত্রিপুরার কোন আলাদা Programme নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যখন আগরতলায় আলাদাভাবে Radio Station করেছি তখন তাতে আলাদাভাবে Programme করতে কি বাধা আছে বা কি অসুবিধা আছে তা বিবেচনা করা দরকার। যদি বাধা বা অসুবিধা না থাকে তাহলে আগরতলা ছোট্ট শহর হলেও এখানে অনেক শিল্পী আছে। তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া যেত এবং সেই ব্যবস্থা করা দরকার।

গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পর্কে আমার একটু বলার আছে। আমি তাতে বেশী সময় নেব না। বিশালগড় ব্লক এলাকাতে যেমন বিশালগড়, রাঙ্গাপানিয়া এ সমস্ত জায়গাতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির নির্ব্বাচন সমাপ্ত হওয়া সত্বেও এতদিন পর্য্যন্ত ফলাফল সম্বন্ধে সরকারীভাবে declaration দেওয়া হয়নি। নির্ব্বাচন হওয়ার পর জিনিষটা এইভাবে ঝুলাইয়া রাখাটা একটা প্রহসন বলেই মনে হয়। আর একটি কথা হল পঞ্চায়েৎ এ্যাক্টে আছে—পঞ্চায়েৎ করার উদ্দেশ্য হল গণচেতনাকে আরো সম্প্রসারণ করা, কিন্তু এখানে শুধু নামে মাত্র পঞ্চায়েৎ, কাজে কিছুই না। কাজেই যে উদ্দেশ্য নিয়ে পঞ্চায়েৎ গঠন করা হয়েছে, তার কাজ ও ক্ষমতা যদি তাদের হাতে না দেওয়া হয় আর সমস্ত ক্ষমতা সরকারের হাতে রাখা হয়, তাহলে এই পঞ্চায়েতের কোন অর্থই হয় না। কাজেই যে সমস্ত এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েৎ হয়েছে সেগুলির declaration করা দরকার। আমি আশা করব যে বিশালগড়ে যে সমস্ত এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচন হয়ে গেছে, তার গাঁও প্রধান ও কমিটি নির্ব্বাচন হয়ে গেছে তার declaration যেন শীঘ্র করা হয়। আর এতদিন যাবত তার declaration কেন করা হয়নি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মারফতে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে তার জবাব দিতে অনুরোধ করব।

Mr. Speaker—মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা। আপনি আপনার Cut Motion move করুন।

Sri Bidya Chandra Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার Cut Motionএ আছে "আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিকে সাহায্য দানের স্বল্পতা" আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে আমরা দেখি রামনগর, জয়নগর প্রভৃতি সমস্ত জায়গায় একটু বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়, পাকা Drain এর কোন ব্যবস্থা নাই। এইখানে শঙ্কর চৌমুহনী হতে প্রগতি বিদ্যাভবন, বাণী বিদ্যাপীঠ ইত্যাদি অঞ্চলে কোন বিদ্যুৎ বাতি নাই। সেখানে প্রায় ১২২টি postএ কোন বাতি নাই। কাজেই ঐ এলাকা একেবারে অন্ধকার হয়ে থাকে। মোটরষ্ট্যাণ্ডে আমরা দেখছি যে

দোকানগুলির সামনে সব মোটর বাস জমায়েৎ হয় তাতে দোকানদারের অসুবিধা হয়। আর এইদিকে মোটর গাড়ীওয়ালারা কেউ তাদের গাড়ী ঘোরাচ্ছেন, কেউ গাড়ী মেরামত করছেন ইত্যাদি। এইভাবে এখানে একটি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। Rest এর জন্য যে একটা ঘর আছে তাতে যাবার জন্য Drain এর উপরে একটা পুল পর্য্যন্ত নাই। এমন কি একজন লোক একদিন ঐ পথে যেতে গিয়ে তার পা ভেঙ্গে ফেলেন এইরকম অবস্থাও ঘটে। কাজেই এইরকম ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য সরকারী তরফ থেকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। সারা আগরতলা সহরে মশার উপদ্রবে বসা যায় না যদিও ম্যালেরিয়া নাই। ধর্ম্মনগর, খোয়াই, অমরপুর, ইত্যাদি স্থান হতে যে সব passenger Motor Stand এ আসেন, তাদের পায়খানা, প্রস্রাব করার মত কোন জায়গা নাই। একটি ঘর যদি বা আছে তার দিকে দুর্গন্ধে যাওয়া যায় না। কাজেই লোক বাধ্য হয়ে সেখান থেকে ফিরে আসে। কাজেই Motor Standএ গাড়ী যাতে ঠিক ঠিক ভাবে থাকতে পারে এবং যাত্রীরা পায়খানা, প্রস্রাব করতে পারে তার সুবন্দোবস্ত করা দরকার। সহর অঞ্চলের পায়খানা, প্রস্রাব করার কোন সুবন্দোবস্ত নাই কাজেই আমি আশা করব যে সরকার সেই সব দিকে দৃষ্টি দিয়ে একটা সুব্যবস্থা করবেন। আর একটি কথা হল যে মিউনিসিপ্যালিটিতে অনেক দিন যাবৎ নির্ব্বাচন হয় না, সেই নির্ব্বাচন যাতে শীঘ্র হয় তার জন্য আমি সরকারের নিকট অনুরোধ রাখব। আমার আর একটি cutmotion হল, গ্রাম পঞ্চায়েতের খাতে অর্থ বরাদ্দের স্বল্পতা। গ্রাম পঞ্চায়েতের খাতে ৭ লক্ষ ৩১ হাজার টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৯৬৭ সালে। কিন্তু যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই টাকা গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির হাতে ঠিক ঠিক মত পৌঁছে না। গ্রাম পঞ্চায়েত করা হয়েছিল, গণতন্ত্রকে প্রচার করার জন্য। কিন্তু সেখানে গণতন্ত্রের কোন চিহ্নই নাই, একমাত্র প্রধান আর B. D. Oর সঙ্গে যদি মিল থাকে তাহলে সবই হয়, গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বরদের সঙ্গে কোন আলাপ আলোচনাই হয় না। এমনকি ছেত্রী থেকে তেলিয়ামুড়া পর্য্যন্ত আজ পর্য্যন্ত কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিং ডাকা হয়েছে বলে আমার মনে হয়না। সরকার থেকে Electionএর আগে গ্রাম পঞ্চায়েতকে টাকা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কোন মেম্বরকে এ সম্বন্ধে জানানো হয় নাই। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে যে টাকা কল্যানপুরে দেওয়া হয়েছিল সেখানে আজ পর্য্যন্ত ও কোন পুল বা রাস্তা হয় নাই। আমার নিজ গ্রামে বাঁধের জন্য, মৎস্য চাষের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছিল সে টাকা এখনও B. D. O. র নিকটই আছে। কোন টাকা তিনি দেন নাই। বাঁধ ভেঙ্গে যাক এটা কেহই চায় না, আপনারাও চান না, আমরা চাই না, চায় কারা ঐ B D. O বা, যারা টাকা আটকিয়ে রেখেছে। বাঁধগুলি ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে কল্যানপুরের যে সমস্ত ফসলাদি নষ্ট হয়েছে, তার জন্য ও ঐ সব B. D. O. রা ই দায়ী। আজ পর্য্যন্ত সেখানে কোন বাঁধের ব্যবস্থাই হয় নাই। মাছের যে পোনা গ্রাম প্রধানদের দেওয়া হয় সেটা তারা নিজেরাই ভোগ করে, অন্য কাউকে দেয় না।

সরকারী তরফ হতে Ringwell, Tubewell ইত্যাদি কাজের সময়ও কোন মেম্বরকে জানানো হয় না। এমনকি V. L W. রা পর্য্যন্ত জানেনা. কোথায় কি হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের এমনও মেম্বর আছেন যারা ৫ বৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বাচিত হয়েছেন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ও শপথ গ্রহণ করেন নাই। এদিকে আবার পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের সময় এসে গেছে। কাজেই এই সমস্ত ত্রুটি সরকারের পক্ষে আছে বলে আমি মনে করি এবং আমরা লিখিতভাবে জানানো স্বত্বেও কিছু মেম্বারের শপথ নেওয়া হয়েছে আর বাকীদের শপথ নেওয়া হয় নাই। মন্ত্রীরা বলেছেন যে গণতন্ত্রকে প্রসারিত করতে হলে পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়া দরকার, কারণ তা না হলে খুটিনাটি বিষয়বস্তু জানার আমাদের কোন সুবিধা থাকবে না। মন্ত্রী-মহোদয়ের নিকট এখানে শুনলাম ঔষধ আছে ডাক্তার নাই, ডাক্তার আছে ঔষধ নাই। আমি বলতে চাই য আশারামবাড়ী ডিসপেনসারীতে ডাক্তার আছে কিন্তু আমাদের ফেরীওয়ালারা যে সমস্ত ঔষধ ফেরী করে বিক্রী করে সেই সমস্ত ঔষধ পর্য্যন্ত ঐ ডিস্পেন্সারীতে নাই। বাচাইবাড়ী আরেকটা আছে, দুবৎসর যাবৎ সেখানে কোন ডাক্তার নাই, আছে একজন পাহারাওয়ালা। এই সমস্ত জিনিষ যদি জানতে চান তাহলে পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই জানা সম্ভব এবং এইগুলি বাস্তব।

পঞ্চায়েত আমাদের দরকার, এই পঞ্চায়েতের খাতে আরো অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে খোয়াইর লোকেরা ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসনের জন্য জায়গা দিতে চাইছে না। এই কথা ঠিক না। আমি জানি দ্বিতীয় ইলেকশনের ভয়েই তিনি এই কথাটি বলেছেন।

Mr. Speaker— মাননীয় সদস্য, আপনার Cut motion এর সঙ্গে এই কথার কোন সঙ্গতি নাই।

Shri Bidya Chandra Deb Barma— আমি ঐ point এই আসছি। ঐ সমস্ত সমস্যা যদি সমাধান করতে হয় তাহলে পঞ্চাতের মাধ্যমেই করা দরকার।

আমি দেখলাম যে কাল্লাটিলায় যেখানে সৈনিকদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হচ্ছে সেখানে কোন জমি নেই। করঙ্গীছড়ায় যেখানে পাকিস্থানে হিন্দুস্থানে সংঘর্ষ লাগে, সেখানেও কোন জমি নেই। আমার বাড়ী তার নিকটবর্ত্তীই। জল নাই, জমি নাই, জঙ্গলে পূর্ণ। গত বৎসর জঙ্গল কেটে ফসলের উপযোগী জমি করা হয়েছিল কিন্তু এখনও সেখানে পুনর্ব্বাসন হয় নাই। যে জঙ্গল আবাদ করা হয়েছিল তা আবার জঙ্গলে পূর্ণ হয়েছে। এই ভাবে সরকারী অর্থের অযথা অপচয় হল। কাজেই যদি পুনর্ব্বাসন দিতে হয় তাহলে যে জায়গায় তারা ফসল ফলাতে পারে সেই রকম জমিই দেওয়া উচিৎ। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker— মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা আপনি আপনার cut motion move করুন। আপনার বক্তব্য দশ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

Shri Abhiram Deb Barma— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার Cut motionটি হচ্ছে "প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্ব্বাসনে সরকারী অর্থের স্বল্পতা"। আমরা দেখি ত্রিপুরা রাজ্যে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের সমস্যা যেমন আছে, জুমিয়া ও ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসনের সমস্যা যেমন আছে এবং তাদের সমস্যা সমাধান করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্বাসনের ভিতর দিয়া প্রতিষ্ঠিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আজকে যে সমস্ত প্রাক্তন সৈনিকরা দেশের জন্য, জাতির জন্য অনেক দুঃখ কষ্ট স্বীকার করেছেন, তাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাদের অবলম্বন বলতে কিছুই নাই। এই রকম অবস্থায় অনেক সৈনিক আজকে পুনর্বাসন পাচ্ছেন না, আর যারা পাচ্ছেন তারাও প্রয়োজনের তুলনায় কম পাচ্ছেন। আমার বক্তব্য হল প্রাক্তন সৈনিকরা যাতে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারে সেই ভাবে খুব শীঘ্র তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা যাতে করা হয়। তাদের পুনর্বাসনের জায়গা এমন দেখে দেওয়া দরকার যাতে তারা খেয়ে পরে, কাজ করে বাঁচতে পারে, আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট অনুরোধ করব।

আমার আর একটি cut motion আছে, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানে বিলম্ব ও ব্যর্থতা। আমরা অনেক শুনেছি যে আগরতলা সহরকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলবার জন্য, যাতে তার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয় এবং সহরবাসীরা সব রকম সুযোগ সুবিধা পান, এই সমস্ত বিচার বিবেচনার জন্য একটি Town Planning Committee গঠন করা হয়েছে। আমরা শুধু নামেই জানি যে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে ; কিন্তু যদি সহরের দিকে তাকিয়ে দেখি, (কয়েকটি জায়গা ছাড়া) যেমন কৃষ্ণনগর, রামনগর এবং অন্যান্য গ্রামের দিকে, তাহলে দেখব যে পুকুর, নালাগুলি কচুরীপানা পরিপূর্ণ এবং নালা-নর্দ্দমা ভর্ত্তি হয়ে আছে, পরিষ্কার করার কোন ব্যবস্থা নাই। তার ফলে মশা মাছির উপদ্রব দিন দিন বাড়ছে এবং জনসাধারণের অসুবিধা হচ্ছে। আমরা দেখছি যে উপযুক্ত টিকা এখানে পাওয়া যাচ্ছে না, তার ফলে কলেরা বসন্ত মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছে। এ সমস্ত ময়লা নিষ্কাশনের জন্য পাকা ড্রেন করার যে কাজ চলছে তাও খুব মন্থর গতিতে চলছে। এগুলি যাতে তাড়াতাড়ি সমাপ্ত করা যায় সেদিক দিয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। আমি মন্ত্রীমণ্ডলীকে এই দিকে দৃষ্টি দিবার জন্য অনুরোধ করব। এই সহরে একটি Town Park করা হবে বলে আমরা শুনে এসেছি ; কিন্তু ঐ Park কোথায় হবে, কখন হবে তার পরিকল্পনা আমরা কিছুই জানি না। এই সহরে দিনের পর দিন লোক বাড়ছে অথচ এখানে একটা Town Club নাই। এর ফলে জ্ঞান পিপাসু মানুষ অনেক অসুবিধা ভোগ করছেন। এইগুলি না হওয়ার কারণ হল এইখানের মিউনিসিপ্যালিটির কোন নির্ব্বাচন হচ্ছে না এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতে কোন ক্ষমতা দেওয়া

হচ্ছে না। আমি মনে করি মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন খুব তাড়াতাড়ি করা উচিত যাতে করে সহরের যে সমস্ত অসুবিধা আছে, যথা একটু বৃষ্টি হলে পরেই জল কাদায় রাস্তায় চলা যায় না, এই সমস্ত অসুবিধা যাতে শীঘ্র দূর করা হয়, এবং সহরের অন্যান্য অসুবিধা দূরীভূত হয়। সেদিকে যদি আজ মন্ত্রীমণ্ডলী লক্ষ্য রাখেন তাহলে আমি মনে করব যে জন সেবামূলক কাজের দিকে মন্ত্রী মণ্ডলীর লক্ষ্য আছে। তবে জানিনা আমরা যে সমস্ত কথা এখানে বলি তাতে বলা হয়ে থাকে যে আমরা নাকি শুধু বিরোধীতা করার জন্যই কথাগুলি বলে থাকি। কিন্তু বাস্তবে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাব যে এ সমস্ত অসুবিধা জনসাধারণ ভোগ করছে। একথা বলেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now I call on the Hon'ble Minister.

Shri T. M. Dasgupta, Minister—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্যরা দেবমন্দিরের কথা বলেছেন। বলেছেন যে দেবমন্দিরে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু মসজিদে দেওয়া হচ্ছে না কেন। আজকে যদি তিনি লক্ষ্য করতেন তাহ'লে দেখতে পেতেন যে, যখন ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি ভারতের সাথে হয়, তখন মহারাজের সাথে ভারত গভর্ণমেণ্টের চুক্তি হয়েছিল যে, মহারাজের আমলে যে যে liabilities মহারাজের ছিল সেগুলো ভারত সরকার গ্রহণ করবে। মহারাজার আমলে যে সব দেব মন্দির গুলোকে মহারাজা অর্থ সাহায্য করে চালাতেন সেই সেই মন্দিরগুলোকেই বর্ত্তমান সরকার গ্রহণ করেছেন এবং তার জন্য সেই পরিমাণ টাকা খরচ করছেন। এবং নিকট ভবিষ্যতে এসব প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানদের হাতে দেওয়া যায় কিনা, তা সরকার চিন্তা করে দেখেছেন। কারণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটি হল একটি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান। যেহেতু রাজার আমলে মসজিদগুলোকে সংরক্ষণের জন্য কোন রকমের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা ছিলনা কাজেই নতুন করে সেগুলোকে সাহায্য দেওয়াটা সরকারের নীতি নয়। কিন্তু মাননীয় সদস্য যেভাবে বিভেদমূলক কথা বলেছেন যে, হিন্দু মন্দির গুলোকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠানে দিচ্ছেন না—আমি এই বিভেদ মুলক মনোভাবের নিন্দা করি। সেরকম কোন নীতি বা ভিত্তির উপর এই টাকা দেওয়া হচ্ছে না। আর মুসলমানদেরও যদি কোন ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে থাকে অর্থাৎ কোন সম্পত্তি যদি দেবোত্তর করে দেওয়া হয় সেটার ও দায় দায়ীত্ব সরকার থেকে ব্যবস্থা হবে। আইন অনুযায়ী সেটা করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আলাদাভাবে কোন প্রকার গ্র্যাণ্ট দেওয়ার ব্যবস্থা কিছু নেই। তারপর সমালোচনা করতে গিয়ে প্রাক্তন সৈনিকদের কথা বলা

হয়েছে— সরকার এ'দিকেও সজাগ আছেন। তা বাজেট দেখলেই বুঝা যায়, যদিও সেখানে একটা token money রাখা হয়েছে। আপনারা তাও জানেন যে যারা ex-military রয়েছেন, তাদেরকে নাগিছড়াতে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সেখানে বেশ কিছু সংখ্যক প্রাক্তন সৈনিককে জায়গা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আরও তিনটি জায়গাতে সরকার এই ধরণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। তাদেরকে জায়গা দেওয়া ছাড়াও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। সেগুলি হ'ল ফরমজা-ছড়া, জলাইয়া ও রাজনগর প্রভৃতি অঞ্চলে। তবে আপনারা হয়তো বলতে পারেন, যে ex-military যারা আছেন, তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া দরকার। আমি বলব তাদেরকে যদি উপযুক্তভাবে পুনর্ব্বাসন দিতে হয় তবে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় Colony করে বেশ কিছু সংখ্যক প্রাক্তন সৈনিককে সীমিতভাবে পুনর্ব্বাসন দেওয়া উচিত। আর সেজন্য তাদেরকে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার মত যোগ্য জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। কেননা যারা জুমিয়া আছেন, তাদেরকে কাছাকাছি জায়গায় পুনর্ব্বাসন দেওয়া হচ্ছে। তারপরে এমন কিছু উদ্বৃত্ত জায়গা যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না, যাতে ex-militaryদিগকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া যেতে পারে। Ex-militaryরা হল – যাদের নিয়মানুবর্ত্তিতা জানা আছে। তবে ত্রিপুরার সীমান্ত অঞ্চলে কতগুলি জায়গা খালি আছে, তাদেরকে সেখানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া সম্ভব হতে পারে। যেহেতু তাদের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও disciplineএ জ্ঞান আছে এবং disciplined life পরিচালনা করার মত ক্ষমতা তাদের আছে, তাছাড়া সীমান্ত অঞ্চলে যে একটা ভয়-ভীতি সর্ব্বদাই আছে, তাকে over come করার মত ক্ষমতা তাদের আছে,। আর সেখানে শুধু টিলাভূমি নেই, কিছু কিছু লুঙ্গা ভূমিও আছে। কাজেই আমার বিশ্বাস তাদেরকে ঐ সমস্ত অঞ্চলে পুনর্ব্বাসন দিলে আমাদের বর্ডার securityর একটা পথ প্রশস্ত হবে। তাছাড়া আজকে আমাদের যে আদিবাসী, জুমিয়া ও উদ্বাস্তুরা আছে, তাদেরকেও শুধু লুঙ্গা ভূমিতে পুনর্ব্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাদেরকেও কিছু টিলা, কিছু লুঙ্গা ভূমিতে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। জায়গা কোথাও তৈরী করা যায় না, কাজেই মাননীয় সদস্য যে সব জায়গার কথা বলেছেন, সেটা হচ্ছে টিলা জায়গা, ত্রিপুরায় বলতে গেলে সবটাই টিলা ভূমি, আমাদের দেখতে হবে কি করে টিলা ভূমিতে চাষাবাস করে ফসল বাড়ানো যায় এবং যাদেরকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে তারা যাতে ভালভাবে জীবিকা অর্জ্জন করতে পারে, এইসব বিচার বিবেচনা করে ex-militaryদের জন্য ঐ তিনটি জায়গা select করা হয়েছে। তাদেরও ইহা চিন্তা করা দরকার যে তারা বর্ত্তমানে যে জায়গায় আছে, তাদের ঘরের সামনে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জমি দেওয়া সম্ভবপর নয়। আর সেজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে তাদেরকেই আহ্বান করব তাদের মধ্যে যারা ঐসব অঞ্চলে যেতে চান। তাহলে পরে তাদের যদি আরও সাহায্যের প্রয়োজন হয় সরকার যাতে ঐ সাহায্য তাদেরকে দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হবে। আমি আশা করব প্রাক্তন সৈনিক যারা আছেন, তারা এই সুযোগ গ্রহণ করবেন এবং সরকারের তরফ থেকে যা করার তা করবেন।

এছাড়া Municipalityর কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে Municipalityর নির্বাচন

কেন হচ্ছে না। Municipalityর কথা বিবেচনা করলে, সরকার থেকে তাকে self supporting করে দেওয়া দরকার। আর আমাদের এখানে যে municipality আছে, বাজেট দেখলে দেখতে পাবেন যে এই বছরে plan & non plan মিলিয়ে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মত grant দেওয়া হয়েছে। এটা এখনও সম্পূর্ণভাবে self sufficient হয়ে উঠতে পারেনি। তাছাড়া আগরতলা সহরে বিপুল জল সরবরাহ করার জন্য কল করা হয়েছে, সেটাকে যদি পরিচালনা করতে হয় তাহলে municipalityর নিজস্ব টাকা নেই, কাজেই তাকে grant নিতে হবে। যার জন্য এই municipality কে এই কাজ পরিচালনার ভার দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। যেহেতু তাদের উদ্বৃত্ত কোন অর্থ নেই কাজেই এর কোন একটা সুরাহা না করে যদি একটা নির্ব্বাচন করা হয় তাহলে যারা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে তাদের পক্ষে নানাধরণের অসুবিধার সৃষ্টি হবে। কাজেই আজকে সরকার সবসময়ই Municipalityকে জনসাধারণের কাছে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু এটা দেখতে হবে যে এর একটা সুবন্দোবস্ত করে যদি দেওয়া যায় তাহলে যারা জনপ্রতিনিধি আসবেন তারা একটা সহজ উপায়ের মধ্যে এবং কোন বাধা না পেয়ে কাজ করতে পারবেন এবং সেইদিকে দৃষ্টি রেখেই এই বিভাগ কাজ করছে। যেহেতু ত্রিপুরার অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে পরিকল্পনা ইত্যাদি দিয়ে বুঝিয়ে আনতে হয় কাজেই এই সবগুলির সুরাহা করে যদি নির্ব্বাচন করা হয় তাহলে জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে যারা আসবেন তারা সুন্দরভাবে কাজ করাতে পারবেন। এটা সরকারের মনে আছে যে municipalityকে জনপ্রতিনিধিদের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিৎ কিন্তু তার আগে যেসব অসুবিধা আছে সেগুলো দুর করে তাকে self sufficient করে তোলা দরকার। এর জন্য কিছুটা সময় ব্যয়িত হবে। মনে হয় উনি মূল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে সব cut motion এনেছেন তার সমর্থন করতে গিয়ে যে সব বক্তব্য রেখেছেন, আমি পুরাপুরি তার উত্তর দিতে পেরেছি। এই বলেই আমি মূল প্রস্তাবের সমর্থন করে এবং cut motion এর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Krishnadas ghattacherjee, Finance Minister— Point of Order. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য আমি এখানে একটু বলছি। Ex-servicemenদের সম্পর্কে এখানে Misunderstanding হয়েছে। এখানে Demand No. 34এ ৭০০০ টাকা ধরা হয়েছে for grant for new special fund to construction & rehabilitation of ex-servicemen. (Page—351) এটা যে, ঠিক তাদের জন্যই ধরা হয়েছে তা নয়। তা'হল central govt. থেকে একটা fund create করা হয়েছে, Intitial fund for Rs. 5 crores. তার 80% state govt. গুলিকে distri-

bute করা হয়। তাতে ত্রিপুরার ভাগে এসে পড়ে ৩৫,০০০/- টাকা। আর ত্রিপুরাকে দিতে হবে 9,000/- টাকা। বাজেটের ৩৬৫ পাতায় দেখুন settlement of ex-servicemen in border areas or Tripura Rs. 1,47,000/-। আর Demand No. 46 এ (৪১৮ পাতায়) loans for ex-servicemen in border areas in Tripura Rs. 3,64,000/- তাহলে দেখা যায় তাদের জন্য বরাদ্দ হ'ল ৩,৬৪,০০০/-, + ১,৪৭,০০০/-, + 82,000/- including the central share. আমি বলছি এই যে মোট বরাদ্দ হ'ল, তা কি sufficient নয় ?

Mr. Speaker— The Debate on demand No. 34 & 35 is over. Now I am putting the demands to vote separately. Of course I shall first put to vote cut motion against the aforesaid demands. Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "inadequacy of provision in contribution to up-keep the public places of worships".

As many as are of that opinion will please say—Ayes.

(Voices—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say—Noes.

(Voices—Noes.)

I think, Noes have it ; Noes have it ; Noes have it.

THE MOTION IS LOST.

Now the question before the House is the Cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for expenditure on displaced persons.

As many as are of that opinion will please say—Ayes.

(Voices— Ayes.)

As many as are of contrary opinion will please say—Noes.

(Voices—Noes.)

I think, Noes have it ; Noes have it ; Noes have it.

THE MOTION IS LOST.

Now, the question before the House is the cut motion moved by Shri. Bidya Ch. Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on আগরতলা municipality কে সাহায্য দানের স্বল্পতা।

As many as are of that opinion will please say—Ayes.

(Voices—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say—Noes

(Voices—Noes)

I think "Noes have it.

Noes have it, Noes have it.

The motion is lost.

Now, the question before the House is the cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on 'গ্রামপঞ্চায়েতের হাতে অর্থ বরাদ্দের স্বল্পতা।'

As many as are of that opinion will please say—Ayes.

(Voices—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say—Noes.

(Voices—Noes)

I think Noes have it

Noes have it, Noes have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্ব্বাসনে সরকারী অর্থের স্বল্পতা।

As many as are of that opinion will please say—Ayes.

(Voices—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say—Noes.

Voices— Noes

I think Noes have it.

Noes have it, Noes have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Re. 1/- to represent disapproval of policy due to mismanagement of Agartala Municipality.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices—'Noes'

I think, 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma that the demand be reduced by Re 1/- আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানে বিলম্ব ও ব্যর্থতা'। ।

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices—'Noes'

I think, 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

Now the questson before the House is the cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "পাব্লিসিটি ও প্রপাগাণ্ডা"।

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices—'Noes'

I think, 'Noes' have it, 'Noes' have it, 'Noes' have it.

The motion is lost.

Now the question before the House is the demand for grant No 34, moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 41,23,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of Demand No. 34-- Miscellaneous.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

No voice

I think, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The demand is passed

There is no cut motion on demand No. 35.

Now the question before the House is the Demand for Grant No. 35—moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 4,50,000/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968 in respect of demand No. 35 - Other Miscellaneous, Compensations and Assignments

As many as are af that opinion will please say—Ayes.

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say—Noes.

No—Voice

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The demand is passed.

Now I call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand For Grant No. 36

Shri Krisbnadas Bhattacherjee, Finance Minister— Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 11,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1968, in reespect of Demand No. 36—Expenditure connected with National Emergency.

Now I call on Shri Aghore Deb Barma to move his Cut motion on Demand No. 36.

Hon'ble Member, please try to complete your speech within ten minutes.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 36 এর উপরে আমার একটি Cut Motion আছে। এই খাতে ১১০০০/- টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, আমার মতে এই ব্যয় বরাদ্দের কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। National Emergency ছিল যখন পাকিস্তান আমাদিগকে আক্রমণ করেছিল। অথচ বহুদিন হযে গেছে, শান্তি ফিরে এসেছে। এখন ত্রিপুরায় শান্তিভঙ্গের মত কোন কারণই নাই বা বহিরাক্রমণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা বর্তমানে নেই। তাছাড়া ত্রিপুরার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যান্ত Border Security Force আছে। বিভিন্ন স্থান থেকে P.A.C., B.M.P. এখানে আনা হয়েছে এবং বর্ডার তারা পাহারা দিচ্ছে। এমতাবস্থায় বর্তমানে ত্রিপুরা আক্রান্ত হবে বহিঃশত্রু দ্বারা এমন কোন সম্ভাবনা নেই। কখন কি হবে না হবে তা অনুমান করে ত্রিপুরাতে আমরা emergency জিয়াইয়ে রাখব এবং সেই জন্যে ব্যয় বরাদ্দ ধরব এর কোন যুক্তিই আমি খুঁজে পাইনা। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন emergency

declare করার মত অবস্থা দেশে হবে তখন emergency declare করতে কোন অসুবিধা হওয়ার কারণ নাই এবং টাকার জন্য তা বসে থাকবে না। কাজেই আজকে এইযে ১১০০০ টাকা রাখা হয়েছে এটার কোন যৌক্তিকতা নাই এ টাকাটা unnecessary রাখা হয়েছে। তদুপরি এখানকার ruling party যদি মনে করে থাকেন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য যারা বিরোধী দল তারা যদি কোন দাবী দাওয়া নিয়ে জনসাধারণকে দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেন এবং সেই আন্দোলন দাবিয়ে রাখার জন্য যদি নেতাদের বিনা বিচারে আটকিয়ে রাখার মতলব করে থাকেন, তাহলে তো বলার কিছুই নাই। কিন্তু emergency বলতে যা আমরা বুঝি সেই emergency বর্ত্তমানে ত্রিপুরাতে নাই, এবং ভারতবর্ষের মধ্যেও নাই। কাজেই এইখাতে টাকা ব্যয় বরাদ্দ করার কোন রকম সঙ্গত কারণ আমি দেখতে পাইনা। অতএব আমি এই বলেই আমার Cut Motionএর সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker--Now I call on Hon'ble Tarit Mohan Das Gupta Minister to participate in the debate.

Hon'ble Tarit Mohan Das Gupta, Minister—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ সমর্থন করছি এবং Cut Motion এর বিরোধিতা করছি। কারণ এখনও দেশে emergency চলছে। ১৯৬২ সনে চীন যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করে তখন ভারতবর্ষে জরুরী অবস্থা দেখাদেয়। সমগ্র ভারতবর্ষকে রক্ষা করার দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে President emergency ঘোষণা করেছেন। যদিও এখন চীনের আক্রমণ নেই তবুও তার প্রস্তুতি চলছে। এবং তারপরেও আমরা দেখেছি যে পাকিস্তান ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছে বিশেষ ভাবে পশ্চিম অংশে। কাজেই সেই দিক থেকে এবং ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত। কাজেই আজকে প্রতিরক্ষার দিক থেকে দেশের মধ্যে emergency চলছে সেই প্রতিরক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই emergency রাখা হয়েছে। আজকে দেখলে দেখা যাবে যে এই emergencyর জন্য যে আইন করা হয়েছে সে আইনে একমাত্র দেশের প্রতিরক্ষা যারা বিঘ্নিত করে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কোনও রাজ্যে খাদ্য আন্দোলনের মধ্যে যারা কালোবাজারী ক[illegible]ছাড়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একে কার্য্যকরী করা হয়নি। প্রতিরক্ষার ব্যাপা[illegible] জনসাধারণের সাধারণ জীবন যাত্রায় হস্তক্ষেপ করা হয়নি। শ্রমিক আন্দোলন, খাদ্যের দা[illegible]আন্দোলন ও এই আইন থাকা অবস্থায় করতে দেওয়া হয়েছে। কাজেই প্রতিরক্ষা ছাড়া সেই আইনকে কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। একথা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকেও জানান হয়েছে এবং এখানকার সরকারও বলেছেন। বিশেষ জরুরী প্রয়োজন ছাড়া, প্রতিরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া অর্থাৎ সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজন ছাড়া সেই জরুরী আইন ব্যবহার করা হয়নি।

ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজন ছাড়া এবং কালোবাজারী দমন করা ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রেই করা হয় না। কাজেই সেই দিক থেকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কেন্দ্রীয় সরকার দেশের আন্তর্জাতিক অবস্থার দ্বারা এটা প্রতিপন্ন হচ্ছে যে দেশের মধ্যে emergency অবস্থা নেই ততক্ষণ পর্য্যন্ত এটা থাকবে। প্রতিরক্ষা ও সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। তারা যদি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বুঝেন বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে emergency তুলে দিলে পরও কার্য্য পরিচালনা করা যায় তখন emergency তুলে দেওয়ার বিবেচনা করা হবে। কিন্তু যতক্ষন পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে সেটা না হচ্ছে, ত্রিপুরা সরকারকেও বিশেষ ভাবে, আমরা যারা ত্রিপুরার বর্ডারে আছি তাদের পক্ষে তার প্রয়োজনীয়তা আছে। মাননীয় সদস্য বলতে গিয়ে বলেছেন যে, Border Security Force আছে। Border Security Force বর্ডার রক্ষা করবে। আজকে পাকিস্থানের মনে কি আছে মাননীয় সদস্য বললেন যে এখন emergeney নেই। কিন্তু আজকে প্রত্যেকটি দেশের খবরের কাগজে যদি দেখেন, দেখতে পাবেন যে প্রত্যেকটি দেশই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যার যার ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। কার মনের মধ্যে কি আছে আজকে বলা যায় না। তার জন্যে যে information বা তথ্যাদি আছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কাজেই আজকে পাকিস্তান কি করছে তা ত্রিপুরার সরকারের পক্ষে জানা সম্ভবপর নয়। কাজেই এই নীতি, কোন দেশ কখন আক্রমন করবে না করবে সেটা আছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। আমরা সীমান্তে আছি। যখন তখন আমরা দেখি যে, ছোট খাট ঘটনা নিয়েও পাকিস্তানের তরফ থেকে এখানে সেখানে গুলি ছোড়া হয়। কাজেই সেই ক্ষেত্রে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে কাজ করার জন্যে যদি emergency না থকে, তাহলে জনসাধারনের সে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা বা শান্তি তা বিঘ্নিত হবে। এবং এই emergencyর যে ক্ষমতা সেটা শুধু দেশের, রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুতা মূলক ব্যবহার যারা করবে শুধু তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হবে। শান্তিপূর্ণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে নয়। এবং সার্ব্বভৌমত্ব যাতে থাকে তার দিকে দৃষ্টি রেখেই এই emergencyর provision রয়েছে। আর এখানে দেখলে দেখা যাবে যে এই emergencyর মধ্যে রাখা হয়েছে কি? ১১০০০৲ টাকা টোকেন মানি হিসাবে রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে এই জন্যে যে, আজকে যদি civil defence এর জন্য, এখন একটি অবস্থার সৃষ্টি ... কালকে আমাদের কি হবে জানিনা, তখন যদি এ টাকাটা বাজেট না থাকে ...ssembly ডেকে বাজেটের টাকা Provision করা সম্ভবপর নয়। Assemblyর যদি অনুমোদন না থাকে এবং তার জন্য যদি কোন Head না থাকে তাহলে তার জন্য কোন টাকা ব্যয় করার ক্ষমতা কারোরই নাই। কাজেই বাজেটের মধ্যে তার জন্যে Token Provision থাকা উচিত। সেই Token provision যদি না থাকে emergency থাকলেও supplementary budget এ না ধরে

সে টাকা ব্যয় করার উপায় নেই। সেই জন্যেই এখানে ১০০০০্ টাকা এবং যদি কাউকে আটক করা হয় কোন কারণে তার জন্যে ১০০০্ টাকা রাখা হয়েছে। এই যে ১০০০০্ টাকা তার উদ্দেশ্যটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি Civil defence এর জন্য অর্থাৎ জন. সাধারণকে রক্ষা করার জন্য, যদি দেখা যায় যে গোলাগুলি বা বোমা পড়ছে তখন ষ্টীরাপ পাম্প বা অন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা Civil defence এর জন্য গ্রহন করা দরকার সে গুলোকে খরিদ করার জন্যে এই টোকেন মানির provision রাখা হয়েছে। কাজেই শান্তি-পূর্ণ কোন নাগরিকের এই জন্য ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। আর যদি এমন দেখা যায় যে কেউ রাষ্ট্রদ্রোহীতা করছে এবং সেজন্যে যদি তাদের কাউকে আটক করতে হয় তাহলে তাদের পরিবারকে প্রতিপালন করার জন্যে সরকার চিন্তা করেছেন যাতে তারা না খেয়ে মারা না যায়। এরই জন্যে এর প্রয়োজনীয়তা আছে। কাজেই এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি।

Mr. Speaker— Any member from right willing to participate in the debate. The debate on Demand For Grant No. 36 is over. Now I am putting the Demand to vote. Of course I shall first put to vote the Cut Motion relating to the aforesaid Demand.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand—expenditure connected with National Emergency.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of Contrary opinion will please say 'Noes'

Voices—'Noes'

I think, 'Noes' [illegible]' have it, 'Noes' have it.

Motion is lost.

Now the question before the House is the Demand For Grant No. 36 moved by the Hon'ble Finance Minister, that a sum not exceeding Rs. 11000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation

(Vote on Account) Bill, 1967], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1968 in respect of Demand No. 36—Expenditure Connected with National Emergency.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are contrary opinion will please say 'Noes'

Voice—'Noes'

I think 'Ayes' have it, 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Demand is passed.

The House stands adjourned till 11 a.m. on Monday the 3rd April 1967.

Printed by the Superintendent, Government Printing
Tripura Government Press, Agartala, Tripura.